

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (সপ্তম খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফা প্রকাশনা : ১৭০৮/২

ইফা গ্রহাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0605-X

প্রথম প্রকাশ

মে ১৯৯২

তৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০০৩

আষাঢ় ১৪১০

রবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী

সবিহ-উল-আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল আমীন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

৮৫ শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (7th Part) : Compilation of Hadith Sharif by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (Rh) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2003

Price : Tk 160.00; US Dollar: 6.00

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে-‘আল -জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন ॥

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবী (সা)-এর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর যুগে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা এ. কে. এম. আব্দুস সালাম	সদস্য
অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

যুদ্ধাভিযান অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

অনুচ্ছেদ

উহুদ যুদ্ধ । মহান আল্লাহর বাণী : [হে রাসূল (সা)] স্বরণ করুন..... তারা জীবিকাপ্রাপ্ত	১৯
আল্লাহ তা'আলার বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার নির্ভর করে	২৫
আল্লাহর বাণী : যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল	৩০
আল্লাহর বাণী : স্বরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে..... তা বিশেষভাবে অবহিত	৩১
আল্লাহর বাণী : এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি উঠিয়ে নিতাম	৩২
আল্লাহর বাণী : তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা শাস্তি দেবেন তারা যালিম	৩৩
উম্মে সালীতের আলোচনা	৩৩
হামযা (রা)-এর শাহাদত	৩৪
উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা	৩৬
অনুচ্ছেদ	৩৭
যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন	৩৮
যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এবং মুসআব ইবন উমায়র (রা)	৩৮
উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে । নবী (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন	৪১
রাজী, রিল, যাকওয়ান, বিরে মাওনার যুদ্ধ এবং আযাল, ... উহুদ যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল	৪২
বন্দকের যুদ্ধ । এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয় । শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল	৫১
আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ	৬০
যাতুর রিকার যুদ্ধ । গাতফানের শাখা গোত্র বনু সালাবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম	৬৪
বানু মুসতালিকের যুদ্ধ । ইফকের ঘটনা মুরায়সীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল	৬৯
আনমারের যুদ্ধ	৭০
ইফকের ঘটনা । ইমাম বুখারী (র) বলেন	৭১
হুদায়বিয়ার যুদ্ধ । আল্লাহর বাণী : মু'মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত..... সম্মুখ হইলেন	৮৩
উক্ল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা	১০১
যাতুল কারাদের যুদ্ধ । খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশরিকরা এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে	১০২
খায়বারের যুদ্ধ	১০৩
খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ	১২৭
নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষিভূমির বন্দোবস্ত প্রদান	১২৭
খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা)-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর বর্ণনা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন	১২৮
যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান	১২৮
উমরাতুল কাযার বর্ণনা । আনাস (রা) নবী (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন	১২৯

অনুচ্ছেদ

সিরিয়ায় সংঘটিত মৃত্যুর যুদ্ধের বর্ণনা	পৃষ্ঠা ১৩৩
জুহায়না গোত্রের শাখা 'হরুকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর যাবিদ (রা)-কে প্রেরণ করা	১৩৬
মক্কা বিজয়ের অভিযান মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইবন আবু বালতা'আর লোক প্রেরণ	১৩৮
মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ । এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে	১৪০
মক্কা বিজয়ের দিনে নবী (সা) কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন	১৪২
মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী (সা) প্রবেশের বর্ণনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম	১৪৭
মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল	১৪৮
অনুচ্ছেদ	১৪৮
মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (সা)-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান	১৫০
লায়স ইবন সা'দ (রা) বলেছেন. ইউনুস আমার কাছে মুখমণ্ডল মাসাহ করে দিয়েছেন	১৫১
আল্লাহর বাণী : এবং হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু	১৫৮
আওতাসের যুদ্ধ	১৬৪
তায়িফের যুদ্ধ । মুসা ইবন উকবা (রা)-এর মতে যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে	১৬৫
নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান	১৭৫
নবী (সা) কর্তৃক খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে জাযিমার দিকে প্রেরণ	১৭৫
আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহমী এবং আলকামা..... যাকে আনসারদের সৈন্যবাহিনীও বলা হয়	১৭৬
বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশ'আরী (রা) এবং মু'আয (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ	১৭৭
হাজ্জাতুল বিদা-এর পূর্বে 'আলী ইবন আবু তালিব এবং খালীদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ	১৮১
যুল খালাসার যুদ্ধ	১৮৫
যাতুস সালাসিল যুদ্ধ । এটি লাখম ও জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ	১৮৭
জারীর (রা)-এর ইয়ামান গমন	১৮৮
সীফুল বাহরের যুদ্ধ । এবং তাঁদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবায়দা (রা)	১৮৯
হিজরতের নবম বছর লোকজনসহ আবু বকর (রা)-এর হজ্জ পালন	১৯২
বনী তামীমের প্রতিনিধি দল	১৯২
বনী তামীমের উপগোত্র বনী আশ্বরের বিরুদ্ধে উয়ায়না..... তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন	১৯৩
আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল	১৯৪
বনী হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইবন উসাল (রা)-এর ঘটনা	১৯৭
আসওয়াদ আনসীর ঘটনা	২০১
নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা	২০২
ওমান ও বাহরায়নের ঘটনা	২০৩
আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন । আশ'আরীগণ আমার আর আমিও তাদের	২০৫
দাউস গোত্র এবং তুফায়েল ইবন আমর দাউসীর ঘটনা	২০৮
তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইবন হাতিমের ঘটনা	২০৯
বিদায় হজ্জ	২০৯
গাযওয়ায়ে তাবুক — আর তা কষ্টের যুদ্ধ	২১৯
কা'ব ইবন মালিকের ঘটনা এবং আল্লাহর বাণী : এবং তিনি ক্ষমা করলেন স্থগিত রাখা হয়েছিল	২২১
নবী (সা)-এর হিজর বস্তিতে অবতরণ	২৩০

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ	২৩১
পারস্য অধিপতি কিসরা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী (সা)-এর পত্র প্রেরণ	২৩২
নবী (সা)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত ।..... আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে	২৩৩
নবী (সা) সবশেষে যে কথা বলেছেন	২৪৭
নবী (সা)-এর ওফাত	২৪৭
অনুচ্ছেদ	২৪৮
নবী (সা)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইবন যায়দকে যুদ্ধাভিমানে প্রেরণ	২৪৮
অনুচ্ছেদ	২৪৯
নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন	২৫০

তাফসীর অধ্যায়

সূরা আল ফাতিহা প্রসঙ্গে । সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে	২৫৩
যারা ক্রোধে নিপতিত নয়	২৫৪
সূরা বাকার	২৫৫
মুজাহিদ বলেন	২৫৭
আল্লাহর বাণী : কাজেই জেনেঙ্কনে কাউকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাবে না	২৫৭
আল্লাহর বাণী : আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া জুলুম করেছিল	২৫৮
আল্লাহর বাণী : স্মরণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, ... দান বৃদ্ধি করব	২৫৮
আল্লাহর বাণী : আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে	২৬০
আল্লাহর বাণী : তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন । তিনি অতি পবিত্র	২৬০
আল্লাহর বাণী : তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর	২৬১
আল্লাহর বাণী : স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) কা'বা.... আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা	২৬২
আল্লাহর বাণী : তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি..... নাযিল হয়েছে তার প্রতিও	২৬৩
আল্লাহর বাণী : নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে.....	২৬৩
আল্লাহর বাণী : আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি....সাক্ষীস্বরূপ হবেন	২৬৪
আল্লাহর বাণী : আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করেছিলেন তা আমি এ উদ্দেশ্যে দয়াশূ	২৬৫
আল্লাহর বাণী : আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি ।.....অনবহিত নন	২৬৫
আল্লাহর বাণী : যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন	২৬৬
আল্লাহর বাণী : আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ জানে যে রূপ ... অন্তর্ভুক্ত না হন	২৬৬
আল্লাহর বাণী : প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যদিও সে মুখ করে ।..... সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান	২৬৭
আল্লাহর বাণী : যেখান হতেই তুমি বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে অনবহিত নহেন	২৬৭
আল্লাহর বাণী : এবং তুমি যেখান হতেই বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের.... পরিচালিত হতে পারে	২৬৮
আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই সাক্ষা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত..... পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ	২৬৮
আল্লাহর বাণী : তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে	২৬৯
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান মর্মভুদ শাস্তি	২৭০
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন চলতে পার	২৭১
আল্লাহর বাণী : (রোযা ফরয করা হয়েছে তা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ	২৭৩

অনুচ্ছেদ

আল্লাহর বাণী : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা পালন করে	পৃষ্ঠা ২৭৪
আল্লাহর বাণী : রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসঙ্গে বৈধ করা হয়েছে..... তা কামনা কর	২৭৫
আল্লাহর বাণী : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে..... চলতে পার	২৭৫
আল্লাহর বাণী : পঁচাত্তর দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই হতে পারে	২৭৭
আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা.... চলবে না	২৭৭
আল্লাহর বাণী : আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হতে.... লোককে ভালবাসেন	২৭৯
আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্রেশ থাকে ফিদয়া দিবে	২৭৯
আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান..... কুরবানী করবে	২৮০
আল্লাহর বাণী : তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই	২৮০
আল্লাহর বাণী : এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাভর্তন করে তোমরাও করবে	২৮১
আল্লাহর বাণী : এবং তাদের মধ্যে যারা বলে অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন	২৮২
আল্লাহর বাণী : প্রকৃতপক্ষে সে কিছু ঘোর বিরোধী	২৮২
আল্লাহর বাণী : তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে সাহায্য নিকটেই	২৮৩
আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্রে ।..... সুসংবাদ দাও	২৮৪
আল্লাহর বাণী : তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালুক দাও এবং তাদের ইন্দ্রকাল..... বাধা দিও না	২৮৫
আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সবিশেষ অবহিত	২৮৫
আল্লাহর বাণী : তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের	২৮৮
আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে	২৮৮
আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা..... যা তোমরা জানতে না	২৮৯
আল্লাহর বাণী : তোমাদের সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের	২৯০
আল্লাহর বাণী : আর যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, ... জীবিত কর তা আমাকে দেখাও	২৯১
আল্লাহর বাণী : তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে.....	২৯১
আল্লাহর বাণী : তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাওয়া করে না ।	২৯২
আল্লাহর বাণী : অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন	২৯৩
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন	২৯৩
আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ	২৯৩
আল্লাহর বাণী : যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে যদি তোমরা জানতে	২৯৪
আল্লাহর বাণী : তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তিত হবে	২৯৪
আল্লাহর বাণী : তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর যাকে ইচ্ছা	২৯৫
ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন । আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান	২৯৫
আল্লাহর বাণী : রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত বিষয়ের প্রতি	২৯৫
ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনও	২৯৫
সূরা আলে ইমরান	২৯৫
আল্লাহর বাণী : যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ।..... সেটি হচ্ছে হালাল আর হারাম সম্পর্কিত	২৯৬
আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ	২৯৬
মূল্যে বিক্রয় করে আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই	২৯৮

অনুচ্ছেদ

আল্লাহর বাণী : তুমি বল, হে কিতাবিগণ! এস সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই

যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি

আল্লাহর বাণী : তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্য লাভ

আল্লাহর বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর

আল্লাহর বাণী : তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে

আল্লাহর বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং

আল্লাহর বাণী : এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই

আল্লাহর বাণী : রাসূল (সা) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহবান করছিলেন

আল্লাহর বাণী : প্রশস্তি তদ্রূপে

আল্লাহর বাণী : যখন হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে

যারা সৎকর্ম করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে

আল্লাহর বাণী : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে

আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য

তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত

আল্লাহর বাণী : তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল কষ্টদায়ক কথা শুনবে

আল্লাহর বাণী : যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে মর্মজ্বদ শাস্তি রয়েছে

আল্লাহর বাণী : আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে.....

আল্লাহর বাণী : যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে সৃষ্টি স্বন্ধে চিন্তা করে

আল্লাহর বাণী : হে আমাদের রব! কাউকে আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে..... সাহায্যকারী নেই

আল্লাহর বাণী : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমান এনেছি

সূরা নিসা

আল্লাহর বাণী : আর যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার ভাল লাগে

আল্লাহর বাণী : এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে,.... তখন সাক্ষী রাখবে

আল্লাহর বাণী : সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতিম এবং অভাবগ্রস্ত উপস্থিত সদালাপ করবে

আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য

আল্লাহর বাণী : হে ঈমানদারগণ! নারীদের যবরদস্তি তোমাদের ও রাধিকারী গণ্য করা বৈধ নহে

আল্লাহর বাণী : পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি..... উত্তরাধিকারী করেছে

আল্লাহর বাণী : আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না

আল্লাহর বাণী : যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব..... কী অবস্থা হবে

আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর..... পরিণামে প্রকৃষ্টতর

আল্লাহর বাণী : কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না..... তা মেনে না নেয়

আল্লাহর বাণী : কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন

আল্লাহর বাণী : তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে..... যার অধিবাসী জালিম

আল্লাহর বাণী : তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিকদের স্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে.....

আল্লাহর বাণী : যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে

আল্লাহর বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম

আল্লাহর বাণী : কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না তুমি মু'মিন নও

পৃষ্ঠা

২৯৯

৩০৪

৩০৫

৩০৬

৩০৬

৩০৬

৩০৮

৩০৮

৩০৮

৩০৯

৩০৯

৩১০

৩১২

৩১৪

৩১৪

৩১৫

৩১৬

৩১৬

৩১৭

৩১৯

৩১৯

৩২০

৩২১

৩২১

৩২২

৩২৪

৩২৫

৩২৬

৩২৬

৩২৭

৩২৮

৩২৮

৩২৯

৩২৯

অনুচ্ছেদ

আল্লাহর বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে..... তারা সমান নয়	পৃষ্ঠা ৩৩০
আল্লাহর বাণী : যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় হিজরত করতে?	৩৩১
আল্লাহর বাণী : তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায়..... কোন পথও পায় না	৩৩২
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল	৩৩২
আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অস্ত্র রেখে দিলে কোন দোষ নেই	৩৩৩
আল্লাহর বাণী : লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়..... শোনানো হয়	৩৩৩
আল্লাহর বাণী : কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে	৩৩৪
আল্লাহর বাণী : মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে	৩৩৪
আল্লাহর বাণী : তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছে যেমন করেছে ইউনুস, হারুন এবং	৩৩৫
আল্লাহর বাণী : লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। তার উত্তরাধিকারী হবে	৩৩৬

সূরা আল-মায়িদা

আল্লাহর বাণী : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম	৩৩৬
আল্লাহর বাণী : এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে	৩৩৭
আল্লাহর বাণী : সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব	৩৩৮
আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে	৩৩৯
আল্লাহর বাণী : এবং যখমের বদল অনুরূপ যখম	৩৪০
আল্লাহর বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে..... যা অবতীর্ণ তা প্রচার কর	৩৪১
আল্লাহর বাণী : তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না	৩৪২
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হারাম করো না	৩৪৩
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, বেদী ও ভাগ্য গণনা..... শয়তানের কর্ম	৩৪৪
আল্লাহর বাণী : যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে.... এবং সৎ কর্ম করে....	৩৪৫
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, ... তোমরা দুঃখিত হবে	৩৪৬
আল্লাহর বাণী : বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেন নি	৩৪৭
আল্লাহর বাণী : যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী	৩৪৮
আল্লাহর বাণী : তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়	৩৪৯

সূরা আন'আম

আল্লাহর বাণী : অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না	৩৫০
আল্লাহর বাণী : বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে কিংবা তলদেশ থেকে	৩৫১
আল্লাহর বাণী : এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি	৩৫২
আল্লাহর বাণী : ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে	৩৫৩
আল্লাহর বাণী : তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন তাদের পথ অনুসরণ কর	৩৫৪
আল্লাহর বাণী : ইহুদীদিগের জন্য নখরযুক্ত সব পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম আমি তো সত্যবাদী	৩৫৫
আল্লাহর বাণী : প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না	৩৫৬
আল্লাহর বাণী : সাক্ষীদেরকে হাযির কর	৩৫৭
আল্লাহর বাণী : যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে তার ঈমান কাজে আসবে না	৩৫৮

অনুচ্ছেদ

সূরা আরাফ

আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা	পৃষ্ঠা ৩৫৬
আল্লাহর বাণী : মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল আমাকে দর্শন দাও	৩৫৮
জ্যোতি প্রকাশ করলেন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম	৩৫৮
আল্লাহর বাণী : মান্না ও সালওয়া	৩৫৯
আল্লাহর বাণী : বল, হে মানুষ আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল । তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই ঈমান আন আল্লাহর প্রতি যাতে তোমরা পথ পাও	৩৬০
আল্লাহর বাণী : এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল	৩৬১
আল্লাহর বাণী : তোমরা বল ক্ষমা চাই	৩৬১
আল্লাহর বাণী : তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং অজ্ঞদিগের উপেক্ষা কর	৩৬১

সূরা আনফাল

আল্লাহর বাণী : আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছু বোঝে না	৩৬২
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন আহবানে সাড়া দেবে তারই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে	৩৬৩
আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মভুদ শাস্তি দাও	৩৬৫
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ শাস্তি দিবেন	৩৬৫
আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়.....	৩৬৬
আল্লাহর বাণী : হে নবী : মু'মিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর । যার বোধশক্তি নেই	৩৬৭
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন দুর্বলতা আছে	৩৬৮

সূরা বারআত

আল্লাহর বাণী : তোমরা মুশরিকদের সাথে যেসব চুক্তি করেছিলে সেসব বিচ্ছেদ করা হল	৩৬৯
আল্লাহর বাণী : তোমরা তারপর দেশে চার মাস কাল পরিভ্রমণ কর লাঞ্ছিত করে থাকেন	৩৭০
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জে আকবরের দিনে এক ঘোষণা	৩৭০
যে, আল্লাহর সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তার রাসূলেরও নয়.....	৩৭১
আল্লাহর বাণী : তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ	৩৭২
আল্লাহর বাণী : তবে কাফের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়	৩৭৩
আল্লাহর বাণী : যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে..... যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন	৩৭৩
আল্লাহর বাণী : যেদিন জাহান্নামের আগুনে ওইসব উত্তপ্ত করা হবে পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, তার আত্মদগ্ধ গ্রহণ কর	৩৭৪
আল্লাহর বাণী : নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানের আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি । তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান	৩৭৫
আল্লাহর বাণী : যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন	৩৭৫
আল্লাহর বাণী : এবং যাদের চিন্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য	৩৭৮

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

- আল্লাহর বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৩৭৮
- আল্লাহর বাণী : আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা.....না করুন, একই কথা..... ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না ৩৭৯
- আল্লাহর বাণী : যদি তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা যায়, আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না, তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না ৩৮১
- আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে, ...তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল ৩৮২
- আল্লাহর বাণী : তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি রাযী হবেন না ৩৮৩
- আল্লাহর বাণী : এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে সম্ভবত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৩৮৩
- আল্লাহর বাণী : মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় ৩৮৪
- আল্লাহর বাণী : অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহপরাণ হবেন নবীর প্রতি তার অনুগমন করেছিল অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন ৩৮৪
- আল্লাহর বাণী : এবং তিনি সে তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হয়েছিল, ...জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, ... মেহেরবান হলেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৩৮৫
- আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও ৩৮৭
- আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়র্দ্র ও পরম দয়ালু ৩৮৮

সূরা ইউনুস

৩৯০

- আল্লাহর বাণী : আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ পার করলাম এবং ফেরাউন ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। সে নিমজ্জমান হল সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, যার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করেছে আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ৩৯১

সূরা হুদ

৩৯২

- আল্লাহর বাণী : সাবধান! ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাজ করে। ৩৯২
- আল্লাহর বাণী : এবং তাঁর আরশ ছিল পানির ওপরে ৩৯৩
- আল্লাহর বাণী : সাক্ষীগণ বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল আল্লাহর লানত জালিমদের ওপর ৩৯৫
- আল্লাহর বাণী : এবং একুপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। যখন তারা জুলুম করে থাকে ৩৯৬
- আল্লাহর বাণী : নামায কায়েম করবে দিবসের দু'প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে এটি তাদের জন্য এক উপদেশ ৩৯৭

صحیح البخاری

বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

যুদ্ধাভিযান অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب المغازی

যুদ্ধাভিযান

(অবশিষ্ট অংশ)

২১৭৭. بَابُ غَزْوَةِ أَحَدٍ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، إِنْ يُفْسِدْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ، وَقَوْلُهُ : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَسُوْنُهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا الْآيَةَ

২১৭৯. অনুচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী : [হে রাসূল (সা)!] স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যুষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৩ : ১২১)। আল্লাহর বাণী : তোমরা হীনবল হয়ে না এবং দুঃখিত হয়ে না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো (বদর যুদ্ধে) লেগেছে। মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য

হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। আর যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিষ্কিহ করতে পারেন। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না? মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে! (৩ : ১৩৯-১৪৩) মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং [রাসূল (সা)-এর] নির্দেশ সঙ্কে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অব্যাহত হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (৩ : ১৫২) মহান আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত (৩ : ১৬৯)

৩৭৫৭ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ هَذَا جِبْرِئِيلُ اَخَذَ بِرَأْسِ فَرْسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ -

৩৭৪৬ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছেন, এই তো জিবরাঈল, তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে (লাগাম হাতে) এসে পৌছেছেন; তাঁর পরিধানে রয়েছে সমরাস্ত্র।

৩৭৫৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى قَتْلَى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودِعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمَنْبِرَ فَقَالَ : اِنِّي بَيْنَ اَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَاِنْ مَوْعِدُكُمْ الْحَوْضُ وَاِنِّي لَانْتَظِرُ اِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا وَاِنِّي لَسْتُ اَخْشَى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي اَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا اَنْ تَتَفَاسَوْهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظَرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

৩৭৪৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আট বছর পর নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে গিয়ে) এমনভাবে দোয়া করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দোয়া করেন। তারপর তিনি (সেখান থেকে ফিরে এসে) মিশরে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রে প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষিদাতা। এরপর হাউয়ে কাউসারের পাড়ে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। আমার এ জায়গা থেকেই আমি হাউয়ে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এ আশংকা করি না। তবে আমার

আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এ দেখাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শেষবারের মত দেখা।

৩৭৪৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ فَاجْلَسَ النَّبِيُّ (ص) جَيْشًا مِنَ الرِّمَاءِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا إِن رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا ، فَلَمَّا لَقِينَا مَرَبُوءًا حَتَّى رَأَيْتُ السِّبْءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سَوْقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَائِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ : الْغَنِيمَةُ الْغَنِيمَةُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَهْدُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) أَنْ لَا تَبْرَحُوا فَأَبَوْا فَلَمَّا أَبَوْا صَرَفَ وَجُوهَهُمْ فَأَصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا وَأَشْرَفَ أَبُو سَفْيَانَ فَقَالَ أَفَى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ لَا تَجِيبُوهُ فَقَالَ أَفَى الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ قَالَ لَا تَجِيبُوهُ ، فَقَالَ أَفَى الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءَ لَأَجَابُوا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَبْقَى اللَّهُ لَكَ مَا يَخْزِيكَ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ : أَعْلَى هُبَلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَجِيبُوهُ قَالُوا مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا : اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ : لَنَا الْعُزَّى وَ لَا عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَجِيبُوهُ : قَالُوا مَا نَقُولُ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ، قَالَ أَبُو سَفْيَانَ : يَوْمَ يَوْمٍ بَذَرَ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ، وَتَجِدُونَ مِثْلَهُ لَمْ أَمْرِهَا وَلَمْ تَسْؤِنِي أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أَحْدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ۔

৩৭৪৮ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ দিন (উহদ যুদ্ধের দিন) আমরা মুশরিকদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলে নবী (সা) আবদুল্লাহ (ইবন জুবাইর) (রা)-কে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে তাদেরকে (নির্ধারিত এক স্থানে) মোতামেন করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা আমাদেরকে দেখে যে, আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। অথবা যদি তোমরা তাদেরকে দেখে যে, তারা আমাদের উপর জয় লাভ করেছে, তাহলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করে আমাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে না। এরপর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, মহিলাগণ দ্রুত দৌড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা বস্ত্র পায়ের গোছা থেকে টেনে তুলেছে, ফলে পায়ের অলংকারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা) বলতে লাগলেন, এ-ই গনীমত-গনীমত! তখন আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা) বললেন, তোমরা যেন এ স্থান না ছাড় এ ব্যাপারে নবী (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল। যখন তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল, তখন তাদের রোখ ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং শহীদ হলেন তাদের সত্তর জন সাহাবী। আবু সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠে বলল, কাওমের মধ্যে মুহাম্মদ জীবিত আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন উত্তর দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইবন আবু কুহাফা (আবু বকর)

বেঁচে আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন জবাব দিও না। সে পুনরায় বলল, কণ্ঠের মধ্যে ইবনুল খাত্তাব জীবিত আছে কি? তারপর সে বলল, এরা সকলেই নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই জবাব দিত। এ সময় উমর (রা) নিজেকে সামলাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহর দূশমন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। যে জিনিসে তোমাকে লাঞ্ছিত করবে আল্লাহ তা বাকী রেখেছেন। আবু সুফিয়ান বলল, হুবালের জয়। তখন নবী (সা) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কি বলব? তিনি বললেন, তোমরা বল, **اللَّهُ أَغْلَى وَأَجَلُ** — আল্লাহ সমুল্লত ও মহান। আবু সুফিয়ান বলল, **اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى** — আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই। নবী (সা) বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বললেন, আমরা কি জবাব দেব? তিনি বললেন, বল **مَوْلَى وَلَا مَوْلَى** — আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের তো কোন অভিভাবক নেই। পরিশেষে আবু সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর যুদ্ধের বিনিময়ের দিন। যুদ্ধ কূপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মত (অর্থাৎ একবার এক হাতে আরেকবার অন্য হাতে) (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা নাক-কান কাটা কিছু লাশ দেখতে পাবে। আমি এরূপ করতে আদেশ করিনি। অবশ্য এতে আমি অসজ্জ্বষ্টও নই। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলা শরাব পান করেছিলেন।^১ এরপর তাঁরা শাহাদত বরণ করেন।

৩৭৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتَى بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قَتَلَ مُصَنَّبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كَفَرَنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأَرَاهُ قَالَ وَقَتَلَ حَمْرَةَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ، أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ۔

৩৭৪৯ আবদান (র) সাদ ইবন ইব্রাহীমের পিতা ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর নিকট কিছু খানা আনা হল। তিনি তখন রোযা ছিলেন। তিনি বললেন, মুসআব ইবন উমাইর (রা) ছিলেন আমার থেকেও উত্তম ব্যক্তি। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁকে এমন একটি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলছিলেন যে, হামযা (রা) আমার চেয়েও উত্তম লোক ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। এরপর দুনিয়াতে আমাদেরকে যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছে অথবা বলেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, হয়তো আমাদের নেকীর বদলা এখানেই (দুনিয়াতে) দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি আহাৰ্য পরিত্যাগ করলেন।

৩৭৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَمْعٍ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

১. তখন পর্যন্ত শরাব পান করা হারাম ঘোষিত হয়নি।

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيُّنَ أَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى ثَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ -

৩৭৫০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উহদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন, জান্নাতে। তারপর উক্ত ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি লড়াই করলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

۳۷۵۱ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خُبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) نَتَّبِعِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرِكْ إِلَّا ثَمْرَةً كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ (ص) غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْأَذْخِرَ أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْأَذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ قَدْ آيَنْتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا -

৩৭৫১ আহমাদ ইবন ইউনুস (র) খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আব্দুল্লাহর সম্বন্ধিতর উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে (মদীনায়ে) হিজরত করেছিলাম। ফলে আব্দুল্লাহর কাছে আমাদের পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের কতক দুনিয়াতে পুরস্কার ভোগ না করেই অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা চলে গিয়েছেন। মাসআব ইবন উমাইর (রা) তাদের মধ্যে একজন। তিনি উহদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি একটি ধারাদার পশমী বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এ দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন নবী (সা) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর দাও ইযখির অথবা তিনি বলেছেন, ইযখির দ্বারা তার পা আবৃত কর। আমাদের কতক এমনও আছেন, যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি এখন তা সংগ্রহ করছেন।

۳۷۵۲ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّ غَابَ عَنْ بَدْرِ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ (ص) لَنَرِ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) لَيَرَيْنَ اللَّهُ مَا أَجِدُ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهَزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَاسَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ نُونَ أُحُدٍ فَمَضَى فَمُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عُرِفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةَ أَنْ بَيَّنَّاهُ وَبِهِ بَضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمِيَةٍ بِسَهْمٍ -

৩৭৫২ হাস্‌সান ইব্ন হাস্‌সান (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) তাঁর চাচা [আনাস ইব্ন নযর (রা)] বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি [আনাস ইব্ন নযর (রা)] বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী (সা)-এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শরীক করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখবেন, আমি কত প্রাণপণ চেষ্টা করে লড়াই করি। এরপর তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা পরাজিত হলে (পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করলো) তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এ সমস্ত লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করলেন, আমি এর জন্য আপনার নিকট ওয়রখাহী পেশ করছি এবং মুশরিকগণ যা করল তা থেকে আমি আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে অগ্রসর হলেন। এ সময় সাদ ইব্ন মু'আয (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ হে সাদ? আমি উহুদের অপর প্রান্ত হতে জান্নাতের সুঘাণ পাচ্ছি। এরপর তিনি (বীর বিক্রমে) যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন। তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর শরীরের একটি তিল অথবা অঙ্গুলীর মাথা দেখে তাঁকে চিনলেন। তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি বর্শা, তরবারি ও তীরের আঘাত ছিল।

৩৭৫৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ، فَالْحَقْنَا فِي سُوْرَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ -

৩৭৫৩ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সময় সূরা আহযাবে একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলি, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঠ করতে শুনতাম। তাই আমরা উক্ত আয়াতটি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে তা পেলাম খুযায়মা ইব্ন সাবিত আনসারী (রা)-এর কাছে। আয়াতটি হল : “মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ রয়েছে প্রতীক্ষায়। (৩৩ : ২৩) এরপর এ আয়াতটিকে আমরা কুরআন মজীদে এ সূরাতে (আহযাবে) সংযুক্ত করে নিলাম।

৩৭৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَالِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ يَحْدِثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) إِلَىٰ أَحَدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) فَرِيقَيْنِ فَرِيقَةٌ تَقُولُ نَقَاتِلُهُمْ وَفَرِيقَةٌ تَقُولُ لَا نَقَاتِلُهُمْ فَتَزَلَتْ : فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَقَالَ إِنَّهَا طَيِّبَةٌ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبْتَ الْفِضَّةِ -

৩৭৫৪ আবুল ওয়ালীদ (র) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলে যারা তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল, তাদের কিছুসংখ্যক লোক ফিরে এলো। নবী (সা)-এর সাহাবীগণ তাদের সম্পর্কে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। অপরদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব না। এ সময় নাযিল হয় (নিম্নবর্ণিত আয়াতখানা) “তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে, যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। (৪ : ৮৮) এরপর নবী (সা) বললেন, এ (মদীনা) পবিত্র স্থান। আগুন যেমন রূপার ময়লা দূর করে দেয়, এমনিভাবে মদীনাও গুনাহকে দূর করে দেয়।

২১৮. بَابُ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ -

২১৮০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহর প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে। (৩ : ১২২)

৩৭৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا بَنِي سَلَمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ وَمَا أَحْبَبُّ أَنَّهُمَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ : وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا -

৩৭৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল” আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনু সালিম্বা এবং বনু হারিসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতটি নাযিল না হোক এ কথা আমি চাইনি। কেননা এ আয়াতেই আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ উভয় দলেরই সহায়ক।

৩৭৫৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ مَاذَا أَبْكَرَا أَمْ ثَنِيَا؟ قُلْتُ لَا بَلْ ثَنِيَا قَالَ فَهَلَا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُكَ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرَقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةٌ تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبَتْ -

৩৭৫৬ কুতায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না (কুমারী নয়) বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে

করলে না কেন? সে তো তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা), আমার আকা উহদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। এবং রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সাথে তাদেরই মত একজন অনভিজ্ঞ মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করলাম না। বরং এমন একটি মহিলাকে (বিয়ে করা পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়িয়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, ঠিক করেছ।

৩৭০৭ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَاؤُ النُّخْلِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِدِي قَدْ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَرَكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ إِذْهَبْ فَيَبْدِرْ مَلْ تَمَرَ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانَتْهُمْ أَغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيِّدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ عَنْ وَالِدِي أَمَلْتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَّادِرَ كُلَّهَا حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيِّدِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) كَانَتْهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً۔

৩৭৫৭ আহমাদ ইবন আবু সুরাইজ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহদ যুদ্ধের দিন তার পিতা ছয়টি মেয়ে ও কিছু ঋণ তার উপর রেখে শাহাদত বরণ করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা উহদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। এখন আমি চাই, ঋণদাতাগণ আপনাকে দেখুক। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। [জাবির (রা) বলেন] আমি তাই করলাম। এরপর নবী (সা)-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা (ঋণদাতাগণ) নবী (সা)-কে দেখলেন, সে মুহূর্তে যেন তারা আমার উপর আরো ক্ষেপে গেলেন। নবী (সা) তাদের আচরণ দেখে বাগানের বড় গোলাটির চতুষ্পার্শ্বে তিনবার চক্র দিয়ে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদেরকে ডাক। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার আমানত আদায় করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট না যেতে পারলেও আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানত আদায় করে দেন। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা খেজুরের সবকটি গোলাই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নবী (সা) যে গোলার উপর বসা ছিলেন তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি।

৩৭০৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا نِيبٌ بِيضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ

৩৭৫৮ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমি আরো দুই ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হয়ে তুমুল লড়াই করছে। আমি তাদেরকে পূর্বেও কোনদিন দেখিনি এবং পরেও কোনদিন দেখিনি।

৩৭৫৯ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ السَّعْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ نَثَلُ لِيَ النَّبِيُّ (ص) كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ أَرَمَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي-

৩৭৫৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার জন্য তাঁর তীরদানী থেকে তীর খুলে দিয়ে বললেন, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক; তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।

৩৭৬০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ (ص) أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ-

৩৭৬০ মুসাদ্দাদ (র) সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন।

৩৭৬১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ جَمَعَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَهُوَ يُقَاتِلُ-

৩৭৬১ কুতায়বা (র) সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে একসাথে উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলে তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি লড়াই করছিলেন এমতাবস্থায় নবী (সা) তাঁকে বলেছেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।

৩৭৬২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدٍ-

৩৭৬২ আবু নুআয়ম (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এক সাথে উল্লেখ করতে আমি শুনিনি।

৩৭৬৩ حَدَّثَنَا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ أَرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي -

৩৭৬৩ ইয়াসারা ইবন সাফওয়ান (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইবন মালিক (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এ কথা উল্লেখ করতে আমি শুনিনি। উহদ যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে সাদ, তুমি তীর নিক্ষেপ কর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

৩৭৬৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ زَعَمَ أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي يُقَاتَلُ فِيهَا غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا -

৩৭৬৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিনগুলোতে নবী (সা) যুদ্ধ করেছেন তার কোন এক সময়ে তালহা এবং সাদ (রা) ব্যতীত (অন্য কেউ) নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন না। হাদীসটি আবু উসমান (রা) তাদের উভয়ের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ -

৩৭৬৫ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র) সায়েব ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন 'আউফ, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, মিকদাদ এবং সাদ (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। তাদের কাউকে নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি, তবে কেবল তালহা (রা)-কে উহদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি।

৩৭৬৬ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ -

৩৭৬৬ আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র) কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা (রা)-এর হাত অবশ (অবস্থায়) দেখেছি। উহদ যুদ্ধের দিন তিনি এ হাত নবী (সা)-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।

৩৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ

أَحَدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ (ص) جُوبَ عَلَيْهِ بِحَبَقَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا السَّزْعَ كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ السَّبْلِ ، فَيَقُولُ أَنْتَرَاهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ يُشْرِفُ النَّبِيُّ (ص) يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفُ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي نُونُ نَحْرِكَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشْمِرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سَوْقِهِمَا تَنْتَفِرَانِ الْقَرِيبَ عَلَى مَتُونِهِمَا تَفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فِتْمَلَانِيهَا ثُمَّ تَجِيَانِ فَتَفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ أَمَّا مَرَّتَيْنِ وَأَمَّا ثَلَاثًا -

৩৭৬৭ আবু মা'মার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন নবী (সা)-কে ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলেও আবু তাল্হা (রা) ঢাল হাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখলেন। আবু তাল্হা (রা) ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ, ধনুক খুব জোরে টেনে তিনি তীর ছুঁড়তেন। সেদিন (উহুদ যুদ্ধে) তিনি দু'টি অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। সেদিন যে কেউ ভরা তীরদানী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তাকেই তিনি বলেছেন, তীরগুলো খুলে আবু তাল্হার সামনে রেখে দাও। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) মাথা উঁচু করে যখনই শত্রুদের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবু তাল্হা (রা) বলতেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হঠাৎ তাদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষা করার জন্য আমার বক্ষই রয়েছে (অর্থাৎ আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান)। [আনাস (রা) বলেন] সেদিন আমি আয়েশা বিনত আবু বকর এবং উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়েই পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের পায়ের তলা দেখতে পেয়েছি। তারা মশক ভরে পিঠে বহন করে পানি আনতেন এবং (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। আবার চলে যেতেন এবং মশক ভরে পানি এনে লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। সেদিন আবু তাল্হা (রা)-এর হাত থেকে দু'বার অথবা তিনবার তরবারিটি পড়ে গিয়েছিল।

২৭৬৮ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَخَ ابْنُ لَيْسَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي قَالَ قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ عُرْوَةَ : فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةٌ خَيْرٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ بَصُرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ وَأَبْصُرْتُ مِنْ بَصْرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصُرْتُ وَأَحَدٌ -

৩৭৬৮ উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেলে অভিশপ্ত ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের

পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা পেছনের দিকে ফিরে গেল। তখন অগ্রভাগ ও পশ্চাদভাগের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হল। এ পরিস্থিতিতে হুয়ায়ফা (রা) দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর পিতা ইয়ামন (রা)-এর সাথে লড়াই করছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, (ইনি তো) আমার পিতা, আমার পিতা (তাকে আক্রমণ করবেন না)। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম, এতে তাঁরা বিরত হলেন না। বরং তাঁকে হত্যা করে ফেললেন। তখন হুয়ায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর সাথে মিলনের (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত হুয়ায়ফা (রা)-এর মনে এ ঘটনার অনুতাপ বাকী ছিল।

২১৮১. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ**

২১৮১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাঁদের পদাশ্রয় ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল (৩ : ১৫৫)

৩৭৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ عَنْ عُمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَعُودُ؟ قَالُوا هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ مِنَ الشَّيْخِ؟ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ أَتَحَدِّثُنِي، قَالَ أَتَشُدُّكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَتَعْلَمُهُ تَغْيِبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَتَعْلَمُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَكَبَّرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَى لَأُخْبِرَكَ وَلَآبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا تَغْيِبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، وَأَمَّا تَغْيِبُهُ الرِّضْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنٍ مَكَّةَ مِنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعَثْتُه مَكَانَهُ فَبِعَثَ عُمَانَ وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُمَانُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) بِيَدِهِ الْيَمْنَى هَذِهِ يَدُ عُمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُمَانَ إِذْ هَبَ بِهَذَا الْآنَ مَلَكَ.

৩৭৬৯ আবদান (র) উসমান ইবন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি বায়তুল্লায় এসে সেখানে একদল লোককে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব লোক কারা? তারা বললেন, এরা হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৃদ্ধ লোকটি কে? উপস্থিত সকলেই বললেন, ইনি হচ্ছেন (আবদুল্লাহ) ইবন উমর (রা)। তখন লোকটি

তঁার (ইব্ন উমর) কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি আমাকে বলে দেবেন কি? এরপর লোকটি বললেন, আমি আপনাকে এই ঘরের মর্যাদার কসম দিয়ে বলছি, উহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইব্ন আফফান (রা) পালিয়েছিলেন, এ কথা আপনি কি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন, তিনি বদরের রণাঙ্গনে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় বললেন, তিনি বায়আতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখন ইব্ন উমর (রা) বললেন, এসো, এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারে অবহিত করছি এবং তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুলে বলছি। (১) উহুদের রণাঙ্গন থেকে তঁার পালাবার ব্যাপার স্বয়ং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (২) বদর যুদ্ধে তঁার অনুপস্থিত থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা (রুকাইয়া) তঁার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁকে নবী (সা) বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই তুমি সওয়াব লাভ করবে এবং গনীমতের অংশ পাবে। (৩) বায়আতে রিদওয়ান থেকে তঁার অনুপস্থিত থাকার কারণ হল এই যে, মক্কাবাসীদের নিকট উসমান ইব্ন আফফান (রা) থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি থাকলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মক্কা পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ জন্য উসমান (রা)-কে (মক্কা) পাঠালেন। তঁার মক্কা গমনের পরই বায়আতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল। তাই (বায়আত গ্রহণের সময়) নবী (সা) তঁার ডান হাতখানা অপর হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এটাই উসমানের হাত। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) বললেন, এই হল উসমান (রা)-এর অনুপস্থিতির মূল কারণ। এখন তুমি যাও এবং এ কথাগুলো মনে গেঁথে রেখো।

২১৮২ . بَابُ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوِنُونَ عَلَى أَحَدٍ وَ الرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ
فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ. تُصْعِدُونَ تَذْفِبُونَ أَمْعَدَ وَصَمِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ -

২১৮২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল (সা) তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে আহ্বান করছিলেন ফলে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত (৩ : ১৫৩)

২৭৬৭ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ
النَّبِيُّ (ص) عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مِنْهُمْ مِائِينَ فَذَكَ : إِذْ يَدْعُوهُمْ الرُّسُولُ فِي
أَخْرَاكُمْ -

৩৭৬৭ আমর ইবন খালিদ (র) বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবন জুযায়র (রা)-কে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে (মদীনার দিকে) ছুটে গিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে, রাসূল (সা)-এর তাদেরকে পেছনের দিক থেকে ডাকা।

২১৮২. بَابٌ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نُعَاسًا ، يُغْشَى طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ تَغْشَاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مَرَارًا يَسْقُطُ وَأَخَذَهُ وَيَسْقُطُ فَأَخَذَهُ

২১৮৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি — তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সঙ্ঘকে অবাস্তুর ধারণা করে নিজেরাই নিজদেরকে উদ্ধিগ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহরই ইচ্ছতিয়াবে, যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করত তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত, তা এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। (৩ : ১৫৪) বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা (র) আমার নিকট আবু তাল্হা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। এমনকি (এ তন্দ্রার কারণে) আমার তরবারিটি আমার হাত থেকে কয়েকবার পড়েও গিয়েছিল। এমনকি করে তরবারিটি পড়ে যেত, আমি তা উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেত, আমি আবার তা উঠিয়ে নিতাম।

২১৮৬. بَابٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ شَجَّ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يَفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ

فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

২১৮৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। (৩ : ১২৮) হুমায়দ এবং সাবিত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা)-কে আঘাত করে জখম করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে জখম করে দিয়েছে তারা কি করে উন্নতি ও সফলতা লাভ করবে। এ কথা পরিত্রাণেই নাযিল হয়েছিল

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

২৭৭১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فَلَانًا وَقُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ -

৩৭৭১ ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাহ সুলামী (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ আপনি অমুক, অমুক এবং অমুকের উপর লানত বর্ষণ করুন, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। হানজালা (র).....সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাফওয়ান ইবন উমাইয়া, সুহাইল ইবন আমর এবং হারিস ইবন হিশামের জন্য বদদোয়া করতেন। এ প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতখানা। তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম।

২১৮৫. অনুচ্ছেদ : উষে সালীতের আলোচনা

২৭৭২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرَوِّطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جِدٌّ فَقَالَ لَهُ

بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطَى هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أَمْ كُنْتُمْ بِنْتُ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ أَمْ سَلِيطٌ أَحَقُّ بِهِ وَأَمْ سَلِيطٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزْفَرُ لَنَا الْقَرَبِ يَوْمَ أَحُدٍ -

৩৭৭২ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (রা) সা'লাবাহ ইবন আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবন খাতাব (রা) কতকগুলো চাদর মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে বন্টন করলেন। পরে একটি সুন্দর চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তার নিকট উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ চাদরখানা আপনার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাতনী আলী (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা)-কে দিয়ে দিন। উমর (রা) বললেন, উম্মে সালীত (রা) তার চেয়েও অধিক হকদার। উম্মে সালীত (রা) আনসারী মহিলা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। উমর (রা) বললেন, উহদের দিন এ মহিলা আমাদের জন্য মশক ভরে পানি এনেছিলেন।

২১৮৬. بَابُ قَتْلِ حَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৮৬. অনুচ্ছেদ : হামযাহ (রা)-এর শাহাদত

২৭৭৩ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةِ الضَّمَرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمَصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِي نَسَائُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْرَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِي يَسْكُنُ حِمَصَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَانَتْ حَمِيَّتُ، قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ يَسِيرُ فَسَلَمْنَا ، فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ بِعَمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِي إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرَجُلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَا وَحْشِي أَتَعْرِفُنِي قَالَ فَتَنْظُرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قَتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعَيْصِ ، قَوْلَدْتُ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ ، فَحَمَلَتْ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَارَتْهَا إِيَّاهُ فَلَكَائِي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْرَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ : إِنَّ حَمْرَةَ قَتَلَ طَعِيمَةَ بْنَ عَدِيٍّ ابْنَ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِنَّ قَتَلْتَ حَمْرَةَ بِعَمَّتِي فَأَنْتَ حُرٌّ . قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٍ بِجَبَالِ أَحُدٍ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا اصْطَفَوْا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ ، قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْصَارٍ مَقْطَعَةُ الْبُظُورِ ، اتَّحَادُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (ص) قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ ، قَالَ وَكُنْتُ لِحَمْرَةَ تَحْتَ

صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعَهَا فِي ثُنْتَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدِيهِ
 ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَّافِيهَا الْإِسْلَامُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ
 فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَسُولًا فَقِيلَ لِي أَنَّهُ لَا يَهْبِجُ الرَّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى
 رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَلَمَّا رَأَيْتَنِي قَالَ أَنْتَ وَحُشْبِي قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْرَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا
 بَلَغَكَ ، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَخَرَجَ مُسْلِمَةً
 الْكَذَّابُ قُلْتُ لَا خُرُجُنَ إِلَى مُسْلِمَةٍ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكْفَأَنِي بِهِ حَمْرَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ
 مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلَمَةٍ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْزَقُ ثَانِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعَهَا بَيْنَ
 ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَبَّ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ
 بَيْتٍ وَآمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ .

৩৭৭৩ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) জাফর ইবন আমর ইবন উমাইয়া যামরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইবন আদী ইবন খিয়ার (র)-এর সাথে ভ্রমণে বের হলাম। আমরা যখন হিম্স নামক স্থানে পৌছলাম তখন উবায়দুল্লাহ (র) আমাকে বললেন, ওয়াহশীর কাছে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি? আমরা তাকে হামযা (রা)-এর শাহাদত বরণ করার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আমি বললাম, হ্যাঁ যাব। ওয়াহশী তখন হিম্স শহরে বসবাস করতেন। আমরা তার সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হল ঐ তো তিনি তার প্রাসাদের ছায়ার মধ্যে পশমহীন মশকের মত স্থির হয়ে বসে আছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প কিছু দূরে থামলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। জাফর (র) বর্ণনা করেন, তখন উবায়দুল্লাহ (র) তার মাথা পাগড়ি দ্বারা এমনভাবে আবৃত করে রেখেছিলেন যে, ওয়াহশী তার দুই চোখ এবং দুই পা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। এমনভাবে উবায়দুল্লাহ (র) ওয়াহশীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওয়াহশী, আপনি আমাকে চিনেন কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং এরপর বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চিনি না। তবে আমি এতটুকু জানি যে, আদী ইবন খিয়ার উম্মে কিতাল বিন্ত আবুল ঈস নামক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার দাই খোঁজ করছিলাম, তখন ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। সে দিনের সে বাচ্চার পা দু'টির মত যেন আপনার পা দু'টি দেখতে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উবায়দুল্লাহ (র) তার মুখের পর্দা সরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হামযা (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দেবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বদর যুদ্ধে হামযা (রা) তুআইমা ইবন আদী ইবন খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার মনিব জুবায়র ইবন মুতঈম আমাকে বললেন, তুমি যদি

আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আযাদ। রাবী বলেন, যে বছর উহুদ পাহাড় সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে যুদ্ধে আমি সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। এরপর লড়াইয়ের জন্য সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে (কাফির সৈন্যদলের মধ্য থেকে) সিবা নামক এক ব্যক্তি ময়দানে এসে বলল, হুদুযুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছে কি? ওয়াহশী বলেন, তখন হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) (বীর বিক্রমে) তার সামনে গিয়ে বললেন, হে মেয়েদের খতনাকারিণী উম্মে আনমারের পুত্র সিবা! তুমি কি আব্দাহ্ ও তাঁর রাসুলের সাথে দূশমনী করছ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যার ফলে সে অতীত দিনের মত বিলীন হয়ে গেল। ওয়াহশী বলেন, আমি হামযা (রা)-কে কতল করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের নিচে আত্মগোপন করে গুঁত পেতে বসেছিলাম। যখন তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন তখন আমি আমার অস্ত্র দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তার মূত্রথলি ভেদ করে নিতম্বের মাঝখান দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। ওয়াহশী বলেন, এটাই হল তাঁর শাহাদতের মূল ঘটনা। এরপর সবাই ফিরে এলে আমিও তাদের সাথে ফিরে এসে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। এরপর মক্কায় ইসলাম প্রসার লাভ করলে আমি তায়েফ চলে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে তায়েফবাসিগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হল যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমিই কি ওয়াহশী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? ওয়াহশী বলেন, তখন আমি চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইত্তিকালের পর (নবুয়াতের মিথ্যাদাবিদার) মুসায়লামাতুল কায্যাব আবির্ভূত হলে আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং তাকে হত্যা করে হামযা (রা)-কে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ করব। ওয়াহশী বলেন, তাই আমি লোকদের সাথে রওয়ানা করলাম। তার অবস্থা যা হওয়ার তাই হল। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক সময় আমি দেখলাম যে, হালকা কালো বর্ণের উটের ন্যায় উজ্জ্বল চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি ভাঙ্গা প্রাচীরের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সাথে সাথে আমি আমার বর্শা দ্বারা তার উপর আঘাত করলাম। এবং তার বক্ষের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা দু কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এরপর আনসারী এক সাহাবী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দ্বারা তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ফযল (র) বর্ণনা করেছেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসির (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (মুসায়লামা নিহত হলে) ঘরের ছাদে উঠে একটি বালিকা বলছিল, হায়, হায়, আমীরুল মু'মিনীন (মুসায়লামা)-কে একজন কালো ক্রীতদাস হত্যা করল।

২১৪৭ . بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ (ص) مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

২১৮৭. অনুচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ۲۷۷۬

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَّتِهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

[৩৭৭৪] ইসহাক ইবন নাসর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর (ভাঙ্গা) দাঁতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর গযব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর পথে (জিহাদরত অবস্থায়) হত্যা করেছে তার প্রতিও আল্লাহর গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।

[২৭৭৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ (ص) فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللَّهِ -

[৩৭৭৫] মাখলাদ ইবন মালিক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে নবী (সা) আল্লাহর পথে হত্যা করেছে, তার জন্য আল্লাহর গযব ভীষণতর। আর যে সম্প্রদায় আল্লাহর নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে তাদের প্রতিও আল্লাহর ভয়াবহ গযব।

২১৪৪ . بَابُ

২১৮৮. অনুচ্ছেদ

[২৭৭৬] حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْتَلُّ عَنْ جُرَجِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَفْسِلُ جُرَجَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَيَمَادُوهُ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) تَغْسِلُهُ وَ عَلَى يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمَجْنِ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَالصَّقْتَهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَئِذٍ وَجُرَحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ -

[৩৭৭৬] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম, সে সময় যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জখম ধুয়েছিলেন এবং যিনি পানি ঢালছিলেন তাদেরকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি এবং কোন্ বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এ সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানির দ্বারা রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে কেবল তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিয়ে তা জ্বালিয়ে তার ছাই জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত পড়া

বন্ধ হয়ে গেল। এ ছাড়া সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। চেহারা জখম হয়েছিল এবং লৌহ শিরত্বাণ ভেঙ্গে গিয়ে মাথায় বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

২৭৭৭ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيُّهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَى وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ (ص).

৩৭৭৭ আমর ইবন আলী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর গণ্য অত্যন্ত কঠোর ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে নবী (সা) হত্যা করেছেন এবং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে তার জন্যও আল্লাহর গণ্য অত্যন্ত ভয়াবহ।

২১৮৭ . بَابُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

২১৮৭. অনুচ্ছেদ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন

২৭৭৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ، قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِي أَيْمِهِمْ ، فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ.

৩৭৭৮ মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উরওয়া (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে ভাগ্নে জান? “জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা সংকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। উক্ত আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুযায়র (রা) এবং (তোমার নানা) আবু বকর (রা)-ও शामिल আছেন। উহদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বহু ক্ষয়ক্ষতি এবং দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ অবস্থায় (শত্রুসেনা) মুশরিকগণ চলে গেলে তিনি আশংকা করলেন যে, তারা আবারও ফিরে আসতে পারে। তিনি বললেন, কে আছে যে, তাদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য যাবে। এ আহবানে সন্তরজন সাহাবী সাড়া দিয়ে প্রস্থত হলেন। উরওয়া (রা) বলেন, তাদের মধ্যে আবু বকর ও যুযায়র (রা)-ও ছিলেন।

২১৯০ . بَابُ مَنْ قَتَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَمُصَنَّبُ بْنُ عُمَيْرٍ

২১৯০. অনুচ্ছেদ : যে সব মুসলমান উহদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হামযা

ইবন আবদুল মুত্তালিব (হযায়ফার পিতা), ইয়ামান, আনাস ইবন নাসর এবং মুসআব ইবন উমায়র (রা)

۳۷۷۹ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَ يَوْمَ بَيْرُ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ بَيْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ -

৩৭৭৯ আমর ইবন আলী (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আরবের কোন জনগোষ্ঠীই আনসারদের তুলনায় অধিক সংখ্যক শহীদ এবং অধিক মর্যাদার হকদার হবে বলে আমরা জানি না। কাতাদা (র) বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আনসারদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন, বিরে মাউনার ঘটনায় তাদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সত্তর জন। বর্ণনাকারী বলেন যে, বিরে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় এবং ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল (মিথ্যা নবী) মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে।

۳۷۸۰ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدِمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا * وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَكَاشِفُ الثَّوْبِ عَنْ وَجْهِهِ فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ (ص) لَمْ يَنْهَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُهُ بِأَجْنِحَتَيْهَا حَتَّى رُفِعَ -

৩৭৮০ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে (একই কবরে) দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানোর পর তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে কুরআন শরীফ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত? যখন কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হত তখন তিনি তাকেই কবরে আগে নামাতেন এবং বলতেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষ্য হব। সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের জানাযার নামাযও আদায় করা হয়নি এবং তাদেরকে গোসলও দেওয়া হয়নি। (অন্য এক সনদে) আবুল ওয়ালী (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার পিতা শাহাদত বরণ করার পর (তাঁর শোকে) আমি কাঁদতে লাগলাম এবং বারবার তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন নবী (সা)-এর সাহাবীগণ আমাকে এ থেকে বারণ করছিলেন। তবে নবী (সা) (এ ব্যাপারে) আমাকে নিষেধ করেননি। অধিকন্তু নবী (সা) (আবদুল্লাহর ফুফুকে বলেছেন) তোমরা তার জন্য কাঁদছ! অথচ জানাযা না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতারা নিজেদের ডানা দিয়ে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছিলেন।

[৩৭৮১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَى عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَأَنْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أَصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.

[৩৭৮১] মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারি নাড়া দিলাম, অমনি এর মধ্যস্থলে ভেঙ্গে গেল। (আমি বুঝতে পারলাম) এটা উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের উপর আগত বিপদেরই প্রতিচ্ছবি ছিল। এরপর আমি তরবারিটিকে পুনরায় নাড়া দিলাম। এতে তা পূর্বের থেকেও অধিক সুন্দর হয়ে গেল। এর অর্থ হল (পরবর্তীকালে) মু'মিনদের বিজয় লাভ করা ও তাদের একতাবদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নে আমি একটি গরুও দেখেছিলাম। উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত বরণ করাই হচ্ছে এর তাবীর। আল্লাহর প্রতিদান অতি উত্তম বা আল্লাহর সকল কাজ কল্যাণময়।

[৩৭৮৩] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خُبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَتَحَنُّنُ نَبِيِّنَا وَجَهَ اللَّهُ فَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتْرِكْ إِلَّا نَمْرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَاهَا بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيَ بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ (ص) غَطُّوَاهَا بِرَأْسِهِ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهَا

১. শহীদের জানাযার নামায আদায় করা সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত হল এই যে, তাদের জন্য জানাযার নামাযের কোন দরকার নেই। তারা আলোচ্য হাদীসকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শহীদের জানাযার নামায আদায় করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা) উহুদের শহীদদের উপর জানাযার নামায আদায় করেছেন বলেও কতিপয় হাদীসে বর্ণিত আছে। অবশ্য সংক্ষেপ করণার্থে তিনি সাত সাত জনের জানাযা একত্রে আদায় করেছিলেন। পৃথক পৃথকভাবে আদায় করেননি। এ বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীসে জানাযার নামায আদায় করেননি বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

২. এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তিকে তার রক্ত রঞ্জিত দেহে রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়ে দাফন করতে হবে। তাকে গোসল দেওয়া যাবে না। এ অবস্থায়ই তাকে কবরে রাখা হবে এবং এ অবস্থায়ই কিয়ামতে তার উত্থান হবে।

لَاذْخِرَ أَوْ قَالَ الْقَوَا عَلَى رَجُلَيْهِ مِنَ الْأَذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا -

৩৭৮২ আহমদ ইবন ইউনুস (র) খাঙ্গাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এতে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। অতএব আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতিদান নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কেউ চলে গিয়েছেন। অথচ পার্থিব প্রতিদান থেকে তিনি কিছুই ভোগ করতে পারেননি। মুস'আব ইবন উমায়র (রা) হলেন তাদের মধ্যে একজন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। একখানা মোটা চাদর ব্যতীত তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। এ দ্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেত এবং পা দু'খানা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। (এ দেখে) নবী (সা) আমাদেরকে বললেন, এ কাপড় দ্বারা তার মাথা ঢেকে দাও এবং উভয় পা ইখশির (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা আবৃত করে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), তাঁর উভয় পায়ের উপর ইখশির দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও আছেন, যার ফল উত্তমরূপে পেকেছে, এখন তিনি তা সংগ্রহ করছেন।

২১৯১. بَابُ أَحَدٍ يُحِبُّنَا قَالَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

২১৯১. অনুচ্ছেদ : উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আব্বাস ইবন সাহল (র) আবু হুমায়দ (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

۳۷۸۳ حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩৭৮৩ নাসর ইবন আলী (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, নবী (সা) (উহুদ পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে) বলেছেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি।

۳۷۸۬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -

৩৭৮৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উহুদ পাহাড় পরিলক্ষিত হলে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হরম শরীফ ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমি দু'টি কংকরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে) হরম শরীফ ঘোষণা দিচ্ছি।

১. মদীনা হরম হওয়ার অর্থ হল, এর তায়ীম মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তবে মক্কা শরীফের মত এখানে অন্যায় করার কারণে কোন 'জাযা' বা 'দম' দেওয়া গুয়াজিব নয়।

৩৭৪৫ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ۔

৩৭৪৫ আমার ইবন খালিদ (র) উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী (সা) (মদীনা থেকে) বের হয়ে (উহুদ প্রান্তরে গিয়ে) উহুদের শহীদগণের জন্য জানাযার নামাযের মত নামায আদায় করলেন। এরপর মিশরের দিকে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি এবং আমিই তোমাদের সাক্ষ্যদাতা। আমি এ মুহূর্তেই আমার হাউয (কাউছার) দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), আমাকে পৃথিবীর চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ইনতেকালের পর তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে—আমার এ ধরনের কোন আশংকা নেই। তবে আমি আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়বে।

২। ১৯২. بَابُ غَزْوَةِ الرَّجِيعِ وَدَعْلٍ وَذُكُوانَ وَبَنِي مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا بَعْدَ أَحَدٍ

২১৯২. অনুচ্ছেদ : রাজী, রিল, যাকওয়ান, বিরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ, আসিম ইবন সাবিত, খুয়ায়ব (রা) ও তার সঙ্গীদের ঘটনা। ইবন ইসহাক (র) বলেন, আসিম ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাজীর যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল

৩৭৪৬ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَرِيَّةً عَيْنًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ، ذُكِرُوا لِحِمٍّ مِنْ هَذِيلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَأَقْتَنَصُوا أَثَارَهُمْ حَتَّى آتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمَرٍ تَزُولُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا هَذَا تَمَرٌ يَتَرَبَّ فَتَبِعُوا أَثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ فَلَمَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوْا إِلَى فِدْفِدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاحَاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةٍ كَافِرٍ ، أَلَلَّهُمُ أَخْبِرْنَا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّيْلِ وَيَقِي خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَأَعْطَوْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِثَاقَ فَلَمَّا أَعْطَوْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قَسِيهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا ، فَقَالَ

الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هَذَا أَوَّلُ الْقَدْرِ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرُّوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ ، وَأَنْطَلَقُوا بِخَبِيبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاغَوْهُمَا بِمَكَّةَ ، فَاشْتَرَى خَبِيبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنُ نَوْفَلٍ وَكَانَ خَبِيبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَكَتْ عَنْدهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتِعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ قَالَتْ فَفَعَلْتُ عَنْ صَبِيرٍ ، لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى آتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَرَعْتُ فَرْعَةً عَرَفَ ذَلِكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمَوْسَى ، فَقَالَ اتَّخَشِينَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَكَأَنْتَ تَقُولُ مَا رَأَيْتَ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خَبِيبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عَنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمَوْثُقٌ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقُ رَزَقَهُ اللَّهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَامِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ دَعُونِي ، أَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِنَّ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الرُّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ احْصِهِمْ عَدَادًا ثُمَّ قَالَ :

مَا إِنْ أَبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا * عَلَى آيِ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عَقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظِّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ ، فَحَمَتَهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ -

৩৭৮৬ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসিম ইবন উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর নানা আসিম ইবন সাবিত আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল কোথাও প্রেরণ করলেন। যেতে যেতে তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বনী লিহ্‌ইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর বনী লিহ্‌ইয়ানের প্রায় একশ তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছল, যে স্থানে অবতরণ করে সাহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল যা সাহাবীগণ মদীনা থেকে পাথেয়রূপে এনেছিলেন। তখন তারা বলল, এগুলো তো ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি)। এরপর তারা পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ধরে ফেলল। আসিম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে ফাদফাদ নামক টিলায় উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি তোমরা নেমে আস তাহলে আমরা তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না। আসিম (রা)

বললেন, আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ আপনার রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিম গোয়েন্দা দলের প্রতি আক্রমণ করল এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। এভাবে তারা আসিম (রা)-সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিল। এখন শুধু বাকী রইলেন খুবায়ব (রা), য়ায়দ (রা) এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইবন তারিক) সাহাবী (রা)। পুনরায় তারা তাদেরকে ওয়াদা দিল। এই ওয়াদায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা তাদের কাছে নেমে এলেন। এবার তারা তাঁদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে এর দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথী তৃতীয় সাহাবী (আবদুল্লাহ ইবন তারিক) (রা) বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হলেন না। অবশেষে কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবায়ব ও য়ায়দ (রা)-কে মক্কার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিল। বনী হারিস ইবন আমির ইবন নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব (রা)-কে কিনে নিল। কেননা বদর যুদ্ধের দিন খুবায়ব (রা) হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। (পরবর্তীকালে মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করছেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। খুবায়ব (রা) তা বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইনশা আল্লাহ আমি তা করার নই। সে (হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়ব (রা) থেকে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে আসপুরের থোকা থেকে আসপুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আসপুর তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। (নামায আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে আমি (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হত্যার পূর্বে দু'রাকাত নামায আদায়ের সুন্নাত প্রবর্তন করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করলেন, “যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন শংকা নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোন পার্শ্বে আমি চলে পড়ি।” “আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার হিন্দিভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।” এরপর উকবা ইবন হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসিম (রা)-এর শাহাদতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ আসিম (রা) বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম (রা)-কে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ নিতে সক্ষম হল না।

৩৭৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمْعٍ جَابِرًا يَقُولُ الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو سِرْوَةَ-

৩৭৮৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুবায়ব (রা)-এর হত্যাকারী হল আবু সিরওয়া (উকবা ইবন হারিস)।

৩৭৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانٌ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ رِعْلٌ وَذَكَوَانٌ عِنْدَ بَنِي يُقَالُ لَهَا بَنُو مَعُونَةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةِ السَّنْبِيِّ (ص) فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَذَاكَ بَدْءُ الْقَنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ * قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، قَالَ لَا : بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ-

৩৭৮৮ আবু মা'মার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) কোন এক প্রয়োজনে সত্তরজন সাহাবীকে (এক জায়গায়) পাঠালেন, যাদের ক্বারী বলা হত। বনী সলাইম গোত্রের দু'টি শাখা—রিল ও যাকওয়ান বি'রে মাউনা নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। আমরা তো কেবল নবী (সা)-এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে হত্যা করে দিল। তাই নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। এভাবেই কুনূত পড়া আরম্ভ হয়। (রাবী বলেন : এর পূর্বে আমরা) কখনো আর কুনূত (এ নাযিলা) পড়িনি। আবদুল আযীয (র) বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কুনূত কি রুকু'র পর পড়তে হবে না কিরাত শেষ করে পড়তে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, কিরাত শেষ করে পড়তে হবে।

৩৭৮৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ-

৩৭৮৯ মুসলিম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক মাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রের প্রতি বদদোয়া করার জন্য নামাযে রুকু'র পর কুনূত পাঠ করেছেন।

৩৭৯০ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِعْلًا وَذَكَوَانٌ وَعَصِيَّةً وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمْتَعُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَلَى عَنُقِ فَا مَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نَسْمِيهِمُ الْقُرَاءَ فِي زَمَانِهِمْ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى كَانُوا يَبْنُونَ

مَعُونَةً قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَنْتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِغْلٍ وَذِكْوَانَ وَعُصِيَّةٍ وَبَنَى لِحْيَانَ ، قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (ص) قَنْتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِغْلٍ وَذِكْوَانَ وَعُصِيَّةٍ وَبَنَى لِحْيَانَ - زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أَوْلَيْكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلُوا بَيْتَ مَعُونَةَ قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ -

৩৭৯০ আবদুল আলা ইবন হাম্মাদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা ও বনু লিহইয়ানের লোকেরা শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে সন্তরজন আনসার সাহাবী পাঠিয়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য করলেন। সেকালে আমরা তাদেরকে ক্বারী নামে অভিহিত করতাম। তারা দিনের বেলা লাকড়ি কুড়াতেন এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতেন। যেতে যেতে তারা বি'রে মাউনার নিকট পৌছলে তারা (আমির ইবন তোফায়লের আহবানে ঐ গোত্র চতুষ্টয়ের লোকেরা) তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদেরকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র তথা রিল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনু লিহইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনূত পাঠ করেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কিত কিছু আয়াত আমরা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। (একটি আয়াত ছিল) **بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا** (একটি আয়াত ছিল) অর্থাৎ আমাদের কওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন। কাতাদা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন, আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র—তথা রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনু লিহইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনূত পাঠ করেছেন। [ইমাম বুখারী (র)-এর উস্তাদ] খলীফা (র) এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবন যুরায় (র) সাঈদ ও কাতাদা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা ৭০ জন সকলেই ছিলেন আনসার। তাদেরকে বি'রে মাউনা নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, এখানে **قُرْآن** শব্দটি কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৭৭১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ خَالَهٗ أَخَ لَامٍ سَلِيمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيْرَ بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمُدَرِّ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غُظَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطَعَنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فَلَانٍ فَقَالَ غَدَةُ الْبِكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فَلَانٍ اثْنَوْنِي

بِفَرَسِيٍّ ، فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سَلِيمٍ وَمَوْرَجٌ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي قُلَانٍ
 قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى أُتِيَهُمْ فَإِنْ أُمِنُونِي كُنْتُمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ ، فَقَالَ اتُّؤْمِنُونِي أُبَلِّغَ رَسُولَ
 رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى انْقَضَهُ
 بِالرَّمْعِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ قَتَلُوا كُلَّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَأَنْزَلَ
 اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخِ : إِنَّا قَدْ لَقَيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَيْهِمْ
 ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رَعْلٍ وَذِكْوَانٍ وَبَنَى لَحْيَانٍ وَعَصِيَّةَ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

[৩৭৯১] মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁর মামা উম্মে
 সুলায়মানের (আনাসের মা) ভাই [হারাম ইব্ন মিলহান (রা)]-কে সন্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমির ইব্ন
 তুফায়েলের নিকট) পাঠালেন। মুশরিকদের দলপতি আমির ইব্ন তুফায়েল (পূর্বে) নবী (সা)-কে তিনটি
 বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, পক্ষী এলাকায় আপনার কর্তৃত্ব
 থাকবে এবং শহর এলাকায় আমার কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা হব বা গাভফান
 গোত্রের দুই হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এরপর আমির উম্মে ফুলানের গৃহে
 মহামারিতে আক্রান্ত হল। সে বলল, অমুক গোত্রের মহিলার বাড়িতে উটের যেমন ফোঁড়া হয় আমারও
 তেমন ফোঁড়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে আস। তারপর (ঘোড়ায় আরোহণ করে) অশ্বপৃষ্ঠেই
 সে মৃত্যুবরণ করে। উম্মে সুলাইম (রা)-এর ভাই হারাম ইব্ন মিলহান (রা)] এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন
 এক গোত্রের অপর এক ব্যক্তি সহ সে এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন। [হারাম ইব্ন মিলহান (রা)]
 তার দুই সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিকটেই অবস্থান কর। আমিই তাদের নিকট যাচ্ছি।
 তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি তারা আমাকে শহীদ
 করে দেয় তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের সাথীদের কাছে চলে যাবে। এরপর তিনি (তাদের নিকট
 গিয়ে) বললেন, তোমরা (আমাকে) নিরাপত্তা দিবে কি? দিলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পয়গাম
 তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতাম। তিনি তাদের সাথে এ ধরনের আলাপ-আলোচনা করছিলেন।
 এমনভাবেই তারা এক ব্যক্তিকে ইস্তিত করলে সে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত
 করল। হাম্বাম (র) বলেন, আমার মনে হয় আমার শায়খ [ইসহাক (র)] বলেছিলেন যে, বর্শা দ্বারা
 আঘাত করে এপার ওপার করে দিয়েছিল। (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে) হারাম ইব্ন মিলহান (রা) বললেন,
 আল্লাহ্ আকবর, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। এরপর উক্ত (হারামের সঙ্গী) লোকটি
 (অপেক্ষমান সাথীদের সাথে) মিলিত হলেন। তারা হারামের সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করলে খোঁড়া
 ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিহত হলেন। খোঁড়া লোকটি ছিলেন পাহাড়ের চূড়ায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা
 আমাদের প্রতি (একখানা) আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মনসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল এই : ﴿إِنَّا
 آمَرْنَا آلَافًا مِّنْ مَّقَاتِلِ اللَّهِ فِي هَذِهِ بَأْأَنَافِكُمْ أَتَيْتُمُوهَا مِن يَمِينِكُمْ وَقَادِفِكُمْ خَلْفَيْكُمْ وَأَنْتُمُ
 مُّقِرُّونَ﴾ “আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি
 আমাদের প্রতি সম্মুখ হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সম্মুখ করেছেন।” তাই নবী (সা) ত্রিশ দিন পর্যন্ত

ফজরের নামাযে রি'ল, যাকুওয়ান, বনু লিহইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন, যারা আব্বাহু ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়েছিল।

[৩৭৭২] حَدَّثَنِي جِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بَيْتِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدِّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَدَبَّ الْكَعْبَةُ -

৩৭৯২ হিব্বান (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর মামা হারাম ইবন মিলহান (রা)-কে বি'রে মাউনার দিন বর্শা বিদ্ধ করা হলে তিনি এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে নিজের চেহারা ও মাথায় মেখে বললেন, কা'বার প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।

[৩৭৭৩] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ (ص) أَبُو بَكْرٍ فِي الْخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى ، فَقَالَ لَهُ أَقِمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّطَمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقُولُ إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ذَاتَ يَوْمٍ ظُهُرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أَخْرِجْ مِنْ عِنْدِكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ فَقَالَ اشْعُرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّحْبَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) الصَّحْبَةُ ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعِدُّنَهُمَا لِلْخُرُوجِ فَأَعْطَى النَّبِيُّ (ص) أَحَدَهُمَا وَهِيَ الْجَدْعَاءُ فَرَكِبَهَا ، فَانْطَلَقَا حَتَّى آتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِثَوْرِ فَتَوَارَيَا فِيهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائِشَةَ لِأُمِّهَا ، وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مَنَحَةٌ ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيُدْلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَقْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ، فَقَتَلَ عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ يَوْمَ بَيْتِ مَعُونَةَ ، وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بَيْتِ مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَذَا فَأَشَارَا إِلَى قَتِيلٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ ، هَذَا عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَأَنْظُرَ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ وَضَعَ فَاتَى النَّبِيُّ (ص) خَبَرَهُمْ فَتَعَامَهُمْ ، فَقَالَ إِنْ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْنَا عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسَمِيَ عُرْوَةَ بِهِ وَمَنْذَرُ بْنُ عَمْرِو سَمِيَ بِهِ مَنْذُورًا -

৩৭৯৩ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার কাফেরদের) অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে আবু বকর (রা) (মক্কা থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, (আরো কিছুদিন) অবস্থান কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি আশা করেন যে, আপনাকে অনুমতি দেওয়া হোক? তিনি বললেন, আমি তো তাই আশা করি। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) এর জন্য অপেক্ষা করলেন। একদিন যোহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে তাঁকে [আবু বকর (রা)-কে] ডেকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তখন আবু বকর (রা) বললেন, এরা তো আমার দু'মৈয়ে (আয়েশা ও আসমা)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি জান আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কি আপনার সাথে যেতে পারব? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ আমার সাথে যেতে পারবে। আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কাছে দু'টি উটনী আছে। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যই এ দু'টিকে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। এরপর তিনি নবী করীম (সা)-কে দুটি উটের একটি উট প্রদান করলেন। এ উটটি ছিল কান-নাক কাটা। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং গারে সাওরে পৌঁছে সেখানে আত্মগোপন করলেন। আয়েশা (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভাই আমির ইব্ন ফুহায়রা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তুফায়ল ইব্ন সাখ্বারার গোলাম। আবু বকর (রা)-এর একটি দুধের গাভী ছিল। তিনি (আমির ইব্ন ফুহায়রা) সেটিকে সন্ধ্যাবেলা চরাতে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তাদের (মক্কার কাফেরদের) কাছে নিয়ে যেতেন এবং ভোরবেলা তাঁদের উভয়ের কাছে নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই এ বিষয়টি বুঝতে পারত না। নবী (সা) ও আবু বকর (রা) গারে সাওর থেকে বের হলে তিনিও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা পৌঁছে যান। আমির ইব্ন ফুহায়রা পরবর্তীকালে বি'রে মাউনার দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। (অন্য সনদে) আবু উসামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইব্নে উরওয়া (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আমাকে বলেছেন, বি'রে মাউনার যুদ্ধে শাহাদতবরণকারিগণ শহীদ হলে আমরা ইব্ন উমাইয়া যাম্‌রী বন্দী হলেন। তাঁকে আমির ইব্ন তুফায়ল নিহত আমির ইব্ন ফুহায়রার লাশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তি কে? আমরা ইব্ন উমাইয়া বললেন, ইনি হচ্ছেন আমির ইব্ন ফুহায়রা। তখন সে (আমির ইব্ন তুফায়ল) বলল, আমি দেখলাম, নিহত হওয়ার পর তার লাশ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তার লাশ আসমান যমীনের মাঝে দেখেছি। এরপর তা রেখে দেয়া হল (যমিনের উপর)। এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি সাহাবীগণকে তাদের শাহাদতের সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমাদের সাথীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট—এ সংবাদ আমাদের ভাইদের কাছে পৌঁছে দিন। তাই মহান আল্লাহ্ তাঁদের এ সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইব্ন আসমা ইব্ন সাল্লাত (রা)-ও ছিলেন। তাই এ নামেই উরওয়া (ইব্ন যুবায়ের) -এর নামকরণ করা হয়েছে। আর মুনযির ইব্ন আমরা (রা)-ও এ দিন শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাই এ নামেই মুনযির-এর নামকরণ করা হয়েছে।

২৭৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَتَلَ النَّبِيُّ (ص) بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانٍ وَيَقُولُ: عُصِيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

৩৭৯৪ মুহাম্মদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত নামাযে রুকু'র পরে কুনূত পাঠ করেছেন। এতে তিনি রি'ল, যাকুওয়ান গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন, উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাকরমানী করেছে।

৩৭৯৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصْحَابَهُ يَبْنُرُ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَ لَحْيَانٍ وَعُصِيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ص) قَالَ أَنَسٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ (ص) فِي الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَنِي مَعُونَةَ قَرَأْنَا قَرَأَنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدَ بَلِّغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

৩৭৯৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বি'রে মাউনার নিকট নবী (সা)-এর সাহাবীগণকে শহীদ করেছিল সে হত্যাকারী রি'ল, যাকুওয়ান, বনী লিহইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতি নবী (সা) ত্রিশদিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদদোয়া করেছেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাকরমানী করেছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, বি'রে মাউনা নামক স্থানে যারা শাহাদতবরণ করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি আয়াত নাযিল করেছিলেন। আমরা তা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। (আয়াতটি হল) بَلِّغُوا قَوْمَنَا -অর্থাৎ আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

৩৭৯৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَالِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ، قُلْتُ فَإِنْ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَهْدٌ قَبْلَهُمْ فَظَهَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَهْدٌ فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ -

৩৭৯৬ মুসা ইবন ইস্মাঈল (র) আসিমুল আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে নামাযে (দোয়া) কুনূত পড়তে হবে কি না—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়তে হবে। আমি বললাম, রুকু'র আগে পড়তে হবে, না পরে? তিনি বললেন, রুকু'র আগে। আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি আপনার সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি রুকু'র

পর কুনূত পাঠ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র একমাস পর্যন্ত রুকূর পর কুনূত পাঠ করেছেন। এর কারণ ছিল এই যে, নবী (সা) সন্তরজন কারীর একটি দলকে মুশরিকদের নিকট কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল। তারা (আক্রমণ করে সাহাবীগণের উপর) বিজয়ী হল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রতি বদদোয়া করে নামাযে রুকূর পর এক মাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেছেন।

২১১২. **بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَفِي الْأَحْزَابِ قَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةِ أَرْبَعٍ**

২১৯৩. অনুচ্ছেদ : খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। মূসা ইবন উকবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল

৩৭৭৭ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ۔

৩৭৯৭ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহদ যুদ্ধের দিন তিনি (ইবন উমর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করার পর নবী (সা) তাকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তবে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করলে নবী (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর বয়স পনের বছর।

৩৮৭৭ حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اللَّهُمَّ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ۔

৩৭৯৮ কুতায়বা (র) সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরিখা খননের কাজে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাঁরা পরিখা খনন করছিলেন আর আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) (আমাদের জন্য দোয়া করে) বলছিলেন, হে আল্লাহ, আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি। আপনি মুহাজির এবং আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন।

৩৭৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَيْدٌ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْعِيشَ عِيشُ

الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا -

৩৭৯৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হন। এ সময় মুহাজির এবং আনসারগণ ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম ছিল না যারা তাদের পক্ষ হতে এ কাজ আঁম দিবে। যখন নবী (সা) তাদের অনাহার ও কষ্ট ক্রেশ দেখতে পান, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি; তাই আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবীগণ এর উত্তরে বললেন, “আমরা সে সব লোক, যারা জিহাদে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত।”

۸۰۰ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مَتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا -

قَالَ يَقُولُ النَّبِيُّ (ص) وَهُوَ يُجِيبُهُمْ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَبَارِكْ فِي الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ , قَالَ يُوتُونَ بِمِلءِ كَفَى مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سِنَخَةٌ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ , وَالْقِيَامُ جِيَاعٌ وَهِيَ بَشِيعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ -

৩৮০০ আবু মা'মার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং নিজ নিজ পিঠে মাটি বহন করছিলেন। আর (আনন্দ কণ্ঠে) আবৃত্তি করছিলেন, “আমরা তো সে সব লোক যারা ইসলামের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিনের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) তাদের এ কথার উত্তরে বলতেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই, তাই আনসার ও মুহাজিরদের কাজে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী [আনাস (রা)] বর্ণনা করেছেন যে, (পরিখা খননের সময়) তাদেরকে এক মুষ্টি ভরে যব দেওয়া হত। তা বাসি, স্বাদবিকৃত চর্বিতে মিশিয়ে খানা পাকিয়ে ক্ষুধার্ত কাওমের সামনে পরিবেশন করা হত। অথচ এ খাদ্য ছিল একেবারে স্বাদহীন ও ভীষণ দুর্গন্ধময়।

۸۰۱ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضْتُ كُدْيَةً شَدِيدَةً فَجَاؤَا النَّبِيَّ (ص) فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِئْسَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَا نَسْتَوْقُ ذَوَاقًا فَآخَذَ النَّبِيُّ (ص)

المِعْوَلُ فَضْرَبَ فَعَادَ كَثِيرًا أَهِيلَ أَوْ أَهَيْمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لَأَمْرَأَتِي رَأَيْتُ
بِالسَّنْبِيِّ (ص) شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكَ شَيْءٌ ، قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ ،
وَطَحَنْتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ (ص) وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ
الْأَثَافِي قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ طُعِمَ لِي فَقُمَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ كَمْ هُوَ ؟
فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثِيرٌ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لَهَا : لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ ، وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِيَ ، فَقَالَ قُومُوا
فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ وَيْحَكَ جَاءَ النَّبِيُّ (ص) بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَلَا تَضَاغُطُوا ، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ،
وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَغْرِفُ حَتَّى
شَبِعُوا وَيَبْقَى بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِّي هَذَا وَاهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ .

৩৮০১) খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখণ্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের মাঝে একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাংতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোন কিছুই স্বাদও গ্রহণ করিনি। তখন নবী (সা) একখানা কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ি পৌঁছে) আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, নবী (সা)-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখলাম যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। তখন বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম। এবং সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। এরপর গোশত ডেকচিতে দিয়ে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। এ সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার উপর ছিল ও গোশত প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার (বাড়িতে) সান্নায কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দুইজন সাথে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তার নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, এ তো অনেক ও উত্তম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত উনান থেকে ডেকচি ও রুটি না নামায়। এরপর তিনি বললেন, উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিয়েছে) মুহাজিরগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। জাবির (রা) তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কি হবে?) নবী (সা) তো মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে

জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর নবী (সা) (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না। এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে এর উপর গোশত দিয়ে সাহাবীগণের নিকট তা বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকাচি এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট ভরে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তাই তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে।

৩৮০১ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِثْنَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ (ص) خَمَصًا شَدِيدًا ، فَأَنْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنْتِ الشَّعِيرَ فَفَرَعْتُ إِلَى فِرَاعِي وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَيَمْنٌ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحْنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفِرْ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَىٰ هَلَا بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَنْزِلَنَّ بِرُمَّتِكُمْ وَلَا تَخْزِينَ عَجِينَكُمْ حَتَّىٰ أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّىٰ جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتَ فَأَخْرَجَتْ لِي عَجِيًّا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْزِي مَعِيَ ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تَنْزِلُوهَا وَهَمْ أَلْفٌ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّىٰ تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنْ بُرْمَتُنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنْ عَجِينُنَا لِيُخْزِي كَمَا هُوَ۔

৩৮০২ আমর ইবন আলী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী (সা)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম এবং গোশত কেটে কেটে ডেকাচিতে ভরলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসুন। তখন নবী (সা) উচ্চ স্বরে সবাইকে বললেন,

হে পরিখা খননকারিগণ! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবা-ই-কিরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। (তুমি এ কি করলে? এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ খাদ্য একেবারে নগণ্য) আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লাল মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লাল মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, (হে জাবির) রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত পরিবেশন করুক। তবে (চুলা থেকে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা (আগন্তুক সাহাবা-ই-কিরাম) ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের আটার খামির থেকেও পূর্বের মত রুটি তৈরি হচ্ছিল।

২৮.৩ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاؤَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ-

৩৮০৩ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল হতে এবং তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল (৩৩ : ১০) তিনি বলেন, এ আয়াতখানা খন্দকের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

২৮.৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَوْ أَغْبَرَ بَطْنَهُ يَقُولُ :

وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلَنَّا سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا

إِنْ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَيْنَا أَيْنَا

৩৮০৪ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধের দিন মাটি বহন করেছিলেন। এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাঁর পেট ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ হেদায়েত না করলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, দান সদকা করতাম না, এবং নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং (হে আল্লাহ্!) আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং আমাদেরকে শত্রুর সাথে মুকাবিলা

করার সময় দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয়ই মক্কাবাসীরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করেছে। যখনই তারা ফিতনার প্রয়াস পেয়েছে তখনই আমরা উপেক্ষা করেছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় নবী (সা) উচ্চ স্বরে “উপেক্ষা করেছি”, “উপেক্ষা করেছি” বলে উঠেছেন।

২৮.৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكْتُ عَادًا بِالدُّبُورِ-

৩৮০৫ মুসাদ্দাদ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে পুবাঁলি বায়ু দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

২৮.৬ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ، وَخَفَدَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَأْيَهُ يَنْقُلُ مِنْ تَرَابِ الْخَنْدَقِ، حَتَّى وَارَى عَنَى الْقُبَارِ جِلْدَةً بَطْنِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ، فَسَمِعَتْهُ يَرْتَجِرُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التَّرَابِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلَنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبَّتَ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيْنَا

قَالَ ثُمَّ يَمْدُ صَوْتَهُ بِأَخْرِيهَا -

৩৮০৬ আহমাদ ইবন উসমান (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) পরিখা খনন করেছেন। আমি তাঁকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি ধূলাবালি পড়ার কারণে তার পেটের চামড়া ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তিনি অধিক পশম বিশিষ্ট ছিলেন। সে সময় আমি নবী (সা)-কে মাটি বহন করা অবস্থায় ইবন রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি হেদায়েত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আমরা সদকা করতাম না এবং আমরা নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার রহমত নাযিল করুন এবং দুশমনের মুকাবিলা করার সময় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। অবশ্য মক্কাবাসীরাই আমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করেছে। তারা ফিতনা বিস্তার করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। বর্ণনাকারী (বারা) বলেন, শেষ পঙ্ক্তিটি আবৃত্তি করার সময় তিনি তা প্রলম্বিত করে পড়তেন।

২৮.৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ -

[৩৮০৭] আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম আমি যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি তা ছিল খন্দকের যুদ্ধ।

[২৮.০৮] حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنِسْوَاتِهَا تَنْطَفُ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَقَالَتْ الْحَقُّ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي إِحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فِرْقَةٌ، فَلَمْ تَدْعُهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَهَلَا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَلَلْتُ حُبُوتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تَفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجَنَانِ، قَالَ حَبِيبٌ حَفِظْتَ وَعَصِمْتَ * قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنِسَوَاتِهَا -

[৩৮০৮] ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাফসা (রা)-এর নিকট গেলাম। সে সময় তাঁর চুলের বেণি থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন, নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকজন কি কাণ্ড করছে। ইমারত ও নেতৃত্বের কিছুই আমাকে দেওয়া হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনি গিয়ে তাদের সাথে যোগ দিন। কেননা তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের থেকে দূরে সরে থাকার কারণে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। হাফসা (রা) তাঁকে (এ কথা) বলতে থাকেন। (অবশেষে) তিনি (সেখানে) গেলেন। এরপর লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মুআবিয়া (রা) বক্তৃতা দিয়ে বললেন, ইমারত ও খিলাফতের ব্যাপারে কারো কিছু বলার ইচ্ছা থাকলে সে আমাদের সামনে মাথা উঁচু করুক। এ ব্যাপারে আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতার চাইতে অধিক হকদার। তখন হাবীব ইবন মাসলামা (র) তাঁকে বললেন, আপনি এ কথার জবাব দেননি কেন? তখন আবদুল্লাহ (ইবন উমর) বললেন, আমি তখন আমার গায়ের চাদর ঠিক করলাম এবং এ কথা বলার ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে ঐ ব্যক্তিই অধিক হকদার যে ইসলামের জন্য আপনার ও আপনার পিতার সাথে লড়াই করেছেন। তবে আমার এ কথায় (মুসলমানদের মাঝে) অনৈক্য সৃষ্টি হবে, অথবা রক্তপাত হবে এবং আমার এ কথার অপব্যাখ্যা করা হবে এ আশংকায় এবং আল্লাহ জান্নাতে যে নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন তার কথা স্মরণ করে আমি উক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকি। তখন হাবীব (র) বললেন, এভাবেই আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন এবং বেঁচে গিয়েছেন।

[২৮.০৯] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ

الْأَحْزَابِ نَفَرُوهُمْ وَلَا يَفْزُونَنَا۔

৩৮০৯ আবু নূআইম (র) সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন নবী (সা) বলেছেন যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তারা আর আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারবে না।

৩৮১০ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يَقُولُ سَمِعْتُ سَلِيمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ حِينَ أَجَلَى الْأَحْزَابُ عَنْهُ الْآنَ نَفَرُوهُمْ وَلَا يَفْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ۔

৩৮১০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা ছেড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলে নবী (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না। আর আমরা তাদের এলাকায় গিয়েই আক্রমণ করব।

৩৮১১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بَيْوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَقَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوَسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ۔

৩৮১১ ইসহাক (র) আলী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন (কাফের মুশরিকদের প্রতি) বদদোয়া করে বলেছেন, আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরপুর করে দিন। কেননা তারা আমাদেরকে (যুদ্ধে ব্যস্ত করে) মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গিয়েছে।

৩৮১২ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بَطْحَانَ فَنَوَضَّا لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ۔

৩৮১২ মক্কী ইবন ইব্রাহীম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, খন্দক যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর উমর ইবন খাত্তাব (রা) এসে কুরাইশ কাফেরদের গালি দিতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আজ) সূর্যাস্তের পূর্বে আমি (আসর) নামায আদায় করতে পারিনি। তখন নবী (সা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও আজ এ নামায আদায় করতে পারিনি। [জাবির ইবন

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন। এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে বুতহান উপত্যকায় গেলাম। এরপর তিনি নামাযের জন্য ওয়ূ করলেন। আমরাও নামাযের জন্য ওয়ূ করলাম। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পর প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

৩৮১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الرُّبَيْزُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الرُّبَيْزُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الرُّبَيْزُ أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الرُّبَيْزِ -

৩৮১৩ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কুরাইশ কাফেরদের খবর আমাদের নিকট এনে দিতে পারবে কে? যুযায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] আবার বললেন, কুরাইশদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? তখনও যুযায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি পুনরায় বললেন, কুরাইশদের সংবাদ আমাদের নিকট কে এনে দিকে পারবে? এবারও যুযায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিল। আমার হাওয়ারী হল যুযায়র।

৩৮১৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزُّ جُنْدُهُ وَتَصَرَّ عَبْدُهُ ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ فَلَأَشَى بَعْدَهُ -

৩৮১৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু দল সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তারপর আর কিছুই থাকবে না অথবা এরপর আর ভয়ের কে কারণ নেই।

৩৮১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْقَزَارِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعِ الْحَسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَذَلِّزْ لَهُمْ -

৩৮১৫ মুহাম্মদ (ইব্ন সালাম) (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন, কিতাব নাযিলকারী ও হিসেব গ্রহণে তৎপর হে আল্লাহ্! আপনি কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাজিত এবং ভীত ও কম্পিত করে দিন।

২৮১৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيَكْبِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيْبُونُ تَائِبُونَ، أَيْبُونُ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

৩৮১৬ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরা থেকে ফিরে এসে প্রথমে তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কোম্ব ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁরই কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী। আমরা আমাদের প্রভুর দরবারেই সিজদা নিবেদনকারী, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

২৮১৭. بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ (ص) مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمَحَاصِرَتِهِ إِيَّاهُمْ

২১৯৪. অনুচ্ছেদ : আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন এবং বন্ কুরায়যার প্রতি তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ

২৮১৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ (ص) مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، آتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ وَاللَّهُ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ فَايَ آيَةٍ؟ قَالَ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) إِلَيْهِمْ۔

৩৮১৭ আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমরাজ্ঞ রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে জিব্রাইল (আ) এসে বললেন, আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র (খুলে) রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা এখনো তা খুলিনি। চলুন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বন্ কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ঐদিকে। তখন নবী (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

২৮১৮ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ

أَنْظَرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي رُقَاقِ بَنِي غَنَمِ مَرْكَبِ جَبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ -

৩৮১৮ মুসা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বনু কুরায়যার মহল্লার দিকে যাচ্ছিলেন তখন [জিব্রাঈল (আ)-এর অধীন] ফেরেশতা বাহিনীও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন, এমনকি (পশ্চিমধ্যে) বনু গান্ম শ্রোত্রের গলিতে জিব্রাঈল বাহিনীর গমনে উদ্ভিত ধূলারাশি এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

۳۸۱۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَادْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصَرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَلَمْ يُعْتَفِ وَاحِدًا مِنْهُمْ -

৩৮১৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আহ্‌যাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর) বলেছেন, বনু কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে। পশ্চিমধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে নামায আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই নামায আদায় করব, কেননা নবী (সা)-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী (সা)-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

۳۸۲۰ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ (ص) النُّخْلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنُّضَيْرَ وَإِنْ أَهْلَى أَمْوَنِي أَنْ أَتَى النَّبِيَّ (ص) فَاسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضُهُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ أَعْطَاهُ أَمْ أَيْمَنَ فَجَاءَتْ أَمْ أَيْمَنَ ، فَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنُقِ تَقُولُ : كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ (ص) يَقُولُ لِكَ كَذَا وَتَقُولُ كَلَّا وَاللَّهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ -

৩৮২০ ইবন আবুল আসওয়াদ ও খলীফা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ব্যয় নির্বাহের জন্য) লোকেরা নবী (সা)-কে খেজুর বৃক্ষ হাদিয়া দিতেন। অবশেষে তিনি বনী নাযীর এবং বনী কুরায়যার উপর জয়লাভ করলে আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আদেশ করল, যেন আমি নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট

থেকে ফেরত আনার জন্য আবেদন করি। অথচ নবী (সা) ঐ গাছগুলো উম্মে আয়মান (রা)-কে দান করে দিয়েছিলেন। এ সময় উম্মে আয়মান (রা) আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এ কখনো হতে পারে না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি ঐ বৃক্ষগুলো তোমাকে আর দেবেন না। তিনি তো এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন। এদিকে নবী (সা) বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে আমার নিকট থেকে এ-ই এ-ই পাবে। কিন্তু উম্মে আয়মান (রা) বলছিলেন, আল্লাহর কসম! এ কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী (সা) তাকে (অনেক বেশি) দিলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় নবী (সা) তাকে [উম্মে আয়মান (রা)-কে] বলেছেন, এর দশগুণ অথবা যেমন তিনি বলেছেন।

২৮৬১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ (ص) إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مَقَاتِلَهُمْ وَتُسَبِّحُ ذُرَارِيَهُمْ ، قَالَ قَضَيْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَبِّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ -

৩৮২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে বনী কুরায়যা গোত্রের লোকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী (সা) সা'দকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। এরপর তিনি গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (তিনি আসলে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে। নবী (সা) বললেন, হে সা'দ! তুমি আল্লাহর হুকুম মুতাবিক ফয়সালা করেছ। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন, তুমি রাজাধিরাজ আল্লাহর বিধান মুতাবিক ফয়সালা করেছ।

২৮৬২ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَانُ بْنُ الْعَرَفَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ (ص) خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهُ مَا وَضَعْتَهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَتَزَلُّوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ ، قَالَ فَأَيْنَ أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ ، أَنْ تُسَبِّحَ النِّسَاءَ وَالذَّرِيَّةَ ، وَأَنْ تُقَسِّمَ أَمْوَالَهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ أَلَلَّهُمْ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ

৩৮২২ যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইবন ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রণে তীর বিদ্ধ করেছিল। কাছে থেকে তার গুশ্চয়া করার জন্য নবী (সা) মসজিদে নববীতে একটি খিমা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন তখন জিব্রাঈল (আ) তাঁর মাথার ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি তো হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন তাদের প্রতি। নবী করীম (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায়? তিনি বনী কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বনু কুরায়যার মহল্লায় এলেন। পরিশেষে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ (রা)-এর উপর অর্পণ করলেন। তখন সা'দ (রা) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই রায় দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বন্টন করে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রা) (বনু কুরায়যার ঘটনার পর) আল্লাহর কাছে এ বলে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন তবে এখনো যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহলে আমাকে সে জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, যেন আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করুন এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটান। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা ভীত হয়ে বললেন, হে তাঁবুবাসিগণ আপনাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে আসছে? পরে তাঁরা দেখলেন যে, সা'দ (রা)-এর ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অবশেষে এ জখমের কারণেই তিনি মারা যান।

٢٨٢٣ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ (ص) لِحَسَّانٍ أَوْ هَاجِهِمْ وَجَبْرِيلَ مَعَكَ وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانٍ بْنُ ثَابِتٍ أَهْجُ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ .

৩৮২৩ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) আদি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী (সা) হাস্‌সান (রা)-কে বলেছেন, কবিতার মাধ্যমে তাদের (কাফেরদের) দোষত্রুটি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করার জবাব দাও। (তোমার সাহায্যার্থে) জিব্রাইল (আ) তোমার সাথে থাকবেন। (অন্য এক সনদে) ইব্রাহীম ইব্ন তাহ্মান (র).....বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বনী কুরায়যার সাথে যুদ্ধ করার দিন হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে বলেছিলেন (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা কর। এ ব্যাপারে জিব্রাইল (আ) তোমার সাথে থাকবেন।

২১১৫ . بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبٍ خَصَفَتْهُ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ، فَتَنَزَلَ نَحْلًا وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ لَأَنَّ أَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِغَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) الْخَوْفَ بِذِي قَرْدٍ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةَ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَحْلِ ، فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَصَلَّى النَّبِيُّ (ص) رَكَعَتَيِ الْخَوْفِ * وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْقَرْدِ

২১১৫. অনুচ্ছেদ : যাতুর রিকার যুদ্ধ। গাতফানের শাখা গোত্র বন্ সালাবার অন্তর্গত খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) নাখল নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। খায়বার যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেননা আবু মুসা (রা) খায়বার যুদ্ধের পর (হাবশা থেকে) এসেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) সপ্তম যুদ্ধ তথা যাতুর রিকার যুদ্ধে তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইব্ন আব্বাস (র) বলেছেন, নবী (সা) যুকারাদের যুদ্ধে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। বকর ইব্ন সাওয়াদা (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে,

মুহারিব ও সালাবা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় নবী (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইবন ইসহাক (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাখল নামক স্থান থেকে যাতুর রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের সম্মুখীন হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষ পরস্পর ভীতি প্রদর্শন করেছিল মাত্র। তখন নবী (সা) দু'রাকাত সালাতুল খাওফ আদায় করেন। ইয়াযীদ (র) সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে যুকারাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম

۳۸۲۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَتَقَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَتَقَبَّتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي وَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخَرِقَ فَسَمَّيْتُ غَزَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعَصِبُ مِنَ الْخَرِقِ عَلَى أَرْجُلِنَا ، وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ۔

৩৮২৮ মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা নবী (সা)-এর সাথে রওয়ানা করলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে আরোহণ করতাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে পড়ল নখগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে যাতুর রিকা যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দ্বারা পটি বেঁধেছিলাম। আবু মুসা (রা) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোন আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।

۳۸۲۵ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ شَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ الْعَنُورَ فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ثَبَّتَ قَائِمًا وَاتَّمَوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهُ الْعَنُورِ وَجَّاهُ الطَّائِفَةِ الْآخَرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَّتَ جَالِسًا وَاتَّمَوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ * وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِنَخْلٍ فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ تَابِعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) فِي غَزَاةِ بَنِي أُنْمَارٍ۔

৩৮২৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সালিহ ইবন খাওয়াত (রা) এমন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক (নামায আদায়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি রইলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সাথে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুকতাদিগণ তাদের নামায পূরা করে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকাত আদায় করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। এবার মুকতাদিগণ তাদের নিজেদের নামায সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

মুআয (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা নাখল নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর জাবির (রা) সালাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করেন। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) বলেছেন, সালাতুল খাওফ সম্পর্কে আমি যত হাদীস শুনেছি এর মধ্যে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। লাইস (র) কাসেম ইবন মুহাম্মদ (রা) থেকে নবী (সা) গায়ওয়ায়ে বনু আনমারে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। এই বর্ণনায় মুয়ায (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

৩৮২৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَتْرِ وَجُوهُهُمْ إِلَى الْعَتْرِ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ فَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رُكْعَةً فَلَهُ ثَنَتَانِ ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ .

৩৮২৬ মুসাদ্দাদ (র) সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (সালাতুল খাওফে) ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। মুকতাদীদের একদল থাকবেন তাঁর সাথে। এবং অন্যদল শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনে একতেন্দাকারী লোকদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এরপর একতেন্দাকারীগণ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রুকু ও দু' সিজদাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এসে একতেন্দা করার পর ইমাম তাদের নিয়ে আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাকাত নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুকতাদিগণ রুকু সিজদাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন।

৩৮২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ (ص) مِثْلَهُ .

৩৮২৭ মুসাদ্দাদ (র) সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৮২৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ حَدَّثَهُ قَوْلَهُ -

৩৮২৮ মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ (র) সাহল (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

৩৮২৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَبْلَ نَجْدٍ فَوَارَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَقْنَا لَهُمْ -

৩৮২৯ আবুল ইয়ামান (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুদের মুকাবিলা করেছিলাম এবং তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

৩৮৩০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةَ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ -

৩৮৩০ মুসাদ্দ (র) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) (সৈন্যদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে) একদল সাথে নিয়ে নামায আদায় করেছেন। অন্যদলকে নিয়োজিত রেখেছেন শত্রুর মুকাবিলায়। তারপর (যে দল তাঁর সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করেছেন) তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অন্যদল (যারা শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন) চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকী আরেক রাকাত আদায় করলেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার পূর্বের দলটি এসে নিজেদের অবশিষ্ট রাকাতটি পূর্ণ করলেন।

৩৮৩১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَبْلَ نَجْدٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّوَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَبْلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَفَلَ مَعَهُ فَأَذْرَكَهُمْ الْقَابِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِصَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِصَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) تَحْتَ

سَمُوهُ فَمَلَقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْعُونُ فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَبِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلَّاتًا فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَهَا هُوَذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) * وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ (ص) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ (ص) مُعْلَقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْآخَرَى رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ (ص) أَرْبَعُ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصْفَةَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) أَيَّامَ خَيْبَرَ.

৩৮৩১ আবুল ইয়ামান (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজদ এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। (অন্য এক সনদে) ইসমাঈল (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজদ এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) (সেখান থেকে) প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথিমধ্যে কাঁটা গাছ ভরা এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাঁদের ভীষণ গরম অনুভূত হল। রাসূলুল্লাহ (সা) এখানেই অবতরণ করলেন। লোকজন সবাই ছায়াবান গাছের খোঁজে কাঁটাবনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে লটকিয়ে রাখলেন। জাবির (রা) বলেন, সবেমাত্র আমরা নিদ্রা গিয়েছি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। আমরা সকলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে এক বেদুঈন বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিখানা হস্তগত করে কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উঁচিয়ে ধরলে আমি জাগ্রত হই। তখন সে আমাকে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! দেখ না, এ-ই তো সে বসা আছে। (এ জঘন্যতম অপরাধের পরও) রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি। (অপর এক সনদে) আবান (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌছলে নবী (সা)-এর আরামের জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে লটকানো নবী (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কি? তিনি বললেন, না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ। এরপর নবী (সা)-এর সাহাবিগণ তাকে ধমক দিলেন। এরপর নামায় আরম্ভ হলে তিনি

মুসলমানদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারা এখান থেকে হটে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। এভাবে নবী করীম (সা)-এর হল চার রাকাত এবং সাহাবীদের হল দু'রাকাত নামায। (অন্য এক সূত্রে) মুসাদ্দাদ (র) আবু বিশর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর প্রতি যে লোকটি তলোয়ার উঁচু করেছিল তার নাম হল গাওরাস ইবন হারিস। রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযানে খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আবু যুবার (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাখল নামক স্থানে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এ সময় সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমি নবী (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। আবু হুরায়রা (রা) খায়বার যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা)-এর কাছে এসেছিলেন।

২১৭৬ . بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُرَاعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيِّينَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ
وَذَلِكَ سَنَةَ سِتٍّ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ * وَقَالَ الثُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيِّينَ

২১৯৬. অনুচ্ছেদ : বানু মুস্তালিকের যুদ্ধ। বানু মুস্তালিক খুযা'আর একটি শাখা গোত্র। এ যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়। ইবন ইসহাক (র) বলেছেন, এ যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। মুসা ইবন উকবা (র) বলেছেন, ৪র্থ হিজরী সনে। নুমান ইবন রাশিদ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইফকের ঘটনা মুরায়সীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبْيِ
الْعَرَبِ فَأَشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعَرَبُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعَزَلَ وَقَلْنَا نَعَزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ
(ص) بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلَنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَانَتْهُ۔

৩৮৩২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে আয়ল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে

১. আয়ল হল স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী যোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটান। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বাদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই এ কাজ জায়েয। তবে আযাদ স্ত্রীর সাথে এ কাজ করতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়।

বানু মুসতালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে খাশেহ হল এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন অবস্থা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাই আমরা আয়ল করা পছন্দ করলাম এবং তা করার মনস্থ করলাম। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আয়ল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ না করলে তোমাদের কি ক্ষতি? জেনে রাখ, কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।

۲۸۳۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) غَزْوَةٌ نَجْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكْتَهُ الْقَائِلَةَ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِصَاهُ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَنْظَلَ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَجِئْنَا ، فَإِذَا أَعْرَاهِي قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخْتَرْتُ سَيْفِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلَّتْنَا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هَذَا قَالَ وَلَمْ يَغَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص).

৩৮৩৩ মাহমুদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচণ্ড গরম লাগলে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তরবারিখানা (গাছের সাথে) লটকিয়ে রাখলেন। সাহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক বেদুইন তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখলাম, সে মুক্ত কৃপাণ হস্তে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। ফলে সে তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে যায়। সে তো এ-ই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, (এ ধরনের অপরাধ করা সত্ত্বেও) রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।

২১৭৭ . بَابُ غَزْوَةِ أَنْعَارٍ

২১৯৭. অনুচ্ছেদ : আনমারের যুদ্ধ

۲۸۳۴ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فِي غَزْوَةِ أَنْعَارٍ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا .

৩৮৩৪ আদাম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে আনমার যুদ্ধে সাওয়াযীতে আরোহণ করে মাশরিকের দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করতে দেখেছি।

২১৭৮ . بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ وَالْأَفْكِ بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ وَالنَّجَسِ يُقَالُ إِفْكُهُمْ

এ-এর نَحْبِسُ وَنَحْبَسُ শব্দটি إِفْكُ [ইমাম বুখারী (র) বলেন] অনুচ্ছেদ : ইফ্কের ঘটনা। إِفْكُ ও اَفْكُ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তাই আরবীয় লোকেরা বলেন, إِفْكُهُمْ - اَفْكُهُمْ অফ্কুহুম

২৮২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَلَكُلَّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِّنْ حَدِيثِهَا وَيَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَاتَّبَعْتُ لَهُ إِقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَيَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ قَالُوا : قُلْتُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَفْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابَ فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْزَلَ فِيهِ فُسْرِنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ غَزْوَتِهِ تَكَ وَقَفَلْ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ أَدْنَى لَيْلَةٍ بِالرَّحِيلِ فَقَعْتُ حِينَ أَدْنَوْنَا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَعِ ظَفَّارٍ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ بِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرٍ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خُفَافًا لَمْ يَهْبِلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ! فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ، وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ فَتَبِعَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَقْفِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السَّلْمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَى

وَكَانَ رَأَى قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظَتْ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفْنِي فَخَمَرَتْ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيَّهَا فَقَعَتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ وَهُمْ نَزُولٌ قَالَتْ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبَرَ الْإِفْكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولَ ، قَالَ عُرْوَةُ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيَتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيَقْرَهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ وَمِصْطَحَ بْنَ أَثَاثَةَ وَحَمَنَةَ بِنْتُ جَحْشٍ فِي نَاسٍ أُخْرَيْنَ ، لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَبُرَ ذَلِكَ يَقَالُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ :

فَإِنْ أَبِي وَوَالِدُهُ وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيئُنِي فِي وَجْهِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) السُّلُوفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكَى إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَيَسْلِمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَبُكُّمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ يَرِيئُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَعْتُ ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِصْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرِّزًا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَّخِذَ الْكُتُفَ قَرِيبًا مِنْ بَيْوتِنَا ، قَالَتْ وَأَمَرْنَا أَمْرَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِيَّةِ قَبْلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَّأَذِي بِالْكُتُفِ أَنْ نَنْتَهِزَهَا عِنْدَ بَيْوتِنَا قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِصْطَحٍ وَهِيَ ابْنَتُ أَبِي رَهْمٍ بِنِ الْمُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَابْنَتُهَا مِصْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بِنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِصْطَحٍ ، قَبْلَ بَيْتِي حِينَ فَرَعْنَا مِنْ شَانِنَا ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِصْطَحٍ فِي مِرْطَلِهَا فَقَالَتْ تَعَسَ مِصْطَحُ ، فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتَ اتَّسِبِينَ رَجُلًا شَهْدَ بَدْرٍ ، فَقَالَتْ أَيْ هُنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ ، فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، قَالَتْ فَارْزُدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَبُكُّمُ ، فَقُلْتُ لَهُ أَتَاذَنُ لِي أَنْ أَتِيَ أَبَوَيَّ ، قَالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَنْفِزَ الْخَبَرَ مِنْ قَبْلِهِمَا قَالَتْ فَآذِنْ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقُلْتُ لِأُمِّي يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بَنِيَّةُ هَوْنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى

أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَالِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بَنُومٌ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبْتَ الْوَحْيَ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ، قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسِلَ الْجَارِيَةِ تَصَدَّقُكَ ، قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَرِيرَةَ فَقَالَ أَيُّ بَرِيرَةَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ بِرَبِّكَ ، قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمَصَهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَهْمَةَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتُنَا فَفَعَلْنَا أَمَرَكَ قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتُ عَمِّهِ مِنْ فَحْذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلْتُهُ الْحَمِيَّةَ ، فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدٍ بِنْتُ عَبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقُتْلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، قَالَتْ فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) قَانِمٌ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُخَفِّضُهُمْ ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَالِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بَنُومٌ ، قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبُو آيٍ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا يَرْقَالِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بَنُومٌ حَتَّى إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ قَالِقُ كِبْدِي ، فَبَيْنَمَا أَبُو آيٍ جَالِسَانِ عِنْدِي وَآزَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنَتْ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَ قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْذُ قَبْلِ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوْحِى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ قَالَتْ : فَتَشْهَدُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتُ بِسَرِيئَةٍ فَسِيرْتُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتُ أَلَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوْبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا

اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ : فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَقَالَتهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسُ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَنِّي فِيمَا قَالَ فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِيمَا قَالَ قَالَتْ أُمِّي : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةً حَدِيثُ السَّيِّئِ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ ، وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقَنِي قَوْلَاللَّهِ لَا أَجْدِلِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِيْرَاتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأْمَرٍ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلَ الْجُمَانِ ، وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثَقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسَرَرِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ بَرَكَ قَالَتِ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قَوْمِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ ابْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقَرِهِ وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَأَلَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لَزَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتَ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِ مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكْتُ فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَسَفْتُ مِنْ كَنَفٍ أَتْنَى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৩৮৩৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....উরওয়া ইব্ন যুযায়র, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারিগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী (র) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। আয়েশা (রা) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে অধিক শ্রুতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারিগণ বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নামের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা (রা) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরায়সীর যুদ্ধ) তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সফরে বের হলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাকে হাওদাজ সহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (বাড়ির দিকে) ফিরলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী অতিক্রম করে (একটু সামনে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলাগণ তখন খুবই হালকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হালকা হওয়ায় বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহবায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল (রা) [যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি প্রত্যাষে আমার অবস্থানস্থলের

কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহি..... পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ আরোপের ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় ইব্ন সুলুল। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় ইব্ন সুলুল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভালভাবে শ্রবণ করত এবং শোনা কথার ভিত্তিতেই বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। উরওয়া (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্‌সান ইব্ন সাবিত, মিসতাহ ইব্ন উসাসা এবং হামনা বিন্ত জাহাশ (রা) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গুটিকয়েক ব্যক্তির একটি দল ছিল, এতটুকু ব্যতীত তাদের সম্পর্কে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় বিন সুলুল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর এ ব্যাপারে হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা) তো ঐ ব্যক্তি যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মদ (সা)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যেকোন স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ স্বপক্ষে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মে মিসতাহ (রা) (মিসতাহর মা) একদা আমার সাথে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার পূর্বের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবীয় লোকদের অবস্থার মত ছিল। তাদের মত আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোঁপঝাড় চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকার কারণে) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবু রুহম ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদে মুনাফের

কন্যা, যার মা সাখার ইবন আমির-এর কন্যা ও আবু বকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবন উসাসা ইবন আব্বাদ ইবন মুত্তালিব যার পুত্র" একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ বিষয়টিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহর কসম, সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিশ্বয়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রুও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতোও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইবন আবু তালিব এবং উসামা ইবন যায়েদ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা (রা) বলেন, উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবীজীর) ভালবাসার কারণে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল) তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাঁকে (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরা (রা)]-কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বারীরা (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা, তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি? বারীরা (রা) তাঁকে বললেন, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা যুবতী, ক্রটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিশরে বসে আবদুল্লাহ ইবন উবায়-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবন মু'আত্তাল)

নাম উল্লেখ করছে যার সম্বন্ধেও আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সাথেই আমার ঘরে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবন মুআয) (রা) উঠে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরশ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খায়রাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খায়রাজ গোত্রের সর্দার সাঈদ ইবন উবাদা (রা) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন : এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু (এ সময়) গোত্রীয় অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবন মুআয (রা)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যদি সে তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার হত্যা হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবন ছুযাইর (রা) সা'দ ইবন ওবায়দা (রা)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করে কথাবার্তা বলছ। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মিশরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের থামিয়ে শাস্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটলাম। অশ্রুঝরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। তিনি বলেন, আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিই। এর মাঝে আমার কোন ঘুম আসেনি। বরং অব্যবহিত ধারায় আমার চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার ফলে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আক্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত ছিলাম ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আক্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আক্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি আমার আক্বাকে বললাম,

রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলছেন, আপনি তার জবাব দিন। আশ্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা) -কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম, আমি ও আপনারা যে অবস্থার শিকার হয়েছি এর জন্য (নবী) ইউসুফ (আ)-এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যতীত আমি কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন : “সূতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।” এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা’আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন (এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল) তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ ওহী নাযিল করবেন যা পঠিত হবে। আমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে শুরু হল। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত ঐ বাণীর গুরুভারের কারণে, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমার আশ্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি এখন তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত আমি কারো প্রশংসা করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হ’ল এই, “যারা এ অপবাদ রটনা করেছে (তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু’মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সং ধারণা করেনি এবং বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার।

এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মসুদ শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আল্লাহ্ দয়র্দ্র ও পরম দয়ালু। (২৪ : ১১-২০) এরপর আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ্ এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা) মিসতাহ্ ইবন উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহ্কে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন—তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু। (২৪ : ২২)

(এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ্ (রা)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আমার এ বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা (রা) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমি আমার চোখ ও কানকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আল্লাহ্-ভীতির ফলে রক্ষা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রা) তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে অপবাদ রটনাকারীদের মত অপবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী ইবন শিহাব (র) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা সম্পর্কে আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এই : উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ্ মহান। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন স্ত্রীলোকের কাপড় খুলেও কোনদিন দেখিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরে তিনি আল্লাহ্র পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَمَلَى عَلَى هِشَامَ بْنِ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبْلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ ، قُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي

رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا كَانَ عَلَى مُسْلِمًا فِي شَأْنِهَا -

৩৮৩৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ওয়ালাদ ইবন আবদুল মালিক (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে আলী (রা)-ও शामिल ছিলেন? আমি বললাম, না, তবে আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান ও আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিস নামক তোমার গোত্রের দুই ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে আয়েশা (রা) তাদের দু'জনকে বলেছেন যে, আলী (রা) তার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন।

৩৮৩৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَجَّعَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ ابْنُ فَيْمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرْتُ مَفْشِيًا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَى بِنَافِضٍ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَفَطَّيْتُهَا ، فَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتُهَا الْحُمَى بِنَافِضٍ ، قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ بِهِ ، قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَعَدَتِ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَنْ لَنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي ، وَلَنْ لَنْ قُلْتُ لَا تُعْذِرُونِي مَتَى وَمَتَى كَيْفَ قُبَّ وَبَيْنِهِ ، وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تُصِفُونَ ، قَالَتْ فَأَنْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَذْرَاهَا ، قَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ -

৩৮৩৭ মুসা ইবনে ইসমাইল (র) আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আয়েশা (রা) বসা ছিলাম। এমনভাবে স্থায়ী একজন আনসারী মহিলা প্রবেশ করে বলতে লাগল আব্দুল্লাহ্ অমুক অমুককে ধ্বংস করুন। এ কথা শুনে উম্মে রুমান (রা) বললেন, তুমি কি বলছ? সে বলল, যারা অপবাদ রটিয়েছে তাদের মধ্যে আমার ছেলেও আছে। উম্মে রুমান (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি অপবাদ রটিয়েছে? সে বলল এই এই অপবাদ রটিয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, (এ কথা কি) রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকরও কি শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বেঁহঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হঁশ ফিরে আসলে তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসল। এরপর আমি একটি চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলাম। এরপর নবী (সা) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি অবস্থা? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনার কারণে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় আয়েশা (রা) উঠে

বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) আমি যদি কসম করি, তাহলেও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আর যদি আমি ওয়র পেশ করি তবুও আমার ওয়র আপনারা কবুল করবেন না, আমার এবং আপনাদের উদাহরণ নবী ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর ছেলেদের উদাহরণের মতই। তিনি বলেছিলেন, “তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ই একমাত্র আমার সাহায্যস্থল।” উম্মে ক্বমান (রা) বলেন, তখন নবী (সা) আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ্‌ তা’আলা তাঁর [আয়েশা (রা)] পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রশংসা করি আর কারো না, আপনারও না।

৳৳৳৳ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ : إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُ الْوَلَقُ الْكَذِبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا -

৳৳৳৳ ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাতাশ **إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ** পড়তেন এবং বলতেন **الْوَلَقُ** অর্থ **الْكَذِبُ**। ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আয়েশা (রা) অন্যদের চাইতে বেশি জানতেন। কেননা এ আয়াত তারই ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

৳৳৳৳ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِأَتَسْبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَقَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَأْنَسَنِ النَّبِيُّ (ص) فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنِسْبِي قَالَ لَأَسْلُنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِنْ كَثَرِ عَلَيْهَا -

৳৳৳৳ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) হিশামের পিতা [উরওয়া (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সম্মুখে হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালি দিতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন, তাঁকে গালি দিও না। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ অবলম্বন করে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা) কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দাবাদ করার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তুমি কুরাইশদের নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করলে আমার বংশকে কি করে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনিভাবে পৃথক করে রাখব যেমনিভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে রাখা হয়। মুহাম্মদ (র) বলেছেন, উসমান ইব্ন ফারকাদ (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হিশাম (র)-কে তার পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালি দিয়েছি। কেননা তিনি ছিলেন আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ রটনাকারীদের অন্যতম।

۳৮৬۱ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَنْشِدُهَا شِعْرًا يُشِيبُ بِأَيَّاتِ لَهُ وَقَالَ :

حَصَانُ رَزَانُ مَا تَزُنُّ بِرِيَّةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْنِي مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذِنِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ قَالَتْ وَآيُ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى ، فَقَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يَنَافِحُ أَوْ يَهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

৩৮৪০ বিশ্ব ইবন খালিদ (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) তাঁকে তাঁর নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর প্রশংসা করে বলছেন, “তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশত খান না অর্থাৎ গীবত করেন না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু আপনি তো এরূপ নন। মাসরুক (র) বলেছেন যে, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম যে, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ তা’আলা বলছেন, “তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আয়েশা (রা) বলেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের সাথে মুকাবিলা করতেন অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করতেন।

২১৭৭ . بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الآية -

২১৯৯. অনুচ্ছেদ : হৃদায়বিয়ার যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী : মু’মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন.....(৪৮ : ১৮)

৩৮৬১ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ

وَيُفَضِّلُ اللَّهُ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرِّئًا بِنَجْمٍ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوكَبِ كَافِرٌ بِي .

৩৮৪১ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র) যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (এ বৃষ্টির কারণে) আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনে মু'মিন হয়েছে, আবার কেউ কেউ আমাকে অমান্য করে কাফের হয়েছে। যারা বলেছে, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর করুণা এবং আল্লাহর রিমিক প্রদানের পূর্বাভাস হিসাবে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকারকারী (কাফের)। আর যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আমাকে অস্বীকারকারী কাফের।

৩৮৪২ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ إِعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ .

৩৮৪২ হুদ্বা ইব্ন খালিদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি উমরা পালন করেছেন। তিনি হজ্জের সাথে যে উমরাটি পালন করেছিলেন সেটি ব্যতীত সবকটিই যিলকাদাহ মাসে পালন করেছেন। হৃদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যে উমরাটি পালন করেছিলেন তা ছিল যিলকাদাহ মাসে। হৃদায়বিয়ার পরবর্তী বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন, সেটি ছিল যিলকাদাহ মাসে এবং হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে জিঙ্গরানা নামক স্থানে বন্টন করেছিলেন, সেখান থেকে যে উমরাটি করা হয়েছিল তাও ছিল যিলকাদাহ মাসে, আর তিনি হজ্জের সাথে একটি উমরা পালন করেন।

৩৮৪৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ أَحْرَمْ .

৩৮৪৩ সাঈদ ইব্ন রাবী (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা করেছিলাম। এ সময় তাঁর সাহাবীগণ ইহ্রাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহ্রাম বাঁধিনি।

৩৮৪৪ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعْنُونَ أَنْتُمْ الْفَتْحَ فَتَحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتَحَ مَكَّةَ فَتَحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

(ص) اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحَدِيثِيُّ بَثْرًا فَتَزَحَّاهَا فَلَمْ تَنْزُكْ فِيهَا قَطْرَةٌ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ (ص) فَاتَّاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِأَنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْهَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا -

৩৮৪৪ উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা (র) বারআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কে তোমরা মৌল বিজয় বলে মনে করছ। অথচ মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। কিন্তু হুদায়বিয়ার দিনে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানকে আমরা মৌল বিজয় বলে মনে করি। সে সময় আমরা চৌদ্দশ সাহাবী নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপ। আমরা তা' থেকে পানি উঠাতে উঠাতে তার মধ্যে এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখিনি। আর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি এসে সে কূপের পাড়ে বসলেন। এরপর এক পাত্র পানি আনিয়া ওয়ূ করলেন এবং কুপ্লি করলেন। পরিশেষে দোয়া করে অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ পর্যন্ত কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। এরপর আমরা আমাদের নিজেদের ও আরোহী পশুর জন্য প্রচুর পানি কূপ থেকে বের করলাম।

৩৮৪৫ حَدَّثَنِي فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَغَيْنَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْبَرَادُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْفَا وَارْبَعِمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَتَزَلُّوا عَلَى بَثْرٍ فَتَزَحَّوْهُمَا فَاتَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاتَى الْبَثْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي بَدَلُوكَ مِنْ مَائِهَا فَاتَى بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعَوْهَا سَاعَةً فَأَرْوُوا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا -

৩৮৪৫ ফায়ল ইব্ন ইয়াকূব (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বারা ইব্ন আযিব (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন তাঁরা চৌদ্দশ কিংবা তাঁর চেয়েও অধিক লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন তারা একটি কূপের পার্শ্বে অবতরণ করেন এবং তা থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকেন। (এতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে যায়) তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে এ সংবাদ জানালেন। তখন তিনি কূপটির কাছে এসে এর পাড়ে বসলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে এই কূপের এক বালতি পানি নিয়ে আস। তখন তা নিয়ে দেয়া হলো। তিনি এতে থুথু ফেললেন এবং দোয়া করলেন। এরপর তিনি বললেন, এ থেকে কিছুক্ষণের জন্য তোমরা পানি উঠানো বন্ধ রাখ। এরপর সকলেই নিজেদের ও আরোহী জীবসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সংগ্রহ করলেন এবং পরে চলে গেলেন।

৩৮৪৬ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحَدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ

قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ (ص) يَدَهُ فِي الرُّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَقُودُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

৩৮৪৬ ইউসুফ ইবন ইসা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি চর্মপাত্র ভর্তি পানি ছিল মাত্র। তিনি তা দিয়ে ওয়ূ করলেন। তখন লোকেরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার চর্মপাত্রের পানি ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কোন পানি নেই যার দ্বারা আমরা ওয়ূ করব এবং যা আমরা পান করব। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) তাঁর মুবারক হাতখানা ঐ চর্ম পাত্রে রাখলেন। অমনি তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যস্থল থেকে ঝরনাধারার মত পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল। জাবির (রা) বলেন, আমরা সে পানি পান করলাম এবং তা দিয়ে ওয়ূ করলাম। [সালিম (র) বলেন] আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন কত জন লোক ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও এ পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম তখন পনেরশ লোক মাত্র।

৩৮৪৭ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَّغْنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةَ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ قَتَادَةَ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

৩৮৪৭ সাল্ত ইবন মুহাম্মদ (র) কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা)-কে বললাম, আমি শুনে পেয়েছি যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলতেন, তাঁরা (হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা) চৌদ্দশ ছিল। সাঈদ (রা) আমাকে বললেন, জাবির (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যারা নবী (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনেরশ। আবু দাউদ কুররা (র)-এর মাধ্যমে কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) (অন্য সনদে) শু'বা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. হুদায়বিয়ার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌদ্দশ, কোন হাদীসে পনেরশ আবার কোন হাদীসে তেরশ'র কথা উল্লেখ আছে। আসলে সংখ্যা কত, এ প্রশ্নের জবাবে আব্বাসী কিরমানী (র) বলেছেন, যারা বৃদ্ধ, যুবক ও কিশোর সকলকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন পনেরশ, আর যারা বৃদ্ধ ও যুবকদেরকে গণনা করেননি তারা বলেছেন চৌদ্দশ, আর যারা শুধু বৃদ্ধদেরকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন তেরশ। মূলত এ কথার মধ্যে কোন সংঘাত নেই। এর জবাবে আব্বাসী নব্বী (র) বলেছেন, সাহাবাদের সংখ্যা চৌদ্দশ'র কিছু বেশি ছিল। কেউ ভগ্নাংশ সহ পনেরশ উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে চৌদ্দশ বর্ণনা করেছেন। আর যারা তেরশ উল্লেখ করেছেন, মূলত তাদের সংখ্যা জানা ছিল না।

৩৮৪৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَارْبَعِمِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ * تَابَعَهُ الْأَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا جَابِرًا أَلْفًا وَارْبَعِمِائَةٍ وَقَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثِمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمَ ثَمَنُ الْمُهَاجِرِينَ۔

৩৮৪৮ আলী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হৃদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন আমাদেরকে বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ। আজ আমি যদি দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে বৃক্ষ-স্থানটি দেখিয়ে দিতাম। আমাশ (র) হাদীসটি সালিম (রা)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে সুফয়ান (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হৃদায়বিয়ার সন্ধির দিন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। উবায়দুল্লাহ্ ইবন মুআয (র) আবদুল্লাহ্ ইবন আবু আউফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, গাছের নিচে বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল তেরশ। সৈন্যদের মধ্যে আসলাম গোত্রের সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল মুহাজিরগণের মোট সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ।

৩৮৪৯ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يَقْبِضُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَتَبْقَى حِفَالَةُ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لَا يَبْقَاءُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا۔

৩৮৪৯ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) কায়স (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হৃদায়বিয়ার সন্ধির দিন বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণকারী সাহাবী মিরদাস আসলামীকে বলতে শুনেছেন যে, পুণ্যবান লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর অবশিষ্ট থাকবে খেজুর ও যবের ছালের মত কতিপয় নিম্নস্তরের লোক, যাদের কোন পরওয়া আল্লাহ্ করবেন না।

৩৮৫০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِبَذَى الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْيِ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لَا أَحْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْأَشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلَا أَدْرِي يَعْْنِي مَوْضِعَ الْأَشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوْ الْحَدِيثِ كُلَّهُ۔

৩৮৫০ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, হৃদায়বিয়ার বছর নবী (সা) এক হাজারেরও অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে

মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, (কুরবানীর পশুর) কুজ কাটলেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ হাদীস সুফিয়ান থেকে কতবার শুনেছি তার সংখ্যা আমি নির্ণয় করতে পারছি না। পরিশেষে তাঁকে বলতে শুনেছি, যুহরী থেকে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাধা এবং ইশআর করার কথা আমার স্মরণ নেই। রাবী আলী ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন, সুফিয়ান এ কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। তিনি কি এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, যুহরী থেকে ইশআর ও কিলাদা কথা তাঁর স্মরণ নেই, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলতে চেয়েছেন?

۳۸۵۱ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ وَرَقَاءَ عَنْ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَأَاهُ وَقَعْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ ، لَمْ يَبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَعْمٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سَبَّةٍ مَسَاكِينَ أَوْ يَهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -

৩৮৫১ হাসান ইব্ন খালাফ (র) কাব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (তার মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে ঝরে পড়ছে। তখন তিনি বললেন, কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হৃদয়বিষায় অবস্থানকালে তাঁর মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। তখন সাহাবিগণ মক্কা প্রবেশ করার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। হৃদয়বিষাতেই তাদেরকে হালাল হয়ে যেতে হবে এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তাই আল্লাহ ফিদইয়ার হুকুম নাযিল করলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাফ (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়ানোর অথবা একটি বকরী কুরবানী করার অথবা তিন দিন রোযা পালন করার নির্দেশ দিলেন।

۳۸۵۲ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ فَلَحَقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صَبِيَّةً صِفَارًا وَاللَّهِ مَا يَنْتَجِبُونَ كُرَاعًا وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الصَّبِيعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَّافِ بْنِ أَيْمَانَ الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَوَقَّفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَخْضِرْ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَيَّ بَعِيرٌ ظَهِيرٌ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْنِ مَلَأَهُمَا طَعَامًا ، وَحَمَلْتُ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَأَوَّلَهَا بِخَطَامِي ، ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ : تُكَلِّتُكَ أُمُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا

حَصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ اصْبَحْنَا نَسْتَقِي سُهْمَانَهُمَا فِيهِ -

৩৮৪২ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে ইত্তিকাল করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, তাদের আহারের জন্য পাকানোর মত কোন বকরীর খুরাও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল উট, বকরী। পোকা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে অথচ আমি হলাম খুফাফ ইব্ন আয়মা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী (সা)-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর (রা) তাকে অতিক্রম না করে পার্শ্বে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তারা তো আমার খুব নিকটেরই মানুষ। এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উক্ত উটের পৃষ্ঠে উঠিয়ে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি তাকে খুব বেশি দিলেন। উমর (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক।^১ আল্লাহ্‌র কসম, আমি দেখেছি এ মহিলার আক্বা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে তা জয়ও করেছিলেন। এরপর ঐ দুর্গ থেকে অর্জিত তাদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবি করি (এবং কিছু অংশ আমরা নিজেরা গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ তাদেরকে দেই।)

২৮৫৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرِو الْفَرَارِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدَ فَلَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ انْسَيْتُهَا بَعْدَ -

৩৮৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) মুসায়্যিব (ইব্ন হুয্ন) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (যে বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল) আমি সে বৃক্ষটি দেখেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন সেখানে আসলাম তখন আর তা চিনতে পারলাম না। মাহমুদ (র) বলেন, (মুসায়্যিব ইব্ন হুয্ন বলেছেন) পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

২৮৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَاتَّيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ

১. এটি একটি প্রবাদ বাক্য। এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

(ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نُسَيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ص) لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ -

৩৮৫৪] মাহমুদ (র) তারিক ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে যাওয়ার পথে নামাযরত এক কাওমের নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাদেরকে বললাম, এ জায়গাটি কিরূপ নামাযের স্থান? তাঁরা বললেন, এটা সেই বৃক্ষ যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) (সাহাবীদের থেকে) বায়আতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন। এর পর আমি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র)-এর কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন সাঈদ (ইব্ন মুসায়্যিব) (র) বললেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বৃক্ষটির নিচে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। মুসায়্যিব (রা) বলেছেন, পরবর্তী বছর আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আমরা আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করতে পারলাম না। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সাঈদ (র) বললেন, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবিগণ (এখানে উপস্থিত হয়ে বায়আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও) তা চিনতে পারলেন না আর তোমরা তা চিনে ফেলেছ? তাহলে তোমরা কি তাদের চেয়েও অধিক বিজ্ঞ?

৩৮৫৫] حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ بَايَعِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلِ فَعَمِيتَ عَلَيْنَا -

৩৮৫৫] মুসা (র) মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত, বৃক্ষের নিচে যারা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর আমরা আবার সে গাছের স্থানে উপস্থিত হলে আমরা গাছটিকে চিনতে পারলাম না। গাছটি আমাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল।

৩৮৫৬] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا -

৩৮৫৬] কাবীসা (র) তারিক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা)-এর কাছে সে গাছটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বৃক্ষের নিচে বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩৮৫৭] حَدَّثَنَا أُدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَآتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى -

৩৮৫৭] আদাম ইব্ন আবু ইয়াস (র) আমার ইব্ন মুররা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

বৃক্ষের নিচে বায়আতকারী সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, কোন কওম নবী (সা)-এর কাছে সাদ্কার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি তাদের জন্যে দোয়া করে বলতেন, “হে আল্লাহ্ আপনি তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।” এ সময় আমার পিতা তাঁর কাছে সাদ্কার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি বললেন, “হে আল্লাহ্! আপনি আবু আউফার বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।”

৩৮৫৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يَبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى مَا يَبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسُ؟ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَكَانَ شَهِيدَ مَعَهُ الْحَدِيثِيَّةُ۔

৩৮৫৮ ইসমাইল (র) আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাররার ঘটনার দিন যখন লোকজন আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করছিলেন, তখন ইব্ন যায়দ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্ন হানযালা (রা) লোকদেরকে কিসের উপর বায়আত গ্রহণ করছেন? তখন তাঁকে বলা হল, মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে এ ব্যাপারে আমি আর কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করব না। তিনি হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩৮৫৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَنَصَّرَفَ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلٌّ يُسْتَقَلُّ فِيهِ۔

৩৮৫৯ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ালা মুহারিবী (র) ইয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে অংশগ্রহণকারী আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে জুম'আর নামায আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের নিচে ছায়া পড়ত না, যার ছায়ায় বসে আরাম করা যায়।

৩৮৬০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيْ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَوْمَ الْحَدِيثِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ۔

৩৮৬০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ইয়াযীদ ইব্ন আবু উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামা ইব্ন আকওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদয়বিয়ার দিন আপনারা কিসের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

৩৮৬১ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ

بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَيَا يَغْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُنَا بَعْدَهُ۔

৩৮৬১ আহমাদ ইবন আশকা (র) মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বারাহ ইবন আযিব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং বৃক্ষের নিচে তাঁর হাতে বায়আতও করেছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা, তুমি তো জান না, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইস্তিকালের পর আমরা কি করেছি।

২৮৬২ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ (ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

৩৮৬২ ইসহাক (র) আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইবন দাহহাক (রা) তাকে জানিয়েছেন, তিনি গাছের নিচে নবী (সা)-এর হাতে বায়আত করেছেন।

২৮৬৩ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قَالَ الْحَدِيثُ قَالَ أَصْحَابُهُ هُنَيْئًا مُرِيئًا فَمَا لَنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ، قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا كُلَّهُ عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِذَا فَتَحْنَا لَكَ فَعَنْ أَنَسٍ وَأَمَّا هُنَيْئًا مُرِيئًا فَعَنْ عِكْرَمَةَ۔

৩৮৬৩ আহমাদ ইবন ইসহাক (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, 'ইফ্খা মুবিনা'—'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়'। তিনি বলেন : এ আয়াতটিতে (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে হৃদয়বিয়ার সন্ধিকেই বোঝানো হয়েছে। (আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবিগণ বললেন, (আপনার জন্য তো) এটা খুশী ও আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ, 'এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণকে দাখিল করবেন জান্নাতে।' শু'বা (রা) বলেন, এরপর আমি কুফায় পৌছলাম এবং কাতাদা থেকে বর্ণিত হাদীসটির সবটুকু বর্ণনা করলাম, এরপর কুফা থেকে ফিরে

১. ৬ হিজরী মোতাবেক ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (সা) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাতিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে উমরা করতে বাধা দিবে, এ আশংকায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হৃদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। এরপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও রাসূলুল্লাহ (সা) শান্তির খাতিরে তা মেনে নিয়েছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উমরা না করেই তাঁরা মদীনায প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সন্ধিকে আদ্বাহ স্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কেবল জাহিলী বিজয়ই প্রকৃত বিজয় নয়। বরং জাহিরের বিপরীত অবস্থাতেও বিজয় নিহিত থাকে কখনো।

সে কাতাদাকে সবকিছু জানালে তিনি বললেন, اِنَّا فَتَحْنَا اِنَّ (এর অর্থ হৃদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ান) আয়াতখানা আনাস থেকে বর্ণিত। আর مَنِينًا مَرِيئًا কথাটি ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত।

৩৮৬৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَجْزَاءَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ إِنِّي لَأَوْقِدُ تَحْتَ الْقَدْرِ لِحُومِ الْحُمْرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَنْهَأَكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَعَنْ مَجْزَاءَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وَسَادَةً۔

৩৮৬৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) মাজযা ইব্ন যাহির আসলামী (র)-এর পিতা “যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে হৃদায়বিয়ার গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন” তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি ডেকচিতে করে গাধার গোশত পাকাতে ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর মুনাদী (ঘোষক আবু তালহা) ঘোষণা দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (অন্য এক সনদে) মাজযা (র) অপর এক ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী উহবান ইব্ন আউস (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর [উহবান ইব্ন আউস (রা)]-এর হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি নামায আদায় করার সময় হাঁটুর নিচে বালিশ রাখতেন।

৩৮৬৯ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ أَتَوْا بِسَوِيْقٍ فَأَكَلُوهُ * تَابِعَهُ مَعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ۔

৩৮৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সুওয়াইদ ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের জন্য ছাত্তু আনা হত। তাঁরা পানিতে গুলিয়ে তা খেয়ে নিতেন। মুআয (র) শুবা (র) থেকে ইব্ন আবু আদী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيمٍ حَدَّثَنَا شَذَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يَنْقُضُ الْوِتْرَ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُؤْتِرُ مِنْ آخِرِهِ۔

৩৮৬৬ মুহাম্মদ বিন হাতিম ইব্ন বাযী (র) আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী নবী (সা)-এর সাহাবী আয়েয ইব্ন আমর (রা)-কে

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বিতর নামায কি দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে? তিনি বললেন, রাতের প্রথম ভাগে একবার বিতর আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার রাতের শেষে আর আদায় করবে না।

২৮৬৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكَلْتُكَ أُمَكُ يَا عُمَرُ نَزَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَكْتُ بَعْضِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزَلَ فِي قُرْآنٍ فَمَا نَشِيبُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ سُورَةً لَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا -

৩৮৬৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কোন এক সফরে রাত্রিকালে চলছিলেন। এ সফরে উমর (রা)-ও তাঁর সাথে চলছিলেন। এক সময় উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাঁকে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন উত্তর করলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তবুও তিনি তাকে কোন জবাব দিলেন না। এরপর আবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারও তার কোন উত্তর দিলেন না। তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা) নিজেকে লক্ষ্য করে মনে মনে বললেন, হে উমর! তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক। তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনবার পীড়াপীড়ি করলে। কিন্তু কোনবারই তিনি তোমাকে উত্তর দেননি। উমর (রা) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে তাড়া দিয়ে মুসলমানদের সামনে চলে যাই। কারণ আমি আশংকা করছিলাম যে, হয়তো আমার সম্পর্কে কুরআন শরীফের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে। এ কথা বলে আমি বেশি দেরি করিনি এমনভাবে গুনতে পেলাম এক ব্যক্তি চীৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, আমার সম্পর্কে হয়তো কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মনে করে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার কাছে সূর্য উদিত পৃথিবী থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا তিলাওয়াত করলেন।

২৮৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَتَبَيَّنَ مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكِيمِ يَزِيدُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قُلْتُ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبِعَثْ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُرَاعَةٍ وَسَارَ النَّبِيُّ (ص) حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ

أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيْشَ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا إِلَيْهَا النَّاسُ عَلَى أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذُرَارِيْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصْنُوتُوا عَنِ الْبَيْتِ ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْأَتَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهَ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ، قَالَ أَمْضُوا عَلَى إِسْمِ اللَّهِ -

৩৮৬৮ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) মিসওয়াল ইবন মাখরামা ও মারওয়ান ইবন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তারা একে অন্যের চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেন, হুদায়বিয়ার বছর নবী করীম(সা) এক হাজারের অধিক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তারা যুল হলায়ফা পৌছে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, ইশ'আর করলেন।^১ সেখান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, এবং খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। পরে নবী (সা) নিজেও সেদিকে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে গাদীরুল আশ'তাত নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রেরিত গোয়েন্দা এসে তাঁকে বলল, কুরাইশরা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে এসে আশ'তাত নামক স্থানে জমায়েত হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দিবে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও এবং বল, যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দেয়ার ইচ্ছা করছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন, যিনি মুশরিকদের থেকে একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। আর যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তাহলে আমরা তাদের পরিবার এবং অর্থ-সম্পদ থেকে বিরত থাকব এবং তাদেরকে তাদের পরিবার ও অর্থ সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। তখন আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনি তো বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, কাউকে হত্যা করা এবং কারো সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তো এখানে আসেননি। তাই বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হোন। যে আমাদেরকে তা থেকে বাধা দিবে আমরা তার সাথে লড়াই করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, (ঠিক আছে) চলো আল্লাহর নামে।

۳۸۶۹ حَدَّثَنِي اسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَةَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبْرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ ، فَكَانَ فِيهَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا

১. কুরবানীর পশু জখম করতঃ প্রবাহিত রক্ত দ্বারা তা কুরবানীর পশু হিসেবে চিহ্নিত করাকে ইশ'আর বলা হয়।

رَدَّتْهُ الْيَنَّا وَخَلَّتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَّا عَلَى ذَلِكَ ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَأَمْعَصُوا فَتَكَلَّمُوا فِيهِ ، فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَّا ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَا جَنْدَلٍ بْنُ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ ابْنِ عَمْرِو ، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ أُمَّ كَلْتُومُ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَيُّ يَرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ وَعَنْ عَمَةٍ قَالَ بَلَّغْنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ (ص) أَنْ يُرَدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا انْتَفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَيَلْفَنَّا أَنْ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَهُ بِطَوْلِهِ -

৩৮৬৯ ইসহাক (র) উরওয়া ইবন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ান ইবন হাকাম এবং মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) উভয়ের থেকে হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উমরা আদায় করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের থেকে উরওয়া (রা) আমার (মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব) নিকট যা বর্ণনা করছেন তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সুহায়ল ইবন আমরকে হুদায়বিয়ার দিন সন্ধিনামায় যা লিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহায়ল ইবন আমরের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিল এই : আমাদের থেকে যদি কেউ আপনার কাছে চলে আসে তবে সে আপনার দীনে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে এবং তার ও আমাদের মধ্যে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। এ শর্ত মেনে না নিলে সুহায়ল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সন্ধি করতেই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। এ শর্তটিকে মু'মিনগণ অপছন্দ করলেন এবং এতে তারা অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হলেন ও এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। কিন্তু যখন সুহায়ল এ শর্ত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃতি জানাল তখন এ শর্তের উপরই রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সন্ধিপত্র লেখালেন। এবং আবু জানদাল ইবন সুহায়ল (রা)-কে এ মুহূর্তেই তার পিতা সুহায়ল ইবন আমরের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্যে যারাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে চলে আসতেন, মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন। এ সময় কিছুসংখ্যক মুসলিম মহিলা হিজরত করে চলে আসেন। উম্মে কুলছুম বিন্ত উকবা ইবন আবু মু'আইত (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি হিজরতকারিণী একজন যুবতী মহিলা। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে পৌঁছেল তার পরিবারের লোকেরা নবী (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। এসময় আব্বাহ পাক মু'মিন মহিলাদের সম্পর্কে যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী ইবন শিহাব (রা) বলেন, আমাকে উরওয়া ইবন যুযায়র (রা) বলেছেন যে, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হিজরতকারিণী মু'মিন মহিলাদেরকে

পরীক্ষা করতেন। আয়াতটি হল এই : হে নবী! মু'মিন মহিলাগণ যখন আপনার নিকট আসে [শেষ পর্যন্ত (৬০ : ১২)]। (অন্য সনদে) ইবন শিহাব (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ বিবরণও পৌঁছেছে যে, যখন আব্বাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুশরিক স্বামীর তরফ থেকে হিজরতকারী মুসলমান স্ত্রীকে দেওয়া মুহারানা মুশরিক স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবু বাসীর (রা)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসও আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এরপর তিনি আবু বাসীর (রা)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।

৩৮৭০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ إِنَّ صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَهْلُ بَعْمُرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ أَهْلُ بَعْمُرَةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ .

৩৮৭০ কুতায়বা (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার যমানায় (হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের মক্কা আক্রমণের সময়) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) উমরা পালন করার নিয়তে রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি আমাকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমরা যা করেছিলাম এ ক্ষেত্রেও আমরা তাই করব। রাসূলুল্লাহ (সা) যেহেতু হদায়বিয়ার বছর উমরার ইহ্রাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন তাই তিনিও উমরার ইহ্রাম বেঁধে যাত্রা করলেন।

৩৮৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهْلُ وَقَالَ إِنَّ حَبْلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ (ص) هِيَ مَانَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَتَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৩৮৭১ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার বছর তিনি (উমরার) ইহ্রাম বেঁধে বললেন, যদি আমার আর তার (যিয়ারতে বায়তুল্লাহর) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ কাফিররা বায়তুল্লাহর যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) যা করেছিলেন আমিও ঠিক তাই করব। এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন, “তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

৩৮৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَامَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ فَاثْنِي أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَ الْبَيْتِ فَتَحَرَّ النَّبِيُّ (ص) هَذَا يَأْهُ وَحَلَّقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ ، وَقَالَ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أَوْجِبْتُ عُمْرَةَ فَإِنْ خَلَى بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حَبْلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ

اللَّهُ (ص) فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَبَّةَ مَعَ عُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَفَى وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا -

৩৮৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা ও মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন ছেলে তাঁকে [আবদুল্লাহ (রা)-কে] লক্ষ্য করে বলেন, এ বছর আপনি মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখলেই উত্তম হত। কারণ আমি আশংকা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ শরীফ যেতে পারবেন না। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথে কুরাইশ কাফেররা বায়তুল্লাহর যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) তাঁর কুরবানীর পণ্ডুলো যবেহ করে মাথা কামিয়ে ফেললেন। সাহাবিগণ চুল ছাঁটলেন। (এরপর তিনি বললেন) আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার জন্য উমরা আদায় করা আমি ওয়াজিব করে নিয়েছি। যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছেন আমি তাই করব। এরপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলে বললেন, আমি হজ্জ এবং উমরার বিষয়টি একই মনে করি। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার হজ্জকেও উমরার সাথে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। এরপর তিনি উভয়ের জন্য একই তওয়াফ এবং একই সায়ী করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম খুলে ফেললেন।

২৮৭৩ حَدَّثَنِي شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النُّضَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ إِلَيَّ الْإِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتَلَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) يَبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لَا يَذَرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ إِلَيَّ عُمَرُ وَعُمَرُ يَسْتَلْتِمُ لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِيهِ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرَةِ ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْظِرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَوَجَدَهُمْ يَبَايِعُونَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ -

৩৮৭৩ শুজা' ইব্ন ওয়ালীদ (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে থাকে যে, ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তবে (মূল

১. হানাফী মতে হজ্জ ও উমরার ইহরাম একত্রে বাধা হলে হজ্জ ও উমরার জন্য আলাদা আলাদাভাবে তওয়াফ ও সায়ী করতে হয়।

ঘটনা ছিল এই যে) হৃদায়বিয়ার দিন উমর (রা) (তাঁর পুত্র) আবদুল্লাহ্ (রা)-কে এক আনসারী সাহাবার কাছে রাখা তাঁর ঘোড়াটি আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি এর উপর আরোহণ করে লড়াই করতে পারেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃষ্ণের কাছে (লোকদের) বায়আত গ্রহণ করছিলেন। বিষয়টি উমর (রা) জানতেন না। আবদুল্লাহ্ (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে পরে ঘোড়াটি আনার জন্য গেলেন এবং ঘোড়াটি নিয়ে উমর (রা)-এর কাছে আসলেন। এ সময় উমর (রা) যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা) তাঁর [আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)] সাথে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই লোকেরা এ কথা বলাবলি করছে যে, ইবন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (অন্য সনদে) হিশাম ইবন আম্মার (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হৃদায়বিয়ার সন্ধির দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে যে লোকজন ছিলেন তারা সকলেই ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বৃষ্ণের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। এক সময় তাঁরা নবী (সা)-কে ঘিরে দাঁড়ালে উমর (রা) তার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! দেখতো মানুষের কি হয়েছে? তাঁরা এভাবে ভিড় করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ইবন উমর (রা) দেখতে পেলেন যে, তাঁরা বায়আত গ্রহণ করছেন। তাই তিনিও বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর উমর (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন। তিনিও রওয়ানা করে এসে বায়আত গ্রহণ করলেন।

২৮৭৬ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطَفْنَا مَعَهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكُنَّا نَسْتَرُّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ۔

৩৮৭৪ ইবন নুমাইর (র) আবদুল্লাহ্ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যখন উমরাতুল কাযা আদায় করেন; তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে তওয়াফ করলাম। তিনি নামায আদায় করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাযী করলেন। মক্কাবাসীদের কেউ যাতে কোন কিছু দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে না পারে সেজন্য সর্বদা আমরা তাঁকে আড়াল করে রাখতাম।

২৮৭৫ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حَنْظَلٍ مِنْ صِفِّينَ اتَّيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ اتَّبِعُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرِ يُقْطَعُنَا إِلَّا أَسْهَلُنَا بِهَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ مَا نَسَدُ مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا انْتَفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَذَرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ۔

৩৮৭৫ হাসান ইব্ন ইসহাক (র) আবু হাসীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ওয়াইল (র) বলেছেন যে, সাহল ইব্ন হুнайফ (রা) যখন সিফখীন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আমরা তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, নিজেদের মতামতকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে। আবু জানদাল (রা)-এর ঘটনার দিন আমি আমাকে (আল্লাহর পথে) দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারলে উপেক্ষা করতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর কোন দুঃসাধ্য কাজের জন্য আমরা যখন তরবারি হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধের পূর্বে আমরা যত যুদ্ধ করেছি তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি সমস্যা সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু কোন সমাধানের পথ আমাদের জানা নেই।

৩৮৭৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَى النَّبِيِّ (ص) زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالْقَمَلُ يَتَنَاقَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْشُكْ نَسِيكَ قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ.

৩৮৭৬ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী (সা) আমার কাছে আসলেন। সে সময় আমার মাথার চুল থেকে উকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমণ্ডলে পড়ছিল। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার মাথার এ উকুন তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডিয়ে ফেল। আর এ জন্য তিন দিন রোযা পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াও অথবা একটি পশু কুরবানী কর। আইয়ুব (র) বলেন, এ তিনটির থেকে কোনটির কথা আগে বলেছিলেন তা আমি জানি না।

৩৮৭৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ وَقَدْ حَصَرْنَا الْمُشْرِكُونَ قَالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلْتُ الْهَوَامُ تَسَاقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَيُّذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَقَدِّمِ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ.

৩৮৭৭ মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম আবু আবদুল্লাহ (র) কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে মুহরিম অবস্থায় আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে আটকে রেখেছিল। কা'ব ইব্ন উজরা (রা) বলেন, আমার কান পর্যন্ত মাথায় বাবরী চুল

ছিল। (মাথার চুল থেকে) উকুনগুলো আমার মুখমণ্ডলের উপর ঝরে ঝরে পড়ছিল। এ সময় নবী (সা) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মাথার এ উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে আমি বললাম, হ্যাঁ। কা'ব ইব্ন উজরা (রা) বলেন, এরপর আয়াত নাযিল হল, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোযা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদইয়া আদায় করবে। (২ : ১৯৬)

২২০০. بَابُ قِصَّةِ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ

২২০০. অনুচ্ছেদ : উক্ল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা

۳۸۷۸ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ ، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرِبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، وَقَتَّلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ (ص) وَاسْتَأْفَوْا الذَّوْدَ فَبَلَعَ النَّبِيُّ (ص) فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَارِهِمْ فَأَمَرَبِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ * قَالَ قَتَادَةُ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانٌ وَحَمَادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ

৩৮৭৮ আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রা) তাদেরকে বলেছেন, উক্ল এবং উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী (সা)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তারা নবী (সা)-কে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা দুঃস্থানে অভ্যস্ত লোক, আমরা কৃষক নই। তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের নিজেদের জন্য অনুকূল বলে মনে করল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে একজন রাখালসহ কতগুলো উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং ঐগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা যেতে যেতে হাররা নামক স্থানে পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যায়। এবং নবী (সা)-এর রাখাল (ইয়াসার)-কে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। নবী (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের অনুসন্ধানে তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন। (তাদের পাকড়াও করে আনা হলে) তিনি তাদের প্রতি কঠিন দণ্ডদেশ প্রদান করলেন। সাহাবীগণ লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চক্ষু উৎপাটিত করে দিলেন এবং তাদের হাত কেটে দিলেন। এরপর হাররা এলাকার এক প্রান্তে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তাদের এ অবস্থায়ই তারা মরে গেল। কাতাদা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর নবী (সা) প্রায়ই লোকজনকে সাদকা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মুসলা থেকে বিরত রাখতেন। শুবা, আবান এবং হাম্মাদ (র) কাতাদা (র)

থেকে উরায়না গোত্রের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসীর ও আইয়ুব (র) আবু কিলাবা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ল গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম (সা)-এর কাছে এসেছিল।

৩৮৭৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا مَا يَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِسَامَةِ فَقَالُوا حَقُّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ خَلَفَ سَرِيرِهِ فَقَالَ عُبَيْسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ ذَكَرَ الْقِصَّةَ -

৩৮৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত যে, একদিন তিনি লোকদের কাছে কাসামাত সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা এ কাসামা সম্পর্কে কি বল? তারা বললেন, এটা সত্য এবং হক। আপনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খলীফাগণ সকলেই কাসামাতে১ নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আবু কিলাবা (র) উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আব্বাস ইব্ন সাঈদ (র) বললেন, উরায়না গোত্র সম্পর্কে আনাস (রা)-এর হাদীসটি কোথায় এবং কে জান? তখন আবু কিলাবা (র) বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমার কাছেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) উরায়না গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। আর আবু কিলাবা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে উক্ল গোত্রের কথা উল্লেখ করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

২২০১ . بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الْقَرْدِ وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ (ص) قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثِ

২২০১. অনুচ্ছেদ : যাতুল কারাদের যুদ্ধ। খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশরিকরা নবী (স)-এর দুগ্ধবতী উটগুলো লুট করে নেয়ার সময়ে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে

৩৮৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأَوَّلَى وَكَانَتْ لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) تَرْغَى بِذِي قَرْدٍ قَالَ فَلَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدٍ

১. কোন জনপদে কোন নিহত ব্যক্তির লাশ এবং হত্যার আলামত পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারীকে নির্দিষ্ট করা না গেলে তখন ঐ জনপদের শ্রমিকদের মধ্য থেকে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার জন্য যে শপথ নেয়া হয়ে থাকে তাকে কাসামা বলা হয়।

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذْتُ لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَاسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَا بَتَّى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِ حَتَّى انْزَكَيْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ : أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ الْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ وَارْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلْبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً ، قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عَطَاشٌ ، فَأَبْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتُ فَاسْجِعْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَبُرْدَتُنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ .

৩৮৮০ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি ফজরের নামাযের আযানের পূর্বে (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুগ্ধবতী উটগুলোকে যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। সালমা (রা) বলেন, তখন আমার সাথে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুগ্ধবতী উটগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ওগুলো লুণ্ঠন করেছে? সে বললো, গাতফানের লোকজন। তিনি বলেন, তখন আমি ইয়া সাবাহা বলে তিনবার উচ্চস্বরে চীৎকার দিলাম। আর মদীনার উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী সকল অধিবাসীর কানে আমার এ চীৎকার শুনিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুতপদে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের (শত্রুদের) কাছে পৌঁছে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে আরম্ভ করেছিল। আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ, তাই তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর বলছিলাম, আমি হলাম আকওয়া-এর পুত্র, আজকের দিনটি তোদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এভাবে শেষ পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং সে সঙ্গে তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর নবী (সা) ও অন্যান্য লোক সেখানে পৌঁছলে আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কাফেলাটি পিপাসার্ত ছিলো, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি (তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে) সক্ষম হয়েছে, এখন একটু শান্ত হও। সালমা (রা) বলেন, এরপর আমরা (মদীনার দিকে) ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসালেন এবং এ অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

২২.২ . بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

২২০২. অনুচ্ছেদ : খায়বারের যুদ্ধ

۳۸۸۱ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَوْدَ بْنَ النُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتِ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَأَمَرَهُ بِفَتْرِي فَأَكَلْنَا وَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ

وَمَضْمَنَّا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৩৮৮১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) সুওয়াইদ ইবন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (সুওয়াইদ ইবন নু'মান) খায়বারের বছর নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। [সুওয়াইদ (রা) বলেন] যখন আমরা খায়বারের ঢালু এলাকার 'সাহ্বা' নামক স্থানে পৌছলাম, তখন নবী (সা) আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর সাথে করে আনা খাবার পরিবেশন করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু ছাত্তু ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই তিনি ছাত্তুগুলোকে গুলতে বললেন। ছাত্তুগুলোকে গুলানো হলো। এরপর (তা থেকে) তিনিও খেলেন, আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠে পড়লেন এবং কুল্লি করলেন। আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি নতুন ওয়ূ না করেই নামায আদায় করলেন।

২৮৮২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) إِلَى خَيْبَرَ فَمَرَرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ أَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَتَنَزَّلَ يَحْنُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا

فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا أَبْقَيْنَا * وَكَيْتَ الْأَقْدَامِ إِنْ لَأَقَيْنَا

وَالْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا * إِنَّا إِذَا صَبَحَ بَنَّا أَبَيْنَا

وَبِالصَّبَاحِ عَوْلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا اِمْتَنَعْتَنَا بِهِ ، فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْصَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَفُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ عَلَى أَيْ شَيْءٍ تَوْقِفُونَ؟ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ ، قَالَ عَلَى أَيْ لَحْمٍ؟ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْاَنْسِيَّةِ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) اَمْرِيَقُوهَا وَاكْسِرُوهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَوْ نَهْرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَتْ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا ، فَتَنَازَلَ بِهِ سَاقُ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذَبَابٌ سَيْفِهِ فَاصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَهُوَ اخَذَ بِيَدِي قَالَ مَا لِكَ؟ قُلْتُ لَهُ فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَاجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ

اصْبَعِيْ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ قُلْ عَرَبِيٌّ مُّشَابِهًا مِّثْلَهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ سَمِعْتُهَا -

৩৮৮২ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় কাফেলার জনৈক ব্যক্তি আমির (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, হে আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে গোটা কাফেলা হাঁকিয়ে চললেন। সঙ্গীতে তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আপনার তওফীক না হলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না, সাদ্কা দিতাম না আর নামায আদায় করতাম না। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন আপনার জন্য সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকবো। আর আমরা যখন শত্রুর মুকাবিলায় যাব তখন আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং আমাদের উপর 'সাকিনা' (শান্তি) বর্ষণ করুন। আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) সজোর আওয়াজে ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি। আর এ কারণে তারা চীৎকার দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লঙ্কর জমা করে। (কবিতাগুলো শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, আমির ইবনুল আকওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বললো : হে আল্লাহর নবী! তার জন্য (শাহাদত) নিশ্চিত হয়ে গেলো। (আহ) আমাদেরকে যদি তার কাছ থেকে আরো উপকার হাসিল করার সুযোগ দিতেন! এরপর আমরা এসে খায়বার পৌঁছলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। অবশেষে এক পর্যায়ে আমাদেরকে কঠিন ক্ষুধার জ্বালাও বরণ করতে হলো। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানগণ (রান্নাবান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। (তা দেখে) নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : এ সব কিসের আগুন? তোমরা কি পাকাচ্ছ? তারা জানালেন, গোশত পাকাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের গোশত? লোকজন উত্তর করলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নবী (সা) বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গোশতগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই তাতে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমির ইবনুল আকওয়া (রা)-এর তরবারীখানা ছিলো খাটো, তা দিয়ে তিনি জনৈক ইহুদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারীর তীক্ষ্ণ ভাগ ঘুরে গিয়ে তাঁর নিজের ঠিক হাঁটুতে লেগে পড়ে। তিনি এ আঘাতের কারণে মারা যান। সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন : তারপর সব লোক খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করলে এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কি খবর? আমি বললাম : আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। লোকজন ধারণা করেছে যে, (স্বীয় হস্তের আঘাতে মারা যাওয়ার কারণে) আমির (রা)-এর আমল বাতিল হয়ে গিয়েছে। নবী (সা) বললেন, এ কথা যে বলেছে সে ভুল বলেছে। নবী (সা) তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বরং আমিরের রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। অবশ্যই সে একজন কর্মতৎপর ব্যক্তি ও আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ। তাঁর মত গুণসম্পন্ন আরবী খুব কমই আছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٢٨٨٣

اللَّهُ (ص) أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بَلِيلٍ لَمْ يُغْرِبِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) خَرِبْتُ خَيْبَرَ أَنَا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ۔

[৩৮৮৩] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিতে খায়বারে পৌঁছলেন। আর তাঁর নিয়ম ছিলো, তিনি যদি (কোন অভিযানে) কোন গোত্রের এলাকায় রাত্রিকালে গিয়ে পৌঁছতেন, তা হলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতেন না (বরং অপেক্ষা করতেন)। ভোর হলে ইহুদীরা তাদের কৃষি সরঞ্জামাদি ও টুকরি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো, আর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন (সসৈন্য) দেখতে পেলো, তখন তারা (ভীত হয়ে) বলতে লাগলো, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। তখন নবী (সা) বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অন্ততভাবে।

[২৮৮৬] أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ (ص) قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرَ أَنَا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) إِنَّ اللَّهَ رَسُولُهُ يَنْهَيْبَانِكُمْ مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَاتَّهَبَا رَجَسٌ۔

[৩৮৮৪] সাদাকা ইব্ন ফাযল (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রত্যুষে খায়বার এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। তখন সেখানকার অধিবাসীরা কৃষি সরঞ্জামাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন নবী (সা)-কে দেখতে পেলো তখন বলতে শুরু করলো, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। নবী (সা)(এ কথা শুনে) আল্লাহ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের এলাকায় গিয়ে পৌঁছি, তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অন্ততভাবে। [আনাস (রা) বলেন] এ যুদ্ধে আমরা (গনীমত হিসেবে) গাধার গোশত লাভ করেছিলাম (আর তা পাকানোও হচ্ছিল)। এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) তোমাদিগকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা নাপাক।

[২৮৮৫] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَكَلْتُ الْحُمْرَ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَقَالَ أَكَلْتُ الْحُمْرَ

فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ أُفْنِيتِ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مَنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ
لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَمْلِيَّةِ فَأَكْفَمَتِ الْقُفُورُ وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِاللَّحْمِ-

[৩৮৮৫] আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহাব (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো, (গনীমতের) গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ রইলেন। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসে বললো, গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখনো চুপ থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো, গৃহপালিত গাধাগুলো খতম করে দেওয়া হচ্ছে। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম দিলেন, সে লোকজনের সামনে গিয়ে ঘোষণা দিলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণা শুনে) ডেকচিগুলো উল্টিয়ে দেয়া হলো। অথচ ডেকচিগুলোতে গাধার গোশত তখন টগবগ করে ফুটছিল।

[২৮৮৬] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ
(ص) الصُّبْحُ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرٍ بَغْلَسَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّيْلِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ (ص) الْمَقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرِيَّةَ وَكَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ
فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ
لثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ قُلْتَ لَأَنْسَ مَا أَصْدَقَهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ-

[৩৮৮৬] সুলায়মান ইবন হার্ব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রত্যুষে সামান্য অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহ আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছি তখনই সতর্ককৃত সেই গোত্রের সকাল হয় অশুভ রূপ নিয়ে। এ সময়ে খায়বার অধিবাসীরা (ভয়ে) বিভিন্ন অলি-গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করলো। নবী (সা) তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন। আর শিশু (ও মহিলা)-দেরকে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়া [বিন্ত হুইয়াই (রা)] প্রথমে তিনি দাহইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নবী (সা) -এর অংশে বন্টিত হন। নবী (সা) তাঁকে আযাদ করত এই আযাদীকে মোহর ধার্য করেন (এবং বিবাহ করে নেন)। আবদুল আযীয ইবন সুহায়ব (র) সাবিত (র)-কে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, নবী (সা) তাঁর [সাফিয়া (রা)]-এর মোহর কি ধার্য করেছিলেন? তখন সাবিত (র) 'হাঁ'-সূচক ইঙ্গিত করে মাথা নাড়লেন।

[২৮৮৭] حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
لَأَنْسَ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ (ص) صَفِيَّةً فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لَأَنْسَ مَا أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا-

৩৮৮৭ আদম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খায়বারের যুদ্ধে) নবী (সা) সাফিয়া (রা)-কে (প্রথমত) বন্দী করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবিত (র) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী (সা) তাঁর মোহর কত ধার্য করেছিলেন? আনাস (রা) বললেন : স্বয়ং সাফিয়া (রা)-কেই মোহর ধার্য করেছিলেন এবং তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

২৪৪৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْأَخْرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْرًا مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْرًا فَلَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذَبَابُهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنْفًا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذَبَابُهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمُوتُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمُوتُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৩৮৮৮ কুতায়বা (র) সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে ভুমূল লড়াই হলো। (দিনের শেষে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন আর অন্যরাও (মুশরিকরা) তাদের ছাউনিতে ফিরে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে তার তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রু সৈন্যকেই রেহাই দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। (সাহাবাগণের মধ্যে তার আলোচনা উঠল) তাদের কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের মধ্যে আর অন্য কেউ এমনটি করতে সক্ষম হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কিন্তু সে তো জাহান্নামী। (সকলের কাছে কথাটি আশ্চর্য মনে হলো) সাহাবীগণের একজন বললেন, (ব্যাপারটি) দেখার জন্য আমি তার সঙ্গী হব। সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির সাথে বের হলেন, লোকটি যখন থেমে যেতো তিনিও তার সাথে থেমে যেতেন, আর যখন লোকটি দ্রুত চলতো তিনিও তার সাথে দ্রুত চলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময়ে লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং (যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই সে (এক পর্যায়ে) তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণ ভাগ বুকের বরাবরে রাখল। এরপর সে

তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ অবস্থা দেখে অনুসরণকারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ছুটে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আত্মাহুত রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, একটু পূর্বে আপনি যে লোকটির ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী, আর তার সম্পর্কে এরূপ কথা সকলের কাছে আশ্চর্যকর অনুভূত হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি লোকটির অনুসরণ করে ব্যাপারটি দেখবো। কাজেই আমি ব্যাপারটির অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর (এক সময়ে দেখলাম) লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো, তাই সে নিজের তরবারির হাতলের দিক মাটিতে বসিয়ে এর তীক্ষ্ণ ভাগ নিজের বুকের বরাবরে রাখলো। এরপর তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, যা দেখে অন্যরা তাকে জান্নাতীই মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেইরূপই মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী।

২৪৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَبِيرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدْعِي الْأَسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْنَمًا فَتَحَرَّيَهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ أَنْتَحَرَفَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ شَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَبِيرَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّبِيِّ (ص) * تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَبِيرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

৩৮৮৯ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যে মুসলমান বলে দাবি করত, তার সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমন কি তার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রাসূলুল্লাহ (সা))-এর ভবিষ্যতবাণীর উপর) সন্দেহের উপক্রম হল। (কিন্তু তারপরেই দেখা গেল) লোকটি

আঘাতের যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে তুগীরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলমান দ্রুত ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও, এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ (কখনো কখনো) ফাসিক ব্যক্তি দ্বারাও দীনের সাহায্য করে থাকেন। মা'মার (র) যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় শুআয়ব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। শাবীব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। (আবদুল্লাহ) ইবন মুবারাক হাদীসটি ইউনুস-যুহরী-সাদ্দ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ (র) যুহরী (র) থেকে ইবন মুবারক (রা)-এর মতোই বর্ণনা করেছেন। আর যুযায়দী (র) হাদীসটি যুহরী, আবদুর রহমান ইবন কাআব, উবায়দুল্লাহ ইবন কাআব (র) নবী (সা)-এর সাথে খায়বারে অংশগ্রহণকারী জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (যুযায়দী আরো বলেন) যুহরী (র) এ হাদীসটিতে আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ এবং সাদ্দ (ইবনুল মুসাইয়্যাব) (র) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৮৭০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَقَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْكَثِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَانِبًا أَنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قُلْتَ لَبَّيْكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَثَرٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، قُلْتَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَ ابْنُ أَبِي وَأُمِّي قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

৩৮৯০ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খায়বার যুদ্ধের জন্য বের হলেন কিংবা রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খায়বার অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন সাথী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে এই বলে উচ্চৈশ্বরে তাকবীর দিতে শুরু করলে—আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। [আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাওয়ারীর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বলতে শুনে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! আমি বললাম, আমি হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেবো কি যা

জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কথটি হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'।

৩৮৭১ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أَصِيبَ سَلَمَةَ فَأَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَفَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَاثٍ فَمَا اسْتَكْنَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ۔

৩৮৭১ মাঈকী ইবন ইবরাহীম (র) ইয়াযীদ ইবন আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালমা (ইবন আকওয়া) (রা)-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এটি খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাত। (যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে আঘাতটি মারার পর) লোকজন বলাবলি শুরু করে দিল যে, সালমা মারা যাবে। কিন্তু এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতস্থানটিতে তিনবার ফুঁ দিয়ে দেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি এতে কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

৩৮৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ التَّقَى السُّبِّيُّ (ص) وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَأَقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجْرُ أَحَدِهِمْ مَا أَجْرُ فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَا تَتَّبِعْنَهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَةٌ بَيْنَ تَدْيِينِهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَفْسُهُ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْنُونَ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ فِيمَا يَبْنُونَ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

৩৮৭২ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র) সাহল (ইবন সা'দ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। (শেষে) সকলেই নিজ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে গেলো। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকের কোন একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রুকেই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দেয়নি বরং সবাইকেই তাড়া করে তার তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। তখন (তার ব্যাপারে) বলা হলো! হে আল্লাহ্‌র রাসূল। অমুক ব্যক্তি আজ যে পরিমাণ আমল করেছে অন্য কেউ আজ সে পরিমাণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে ব্যক্তি তো জাহান্নামী। তারা বললো, তা হলে আমাদের মধ্যে আর

কে জান্নাতবাসী হতে পারবে যদি এ ব্যক্তিই জাহান্নামী হয়? তখন কাফেলার মধ্য থেকে একজন বললো, অবশ্যই আমি তাকে অনুসরণ করে দেখবো (যে, তার পরিণাম কি ঘটে) (তিনি বলেন) লোকটি যখন দ্রুত চলতো আর ধীরে চলতো সর্বাবস্থায়ই আমি তার সাথে থাকতাম। পরিশেষে, লোকটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে আর (আঘাতের যন্ত্রণায়) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করে তার তরবারির বাট মাটিতে স্থাপন করলো এবং ধারালো ভাগ নিজের বুকের বরাবর রেখে এর উপর সজোরে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করলো। তখন (অনুসরণকারী) সাহাবী নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আত্মাহুত রাসূল। তখন তিনি (নবী (সা)) জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তিনি তখন নবী (সা)-কে সব ঘটনা জানালেন। তখন নবী (সা) বললেন, কেউ কেউ (দৃশ্যত) জান্নাতবাসীদের মত আমল করতে থাকে আর লোকজন তাকে অনুরূপই মনে করে থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীর মত আমল করে থাকে আর লোকজনও তাকে তাই মনে করে অথচ সে জান্নাতী।

২৮৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَّالِسَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمْ السَّاعَةُ يَهُودُ خَبِيرَ -

৩৮৯০ মুহাম্মাদ ইব্ন সাঈদ খুযাই (র) আবু ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমুআর দিনে আনাস (রা) লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের (মাথায়) তায়ালিসা চাদর। তখন তিনি বললেন, এ মুহূর্তে এদেরকে যেন খায়বারের ইহুদীদের মতো দেখাচ্ছে।

২৮৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخْلَفَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي خَبِيرٍ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا آتَخْلَفُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَلَحِقَ بِهِ فَلَمَّا بَيْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لَأُعْطِينَ الرَّأْيَةَ غَدًا أَوْ لِيَأْخُذَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرْجُوهُمَا فَقِيلَ هَذَا عَلَى فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ -

৩৮৯৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার দরুন আলী (রা) নবী (সা)-এর থেকে খায়বার অভিযানে পেছনে ছিলেন। [নবী (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে এসে পড়লে] আলী (রা) বলেন, নবী (সা)-এর সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে) আমি পেছনে বসে থাকবো! সুতরাং তিনি গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। [সালমা (রা) বলেন] খায়বার বিজিত হওয়ার পূর্ব রাতে তিনি [নবী (সা)] বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করবো অথবা তিনি বলেছেন, আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তি ঝাণ্ডা গ্রহণ করবে যাকে

১. 'তায়ালিস' শব্দটি 'তায়ালসান' শব্দের বহুবচন। মূল শব্দটি ফারসী। পরবর্তীতে এটি সামান্য বিকৃত হয়ে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এটি এক প্রকার চাদরের নাম। খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায় এ চাদর অধিক ব্যবহার করত। তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে এ চাদর ব্যবহার করতে আনাস (রা) কখনো দেখেননি। তাই তিনি যখন বসরায় আসলেন আর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের গায়ে এ চাদর দেখে খায়বারের ইহুদীদের তুলনা দিয়ে নিজ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন। আর তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হবে। কাজেই আমরা সবাই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। তখন বলা হলো, ইনি তো আলী। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ঋণ প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হলো।

৩৮৯৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَتَوَكَّؤْنَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَوَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ آيُنَ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَآتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ قَبْرًا حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ فَقَالَ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ أَنْفَذَ عَلَى رَسُولِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

৩৮৯৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধে একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঋণ অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ্ খায়বারে বিজয় দান করবেন এবং যাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন আর সেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। সাহল (রা) বলেন, (ঘোষণাটি শুনে) মুসলমানগণ এ জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে অর্পণ করা হবে এ ঋণ। সকাল হলো, সবাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই মনে মনে এ ঋণ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বললেন, তাকে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দাও। সে মতে তাঁকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। ফলে চোখ একরূপ সুস্থ হয়ে গেলো যে, যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তাঁর হাতে ঋণ অর্পণ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করো (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে) ইসলামী বিধানে ওদের উপর যেসব হক বর্তায় সেসব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দিও। কারণ আল্লাহ্র কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হেদায়েত দেন তা হলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম।

৩৮৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ (ص) لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نَظْمٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةً عَلَى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرَكَبَ -

৩৮৯৬ আবদুল গাফ্ফর ইবন দাউদ ও আহমদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারে এসে পৌছলাম। এরপর যখন আল্লাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইহুদী দলপতি) হুয়াই ইবন আখতাভের কন্যা সাফিয়া (রা)-এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হলো। তার স্বামী (কেনানা ইবনুর রাবী এ যুদ্ধে) নিহত হয়। সে ছিল নববধূ। নবী (সা) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে (খায়বার থেকে) রওয়ানা হন। এরপর আমরা যখন সাদুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছলাম তখন সাফিয়া (রা) তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে বাসরঘরে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর একটি ছোট দস্তরখানে (খেজুর-ঘি ও ছাত্তু মেশানো এক প্রকার) হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সাফিয়া (রা)-এর সাথে বিয়ের ওয়ালীমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম, আমি নবী (সা)-কে তাঁর পেছনে (সাওয়ারীর পিঠে) সাফিয়া (রা)-এর জন্য একটি চাদর বিছাতে দেখেছি। এরপর তিনি তাঁর সাওয়ারীর ওপর হাঁটুদ্বয় মেলে বসতেন আর সাফিয়া (রা) নবী (সা)-এর হাঁটুর উপর পা রেখে সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

৩৮৯৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ

৩৮৯৭ ইসমাঈল (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে সাফিয়া (রা) বিন্তে হুয়াই-এর কাছে তিন দিন অবস্থান করে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেছেন। আর সাফিয়া (রা) ছিলেন সে সব মহিলাদের একজন যাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

১. পর্দার ব্যবস্থার কারণে বোঝা গেলো যে, নবী (সা) তাঁকে উম্মুল মুমিনীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা মিলকে ইয়ামীন বা ক্রীতদাসী হিসেবে গ্রহণ করে থাকলে তার মৌলিক সত্তার ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতো না।

৩৮৯৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَقَامَ النَّبِيُّ (ص) بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي وَلِيْمَةٌ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطَتْ فَالْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ أَحَدَى أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ حَبَبَهَا فَهِيَ أَحَدَى أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحَبِّبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحَبَابَ.

৩৮৯৮ সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী এক জায়গায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন আর এ সময় তিনি সাফিয়া (রা)-এর সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। আমি মুসলমানগণকে তাঁর ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত দিলাম। অবশ্য এ ওয়ালীমাতে গোশত রুটির ব্যবস্থা ছিল না, কেবল এতটুকু ছিল যে, তিনি বিলাল (রা)-কে দস্তরখান বিছাতে বললেন। দস্তরখান বিছানো হলো। এরপর তাতে কিছু খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হলো। এ অবস্থা দেখে মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, তিনি [সাফিয়া (রা)] কি উম্মাহাতুল মুমিনীনেরই একজন, না ক্রীতদাসীদের একজন? তাঁরা (আরো) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনেরই একজন বোঝা যাবে। আর পর্দার ব্যবস্থা না করলে ক্রীতদাসী হিসেবেই বুঝতে হবে। এরপর যখন তিনি [নবী (সা)] রওয়ানা হলেন তখন তিনি নিজের পেছনে সাফিয়া (রা)-এর জন্য বসার জায়গা করে দিয়ে পর্দা টানিয়ে দিলেন।

৩৮৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْلَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَزَوْتُ لَأَخْذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ (ص) فَاسْتَحْيَيْتُ.

৩৮৯৯ আবুল ওয়ালীদ ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে রাখলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি একটি থলে নিক্ষেপ করলো। তাতে ছিলো কিছু চর্বি। আমি সেটি কুড়িয়ে নেয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসলাম, হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম নবী (সা) (আমার দিকে তাকিয়ে আছেন) তাই আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম।

৩৯০০ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ التَّوْمِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ * نَهَى عَنْ أَكْلِ التَّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَهُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ.

৩৯০০ উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) রসুন ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি রসুন খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি কেবল নাবি' থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯০১ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ۔

৩৯০১ ইয়াহুইয়া ইবন কাযাআ (র) আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুতআ (মেয়াদী বিয়ে) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِهْلِيَّةِ۔

৩৯০২ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯০৩ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِهْلِيَّةِ۔

৩৯০৩ ইসহাক ইবন নাসর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯০৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَرَخْصٍ فِي الْخَيْلِ۔

৩৯০৪ সুলায়মান ইবন হার্ব (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

১. মুতআ বা মেয়াদী বিয়ে বলতে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করাকে বোঝায়। ইসলামের প্রাথমিককালে এ প্রকারের বিয়ে বৈধ থাকলেও খায়বার যুদ্ধের সময় তা হারাম করে দেয়া হয়। এরপর অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয়ের সময় কেবল তিন দিনের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এ তিন দিন পর আবার তা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষিত হয়।

৩৯.৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَصَابَتْنا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَإِنَّ الْقُنُورَ لَتَغْلِي قَالَ وَيَبْغُضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَيْتَةُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ .

৩৯০৫ সাঈদ ইব্ন সুলায়মান (র) ইব্ন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) খায়বার যুদ্ধে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর তখন আমাদের ডেকচিগুলোতে (গাধার গোশত) টগবগ করে ফুটছিলো। রাবী বলেন, কোন কোন ডেকচির গোশত পাকানো হয়ে গিয়েছিল এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ঘোষণাকারী এসে ঘোষণা দিলেন, তোমরা (গৃহপালিত) গাধার গোশত থেকে সামান্য পরিমাণও খাবে না এবং তা ঢেলে দেবে। ইব্ন আবী আওফা (রা) বলেন, ঘোষণা শুনে আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম যে, যেহেতু গাধাগুলো থেকে খুমুছ (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা হয়নি এ কারণেই তিনি সেগুলো খেতে নিষেধ করেছেন। আর কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, না, তিনি চিরদিনের জন্যই গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা গাধা অপবিত্র জিনিস খেয়ে থাকে।

৩৯.৬ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَأَصَابُوا حُمْرًا فَطَبَخُوهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) أَكْفُوا الْقُنُورَ .

৩৯০৬ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) বারাবা এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুদ্ধে) তাঁরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। (খাবারের জন্য তাঁরা) গাধার গোশত পেলেন। তাঁরা তা রান্না করলেন। এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, ডেকচিগুলো সব উন্টিয়ে ফেল।

৩৯.৭ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُنُورَ أَكْفُوا الْقُنُورَ .

৩৯০৭ ইসহাক (র) আদী ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, (তিনি বলেন) আমি বারাবা এবং ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খায়বারের দিন তাঁরা গাধার গোশত পাকানোর জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, এমন সময়ে নবী (সা) বললেন, ডেকচিগুলো উন্টিয়ে ফেল।

৩৯.৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ .

৩৯০৮ মুসলিম (র) বারাবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে খায়বারে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৯০৭ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ (ص) فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نَلْقَى الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ نَيْتَةً وَنَضِجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدَ -

৩৯০৯ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) বারাআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় নবী (সা) আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না করা সকল প্রকারের গৃহপালিত গাধার গোশত ঢেলে দিতে হুকুম করেছেন। এরপরে আর কখনো তা খেতে অনুমতি দেননি।

৩৯১০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا أَدْرِي أَنْتَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمٍ خَيْبَرَ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ -

৩৯১০ মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঠিক জানি না যে, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মাল-সামান আনা-নেয়ার কন্ডে ব্যবহার হতো, কাজেই এর গোশত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং লোকজনের চলাচল কষ্টকর হয়ে পড়বে, এ জন্য কি রাসূলুল্লাহ (সা) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না-খায়বারের দিনে এর গোশত (আমাদের জন্য) স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।

৩৯১১ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا قَالَ فَسَرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ -

৩৯১১ হাসান ইবন ইসহাক (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক অংশ হিসেবে (গণীমতের) সম্পদ বন্টন করেছেন। বর্ণনাকারী [উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (রা)] বলেন, নাবি হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে তার জন্য তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, তার জন্য এক অংশ।

৩৯১২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَيَنُوءُ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ (ص) لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا -

৩৯১২ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র) জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খায়বারের প্রাপ্ত খুমুস থেকে বনী মুত্তালিবকে অংশ দিয়েছেন, আমাদেরকে দেননি। অথচ আপনার সাথে বংশের দিক থেকে আমরা এবং বনী মুত্তালিব একই পর্যায়ে। তখন নবী (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব সম-মর্যাদার অধিকারী। যুবায়র (রা) বলেন, নবী (সা) বনী আবদে শাম্স ও বনী নাওফিলকে (খায়বার যুদ্ধের খুমুস থেকে) কিছুই দেননি।

৩৯১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بَرِيدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَّغْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ (ص) وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَإِخْوَانِي لِئِذَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رَهْمٍ أَمَا قَالَ بِضْعٌ وَأَمَا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ وَخَمْسِينَ أَوْ السَّتِينَ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَالْقَيْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقَنَا النَّبِيُّ (ص) حِينَ انْفَتَحَ خَيْبَرُ وَكَانَ أَنَا مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا، يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ، سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ، وَدَخَلْتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِنْ قَدِيمٍ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) زَانِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مِنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ، قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ، فَتَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يُطْعِمُ جَانِعَكُمْ وَيَعْطِي جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ لَوْ فِي أَرْضِ الْبُعْدَاءِ الْبُغْضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَإِيمِ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّى أَذْكَرَ مَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَنَحْنُ كُنَّا نُوْذِي وَنُخَافُ وَسَآذُكَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَرْبِعُ وَلَا أَرْبِدُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ (ص) قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ عُمَرُ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتَ لَهُ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ لَيْسَ بِأَحَقُّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلَا صَحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَغْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي قَالَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ (ص) إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفَقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنْزِلَهُمْ مِنْ

أَصَوَاتِهِم بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ أَرْ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ
الْعَوُ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ-

৩৯১৩ মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে নবী (সা)-এর হিজরতের খবর পৌঁছলো। তাই আমি ও আমার দু'ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহম এবং আমাদের কাওমের আরো মোট বায়ান্ন কি তিন্বান্ন কিংবা আরো কিছু লোকজনসহ আমরা হিজরতের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু' ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়া দেশের (বাদশাহ্) নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে আমরা জা'ফর ইব্ন আবু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সাথেই আমরা রয়ে গেলাম। অবশেষে নবী (সা)-এর খায়বার বিজয়কালে সকলে (হাবশা থেকে) প্রত্যাবর্তন করে এসে তাঁর সঙ্গে একত্রিত হলাম। এ সময়ে মুসলমানদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ জাহাজযোগে আগমনকারীদেরকে বললো, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। আমাদের সাথে আগমনকারী আসমা বিন্ত উমায়স একবার নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অবশ্য তিনিও (তাঁর স্বামী জা'ফরসহ) নাজ্জাশী বাদশাহর দেশের হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। আসমা (রা) হাফসার কাছেই ছিলেন। এ সময়ে উমর (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। উমর (রা) আসমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? হাফসা (রা) বললেন, তিনি আসমা বিনত উমায়স (রা)। উমর (রা) বললেন, ইনিই কি হাবশা দেশে হিজরতকারিণী আসমা? ইনিই কি সমুদ্র ভ্রমণকারিণী? আসমা (রা) বললেন, হ্যাঁ! তখন উমর (রা) বললেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে আগে আছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশি ঘনিষ্ঠ। এতে আসমা (রা) রেগে গেলেন এবং বললেন, কখনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের আহ্বারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের মধ্যকার অবুঝ লোকদেরকে সদুপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় অথবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বহুদূর এবং সর্বদা শত্রু কবলিত—হাবশা দেশে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই ছিলো আমাদের এ কুরবানী। আল্লাহর কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানিও পান করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো, ভয় দেখানো হতো। অচিরেই আমি নবী (সা)-কে এসব কথা বলবো। এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। তবে আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলবো না, ঘুরিয়ে কিংবা এর উপর বাড়িয়েও কিছু বলবো না। এরপর যখন নবী (সা) আসলেন, তখন আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! উমর (রা) এসব কথা বলেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাঁকে কি উত্তর দিয়েছ? আসমা (রা) বললেন : আমি তাঁকে একরূপ একরূপ বলেছি। নবী (সা) বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের তুলনায় উমর (রা) আমার বেশি ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ উমর (রা) এবং তাঁর সাথীদের তো মাত্র একটিই হিজরত লাভ হয়েছে, আর তোমরা যারা জাহাজে আরোহণকারী ছিলে তাদের দু'টি হিজরত অর্জিত হয়েছে। আসমা (রা) বলেন, এ

ঘটনার পর আমি আবু মূসা (রা) এবং জাহাজযোগে আগমনকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা দলে দলে এসে আমার নিকট থেকে এ হাদীসখানা শুনতেন। আর নবী (সা) তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন এ কথাটি তাদের কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তাঁদের কাছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস এত প্রিয় ছিল না। আবু বুরদা (রা) বলেন যে, আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবু মূসা (আশআরী (রা))-কে দেখেছি, তিনি বারবারই আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। আবু বুরদা (রা) আবু মূসা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ থেকেই চিনতে পারি। এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশআরীদের একজন। যখন তিনি কোন দল কিংবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোন শত্রুর মুকাবিলায় আসতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার বন্ধুরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর।

৩৭১৮ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) بَعْدَ أَنْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمِ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ الْفَتْحَ غَيْرَنَا -

৩৯১৪ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার জয় করার পরে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের জন্য গনীমতের মাল বন্টন করেছেন। আমাদেরকে ছাড়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কারুর জন্য তিনি (খায়বারের গনীমতের মাল) বন্টন করেননি।

৩৭১৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرُ وَالْأَيْلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِذْعَمُ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هُنَيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ (ص) بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) شِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ -

৩৯১৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে

আমরা বিজয় লাভ করেছি কিন্তু গনীমত হিসেবে আমরা সোনা, রূপা কিছুই লাভ করিনি। আমরা যা পেয়েছিলাম তা ছিল গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষ করে) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থান পর্যন্ত ফিরে আসলাম। তাঁর [নবী (সা)] সঙ্গে ছিল মিদআম নামক একটি গোলাম। বনী যুযায়র-এর জৈনক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল আর ঐ মুহূর্তে এক অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়লো। ফলে গোলামটি মারা গেল। এ অবস্থা দেখে লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, কি আনন্দদায়ক তার এ শাহাদত! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাই নাকি? সেই মহান সত্তার কসম, তাঁর হাতে আমার প্রাণ, বন্টনের আগে খায়বার যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে সে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সেটি আশুন হয়ে অবশ্যই তাকে দণ্ড করবে। নবী (সা) থেকে এ কথাটি শোনার পর আরেক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বললো, এ জিনিসটি আমি বন্টনের আগেই নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও আশুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।

৩৭১৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرَكَ الْخَرِ النَّاسَ بَيِّنًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فَتَحَتْ عَلَى قَرْيَةٍ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) خَيْرٌ وَلَكِنِّي أَتْرَكُهَا خِرَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا -

৩৯১৬ সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র) উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মনে রেখো! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও রিক্ত-হস্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত তা হলে আমি আমার সমুদয় বিজিত এলাকা সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা তাদের জন্য গচ্ছিত আমানত হিসাবে রেখে যাচ্ছি যেন পরবর্তী বংশধরগণ তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে পারে।

৩৭১৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْلَا أَخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) خَيْرٌ -

৩৯১৭ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরবর্তী মুসলমানদের উপর আমার আশংকা না থাকলে আমি তাদের (মুজাহিদগণের) বিজিত এলাকাগুলো তাঁদের মধ্যে সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন।

৩৭১৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَالَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْسَةُ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ (ص) فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ يَعْزُزُ بَنِي سَعِيدٍ بَن

الْعَاصِرِ لَا تُعْطِيهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقِلٍ ، فَقَالَ وَأَعْجَبَاهُ لَوْ بَرَّ تَدَلَّى مِنْ قُدُومِ الضَّئَانِ ، وَيَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيِّدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنَسَةُ بِنْتُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَانًا عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِخَيْبَرٍ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا وَإِنْ حَزَمَ خَيْلَهُمْ لِلْيَفِّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمُ لَهُمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبَرٌ تَحْدَرُ مِنْ رَأْسِ ضَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) يَا أَبَانُ اجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمِ لَهُمْ -

৩৯১৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আমবাসা ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে (খায়বার যুদ্ধের গনীমতের) অংশ চাইলেন। তখন বনু সাঈদ ইবন আস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, না, তাকে (খায়বারের গনীমতের অংশ) দিবেন না। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ লোক তো ইবন কাওকালের হত্যাকারী (কাজেই তাকে না দেওয়া হোক)। কথাটি শুনে সে ব্যক্তি বললো, বাঃ! 'দান' পাহাড় থেকে নেমে আসা অদ্ভুত বিড়ালের কথায় আশ্চর্য বোধ করছি। যুযায়দী-যুহরী-আমবাসা ইবন সাঈদ (র)-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাঈদ ইবন আস (রা) সম্পর্কে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবান [ইবন সাঈদ (রা)]-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল মদীনা থেকে নাজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) যখন খায়বার বিজয় করে সেখানে অবস্থানরত ছিলেন তখন আবান (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ সেখানে এসে তাঁর [নবী (সা)-এর] সাথে মিলিত হলেন। তাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম ছিল খেজুরের ছালের বানানো। (অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন বড়ই নিঃশ্ব) আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। তখন আবান (রা) বললেন, আরে বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে নেমে আসছে বরং তুমিই না পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন, হে আবান, বসো। নবী (সা) তাদেরকে (আবান ও তার সঙ্গীদেরকে) অংশ দিলেন না।

৩৯১৯ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقِلٍ وَقَالَ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعْجَبَا لَكَ وَبَرٌ تَدَادَا مِنْ قُدُومِ ضَانٍ يَنْغِي عَلَى إِمْرَأٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِبَيْدِي ، وَمَنْعَهُ أَنْ يَهْنِئَ بِيَدِهِ -

১. উভয়ের যুদ্ধে আবান ইবন সাঈদ কাফের ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে নুমান ইবন কাওকাল (রা)-কে শহীদ করেন। এরপর তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। বিতর্কের মুহূর্তে আবু হুরায়রা (রা) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'দান' আরবের দাওস এলাকার একটি পাহাড়ের নাম। আবু হুরায়রা (রা)-এর গোত্র সেখানেই বাস করতো। এ জন্যই আবান (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে তাঁর উপনামের অর্থ ও ঐ পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে বলেছেন, বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে এসেছে।

[৩৯১৯] মুসা ইবন ইস্মাঈল (র) আমার ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদা [সাঈদ ইবন আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আস (রা)] আমাকে জানিয়েছেন যে, আবান ইবন সাঈদ (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে সালাম দিলেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ লোক তো ইবন কাওকাল (রা)-এর হত্যাকারী! তখন আবান (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আশ্চর্য! দান পাহাড়ের চূড়া থেকে অকস্মাৎ নেমে আসা বুনো বিড়াল! সে এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে আমাকে দোষারোপ করছে যাকে আল্লাহ আমার হাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন (শাহাদত দান করেছেন)। আর তাঁর হাত দ্বারা অপমানিত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।^১

[৩৯২০] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتُ النَّبِيِّ (ص) أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَقَدْكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَأَنْوَرْتُ مَا تَرَكَتْنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَا عَمَلُنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدْتُ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرْتَهُ فَلَمْ تَكَلِّمَهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلَى لَيْلٍ وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلَى وَجْهِهِ النَّاسُ فَالْتَمَسَ مُصَاحَبَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَایَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَایِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِي بَكْرٍ أَنْ أَتَيْنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِيُخَضِّرَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحَدِّكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَا تَنْتَهَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشْهَدُ عَلَيَّ، فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ تَنْفُسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَافَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) نَصِيْبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ أُلْ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ لَأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَفِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشْهَدُ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفَهُ

১. কেননা উহদের যুদ্ধে তিনি কাফের ছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি যদি ইবন কাওকাল (রা)-এর হাতে নিহত হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি পরকালে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হতেন এবং চিরকাল লাঞ্চিত থাকতেন।

عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَدَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلَى فَعْظَمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى
الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا انْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيئًا ،
وَاسْتَبَدُّ عَلَيْنَا ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فِسْرًا بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبَتْ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ
قَرِيبًا ، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ .

৩৯২০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি মদীনা ও ফাদকে অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খায়বারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্টাংশ থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবু বকর (রা) উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন, আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস হয় না, আমরা যা রেখে যাবো তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি কেবল ভোগ করতে পারেন। আব্বাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদকা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে সামান্যতমও পরিবর্তন করবো না। এ ব্যাপারে তিনি যে নীতিতে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেই নীতিতেই কাজ করবো। এ কথা বলে আবু বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে এ সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। এতে ফাতিমা (রা) (মানবোচিত কারণে) আবু বকর (রা)-এর উপর নারাজ হয়ে গেলেন এবং তাঁর থেকে নিষ্পৃহ হয়ে রইলেন। পরে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি (মানসিক সংকোচের দরুন) আবু বকর (রা)-এর সাথে কথা বলেননি। নবী (সা)-এর ওফাতের পর তিনি ছয় মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এরপর তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর স্বামী আলী (রা) রাতের বেলা তাঁর দাফন কার্য শেষ করে নেন। আবু বকর (রা)-কেও এ সংবাদ দেননি। এবং তিনি তার জানাযার নামায আদায় করে নেন।^১ ফাতিমা (রা) জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের মনে আলী (রা)-এর বেশ সম্মান ও প্রভাব ছিল। এরপর যখন ফাতিমা (রা) ইন্তিকাল করলেন, তখন আলী (রা) লোকজনের চেহায়ায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবু বকর (রা)-এর সাথে সমঝোতা ও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। [ফাতিমা (রা)-এর অসুস্থতা ও অন্যান্য] ব্যস্ততার দরুন এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণের অবসর হয়নি। তাই তিনি আবু বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। তবে অন্য কেউ যেন আপনার সঙ্গে না আসে। কারণ আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে উমর (রা)-ও উপস্থিত হোক—তিনি তা পছন্দ

১. ওফাতের পূর্বে ফাতিমা (রা)-এর ওয়াসিয়াত ছিল যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই যেনো তার কাফন-দাফন শেষ করা হয়, কারণ লোকজন ডাকাডাকি করলে তাতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটনের আশংকা আছে। সেমতে আলী (রা) রাতের ভিতরই সব কাজ সেয়ে নিয়েছেন। আর সংবাদ তো নিশ্চয়ই আবু বকর (রা) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এ ধারণায় তিনি নিজে গিয়ে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশ্য এ ছয় মাস যাবত তিনি আবু বকর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ না করায় মুসলমানদের মনে প্রশ্ন উদয় হলেও যেহেতু তিনি রোগে শয্যাশায়ী রাসূল তনয়ার খিদমতে ব্যস্ত থাকতেন, সেহেতু লোকজন তাঁর প্রতি কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কিন্তু ফাতিমা (রা)-এর ওফাত হওয়ার পর সেই কারণ অবশিষ্ট না থাকায় আলী (রা) পরবর্তীকালে মানুষের চেহায়ায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেয়েছেন।

করেননি। (বিষয়টি শোনার পর) উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবু বকর (রা) বললেন, তাঁরা আমার সাথে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশংকা করছ। আল্লাহর কসম, আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবু বকর (রা) তাঁদের কাছে গেলেন। আলী (রা) তাশাহুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত আছি। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার সাথে হিংসা রাখি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজের মতের প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের কাজে (পরামর্শ দেওয়াতে) আমাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। এ কথায় আবু বকর (রা)-এর চোখ-যুগল থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়বর্গ বেশি প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে কোন কসুর করিনি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে করতে দেখেছি। তারপর আলী (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন : যুহরের পর আপনার হাতে বায়আত গ্রহণের ওয়াদা রইল। যুহরের নামায আদায়ের পর আবু বকর (রা) মিশরে বসে তাশাহুদ পাঠ করলেন, তারপর আলী (রা)-এর বর্তমান অবস্থা এবং বায়আত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর (আবু বকরের) কাছে পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর আলী (রা) দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং আবু বকর (রা)-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি বিলম্বজনিত যা কিছু করেছেন তা আবু বকর (রা)-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর এ সম্মানের অস্বীকার করার মনোবৃত্তি নিয়ে করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শও দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি [আবু বকর (রা)] আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিকভাবে ব্যথা পেয়েছিলাম। (উভয়ের এ আলোচনা শুনে) মুসলমানগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর আলী (রা) আমার বিল মা'রুফ (অর্থাৎ বায়আত গ্রহণ)-এর দিকে ফিরে এসেছেন দেখে সব মুসলমান আবার তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

৩৭১৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمَّارٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا فَتَحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ -

৩৯২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় হওয়ার পর আমরা (পরস্পর) বললাম, এখন আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর খেতে পারবো।

৩৭১৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ -

৩৯২২ হাসান (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তৃপ্তি সহকারে খেতে পাইনি।

২২.৩ . بَابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ (ص) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ

২২০৩. অনুচ্ছেদ : খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ

৩৭২৩ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمَرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كُلُّ تَمَرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ

৩৯২৩ ইসমাইল (র) আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার অধিবাসীদের জন্য (সাওয়াদ ইব্ন গাযিয়া নামক) এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এরপর এক সময়ে তিনি (প্রশাসক) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উন্নত জাতের কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এরূপ হয়ে থাকে? প্রশাসক উত্তর করলেন, জী না, আদ্বাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে আমরা এরূপ খেজুরের এক সা' সাধারণ খেজুরের দু' সা'-এর বিনিময়ে কিংবা এ প্রকারের খেজুরের দু' সা' সাধারণ খেজুরের তিন সা'র বিনিময়ে সংগ্রহ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এরূপ করো না। দিরহামের বিনিময়ে সব খেজুর বিক্রয় করে ফেলবে। তারপর দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে।

আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ (র) সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) তাঁকে বলেছেন, নবী (সা) আনসারদের বনী আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে খায়বার পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে খায়বার অধিবাসীদের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করে দিয়েছেন। অন্য সনদে আবদুল মাজীদ-আবু সালিহ সাম্মান (র)-আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২.৪ . بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ (ص) أَهْلَ خَيْبَرَ

২২০৪. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান

১. কেননা খেজুরের বিনিময়ে খেজুরের বেচা-কেনা যদি ক্রেতা বিক্রেতার উভয় দিক থেকে সম পরিমাণের না হয় তা হলে বর্ধিত অংশ সুদের পর্যায়ে চলে যায়। দিরহামের মাধ্যমে বিনিময় করলে আর ঐ আশংকা থাকে না।

৩৭২৬ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ (ص) خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَفْعَلُوا وَيَزَعُوا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

৩৯২৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের কৃষিভূমি সেখানকার অধিবাসী ইহুদীদেরকে এ চুক্তিতে প্রদান করেছিলেন যে, তারা ভূমি চাষ করবে এবং ফসল উৎপাদন করবে। বিনিময়ে তার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে।

২২০৫ . بَابُ السَّاءِ الَّتِي سُمِّيَتْ لِلنَّبِيِّ (ص) بِخَيْبَرَ رَوَاهُ عُزُوءٌ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

২২০৫. অনুচ্ছেদ : খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা)-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর (হাদিস) পাঠানোর বর্ণনা। উরওয়া (রা) আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

৩৭২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فَتَحَتْ خَيْبَرَ أَهْدَيْتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) شَاةً فِيهَا سُمٌّ -

৩৯২৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন খায়বার বিজয় হয়ে গেলো তখন (ইহুদীদের পক্ষ থেকে) একটি বকরী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাদিয়া দেওয়া হয়। সেই বকরীটি বিষ মেশানো ছিলো।

২২০৬ . بَابُ عُزُوءِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

২২০৬. অনুচ্ছেদ : যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান

৩৭২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَإِنَّمِ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ خَلِيفًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ

১. খায়বার যুদ্ধে যখন ইহুদীদের জন্য মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত অন্য কোন পথ বাকী রইল না তখন তারা ঘৃণা ঘড়িয়ে লিগ হয়। ইহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইবন মুশফিমের স্ত্রী যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হাদিয়া পাঠালো। রাসূলুল্লাহ (সা) বকরীটির গোশত খেলেও বিষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি বটে, কিন্তু তাঁর সাহাবী বারআ ইবন মা'ক্কর (রা) বিষক্রিয়ার ফলে শহীদ হন। যড়যন্ত্রকারী মহিলা ধরা পড়ার পর প্রথমে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বারআ (রা) মারা গেলেন তখন 'কিসাস' হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়। তবে মা'মার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ঐ মহিলা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ জন্য তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। (কাসতুলানী)

إِلَىٰ وَإِنْ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

৩৯২৬ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উসামা (ইবন যায়িদ) (রা)-কে (নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত) একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। লোকজন তাঁর আমীর নিযুক্ত হওয়ার উপর সমালোচনা শুরু করলে তিনি [নবী (সা)] বললেন, আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করছো, অবশ্য ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা করেছিলে। আব্বাহর কসম, তিনি (উসামার পিতা যায়িদ ইবন হারিসা) ছিলেন আমীর হওয়ার জন্য যথাযোগ্য এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইবন যায়িদ) আমার নিকট বেশি প্রিয় ব্যক্তি।

২২০৭ . بَابُ عُمَرَةَ الْقُضَاءِ ذِكْرُهُ أَنَسُ عَنْ النَّبِيِّ (ص)

২২০৭. অনুচ্ছেদ : উমরাতুল কাযার বর্ণনা। আনাস (রা) নবী (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন

৩৯২৭ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَانَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نَقْرُ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِمِ امْرُؤٍ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَلَى لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفُ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ اتَّوَا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ أَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادَى يَا عَمَّ يَا عَمَّ فَتَنَاقَلَهَا عَلَى فَأَخَذَ بِبَيْدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ تَوْنِكَ ابْنَةُ عَمِّكَ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلَى وَزَيْدٍ وَجَعْفَرٍ قَالَ عَلِيُّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدُ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ (ص) لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِمِ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لَجَعْفَرٍ أَشَبَّهْتَ خَلْقِي وَخَلْقِي وَقَالَ لَزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا قَالَ عَلِيُّ أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ.

৩৯২৭ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যিলকা'দা

মাসে উমরা আদায় করার ইচ্ছায় মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালো। অবশেষে তিনি তাদের সঙ্গে এ কথার উপর সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করেন যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে এসে) তিনি মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। মুসলিমগণ সন্ধিপত্র লেখার সময় এভাবে লিখেছিলেন, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ আমাদের সঙ্গে এ চুক্তি সম্পাদন করেছেন। ফলে তারা (কথাটির উপর আপত্তি উঠিয়ে) বললো, আমরা তো এ কথা (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) স্বীকার করিনি। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকারই করতাম তা হলে মক্কা প্রবেশে মোটেই বাধা দিতাম না। বরং আপনি তো মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (উভয়টিই)। তারপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা) উত্তর করলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো এ কথা মুছতে পারবো না। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নিজেই চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন। তিনি (আক্ষরিকভাবে) লিখতে জানতেন না, তবুও তিনি (তার এক মু'জিয়া হিসেবে) লিখে দিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দিয়েছে যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কার অধিবাসীদের কেউ তাঁর সাথে যেতে চাইলেও তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় (পুনরায়) অবস্থান করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেবেন না। (পরবর্তী বছর সন্ধি অনুসারে) যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম হলো তখন মুশরিকরা আলীর কাছে এসে বললো, আপনার সাথী [রাসূলুল্লাহ (সা)]-কে বলুন যে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে চলে যান। নবী (সা) সে মতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময়ে হামযা (রা)-এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তার পেছনে ছুটলো। আলী (রা) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতিমা (রা)-কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা (রা) বাচ্চাটিকে তুলে নিলেন। (কাফেলা মদীনা পৌছার পর) বাচ্চাটি নিয়ে আলী, যায়িদ (ইব্ন হারিসা) ও জা'ফর [ইব্ন আবু তালিব (রা)]-এর মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, আমি তাকে (প্রথমে) কোলে নিয়েছি এবং সে আমার চাচার কন্যা (তাই সে আমার কাছে থাকবে) ! জা'ফর দাবি করলেন, সে আমার চাচার কন্যা এবং তার খালা হলো আমার স্ত্রী। যায়িদ [ইব্ন হারিসা (রা)] বললেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা (অর্থাৎ সবাই নিজ নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজের কাছে রাখার অধিকার পেশ করলো)। তখন নবী (সা) মেয়েটিকে তার খালার জন্য (অর্থাৎ জা'ফরের পক্ষে) ফায়সালা দিয়ে বললেন (আদর ও লালন-পালনের ব্যাপারে) খালা মায়ের সমপর্যায়ের। এরপর তিনি আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা'ফর (রা)-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণে আমার মতো। আর যায়িদ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ঈমানী ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। আলী (রা) [নবী (সা)-কে] বললেন, আপনি হামযার মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি [নবী (সা)] উত্তরে বললেন, সে আমার দুধ-ভাই (হামযা)-এর মেয়ে।

৩৭২৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ابْنِ سَلِيمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَرَجَ

مُعْتَمِرًا فَحَالَ كَثَارٌ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَتَحَرَ هَدْيَهُ وَخَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحَدِيثِيَّةِ وَقَضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سِيُوفًا وَلَا يَقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَلَاحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

৩৯২৮ মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও মুহাম্মদ ইবন হসাইন ইবন ইবরাহীম (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) (মক্কা অভিমুখে) রওয়ানা করলে কুরায়শী কাফেররা তাঁর এবং বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কাউকেই তিনি হুদায়বিয়া নামক স্থানেই কুদবানীর জন্তু যবেহ করলেন এবং মাথা মুগুন করলেন (হাল্ফল হয়ে পেলেন), আর তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করলেন যে, আগামী বছর তিনি উমরা পালনের জন্য আসবেন। কিন্তু তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র সাথে আনবেন না—এরূপ মক্কাবাসীরা ষে ক'দিন ইচ্ছা করবে এর বেশি দিন তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। সে মতে রাসূলুল্লাহ (সা) (পরবর্তী বছর উমরা পালন করতে আসলে) সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুসারে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তারপর তিন দিন অবস্থান করলে মক্কাবাসীরা তাঁকে চলে যেতে বলল। তাই তিনি (মক্কা থেকে) চলে গেলেন।

৩৭২৭ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى خُجْرَةٍ عَاشِيَةٍ ثُمَّ قَالَ كُمْ اعْتَمَرُوا النَّبِيُّ (ص) قَالَ أَرَبَعًا ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِثْنَانِ عَاشِيَةٍ قَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) عُمَرَةٌ إِلَّا هُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

৩৯২৯ উসমান ইবন আবু শায়বাহ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবন যুযায়র (রা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই দেখলাম আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর হজরার কিনারেই বসে আছেন। উরওয়া (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সা) ক'টি উমরা আদায় করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, চারটি। এ সময় আমরা (ঘরের ভিতরে) আয়েশা (রা)-এর মিসওয়াক করার আওয়ায শুনতে পেলাম। উরওয়া (রা) বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রহমান ইবন উমর (রা) কি বলছেন, তা আপনি শুনেছেন কি যে, নবী (সা) চারটি উমরা করেছেন? আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, নবী (সা) যে কয়টি উমরা আদায় করেছিলেন তার সবটিতেই তিনি (ইবন-উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। তাই ইবন-উমর (রা) ঠিকই বলবেন। তবে তিনি রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

৩৭৩১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَتَرْنَاهُ مِنْ عِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْنُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص).

৩৯৩০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরাতুল কাযা আদায় করছিলেন তখন আমরা তাঁকে মুশরিক ও তাদের যুবকদের থেকে (তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে) আড়াল করে রেখেছিলাম যেন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট বা আঘাত দিতে না পারে।

৩৯৩১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَى يَتْرِبُ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ * وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمُ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قَبْلِ قُتَيْبَانَ -

৩৯৩১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ (উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা) আগমন করলে মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, তোমাদের সামনে এমন একদল লোক আসছে, ইয়াসরিবের জুর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এজন্য নবী (সা) সাহাবীগণকে প্রথম তিন সাওত বা চক্রে দেহ হেলিয়ে দুলিয়ে চলার জন্য এবং দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকভাবে চলতে নির্দেশ দেন। অবশ্য তিনি তাঁদেরকে সবকটি চক্রেই হেলে দুলে চলার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি তাঁর অনুভূতিই কেবল তাঁকে এ হুকুম দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। অন্য এক সনদে ইব্ন সালমা (র) আইয়ুব ও সাঈদ ইব্ন যুযায়র (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সন্ধি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের পরবর্তী বছর যখন নবী (সা) (মক্কায়) আগমন করলেন তখন মুশরিকরা যেন সাহাবীদের দৈহিক-বল অবলোকন করতে পারে এজন্য তিনি তাঁদের বলেছেন, তোমরা হেলেদুলে তাওয়াফ করো। এ সময় মুশরিকরা কুআয়কিআন পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখছিল।

৩৯৩২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عِيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَمِعَ النَّبِيَّ (ص) بِالنَّبِيتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ -

১. ইয়াসরিব মদীনার পুরাতন নাম। এ এলাকায় দীর্ঘদিন পূর্ব থেকেই এক প্রকার জুরের প্রাদুর্ভাব লেগে থাকত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনা আগমনের পর তাঁর দোয়ার বরকতে সোটা মদীনা থেকে দূর হয়ে গেল। মুশরিকরা ঐ জুরের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিল মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে রমল করার আদেশ দিলেন যেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য অবলোকন করে মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। আর যেহেতু তারা কুআয়কিআন পর্বত থেকেই মুসলমানদের দিকে তাকিয়েছিল আর সেখান থেকে দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটি দেখা যেতো না, এ কারণে তিনি সাহাবাদেরকে এ স্থান স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৯৩২ মুহাম্মদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুন্নাহ্ এবং সাফা ও মারওয়া-এর মধ্যখানে এ জন্যই নবী (সা) 'সায়ী' করেছিলেন, যেন মুশরিকদেরকে তাঁর শৌর্য-বীর্য অবলোকন করাতে পারেন।

৩৯৩৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ * وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ۔

৩৯৩৩ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছেন এবং (ইহরাম খোলার পরে) হালাল অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। মায়মূনা (রা) (মক্কার নিকটেই) সারিফ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেছেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] অপর একটি সনদে ইব্ন ইসহাক-ইব্ন আবু নাজীহ ও আবান ইব্ন সালিহ-আতা ও মুজাহিদ (র)-ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) উমরাতুল কাযা আদায়ের সফরে মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন।

২২.৮ . بَابُ غَزْوَةِ مُوتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ

২২০৮. অনুচ্ছেদ : সিরিয়ায় সংঘটিত মৃতার যুদ্ধের বর্ণনা

৩৯৩৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ وَآخَبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طُعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ۔

৩৯৩৬ আহমদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, সেদিন (মৃতার যুদ্ধের দিন) তিনি শাহাদত প্রাপ্ত জা'ফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। (তিনি বলেন) আমি জা'ফর (রা)-এর দেহে তখন বর্শা ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন গুণেছি। আর তন্মধ্যে কোনটাই তাঁর পশ্চাৎ দিকে ছিল না।

৩৯৩৭ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ قَتْلَ زَيْدٍ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (ص) كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بَضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طُعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ۔

৩৯৩৭ আহমদ ইব্ন আবু বাকর (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, যদি যায়েদ

(রা) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবন আবু তালিব (রা) সেনাপতি হবে। যদি জাফর (রা)-ও শহীদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) সেনাপতি হবে। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)] বলেন, ঐ যুদ্ধে তাদের সাথে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবন আবু তালিব (রা)-কে তালাশ করলে তাকে শহীদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে তরবারী ও বর্শার নব্বইটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।

[২৭২৬] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ ، فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ -

[৩৯৩৬] আহমদ ইবন ওয়াকিদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর নিকট (মৃত্যুর) যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে খবর এসে পৌছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে যাদিদ, জাফর ও ইবন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যাদিদ (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাকে শহীদ করা হয়। তখন জাফর (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হল, তাকেও শহীদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা হাতে নিল। এবার তাকেও শহীদ করে দেয়া হল। এ সময়ে তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন) অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে। ফলত আল্লাহ তাদের উপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।

[২৭২৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا أَطْلُعُ مِنْ هَئَانِ الْبَابِ ، يَغْنِي مِنْ شَوْقِ الْبَابِ ، فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرَ بُكَاءَ مَنْ فَاَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِيعْنَهُ قَالَ فَاَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَنَّا فَرَعَمَتْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِنَ مِنَ السُّرَابِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنَ الْعَنَاءِ -

১. ইতিপূর্বের হাদীসে যেহেতু কেবল তরবারি ও বর্শার আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল এ জন্য পঞ্চাশটি আঘাতের কথা বলা হয়েছে। আর বাক্যমাণ হাদীসে বর্শা ও তীরের আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছে, তাই নব্বইরও অধিক সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। কিংবা পূর্ব হাদীসে কেবল সম্মুখের দিকে অবস্থিত আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল। আর বর্তমান হাদীসে সম্মুখ-পশ্চাৎ নির্বিশেষে সমগ্র দেহের আঘাতগুলো গণনা হয়েছে। তাই সংখ্যার পরিমাণে উভয় হাদীসের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

৩৯৩৭ কুতায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়িদ ইব্ন হারিসা, জাফর ইব্ন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (সা) বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোকের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলাম, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাফর (রা)-এর পরিবারের মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] মেয়েদেরকে বারণ করার জন্য লোকটিকে হুকুম করলেন। লোকটি ফিরে গেলো। তারপর আবার এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শোনেনি। আয়েশা (রা) বলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পুনঃ হুকুম করলেন। লোকটি সেখানে গেল কিন্তু পুনরায় এসে বলল, আদ্বাহর কসম তারা আমার কথা মানছে না। আয়েশা (রা) বলেন, (তারপর) সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেছিলেন, তা হলে তাদের মুখের উপর মাটি ছুঁড়ে মার। আয়েশা (রা) বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আদ্বাহ তোমার নাককে অপমানিত করুক। আদ্বাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে যে কাজ করতে বলেছেন তাতে তুমি সক্ষম নও অথচ তুমি তাঁকে বিরক্ত করা পরিত্যাগ করছ না।

৩৯৩৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيًّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ.

৩৯৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (র) আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ)-কে সালাম দিতেন তখনই তিনি বলতেন, তোমার প্রতি সালাম, হে দু'ডানাওয়ালা পুত্র।

৩৯৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مَوْتِهِ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ.

৩৯৩৯ আবু নুআইম (র) কায়স ইব্ন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মৃত্যুর যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। পরিশেষে আমার হাতে একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

৩৯৪০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مَوْتِهِ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرْتُ فِي يَدِي صَفِيحَةً لِي يَمَانِيَّةً.

৩৯৪০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মৃত্যুর যুদ্ধে আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। (পরিশেষে) আমার হাতে আমার একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারিই টিকেছিল।

১. মৃত্যুর লড়াইয়ে জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর দু'টি হাতই কেটে যাওয়ার কারণে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। আর এর বিনিময়ে আদ্বাহ তাঁকে দু'টি পাখা দান করেছেন যেগুলোর সাহায্যে তিনি জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়ান। এবং এ কারণেই জাফরকে তাইয়্যার উপাধি দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এ দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁর ছেলেকে দু'পাখাওয়ালার পুত্র বলে ডাকতেন। (কাসডুলানী, শরহে বুখারী)

[৩৯৬] حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِّي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتَهُ عَمْرَةَ تَبْكِي وَاجْبِلَاءَ وَكَذًّا وَكَذًّا تَعْدِدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتَ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ۔

[৩৯৬] ইমরান ইবন মায়সারা (র) নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) (কোন কারণে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বোন 'আমরা [বিনত রাওয়াহা (রা)] হায়, হায় পাহাড়ের মতো আমার ভাই, হায়রে অমূকের মত, তমূকের মত ইত্যাদি গুণ উল্লেখ করে কান্নাকাটি শুরু করল। এরপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যেসব কথা বলে কান্নাকাটি করেছিলে সেসব কথা সম্পর্কে আমাকে (বিদ্রপাত্মকভাবে) জিজ্ঞাসা করে বলা হয়েছে, তুমি কি সত্যই এরূপ?

[৩৯৬] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْرُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُمِّي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ۔

[৩৯৬] কুতায়বা (র) নু'মান ইবন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বেহুশ হয়ে পড়লেন যেভাবে উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। (তারপর তিনি বলেছেন) এরপর তিনি [আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)] যখন (মৃত্যুর লড়াইয়ে) শহীদ হন তখন তাঁর বোন মোটেই কান্নাকাটি করেনি।

২২০৭ . بَابُ بَغْتِ النَّبِيِّ (ص) أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُكَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ

২২০৯. অনুচ্ছেদ : জুহায়না গোত্রের শাখা 'হরুকা' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর উসামা ইবন যায়িদ (রা)-কে প্রেরণ করা

[৩৯৬] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الْحُرُكَاتِ فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارُ فُطِعَتْهُ بِرُمَحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يَكْرِرها حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ اسْتَلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ۔

[৩৯৬] আমর ইবন মুহাম্মদ (র) উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হরকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা প্রত্যুষে গোত্রটির উপর আক্রমণ করি এবং তাদেরকে পরাজিত করে দেই। এ সময়ে আনসারদের এক ব্যক্তি ও আমি তাদের (হরকাদের)

একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে বলে উঠলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এ বাক্য শুনে আনসারী তার অস্ত্র সামলে নিলেন। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। আমরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করার পর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, হে উসামা। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, সে তো আত্মরক্ষার জন্য কলেমা পড়েছিল। এর পরেও তিনি এ কথাটি ‘হে উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ’ বারবার বলতে থাকলেন। এতে আমার মন চাঞ্চিল যে, হয় যদি সেই দিনটির পূর্বে আমি ইসলামই গ্রহণ না করতাম! (তা হলে কতই ভাল হত, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এহেন অনুতাপের কারণ হতে হত না।)১

[২৯৪৪] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ * وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً أُسَامَةُ.

[৩৯৪৪] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তিনি যেসব অভিযান (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে) পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবু বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন, আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) অপর একটি হাদীসে তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইবন আবী উবায়দা (রা)-এর মাধ্যমে সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আর তিনি (বিভিন্ন দিকে) যেসব সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এর নয়টি সেনাদলে অংশ নিয়েছি। এ সব সেনাদলে একবার আবু বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন।

[২৯৪৫] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا -

[৩৯৪৫] আবু আসিম দাহ্‌হাক ইবন মাখলাদ (র) সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর সাথেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। নবী (সা) তাঁকে (যায়িদকে) আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

১. রাসূলুল্লাহ (সা) এ ঘটনায় দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছেন দেখে তিনি অনুতাপের আতিশয্যে এ কথা বলেছেন। নতুবা পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ যে খারাপ করে ফেলেছেন এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম কুরতুবী (র) বর্ণনা করেছেন : এরপর রাসূল (সা) তাঁকে নিহত ব্যক্তির দিয়াযাত (রক্তপণ) আদায়ের জন্য আদেশ দিয়েছেন।

[৩৯৬৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مُسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقُرْدِ قَالَ ، يَزِيدُ وَنَسِيتُ بِقِيَّتَهُمْ۔

[৩৯৬৬] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (র) সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এতে তিনি খায়বার, হুদায়বিয়া, হুনায়ন ও যিকারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ (র) বলেন, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলোর নাম আমি ভুলে গিয়েছি।

২২১০. بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ (ص)

২২১০. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের অভিযান এবং নবী (সা)-এর অভিযান প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস করে মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইবন আবু বালতা'আর লোক প্রেরণ

[৩৯৬৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى رَوْضَةَ خَاخٍ ، فَإِنَّ بِهَا ظَلِيعَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا تُعَادَى بِنَا خَيْلَنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظُّلُوعَةِ قَلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، قَالَتْ مَا مَعِيَ الْكِتَابُ فَقَلْنَا لَتُخْرِجِي الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الْكِتَابَ ، قَالَ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ إِمْرًا مَلْصِقًا فِي قُرَيْشٍ يَقُولُ لِنَبْتٍ حَلِيفًا ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَاحْبَبْتُ إِذِ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عَنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي ، وَلَمْ أَفْعَلْهُ إِزْدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عَمْرُؤُا رَسُولُ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ عَلَيَّ مِنْ شَهِدٍ بَدْرًا قَالَ : اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔

৩৯৪৭ কুতায়বা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলে পাঠালেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে রাওয়ায়ে খাখ নামক স্থানে চলে যাও, সেখানে সাওয়ারীর পিঠে হাওদায় আরোহিণী জনৈক মহিলার কাছে একখানা পত্র আছে। তোমরা ঐ পত্রটি সেই মহিলা থেকে কেড়ে আনবে। আলী (রা) বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম। আর আমাদের অশ্বগুলো আমাদেরকে নিয়ে খুব দ্রুত ছুটে চললো। অবশেষে আমরা রাওয়ায়ে খাখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। গিয়েই আমরা হাওদায় আরোহিণী মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা (তাকে) বললাম, পত্রটি বের কর। সে উত্তর দিল : আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম অবশ্যই তোমাকে পত্রটি বের করতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে তালাশ করব। রাবী বলেন, মহিলাটি তখন তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেল এটি হাতিব ইব্ন আবু বালতা'আ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি এতে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহীত কিছু গোপন তৎপরতার সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে হাতিব! এ কি কাজ করেছে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অনুগ্রহ পূর্বক) আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি কুরাইশদের স্বগোষ্ঠীয় কেউ ছিলাম না বরং তাদের বন্ধু অর্থাৎ তাদের মিত্র গোত্রের একজন ছিলাম। আপনার সঙ্গে যেসব মুহাজির আছেন কুরাইশ গোত্রে তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। যারা এদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের হিফাজত করেছে। আর কুরাইশ গোত্রে যখন আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই তাই আমি ভাবলাম যদি আমি তাদের কোন উপকার করে দেই তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হিফাজতে এগিয়ে আসবে। কখনো আমি আমার দীন পরিত্যাগ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করার জন্য এ কাজ করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, সে (হাতিব) তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দেখ, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জান না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বদরে অংশগ্রহণকারীদের উপর সন্তুষ্টি হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন : হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে (স্বদেশ থেকে) বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাক তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত আছি। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ কাজ করে সে তো বিচ্যুত হয়ে যায় সরল পথ থেকে (৬০ : ১)।

২২১১ . بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

২২১১. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ । এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে

৩৭৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قَدِيدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ-

৩৯৪৮ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন । বর্ণনাকারী যুহরী (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কেও অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি । আরেকটি সূত্র দিয়ে তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ (র)-এর মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস বলেছেন, (মক্কা অভিযুখে রওয়ানা হয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা পালন করছিলেন । অবশেষে তিনি যখন কুদায়দ এবং উস্ফান নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনাটির কাছে পৌঁছেন তখন তিনি ইফতার করেন । এরপর রমযান মাস খতম হওয়া পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি ।

৩৭৬৯ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشْرَةُ آلَافٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُونَ وَيُصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ أَفْطَرَ ، وَأَفْطَرُوا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْآخِرُ فَالْآخِرُ-

৩৯৪৯ মাহমুদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) রমযান মাসে মদীনা থেকে (মক্কা অভিযানে) রওয়ানা হন । তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সাহাবী । তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনা চলে আসার সাড়ে আট বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল । তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ রোযা অবস্থায়ই মক্কা অভিযুখে রওয়ানা হন । অবশেষে তিনি যখন উস্ফান ও কুদায়দ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনার নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি ও সঙ্গী মুসলিমগণ ইফতার করলেন । যুহরী (র) বলেছেন : (উম্মাতের জীবনযাত্রায়) ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজকর্মের শেষোক্ত আমলটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গণ্য করা হয় । (কেননা শেষোক্ত আমল এর পূর্ববর্তী আমলকে রহিত করে দেয়) ।

৩৭৫০ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ ، وَمُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِنَاءً مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصَّوَامِ أَفْطَرُوا * وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

৩৯৫০ আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রমযান মাসে হুনায়েনের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সঙ্গী মুসলিমদের অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ছিলেন রোযাদার। আবার কেউ রোযাবিহীন অবস্থায়। তাই তিনি যখন সওয়ারীর উপর বসলেন তখন তিনি একপাত্র দুধ কিংবা পানি আনতে বললেন। তারপর তিনি পাত্রটি হাতের উপর কিংবা সওয়ারীর উপর রেখে (সমবেত) লোকজনের দিকে তাকালেন। এ অবস্থা দেখে রোযাবিহীন লোকেরা রোযাদার লোকদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবদুর রায্যাক, মা'মার, আইয়ুব, ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা)- অভিযানে বের হয়েছিলেন। এভাবে হাম্বাদ ইব্ন যায়িদ আইয়ুব ইকরিমা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

৩৭৫১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِإِبْرِيَةِ النَّاسِ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ -

৩৯৫১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রমযান মাসে রোযা অবস্থায় (মক্কা অভিযানে) সফর করেছেন। অবশেষে তিনি উসফান নামক স্থানে উপনীত হলে একপাত্র পানি দিতে বললেন। তারপর দিনের বেলাই তিনি সে পানি পান করলেন যেন তিনি লোকজনকে তাঁর রোযাবিহীন অবস্থা দেখাতে পারেন। এরপর মক্কা পৌছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি। বর্ণনাকারী বলেছেন, পরবর্তীকালে ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন সফরে কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) রোযা পালন করতেন আবার কোন কোন সময় তিনি রোযাবিহীন অবস্থায়ও ছিলেন। তাই সফরে (তোমাদের) যার ইচ্ছা সে রোযা পালন করতে পার আর যার ইচ্ছা সে রোযাবিহীন অবস্থায়ও থাকতে পার। (সফর শেষে আব্বাসে তা আদায় করে নেবে)।

২২১২. بَابُ آيِنَ رَكَزَ النَّبِيِّ (ص) الرّأْيَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ

২২১২. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিনে নবী (সা) কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন

[৩৭০২] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَامَ الْفَتْحِ فَلَبَّحَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءٍ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظُّهْرَانَ ، فَأَذَاهُمْ بَنِيْرَانِ كَانَتْهَا نِيرَانُ عَرْفَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ مَا هَذِهِ لَكَانَتْهَا نِيرَانُ عَرْفَةَ ، فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءٍ نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ عَمْرُو أَقْلٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَأَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَذَرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاسْتَلَمَ أَبُو سَفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ أَحْبَسْ أَبَا سَفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ (ص) تَمُرُّ كَثِيبَةً كَثِيبَةً عَلَى أَبِي سَفْيَانَ فَمَرَّتْ كَثِيبَةٌ قَالَ يَاعَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَذِهِ غِفَارُ قَالَ مَالِي وَلِغِفَارٍ ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَلِيمٌ فَقَالَ مِثْلُ حَتَّى ، أَقْبَلَتِ كَثِيبَةٌ لَمْ يَرِ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَؤُلَاءِ الْإِنْتَصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ مَعَهُ الرَّأْيَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ يَا أَبَا سَفْيَانَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْمَلْحَمَةِ ، الْيَوْمَ تُسْتَحْلُ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبِّدَا يَوْمَ الذِّمَارِ ، ثُمَّ جَاءَتْ كَثِيبَةٌ وَهِيَ أَقْلُ الْكُتَّابِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) مَعَ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِأَبِي سَفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَذَبَ سَعْدُ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يَعْظُمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تَنْكَسِرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُرَكَزَ رَأْيَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَاهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُرَكَزَ الرَّأْيَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ كَدَاءٍ فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ حَبِيشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكَرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْغِهْرِيُّ -

[৩৯৫২] উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) হিশামের পিতা [উরওয়া ইবন যুযায়র (রা)] থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) (মক্কা অভিযুখে) রওয়ানা করেছেন। এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে আবু সুফিয়ান ইবন হারব, হাকীম ইবন হিয়াম এবং বুদায়ল ইবন ওয়ারকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বেরিয়ে এলো। তারা রাতের বেলা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে (মক্কার

অদূরে) মারকুম জাহরান নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছলে আরাফার ময়দানে প্রজ্জ্বলিত আলোর মত অসংখ্য আগুন দেখতে পেল। আবু সুফিয়ান (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বলে উঠল, এ সব কিসের আলো? ঠিক যেন আরাফার ময়দানে প্রজ্জ্বলিত আলোর মত (অসংখ্য বিস্তৃত)। বুদায়ল ইবন ওয়ারকা উত্তর করল, এগুলো আমার গোত্রের (চুলার) আলো। আবু সুফিয়ান বলল, আমার গোত্রের লোক সংখ্যা এ অপেক্ষা অনেক কম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কয়েকজন সামরিক প্রহরী তাদেরকে দেখে ফেলল এবং কাছে গিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিয়ে এলো। এ সময় আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] যখন (সেনাবাহিনী সহ মক্কা নগরীর দিকে) রওয়ানা হলেন তখন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আবু সুফিয়ানকে পথের একটি সংকীর্ণ জায়গায় (পাহাড়ের কোণে) দাঁড় করাবে, যেন সে মুসলমানদের সমগ্র সেনাদলটি দেখতে পায়। তাই আব্বাস (রা) তাকে যথাস্থানে থামিয়ে রাখলেন। আর নবী (সা)-এর সাথে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আলাদা আলাদাভাবে খণ্ডল হয়ে আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যেতে লাগল। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করে গেল। আবু সুফিয়ান বললেন, হে আব্বাস (রা), এরা কারা? আব্বাস (রা) বললেন, এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বললেন, আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। এরপর জুহায়না গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে গেলেন, আবু সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সা'দ ইবন হুযায়ম গোত্র অতিক্রম করল, তখনো আবু সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সূলায়ম গোত্র অতিক্রম করলেও আবু সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। অবশেষে একটি বিরাট বাহিনী তার সামনে এলো যে, এত বিরাট বাহিনী এ সময় তিনি আর দেখেননি। তাই (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, এরাই (মদীনার) আনসারবৃন্দ। সা'দ ইবন উবাদা (রা) তাঁদের দলপতি। তাঁর হাতেই রয়েছে তাঁদের পতাকা। (অতিক্রমকালে) সা'দ ইবন উবাদা (রা) বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন, আজকের দিন কা'বার অভ্যন্তরে রক্তপাত হালাল হওয়ার দিন। আবু সুফিয়ান বললেন, হে আব্বাস! আজ হারাম ও তার অধিবাসীদের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শনেরও কত উত্তম দিন। তারপর আরেকটি সেনাদল আসল। সংখ্যাগত দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে ছোট দল। আর এদের মধ্যেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ। যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর হাতে ছিল নবী (সা)-এর কাণ্ডা। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান বললেন, সা'দ ইবন উবাদা কি বলছে আপনি তা কি জানেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বললেন, সে এ রকম এ রকম বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সা'দ ঠিক বলেনি বরং আজ এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ কা'বাকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আজকের দিনে কা'বাকে গিলাফে আচ্ছাদিত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, (মক্কা নগরীতে পৌঁছে) রাসূলুল্লাহ (সা) হাজুন নামক স্থানে তাঁর পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী উরওয়া নাফি' জুবায়র ইবন মুত্ঈম আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-কে (মক্কা বিজয়ের পর একদা) বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে এ জায়গায়ই পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উরওয়া (রা) আরো বলেন, সে

দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে মক্কার উঁচু এলাকা কাদার দিক থেকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নবী (সা) (নিম্ন এলাকা) কুদার দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদেদের অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্য থেকে হবায়শ ইবনুল আশআর এবং করয ইব্ন জাবির ফিহরী (রা)—এ দু'জন শহীদ হয়েছিলেন।

৩৭৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغْفَلٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يَرْجِعُ وَقَالَ لَوْ لَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعُ-

৩৯৫৩ আবুল ওয়ালীদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' করে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছেন। বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন, যদি আমার চতুষ্পাশ্বে লোকজন জমায়েত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তা হলে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম।

৩৭৫৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُنَ تَنْزِلُ غَدَا قَالَ السَّنْبِيُّ (ص) وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ثُمَّ قَالَ لَا يَبْرُثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَبْرُثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ وَمَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ قَالَ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ * قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آيُنَ تَنْزِلُ غَدَا فِي حَجَّتِهِ . وَلَمْ يَقُلْ يُؤْنَسُ حَجَّتَهُ , وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ-

৩৯৫৪ সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের কালে [বিজয়ের একদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে] বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? নবী (সা) বললেন, আকীল কী আমাদের জন্য কোন বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গিয়েছে? এরপর তিনি বললেন, মুমিন ব্যক্তি কাফেরের ওয়ারিশ হয় না, আর কাফেরও মু'মিন ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না। (পরবর্তীকালে) যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আবু তালিবের ওয়ারিশ কে হয়েছিল? তিনি বলেছেন, আকীল এবং তালিব তার ওয়ারিশ হয়েছিল। মামার (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন কথাটি

১. আবু তালিবের মৃত্যুকালে তার পুত্র আকীল কাফের অবস্থায় ছিল। এ দিকে আবু তালিবেরও ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। এ জন্য আকীল তার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন আর আলী এবং জা'ফর মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। কিন্তু আকীল পরবর্তীকালে সমুদয় সম্পদ জমা-জমি বিক্রয় করে ফেলে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এ জন্যই রাসূল (সা) উপরোক্ত উক্তি করেছেন।

(উসামা ইবন যায়িদ) রাসূল (সা)-কে তার হজ্জের সফরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু ইউনুস (র) তাঁর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সময় বা হজ্জের সফর কোনটিরই উল্লেখ করেননি।

৩৯০৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنَزَلْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ۔

৩৯০৬ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ আমাদেবকে বিজয় দান করলে ইনশাআল্লাহ 'খাইফ' হবে আমাদের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরীর উপর পরস্পরে শপথ গ্রহণ করেছিল।

৩৯০৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ أَرَدَ حُنَيْنٌ مَنَزَلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ۔

৩৯০৮ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হনায়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন, বনী কিনানার খাইফ নামক স্থানেই হবে আমাদের আগামী কালের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরের উপর পরস্পর শপথ গ্রহণ করেছিল।

৩৯০৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَقْتَلْهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ (ص) فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحَرَّمًا۔

৩৯০৯ ইয়াহইয়া ইবন কাযাআ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মাথায় লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি সবেমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী (সা) বললেন, তাকে হত্যা কর। ২ ইমাম মালিক (র) বলেছেন, আমাদের ধারণামতে সেদিন নবী (সা) ইব্রাহাম অবস্থায় ছিলেন না। তবে আল্লাহ আমাদের চেয়ে ভাল জানেন।

১. হিজরতের পূর্বে একবার কাফেররা সম্মিলিতভাবে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'খাইফ' নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিল এবং তারা নবী (সা), বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে খাইফ এলাকায় নির্বাসন দেয়ার ফয়সালা করেছিল। পরিশেষে সকলে এ ফয়সালা মুতাবিক কাজ করে যাবে এ কথা উপর তারা পরস্পর শপথ করে একটি চুক্তিনামাও স্বাক্ষর করেছিলেন। এটিই খাইফের দস্তাবেজ নাম প্রসিদ্ধ। নবী (সা) এদিকেই ইশারা করেছিলেন।

২. জাহিলিয়াতের যুগে ইবন খাতালের নাম ছিল আবদুল উযযা। সে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার মুরতাদ হয়ে যায় এবং অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দু'টি গায়িকা বাদী ছিল, এদের মাধ্যমে সে নবী (সা) এবং মুসলমানদের কুৎসাজনিত গান গুনিয়ে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াত। এ জনাই নবী (সা) যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে হত্যা করা হয়। আর গায়িকা বাদীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে নবী (সা)-এর আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। অপরজন ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্তি পেয়েছিল।

[৩৯০৮] حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَخْلَ النَّبِيِّ (ص) مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةً نُسِبَ فُجَعَلُ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ -

[৩৯৫৮] সাদাকা ইবন ফায়ল (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)। থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বায়তুল্লাহর চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে (বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং) প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর (মুখে) বলতে থাকলেন, হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে বাতিলের আর উদ্ভব ও পুনরুদ্ভব ঘটবে না।

[৩৯০৭] حَدَّثَنِي اسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَلِهَةُ فَأَمَرِيهَا فَأَخْرَجَتْ فَأَخْرَجَ صُوْدَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَفْتَسَمَ بِهَا قَطُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ * تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ (ص) -

[৩৯৫৯] ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় আগমন করার পর তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলেন, কারণ সে সময় বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি এগুলোকে বের করে ফেলার জন্য আদেশ দিলেন। প্রতিমাগুলো বের করা হল। তখন (এগুলোর সাথে) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর মূর্তিও বেরিয়ে আসল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তীর। তখন নবী (সা) বললেন, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা অবশ্যই জানত যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজ করেননি। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে নামায আদায় করেননি। মা'মার (র) আইয়ুব (র) সূত্রে এবং ওহায়ব (র) আইয়ুব (র)-এর মাধ্যমে ইকরামা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২১২ . بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَبَّةِ حَتَّى أَتَا فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَمَكَثَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَى النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَدَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّي فِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَسَيَّتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّي مِنْ سَجْدَةٍ

২২১৩. অনুচ্ছেদ : মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী (সা) প্রবেশের বর্ণনা। লায়স (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইবন যায়িদকে নিজের পেছনে বসিয়ে মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল এবং বায়তুল্লাহর চাবি রক্ষক উসমান ইবন তালহা। অবশেষে তিনি [নবী (সা)] মসজিদে হারামের সামনে সওয়ারী থামালেন এবং উসমান ইবন তালহাকে চাবি এনে (দরজা খোলার) আদেশ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) (কা'বার অভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবন যায়দ, বিলাল এবং উসমান ইবন তালহা (রা)। সেখানে তিনি দিবসের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করে (নামায তাকবীর ও অন্যান্য দোয়া করার পর) বের হয়ে এলেন। তখন অন্যান্য লোক (কা'বার ভিতরে প্রবেশের জন্য) দ্রুত ছুটে এলো। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) প্রথমেই প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রাসূলুল্লাহ (সা) কোন জায়গায় নামায আদায় করেছেন? তখন বিলাল তাকে তাঁর নামাযের জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কত রাকাত আদায় করেছিলেন বিলাল (রা)-কে আমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

۳۹۶۰ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ كَدَاءِ التِّي بِأَعْلَى مَكَّةَ * تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوَهَيْبٌ فِي كَدَاءِ .

৩৯৬০ হায়সাম ইবন খারিজা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। আবু উসামা এবং ওহায়ব (র) 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনায় হাব্‌স ইবন মায়সারা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

۳۹۶۱ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ .

৩৯৬১ উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) হিশামের পিতা থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা অর্থাৎ 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

২২১৬ . بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْفَتْحِ

২২১৪. অনুচ্ছেদ ৪ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল

৩৭৬২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرْنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ (ص) يُصَلِّيَ الضُّحَى غَيْرَ أَمْ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، قَالَتْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

৩৯৬২ আবুল ওয়ালীদ (র) ইব্ন আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী (সা)-কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখেছে—এ কথাটি একমাত্র উম্মে হানী (রা) ছাড়া অন্য কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) তাঁর বাড়িতে গোসল করেছিলেন, এরপর তিনি আট রাকাত নামায আদায় করেছেন। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে এ নামায অপেক্ষা হালকাভাবে অন্য কোন নামায আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকু, সিজ্দা পুরোপুরিই আদায় করেছিলেন।

২২১৫ . بَابُ

২২১৫. অনুচ্ছেদ

৩৭৬৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .

৩৯৬৩ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) তাঁর 'নামাযের রুকু' ও সিজ্দায় পড়তেন, সুবহানাকা আল্লাহুয়া রাক্বানা ওয়া বিহামদিকাল্লাহুয়া ইগফির লী অর্থাৎ অতি পবিত্র হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

৩৭৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعَمَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تَدْخُلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَدَعَانِي مَعَهُمْ ، قَالَ وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مَنِيَّ ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ ؟ إِنْ نَصَرُ اللَّهُ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

أَمَرْنَا أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ نَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَذَرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكْذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ لَا : قَالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتَحَ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ -

৩৯৬৪ আবু নুমান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) তাঁর (পরামর্শ মজলিসে) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ান সাহাবাদের সঙ্গে আমাকেও शामिल করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি এ তরুণকে কেন আমাদের সাথে মজলিসে शामिल করেন। তার মত সম্ভান তো আমাদেরও আছে। তখন উমর (রা) বললেন, ইবন আব্বাস (রা) ঐ সব মানুষের একজন যাদের (মর্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। ইবন আব্বাস বলেন, একদিন তিনি (উমর) তাদেরকে পরামর্শ মজলিসে আহ্বান করলেন এবং তাঁদের সাথে তিনি আমাকেও ডাকলেন। তিনি (ইবন আব্বাস) বলেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি তাঁদেরকে আমার ইলুমের গভীরতা দেখানোর জন্যই ডেকেছিলেন। উমর বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِيَّ، এভাবে সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সূরা সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য? তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এখানে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে তখন যেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর কেউ কেউ বললেন, আমরা অবগত নই। আবার কেউ কেউ কোন উত্তরই করেননি। এ সময় উমর (রা) আমাকে বললেন, ওহে ইবন আব্বাস! তুমি কি এ রকমই মনে কর? আমি বললাম, জী, না। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি রকম মনে কর? আমি বললাম, এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সংবাদ। আল্লাহ তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। “যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে” অর্থাৎ মক্কা বিজয়। সেটিই হবে আপনার ওফাতের পূর্বাভাস। সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, এ সূরা থেকে তুমি যা যা উপলব্ধি করেছ আমি ঐটি ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করিনি।

২৯৬৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِنَّنِي لِي أَيْهَا الْأَمِيرُ أَحَدُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْقَدَمُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَ اللَّهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، لَا يَحِلُّ لِمَرِيءٍ يَزِمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَغْضِبَهَا شَجَرًا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِيهَا فَقَوْلُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ

يَا ذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَنْ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيحٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ إِنَّ الْحَرَّمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَيْرَةٍ۔

[৩৯৬৫] সাঈদ ইবন শুরাহ্বীল (র) আবু শুরাযহিল আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (মদীনার শাসনকর্তা) আমর ইবন সাঈদ যে সময় মক্কা অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন তখন আবু শুরাযহিল আদাবী (রা) তাকে বলেছিলেন, হে আমাদের আমীর! আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি বাণী শোনাবো, যেটি তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। সেই বাণীটি আমার দু'কান শুনেছে। আমার হৃদয় তা হিফাজত করে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সে কথাটি বলছিলেন তখন আমার দু'চোখ তাঁকে অবলোকন করেছে। প্রথমে তিনি [নবী (সা)] আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং সানা পাঠ করেন। এর পর তিনি বলেন, আল্লাহ নিজে মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। কোন মানুষ এ ঘোষণা দেয়নি। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে (অন্যভাবে) সেখানে রক্তপাত করা কিংবা এখানকার গাছপালা কর্তন করা কিছুতেই হালাল নয়। আর আল্লাহর রাসূলের সে স্থানে লড়াইয়ের কথা বলে যদি কেউ নিজের জন্যও সুযোগ করে নিতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে) অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য কোন অনুমতি দেননি। আর আমার ক্ষেত্রেও তা একদিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই কেবল অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেদিনই তা পুনরায় সেরূপ হারাম হয়ে গেছে যেভাবে তা একদিন পূর্বে হারাম ছিল। উপস্থিত লোকজন (এ কথাটি) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌছিয়ে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন) পরবর্তী সময়ে আবু শুরাযহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, (হাদীসটি শোনার পর) আমর ইবন সাঈদ আপনাকে কি উত্তর করেছিলেন? তিনি বললেন, আমর আমাকে বললেন, হে আবু শুরাযহ! হাদীসটির বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি। (কথা ঠিক) কিন্তু, হারামে মক্কা কোন অপরাধী বা খুন থেকে পলায়নকারী কিংবা কোন চোর বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় না।

[৩৯৬৬] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ۔

[৩৯৬৬] কুতায়বা (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কা অবস্থানকালে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদের বেচাকেনা হারাম ঘোষণা করেছেন।

২২১৬ . بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ (ص) بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ

২২১৬. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (সা)-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান

৩৯৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشْرًا نَقَصَرُ الصَّلَاةَ.

৩৯৬৭ আবু নুআয়ম ও কাবীসা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে (মক্কায়) দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামাযের কসর করতাম।

৩৯৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ (ص) بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ.

৩৯৬৮ আবদান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) নবী (সা) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, এ সময়ে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করতেন।

৩৯৬৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقَصَرُ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقَصَرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتَمَمْنَا.

৩৯৬৯ আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) সফরে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে উনিশ দিন (মক্কায়) অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামাযে কসর করেছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত কসর করতাম। এর চাইতে অধিক দিন অবস্থান করলে আমরা পূর্ণ নামায আদায় করতাম। (অর্থাৎ চার রাকাত আদায় করতাম)।

২২১৭ . بَابُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْبٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ غَامَ الْفَتْحِ

২২১৭. অনুচ্ছেদ : লায়স [ইবন সা'দ (র)] বলেছেন, ইউনুস আমার কাছে ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাবা ইবন সুআইর (রা) আমাকে (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন, আর মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করে দিয়েছিলেন।^১

১. আনাস (রা) এবং ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থানের মেয়াদ বর্ণনায় পার্থক্য দেখা গেলেও হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, মূলত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান মেয়াদ এবং ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সফরে তাঁর অবস্থান মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. লায়স ইবন সাদের উপরোক্ত সনদের মাধ্যমে এখানে কোন হাদীস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, কেবল এ কথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, এ সনদ থেকে বোঝা যায়, আবদুল্লাহ ইবন সালাবা নবী (সা)-এর সুহবত লাভ করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় তিনি নবী (সা)-এর সাথে ছিলেন।

৩৯৭০ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَذْرَكَ النَّبِيَّ (ص) وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ -

৩৯৭০ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সুনাইন আবু জামিলা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমরা (সাইদ) ইব্ন মুসায়্যাব (র)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আবু জামিলা (রা) দাবি করেন যে তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তিনি নবী (সা)-এর সাথে মক্কা বিজয়ের বছর (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়েছিলেন।

৩৯৭১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلُهُ قَالَ فَلَقَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرٍ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّنَا الرُّكْبَانُ فَتَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْحَى اللَّهُ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ أَتَرْكُوهُ وَقَوْمُهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَهُ أَهْلُ الْفَتْحِ بَادَرُوا كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ (ص) حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينٍ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنِ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَتَنْظُرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدِمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تَغْطُونَ عَنَّا إِسْتِ قَارِيَكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحَ بِذَلِكَ الْقَمِيصِ -

৩৯৭১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) আমরা ইব্ন সালিমার (র) থেকে বর্ণিত, আইয়ুব (র) বলেছেন, আবু কিলাবা আমাদের বললেন, তুমি আমরা ইব্ন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না কেন? আবু কিলাবা (র) বলেন, এরপর আমি আমরা ইব্ন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা (আমাদের গোত্র) পথিকদের যাতায়াত পথের পাশে একটি ঝরনার নিকট বাস করতাম। আমাদের পাশ ঘেষে অতিক্রম করে যেতো অনেক কাফেলা। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, (মক্কার) লোকজনের কি অবস্থা? মক্কার লোকজনের কি অবস্থা? আর ঐ লোকটিরই কি অবস্থা? তারা বলত, সে ব্যক্তি তো দাবি করেন যে, আল্লাহু তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ

১. আবু জামিলা সাহাবী কি সাহাবী নন—এ বিষয়টি মুহাম্মদিসীনের কাছে বিতর্কিত বিষয়। ইব্ন মান্দাহ, আবু নুআয়ম প্রমুখ ইমাম তাঁকে সাহাবীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে উল্লিখিত সনদ দিয়ে ইমাম বুখারী (র) তাঁর সাহাবী হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।

করেছেন। (কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বললেন) তাঁর কাছে আল্লাহ্ এ রকম ওহী নাযিল করেছেন। (আমর ইবন সালিম বললেন) তখন (পথিকদের মুখ থেকে শুনে) আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে ফেলতাম যেন তা আজ আমার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। সমগ্র আরববাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সা) বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাঁকে তাঁর স্বগোষ্ঠীয় লোকদের সঙ্গে (প্রথমে) বোঝাপড়া করতে দাও। কেননা তিনি যদি তাদের উপর বিজয় লাভ করেন তাহলে তিনি সত্য সত্যই নবী। এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করল। আমাদের কাওমের ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি সত্য নবীর দরবার থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায এবং অমুক সময় অমুক নামায আদায় করবে। এভাবে নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশি মুখস্থ করেছে সে নামাযের ইমামতি করবে। (এরপর নামায আদায় করার সময় হল) সবাই এ রকম একজন লোককে খুঁজতে লাগল। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্থকারী অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে শুনে (কুরআন) মুখস্থ করতাম। কাজেই সকলে আমাকেই (নামায আদায়ের জন্য) তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সিঁজদায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। (ফলে পেছনের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ত) তখন গোত্রের জনৈক মহিলা বলল, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করে দাও না কেন? তাই সবাই মিলে কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, কখনো অন্য কিছুতে এত আনন্দিত হইনি।

৩৭৭২ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ الْبَيِّ أَخِيهِ سَعْدُ بْنُ يَقِظُصَ ابْنِ وَلِيدَةَ زَمَعَةً ، وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قَلْمًا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمَعَةً فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةً قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهْدَ الْبَيِّ أَنَّهُ ابْنَةُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمَعَةٍ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى ابْنِ وَلِيدَةَ زَمَعَةً فَإِذَا اشْتَبَهَ النَّاسُ بِعُتْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) احْتَجِبِي مِنِّي يَا سَوْدَةَ لِمَا رَأَى مِنْ شَبِّ عُبَيْدَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصْبِيحُ بِذَلِكَ .

৩৯৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। অন্য সনদে লায়েস (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) তার ভাই সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে ওয়াসিয়াত করে গিয়েছিল যে, সে যেন যামআর বাদীর সন্তানটি তাঁর নিজের কাছে নিয়ে নেয়। উতবা বলেছিল, পুত্রটি আমার ঔরসজাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা বিজয়কালে সেখানে আগমন করলেন (সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসও তাঁর সাথে মক্কা আসেন। সুযোগ পেয়ে) তখন তিনি যামআর বাদীর সন্তানটি রাসূল (সা)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। তাঁর সাথে আবদ ইব্ন যামআ (যামআর পুত্র)ও আসলেন। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস দাবি উত্থাপন করে বললেন, সন্তানটি তো আমার ভতিজা। আমার ভাই আমাকে বলে গিয়েছেন যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত কিন্তু আবদ ইব্ন যামআ তার দাবি পেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এ আমার ভাই, এ যামআর সন্তান, তাঁর বিছানায় এর জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন যামআর ক্রীতদাসীর সন্তানের প্রতি নয়র দিয়ে দেখলেন যে, সন্তানটি দৈহিক আকৃতিগত দিক থেকে উতবা ইব্ন আবু ওয়াক্কাসের সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবদ ইব্ন যামআ! সন্তানটি তুমি নিয়ে যাও। সে তোমার ভাই। কেননা সে তার (তোমার পিতা যামআর) বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সন্তানটির দৈহিক আকৃতি উতবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের আকৃতির সাদৃশ্য দেখার কারণে (তাঁর স্ত্রী) সাওদা বিনতে যামআ (রা)-কে বললেন, হে সওদা! তুমি তার (বিতর্কিত সন্তানটির) থেকে পর্দা করবে। ইব্ন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সন্তানের (আইনগত) পিতৃত্ব স্বামীর। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। ইব্ন শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর নিয়ম ছিল যে তিনি এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

৩৯৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَتَمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ اتَّكَلِمْنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَطِيبًا فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقَطَعَتْ يَدَهَا فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

৩৯৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) উরওয়া ইব্ন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর যামানায় (মক্কা) বিজয় অভিযানের সময়ে জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে গেল এবং উসামা ইব্ন যায়িদ (রা)-এর কাছে এসে (উক্ত মহিলার ব্যাপারে)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। উরওয়া (রা) বলেন, উসামা (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যখন কথা বললেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত একটি হুকুম (হাদ) প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা পাঠ করে বললেন, “আম্মা বাদ” তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তার উপর শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই মহিলাটির হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হল। অবশ্য পরবর্তীকালে সে উত্তম তওবার অধিকারিণী হয়েছিল এবং (বানু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তির সঙ্গে) তার বিয়ে হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর সে আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমি তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে পেশ করতাম।

৩৭৭৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتَبَايَعَهُ عَلَيَّ الْهَجْرَةَ ، قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهَجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَبَايَعَهُ قَالَ أَبَايَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ ، فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبُدٍ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ .

৩৯৭৪ আমার ইবন খালিদ (র) মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি আমার ভাইকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যেন আপনি তার কাছ থেকে হিজরত করার ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হিজরতকারিগণ (মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারিগণ) হিজরতের সমুদয় মর্যাদা ও বরকত পেয়ে গেছেন। (এখন আর হিজরতের অবকাশ নেই) আমি বললাম, তা হলে কোন্ বিষয়ের উপর আপনি তার কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করবো ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। [বর্ণনাকারী আবু উসমান (রা) বলেছেন] পরে আমি আবু মাবাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন তাঁদের দু'ভাইয়ের মধ্যে বড়। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) ঠিকই বর্ণনা করেছেন।

৩৭৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ

مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ (ص) لِيُبَيِّعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، قَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أَتَابِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ -

৩৯৭৫ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) মুজাশি' ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মা'বাদ (রা) (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে গেলাম, যেন তিনি তাঁর কাছ থেকে হিজরতের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন। তখন তিনি [নবী (সা)] বললেন, হিজরতের মর্যাদা (মক্কা বিজয়ের পূর্বকার) হিজরতকারীদের দ্বারা সমাণ্ড হয়ে গেছে। আমি তার কাছ থেকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বায়আত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবু উসমান নাহদী (র) বলেন] এরপরে আমি আবু মা'বাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) সত্যই বলেছেন। অন্য সনদে খালিদ (র) আবু উসমান (র)-এর মাধ্যমে মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার ভাই মুজালিদ (রা)-কে নিয়ে এসেছিলেন।

৩৯৭৬ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ فَاَنْطَلِقْ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَالْأَرْجَعْتَ * وَقَالَ النُّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِثْلَهُ -

৩৯৭৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আমি সিরিয়া দেশে হিজরত করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন আছে জিহাদের। সুতরাং যাও, নিজ অন্তরের সাথে বোঝাপড়া করে দেখ, যদি জিহাদের সাহস খুঁজে পাও (তবে ভাল, গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ কর)। অন্যথায় হিজরতের ইচ্ছা থেকে ফিরে আস।

অন্য সনদে নাযর [ইবন শুমাইল (র)] মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি ইবন উমর (রা)-কে (এ কথা) বললে তিনি উত্তর করলেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, অথবা তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯৭৭ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ -

৩৯৭৭ ইসহাক ইবন ইয়াযীদ (র) মুজাহিদ ইবন জাবর আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলতেন : মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই।

৩৯৭৮ حَدَّثَنَا اسْنَقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَغْرُ أَحَدَهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص) مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ۔

৩৯৭৮ ইসহাক ইব্ন ইয়াযীদ (র) 'আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) সহ আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে সময় উবায়দ (র) তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বে মু'মিন ব্যক্তির এ অবস্থা ছিল যে, সে তার দীনকে ফিতনার হাত থেকে হিফাজত করতে হলে তাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের দিকে (মদীনার দিকে) পালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন মু'মিন যেখানে যেভাবে চায় আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। তবে বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের সওয়াবের নিয়্যাত রাখা যেতে পারে।

৩৯৭৯ حَدَّثَنَا اسْنَقُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ ، لَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُغْضَدُ شَوْكُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاءُهَا وَلَا تَحِلُّ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْأَذْخَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ لَا بَدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبَيُوتِ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا الْأَذْخَرَ ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ * وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)۔

৩৯৭৯ ইসহাক (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, যেদিন আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকেই তিনি মক্কা নগরীকে সম্মান দান করেছেন। তাই আল্লাহ কর্তৃক এ সম্মান প্রদানের কারণে এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বকার কারো জন্য তা (কখনো) হালাল করা হয়নি, আমার পরবর্তী কারো জন্যও তা হালাল করা হবে না। আর আমার জন্যও মাত্র একদিনের সামান্য অংশের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। এখানে অবস্থিত শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটায়ুক্ত বৃক্ষের কাঁটাতেও কান্ডে ব্যবহারে করা যাবে না। ঘাস কাটা যাবে না। রাস্তায় পড়ে থাকা কোন জিনিসকে মালিকের হাতে পৌছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হারানো প্রাপ্তি সংবাদ প্রচারকারী ব্যতীত অন্য কেউ তুলতে পারবে না। এ ঘোষণা শুনে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইযখির ঘাস ব্যতীত।

কেননা ইযখির ঘাস আমাদের কর্মকার ও বাড়ির (ঘরের ছাউনির) কাজে প্রয়োজন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চূপ থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, ইযখির ব্যতীত। ইযখির ঘাস কাটা জায়েয। অন্য সনদে ইবন জুবায়ের (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া এ হাদীস আবু হুরায়রা (রা) ও নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২২১৮ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كُفَرْتَكُمْ فَلَمْ تَفْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ إِلَى قَوْلِهِ غَفَرْتُ رَحِيمٌ

২২১৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে (মুসলমানদিগকে) উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল শেষে তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং (তাদের সাহায্যার্থে) এমন এক সৈন্যবাহিনী নাযিল করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদিগকে শাস্তি প্রদান করেছেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল। এরপরও (মু'মিনদিগের মধ্যে) যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করবেন তার ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমাপরায়ণও হতে পারেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ : ২৫-২৭)

৩৭৮০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُزَيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَى ضَرَبَهُ قَالَ ضَرَبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتُ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ .

৩৯৮০ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র) ইসমাইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আউফা (রা)-এর হাতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। (আঘাতের ব্যাপারে) তিনি বলেছেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে থাকা অবস্থায় আমাকে এ আঘাত করা হয়েছিল। আমি বললাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, এর পূর্বের যুদ্ধগুলোতেও অংশগ্রহণ করেছি।

৩৭৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَاشْهَدْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ لَمْ يُولَ ، وَلَكِنْ عَجَلَ سَرَعَانَ الْقَوْمَ ، فَرَشَقْتَهُمْ هَوَارِزَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَ بِرَأْسِ بَقْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

৩৯৮১ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বারা ইবন আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু উমর! হুনাইনের যুদ্ধের দিন আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন কি? তখন তিনি বলেন যে, আমি তো নিজেই নবী (সা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে মুজাহিদদের অগ্রবর্তী যোদ্ধাগণ (গনীমত কুড়ানোর কাজে) তাড়াহুড়া করলে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদা খচ্চরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলছিলেন, আমি যে আব্বাহর নবী তাতে কোন মিথ্যা নেই, আমি তো (কুরাইশ নেতা) মুত্তালিবের সন্তান।

৩৯৮২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ وَأَنَا سَمِعُ. أَوَلَيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ أَمَا النَّبِيُّ (ص) فَلَا كَانُوا رُمَاةً فَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

৩৯৮২ আবুল ওয়ালীদ (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, আমি শুনলাম যে, বারা ইবন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি নবী (সা)-এর সঙ্গে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি বললেন, কিন্তু নবী (সা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি। তবে তারা (হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা) ছিল দক্ষ তীরন্দাজ, [এ কারণে তারা তীর বর্ষণ আরম্ভ করলে সবাইকে পেছনে হেঁটে যেতে হয়েছে তবে নবী (সা) পেছনে হটেননি]। তিনি (অটলভাবে দাঁড়িয়ে) বলছিলেন, আমি যে আব্বাহর নবী এতে কোন মিথ্যা নেই। আমি (তো কুরাইশ নেতা) আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

৩৯৮৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمْ يَفِرْ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَأَنَا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَيْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلْنَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخَذَ بِرِزْمَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ، قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزُهَيْرٌ نَزَلَ النَّبِيُّ (ص) عَنْ بَغْلَتِهِ -

৩৯৮৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারআ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁকে কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান নি। তবে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চাললাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। আমরা গনীমত তুলতে গুরু করলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা (অতর্কিতভাবে) তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলাম। তখন আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরটির পিঠে আরোহণ অবস্থায় দেখেছি। আর আবু সুফিয়ান (রা) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন, তিনি বলছিলেন, আমি আল্লাহ্র নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই। বর্ণনাকারী ইসরাঈল এবং যুহাইর (র) বলেছেন যে, তখন নবী (সা) তাঁর খচ্চরটির (পিঠ থেকে) নীচে অবতরণ করেছিলেন।

২৭৮৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي اسْحَقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَانِ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ ، فَاخْتَارُوا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظَرُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِضَعِّ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) غَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الْمُسْلِمِينَ فَاتَّسَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ آيَاهُ مِنْ أَوَّلِ مَلْ يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَئِبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ، فَارْجَعَ النَّاسُ فُكِّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَئَبُوا وَأَذِنُوا هَذَا الَّذِي بَلَّغْنِي عَنْ سَبْيِ هَوَانِ -

৩৯৮৪ সাঈদ ইবন উফাইর ও ইসহাক (র) মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ যখন ইসলাম কবুল করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এলো এবং তাদের (যুদ্ধ লুণ্ঠিত) সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেওয়ার প্রার্থনা জানালো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, আমার সঙ্গে যারা আছে (সাহাবাগণ) তাদের অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সত্য কথাই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কাজেই তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের জন্য (পথেই) অপেক্ষা করছিলাম। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে (জি'রানা জায়গায়) দশ রাতেরও অধিক সময় পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে এ দু'টির মধ্যে একটির বেশি ফেরত দিতে সম্মত নন তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করতে চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা পাঠ করে বললেন, আমরা বায়াদু, তোমাদের

(হাওয়াযিন গোত্রের মুসলিম) ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। অতএব তোমাদের মধ্যে যে আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে গ্রহণ করে নেবে সে (তার অংশের বন্দীকে) ফেরত দাও। আর তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের অধিকারকে অবশিষ্ট রেখে তা এভাবে ফেরত দিতে চাইবে যে, ফাইয়ের সম্পদ থেকে (আগামীতে) আল্লাহ্ আমাকে সর্বপ্রথম যা দান করবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করবো, তবে সেও তাই করো। তখন সকল লোক উত্তর করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আপনার প্রথম সিদ্ধান্ত খুশিমনে গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কে খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে আর কে খুশিমনে অনুমতি দেয়নি আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মধ্যকার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ কর। তাঁরা আমার কাছে বিষয়টি পেশ করবে। সবাই ফিরে গেল। পরে তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের সাথে (আলাদা আলাদাভাবে) আলাপ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে জানালো যে, সবাই তাঁর (প্রথম) সিদ্ধান্তকেই খুশি মনে মনে নিয়েছে এবং (ফেরত দেয়া) অনুমতি দিয়েছে। [ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (র) বলেন] হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের বিষয়ে এ হাদীসটিই আমি অবহিত হয়েছি।

৩৭৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ (ص) عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (ص) بِوَفَائِهِ وَقَالَ بَغْضُهُمْ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَدَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

৩৯৮৫ আবু নু'মান (র) নাফি' (সাখতিয়ানী) (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্!। হাদীসটি অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কালে উমর (রা) নবী (সা)-কে জাহিলিয়াতের যুগে মানত করা তাঁর একটি ই'তিকাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী (সা) তাঁকে সেটি পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন হাদীসটি হাম্মাদ-আইয়ুব-নাফে (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জারীর ইবন হাযিম এবং হাম্মাদ ইবন সালামা (র)-ও এ হাদীসটি আইয়ুব, নাফে (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا اتَّقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضْرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ

بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدَّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَى فُضْمَنِي ضَمَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مِثْلُهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مِثْلُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرَضِيهِ مِنِّي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَأَهَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْبُدُ إِلَى أَسَدٍ، مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص) فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتِغَتْ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَا لَنَا تَأَلَّغْتُ فِي الْإِسْلَامِ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حَنْظَلٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتَلُهُ مِنْ وَدَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَاسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتَلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبَ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فُضْمَنِي ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ تَرَايَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَقَامَ بَيْنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُمْتُ لِأَتَمَسَّ بَيْنَةً عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ أَرِ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَأَ لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي فَأَرَضِيهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَصْبَغُ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدْعُ أَسَدًا، مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَادَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا لَنَا تَأَلَّغْتُ فِي الْإِسْلَامِ۔

৩৯৮৬ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হনায়নের বছর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা যখন (যুদ্ধের জন্য) শত্রুদের মুখোমুখি হলাম তখন মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। এ সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে পরাভূত করে ফেলেছে। তাই আমি কাফের লোকটির পশ্চাৎ দিকে গিয়ে তরবারি দিয়ে তার কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী শত্রু শিরার উপর আঘাত হানলাম এবং লোকটির পরিহিত লৌহ বর্মটি কেটে ফেললাম। এ সময় সে আমার উপর আক্রমণ করে বসলো এবং আমাকে এত জোরে চাপ দিয়ে জড়িয়ে ধরল যে, আমি আমার মৃত্যুর গন্ধ অনুভব করতে লাগলাম। এরপর লোকটিই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো আর আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজনের (মুসলিমদের) কি হলো, (যে সবাই বিশৃংখল হয়ে গেলো)? তিনি বললেন, মহান ও শক্তিশালী আল্লাহর ইচ্ছা। এরপর সবাই (আবার) ফিরে এলো (এবং মুশরিকদের উপর হামলা

চালিয়ে যুদ্ধে জয়ী হলো) যুদ্ধের পর নবী (সা) (এক স্থানে) বসলেন এবং ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে তাকে তার (নিহত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সব সম্পদ প্রদান করা হবে। এ ঘোষণা শুনে আমি (দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ করে) বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? (কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। আবু কাতাদা (রা) বলেন : (তারপর) আবার নবী (সা) অনুরূপ ঘোষণা দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? কিন্তু (এবারও কোন সাড়া না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। নবী (সা) তারপর অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি দাঁড়লাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তাকে ব্যাপারটি জানালাম। এ সময়ে এক ব্যক্তি বললো, আবু কাতাদা (রা) ঠিকই বলেছেন, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো আমার কাছে আছে। সুতরাং সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, না, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তার যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি তোমাকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ (সা) করতে পারেন না। নবী (সা) বললেন, আবু বকর (রা) ঠিকই বলেছে। সুতরাং এসব দ্রব্য তুমি তাকে (আবু কাতাদা) দিয়ে দাও। [আবু কাতাদা (রা) বলেন] তখন সে আমাকে পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো দিয়ে দিল। এ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি বনী সালিমার এলাকায় একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

অপর সনদে লাইস (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি দেখতে পেলাম যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের সাথে লড়াই করছে। অপর এক মুশরিক মুসলিম ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছে। আমি আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য তার হাত উঠাল। আমি তার হাতের উপর আঘাত করলাম এবং তা কেটে ফেললাম। সে আমাকে ধরে সজোরে চাপ দিল। এমনকি আমি (মৃত্যুর) ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিল ও সে দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেললাম। মুসলিমগণ পালাতে লাগলেন। আমিও তাঁদের সাথে পালালাম। হঠাৎ লোকদের মাঝে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখতে পেয়ে আমি তাকে বললাম, লোকজনের অবস্থা কি? তিনি বললেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “যে মুসলিম ব্যক্তি (শত্রুদলের) কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ সে-ই পাবে। আমি যে একজনকে হত্যা করেছি সে ব্যাপারে আমি দাঁড়িয়ে সাক্ষী খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কাউকে পেলাম না। তখন আমি বসে পড়লাম। এরপর আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তাঁর সঙ্গীদের একজন বললেন, উল্লিখিত নিহত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত) হাতিয়ার আমার কাছে আছে। তা আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, না, তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তাকে না দিয়ে এ কুরায়শী

দুর্বল ব্যক্তিকে তিনি [নবী (সা)] দিতে পারেন না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাকে তা দিয়ে দিলেন। আমি এর দ্বারা একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল, যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

২২১৭ . بَابُ غَزَاةِ أُوطَاسٍ

২২১৭. অনুচ্ছেদ ৪ আওতাসের যুদ্ধ

৩৯৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَّغَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ حَتِّينَ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أُوطَاسٍ ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقَتَلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى وَبِعْتَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيُّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحَقْتُهُ فَلَمَّا رَأْنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَتُبْتُ ، فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبِكَ ، قَالَ فَأَنْزِعْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ يَا ابْنَ أَخِي : أَقْرَأَ النَّبِيُّ (ص) السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي ، وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ ، فَارْجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرُ رِمَالِ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِنَا وَخَبَرَ أَبِي عَامِرٍ ، وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِئِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ ، فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدْخَلًا كَرِيمًا ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْآخَرَى لِأَبِي مُوسَى .

৩৯৮৭ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েন যুদ্ধ থেকে নবী (সা) অবসর হওয়ার পর তিনি আবু আমির (রা)-কে একটি সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের প্রতি পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি (আবু আমির) দুরায়দ ইবন সিম্মার সাথে মুকাবিলা করলে দুরায়দ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সহযোগী যোদ্ধাদেরকেও পরাজিত করেন। আবু মুসা (রা) বলেন, নবী (সা) আবু আমির (রা)-এর সাথে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবু আমির (রা)-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি নিক্ষেপ করে তাঁর হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবু মুসা

(রা)-কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি লোকটিকে লক্ষ করে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করলো। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম, (পালাচ্ছে কেন,) বেহায়া দাঁড়াও না, দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেলো। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবু আমির (রা)-কে বললাম, আল্লাহ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে, এবার তুমি আমার হাঁটু থেকে) তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানিও বেরিয়ে আসলো। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাজিহা! (আমি হয়তো বাঁচবো না) তাই তুমি নবী (সা)-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবু আমির (রা) তাঁর স্থলে আমাকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর ইন্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নবী (সা)-এর বাড়ি প্রবেশ করলাম। তিনি তখন পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (নামেমাত্র) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তাঁর পিঠে এবং পার্শ্বদেশে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবু আমির (রা)-এর সংবাদ জানালাম। (তাঁকে এ কথাও বললাম যে) তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) বলে গিয়েছেন, তাঁকে [নবী (সা)-কে] আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। এ কথা শুনে নবী (সা) পানি আনতে বললেন এবং ওয়ূ করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমিরকে মাগফিরাত দান করো। [নবী (সা) দোয়ার মুহূর্তে হাতদ্বয় এত উপরে তুললেন যে] আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললাম : আমার জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! 'আবদুল্লাহ ইবন কায়সের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবু বুরদা (রা) বলেন, দু'টি দোয়ার একটি ছিল আবু আমির (রা)-এর জন্য আর অপরটি ছিলো আবু মুসা (আশআরী) (রা)-এর জন্য।

২২২. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِي شَوَّالِ سَنَةِ ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ

২২২০. অনুচ্ছেদ : তারেকের যুদ্ধ। মুসা ইবন 'উকবা (রা)-এর মতে এ যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَعِنْدِي مَخْثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ يَا عَبْدَ اللَّهِ

أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، فَعَلَيْكَ بِإِبْنَةِ غِيلَانَ ، فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا يَدْخُلُنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عِيْنَةَ وَقَالَ بَنُ جُرَيْجٍ الْمُخَنَّثُ هَيْتَ -

[৩৯৮৮] হুমাইদী (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে নবী (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি গুনলাম, সে (হিজড়া ব্যক্তি) আবদুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়া (রা)-কে বলছে, হে আবদুল্লাহ! কি বলো, আগামীকাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গায়লানের কন্যাকে অবশ্যই তুমি লুফে নেবে। কেননা সে (এতই স্থূলদেহ ও কোমল যে), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উম্মে সালামা (রা) বলেন] তখন নবী (সা) বললেন : এদেরকে (হিজড়াদেরকে) তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে দিও না। ইবন উয়াইনা (রা) বর্ণনা করেন যে, ইবন জুরায়জ (রা) বলেছেন, হিজড়া লোকটির নাম ছিলো হীত।

[৩৯৮৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ -

[৩৯৮৯] মাহমুদ (র) হিশাম (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এ হাদীসে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, সেদিন তিনি [নবী (সা)] তায়িফ অবরোধ করা অবস্থায় ছিলেন।

[৩৯৯০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الطَّائِفَ ، فَلَمْ يَنْلُ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَتَقَلَّ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْلُ فَقَالَ أَغْنَوْا عَلَى الْقِتَالِ فَفَعَلُوا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ (ص) وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ * قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْخَبَرُ كُلُّهُ -

[৩৯৯০] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ল্লাহ (সা) তায়েফ অবরোধ করলেন। (এবং দীর্ঘ পনেরোরও অধিক দিন পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে গেলেন) কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইনশা আল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মদীনার দিকে) ফিরে যাবো। কথাটি সাহাবীদের মনে ভারী অনুভূত হলো। তাঁরা বললেন, আমরা চলে যাবো, তায়েফ বিজয় করবো না? বর্ণনাকারী একবার কামিলুন শব্দের স্থলে নাকফুলো (অর্থাৎ আমরা 'যুদ্ধবিহীন ফিরে যাবো') বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। তাঁরা (পরদিন) সকালে লড়াই করতে গেলেন, এতে তাঁদের অনেকেই আহত হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ইনশা আল্লাহ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাবো। তখন সাহাবাদের কাছে কথাটি মনঃপূত হলো। এ অবস্থা দেখে নবী (সা) হেসে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান

(র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুচকি হাসি হেসেছেন। হুমায়দী (র) বলেন, সুফিয়ান আমাদিগকে এ হাদীসের পূর্ণ সূত্রটিতে ‘খবর’ শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ কোথাও ‘আন’ শব্দ প্রয়োগ করেন নি)।

৩৭৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَبَا بَكْرَةَ ، وَكَانَ تَسْوَرُ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أَنَاسٍ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَوْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ أَجَلٌ ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَتَزَلَّ إِلَى النَّبِيِّ (ص) ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ -

৩৯৯১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবু উসমান [নাহদী (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাদীসটি শুনেছি সা’দ থেকে, যিনি আল্লাহর পথে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবু বকর (রা) থেকেও শুনেছি যিনি (তায়্যেফ অবরোধকালে) সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনসহ তায়্যেফের পাঁচিলের উপর চড়ে নবী (সা)-এর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা দু’জনই বলেছেন, আমরা নবী (সা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জলাত হারাম। হিশাম (র) বলেন, মা’মার (র) আমাদের কাছে আসিম-আবুল আলিয়া (র) অথবা আবু উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি সা’দ এবং আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি শুনেছি। আসিম (র) বলেন, আমি (আবুল আলিয়া অথবা আবু উসমান) (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নিশ্চয় আপনাকে হাদীসটি এমন দু’জন রাবী বর্ণনা করেছেন যাদেরকে আপনি আপনার নিশ্চয়তার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তিনি উত্তরে বললেন, অবশ্যই, কেননা তাদের একজন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর অপর জন হলেন যিনি তায়্যেফের (নগরপাঁচিল উপকিয়ে) এসে নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎকারী তেইশ জনের একজন।

৩৭৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ (ص) أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَا تُنْجِرُنِي مَا وَعَدْتَنِي ، فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ ، فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَى مِنْ أَبْشِرْ ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ ، فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى ، فَأَقْبَلَا أَنْتَمَا ، فَلَا قَبْلَنَا ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ

فِيهِ مَاءٌ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَعَّ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ ، وَافْرَغَا عَلَى وَجْهِكُمَا وَتَحَوُّرِكُمَا وَأَبْشِرَا
فَآخِذَا الْقَدْحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلَا لَأُمِّكُمْ فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً۔

৩৯৯২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বিলাল (রা)-সহ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন, আমি তাঁর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে নবী (সা)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি আবু মূসা ও বিলাল (রা)-এর দিকে ফিরে সক্রোধে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি পানি ভরে একটি পাত্র আনতে বললেন। (পানি আনা হলো) তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুল্লি করলেন। তারপর আবু মূসা ও বিলাল (রা)-কে বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে যথা নির্দেশ কাজ করলেন। এমন সময় উম্মে সালামা (রা) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু অবশিষ্ট রেখে দিও। অতএব তাঁরা এ থেকে অবশিষ্ট কিছু উম্মে সালামা (রা)-এর জন্য রেখে দিলেন।

৩৯৯৩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةٍ أَخْبَرَ أَنَّ يَعْلى كَانَ يَقُولُ لَيَتَنَبَّأَ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) حِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ، قَالَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ (ص) بِالْجِعْرَانَةِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَبَ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جَبَّةٌ مُتَضَمِّعٌ بِطَيْبٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جَبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّعُ بِالطَّيْبِ ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلى بِبَيْدِهِ أَنْ تَعَالَ ، فَجَاءَ يَعْلى فَادْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ (ص) مُحَمَّرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سَرَى عَنْهُ ، فَقَالَ آيَنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَنْفًا فَالْتَمَسَ الرَّجُلُ فَاتَى بِهِ ، فَقَالَ أَمَا الطَّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَا الْجَبَّةُ فَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ ، كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ۔

৩৯৯৩ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ালা (রা) (অনেক সময়) বলতেন যে, আহা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে যদি তাঁকে দেখতে পেতাম। ইয়া'লা (রা) বলেন, এরই মধ্যে একদা নবী (সা) জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর (মাথার) উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। আর সেখানে তাঁর সঙ্গে সাহাবীদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক বেদুঈন আসলো। তার গায়ে খুশবু মাখানো ছিলো এবং পরনে ছিলো একটি জোকা। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি

সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন যে গায়ে খুশবু মাখানোর পর জোকা পরিধান করা অবস্থায় উমরা আদায়ের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছে? প্রশ্নকারীর জবাব দেয়ার পূর্বেই উমর (রা) দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তাই উমর (রা) হাত দিয়ে ইশারা করে ইয়া'লা (রা)-কে আসতে বললেন। ইয়া'লা (রা) এলে উমর (রা) তাঁর মাথাটি (ছায়ার নিচে) ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি (ইয়া'লা) দেখতে পেলেন যে, নবী (সা)-এর চেহারা লাল বর্ণ হয়ে রয়েছে। আর ভিতরে শ্বাস দ্রুত যাতায়াত করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। তখন তিনি নবী (সা) বললেন, সে লোকটি কোথায়, কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে 'উমরার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। এরপর লোকটিকে খুঁজে আনা হলে তিনি বললেন : তোমার গায়ে যে খুশবু রয়েছে তা তুমি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জোকাটি খুলে ফেল। তারপর হজ্জ আদায়ে যা কিছু করে থাক উমরাতেও সেগুলোই পালন কর।

৩৭৭৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا آفَأَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمَوْلَةِ قُلُوبَهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارُ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِي ، وَعَالَاهُ فَأَغَاكُمْ اللَّهُ بِي ، كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا ، قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَرٌ ، قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَرٌ ، قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْنَا كَذَا وَكَذَا ، أَرْضُونَا أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ (ص) إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْ لَا الْهِجْرَةُ ، لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِيَّ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارٌ أَنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ . .

৩৯৯৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই তিনি দেননি। ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তাঁরা তা পান নি। অথবা তিনি বলেছেন : তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তারা তা পাননি। কাজেই নবী (সা) তাদেরকে সোধোখন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত পাইনি, যার পরে আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যার পর আল্লাহ

আমার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে রিক্তহস্ত, যার পরে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলতেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহুসানকারী। তিনি বললেন : আল্লাহর রাসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে গেলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহুসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন (যেগুলোকে আমরা বিদূরিত করেছি এবং আপনাকে সাহায্য করেছি) কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হলো (নববী) দেহসংযুক্ত গেল্লি আর অন্যান্য লোক হল উপরের জামা। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দীনের উপর টিকে থাকবে) অবশেষে তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

[৩৭৭০] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ (ص) يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) يُعْطِي قُرَيْشًا ، وَيَتْرَكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ ، قَالَ أَنَسٌ فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمَ ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ، فَقَالَ فَقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُؤُسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا نَاسٌ مِنْنا حَدِيثُهُ أَسَنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرَكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأْلَفُهُمْ أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ ، وَيَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ (ص) إِلَى رِجَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) سَتَجِدُونَ أَثَرَهُ شَدِيدَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ص) فَإِنِّي عَلَى الْخَوْضِ ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَسْبِرُوا ۔

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)-কে হাওয়াযিনি গোত্রের সম্পদ থেকে গনীমত হিসেবে যতটুকু দান করতে চেয়েছেন দান করলেন, তখন নবী (সা) কতিপয় লোককে এক একশ' করে উট দান করতে লাগলেন। (এ অবস্থা দেখে) আনসারদের কিছুসংখ্যক লোক বলে ফেললেন, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। আনাস (রা) বলেন, তাঁদের এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বর্ণনা করা হলে তিনি আনসারদের কাছে সংবাদ পাঠালেন এবং তাদেরকে একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে জন্মায়ত করলেন। এবং তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেননি। এরপর তাঁরা সবাই জন্মায়ত হলে নবী (সা) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কাছ থেকে কি কথা আমার নিকট পৌছলো? আনসারদের বিজ্ঞ উলামাবৃন্দ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তো কিছু বলেনি, তবে আমাদের কতিপয় কমবয়সী লোকেরা বলেছে যে, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারিগুলো থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। তখন নবী (সা) বললেন, আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে (গনীমতের মাল) দিচ্ছি যারা সবেমাত্র কুফর ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আর তা এ জন্যে যেন তাদের মনকে আমি ঈমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ফিরে যাবে ধন-সম্পদ নিয়ে আর তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে (আল্লাহর) নবীকে সঙ্গে নিয়ে? আল্লাহর কসম, তোমরা যে জিনিস নিয়ে ফিরে যাবে তা অনেক উত্তম ঐ ধন-সম্পদ অপেক্ষা, যা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এতে সন্তুষ্ট থাকলাম। নবী (সা) তাদের বললেন, অচিরেই তোমরা (নিজেদের উপর) অন্যদের প্রাধান্য প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকবে। অতএব, আমার মৃত্যুর পর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা সবার করে থাকবে। আমি হাউজে কাউসারের নিকট থাকব। আনাস (রা) বলেন, কিন্তু তাঁরা (আনসাররা) সবার করেননি।

৩৭৭৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي السَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْدِّيْنِ وَيَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالُوا بَلَى وَقَالَ أَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شُعْبَةً ، أَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شُعْبَهُمْ۔

৩৯৯৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) আনাস (ইব্ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করে দিলেন। এতে আনসারগণ নাখোশ হয়ে গেলেন। তখন নবী (সা) বলেছেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন পার্থিব সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ফিরবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, অবশ্যই

(সন্তুষ্ট থাকবো)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি লোকজন কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করবো।

৩৯৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، اتَّقَى هَوَازِنَ وَمَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشْرَةَ أَلْفٍ وَالطَّلَاءُ فَأَذْبَرُوا، قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، قَالُوا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، لَيْتَكَ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَزَلَّ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَعْطَى الطَّلَاءُ وَالْمُهَاجِرِينَ، وَلَمْ يَعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالُوا فِدَاعَهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قَبَةٍ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاْدِيَا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَأَخْتَرْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ۔

৩৯৯৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েনের দিন নবী (সা) হাওয়াযিন গোত্রের মুখোমুখি হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং (মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী) নও-মুসলিমগণ। যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এ মুহূর্তে তিনি [নবী (সা)] বললেন, ওহে আনসার সকল! তাঁরা জওয়াব দিলেন, আমরা হাযির, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত। (অবস্থা আরো তীব্র আকার ধারণ করলে) নবী (সা) তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন আর বলতে থাকলেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিকরাই পরাজিত হলো। (যুদ্ধশেষে) তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গনীমতের সম্পূর্ণ সম্পদ) বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভিতর একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন তো বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা চলে যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। এরপর নবী (সা) আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে গমন করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে গমন করে তা হলে আমি আমার জন্য আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করবো।

৩৯৭৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ (ص) نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُجِيزَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى بَيُوتِكُمْ، قَالُوا بَلَى، قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاْدِيَا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُ وَاْدِي الْأَنْصَارِ لَوْ شِئْتُ الْأَنْصَارِ۔

৩৯৯৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)

আনসারদের লোকজনকে জমায়েত করে বললেন, কুরাইশরা অতি সম্প্রতিকালের জাহিলিয়াত বর্জনকারী (নও-মুসলিম) এবং দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, অন্যান্য লোক পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। তারা বললেন, অবশ্যই (সন্তুষ্ট থাকবো)। তিনি আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে যায়, তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথ অথবা তিনি বলেছেন, আনসারদের উপত্যকা দিয়েই অতিক্রম করে যাবো।

৩৭৭৭ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) قِسْمَةً حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ (ص) فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

৩৯৯৯ কাবীসা (র) আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) হুনায়নের গনীমত বন্টন করে দিলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে ফেলল যে, এই বন্টনের ব্যাপারে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নি। কথাটি শুনে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্, মুসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

৬০০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَثَرُ النَّبِيِّ (ص) نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدُ بِهِذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهَ اللَّهِ، فَقُلْتُ لَأَخْبِرَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

৪০০০ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের দিন নবী (সা) কোন কোন লোককে (গনীমতের মাল) বেশি বেশি করে দিয়েছিলেন। যেমন আকরা'কে একশ' উট দিয়েছিলেন। 'উয়ায়নাকে অনুরূপ (একশ' উট) দিয়েছিলেন। এভাবে আরো কয়েকজনকে দিয়েছেন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, এ বন্টন পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখা হয়নি। (রাবী বলেন) আমি বললাম, অবশ্যই আমি নবী (সা)-কে এ কথা জানিয়ে দিব। এরপর নবী (সা) কথাটি শুনে বললেন, আল্লাহ্ মুসা (আ)-এর উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

৬০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَقْبَلْتُ هَوَازِينَ وَغَطَفَانَ وَغَيْرَهُمْ بِنِعْمِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشْرَةُ أَلْفٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمئِذٍ نِدَائَيْنِ لَمْ يَخْلُطْ بَيْنَهُمَا التَّفَتُّ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِّرْ نَحْنُ مَعَكَ ، ثُمَّ التَّفَتُّ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِّرْ نَحْنُ مَعَكَ ، وَهُوَ عَلَى بَقْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَاصَابَ يَوْمئِذٍ غَنَائِمٌ كَثِيرَةٌ فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَاقِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً فَتَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيمَةُ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَّغْنِي ، فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْذُّنْيَا ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) تَحُوزُنَهُ إِلَى بَيُوتِكُمْ ، قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا أَبَا حَزْمَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلِكَ قَالَ وَآيِنُ أَغْيَبُ عَنْهُ -

৪০০১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের দিন হাওয়াযিন, গাতফান ইত্যাদি গোত্র নিজেদের গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী ও সন্তান-সন্ততিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে এলো। আর নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিল দশ হাজার তুলাকা^১ সৈনিক। যুদ্ধে তারা সবাই তাঁর পাশ থেকে পিছনে সরে গেল। ফলে তিনি একাকী রয়ে যান। সেই সংকট মুহূর্তে তিনি আলাদা আলাদাভাবে দু'টি ডাক দিয়েছিলেন, তিনি ডান দিক ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল। তাঁরা সবাই উত্তর করলেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনি সুসংবাদ নিন, আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। এরপর তিনি বাম দিকে ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল! তাঁরা সবাই উত্তরে বললেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সুসংবাদ নিন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। নবী (সা) তাঁর সাদা রঙের খঞ্চরটির পিঠে ছিলেন। (অবস্থা আরো তীব্র হলে) তিনি নিচে নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিক দলই পরাজিত হলো। সে যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গণীমত হস্তগত হলো। তিনি [নবী (সা)] সৈন্য সম্পদ মুহাজির এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে

১. 'তুলাকা' শব্দটি 'তালীক'-এর বহু বচন। এর অর্থ হলো মুক্তিপ্রাপ্ত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের কয়েকজন ব্যতীত অবশিষ্ট সবাইকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তুলাকা শব্দ দিয়ে সে সব ক্ষমাপ্রাপ্তদেরকে বুঝানো হয়েছে। হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা আলাচ্য হাদীসে দশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত দশ হাজার ছিলো আনসার ও মুহাজিরদের সৈনিক সংখ্যা। আর 'তুলাকা'দের সংখ্যা ছিলো এর এক-দশমাংশেরও অনেক কম। এ জন্য ইবন হাজার আসকালানী ও অন্যান্য হাদীসবিদদের মতানুসারে এখানে 'তুলাকা' শব্দের পূর্বে একটি 'ওয়া' হরফ উহা আছে। অর্থাৎ দশ হাজার আনসার ও মুহাজির এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজন।

দিলেন। আর আনসারদেরকে তার কিছুই দেননি। তখন আনসারদের (কেউ কেউ) বললেন, কঠিন মুহূর্ত আসলে আমাদেরকে ডাকা হয় আর গনীমত অন্যদেরকে দেওয়া হয়। কথাটি নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তাই তিনি তাদেরকে একটি তাঁবুতে জমায়েত করে বললেন, হে আনসারগণ! একি কথা আমার কাছে পৌঁছলো? তাঁরা চুপ করে থাকলেন। তিনি বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি খুশি থাকবে না যে, লোকজন দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা (বাড়ি) ফিরে যাবে আত্মার রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে? তাঁরা বললেন : অবশ্যই। তখন নবী (সা) বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করে নেবো। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু হামযা (আনাস ইবন মালিক) আপনি কি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকতাম বা কখন? (যে আমি তখন সেখানে থাকবো না)।

২২২১. بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَبْلَ نَجْدٍ

২২২১. অনুচ্ছেদ : নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান

৬০০২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَرِيَّةٌ قَبْلَ نَجْدٍ فَكَتُتْ فِيهَا ، فَلَبِغَتْ سِهَامُنَا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَقَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ بَعِيرًا -

৪০০২ আবু নু'মান (র) ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাজদের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমিও ছিলাম। (এ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের অংশে) আমাদের সবার ভাগে বারোটি করে উট পৌঁছল। উপরন্তু আমাদেরকে একটি করে উট বেশিও দেওয়া হলো। কাজেই আমরা সকলে তেরোটি করে উট নিয়ে ফিরে আসলাম।

২২২২. بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ (ص) خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

২২২২. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কর্তৃক খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা)-কে জাযিমার দিকে প্রেরণ

৬০০৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنِي نُعَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانًا صَبَانًا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ يَقْتُلُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَذَكَرْنَاهُ لَهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ

(ص) يَدُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ -

৪০০৩] মাহমুদ (ইবন গায়লান) ও নুয়াঈম (র) সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা)-কে বনী জাযিমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে পৌঁছে) খালিদ (রা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তারা দাওয়াত কবুল করেছিল) কিন্তু আমরা ইসলাম কবুল করলাম, এ কথাটি বুঝিয়ে বলতে পারছিলাম না। তাই তারা বলতে লাগলো, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন। এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপর্দ করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমাদের সবাই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না। আর আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না (কারণ ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত)। অবশেষে আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। নবী (সা) তখন দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তার দায় থেকে মুক্ত (আমি এর সাথে জড়িত নই)। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।

২২২২. بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمَذَلِجِيِّ ، وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ

২২২৩. অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন হযাফা সাহমী এবং আলকামা ইবন মুজাযযিল মুদাল্লিজীর সৈন্যবাহিনী, যাকে আনসারদের সৈন্যবাহিনীও বলা হয়

৬০৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ قَالَ أَلَيْسَ أَمْرَكُمْ النَّبِيُّ (ص) أَنْ تُطِيعُونِي ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقِدُوهَا فَقَالَ انْخَلَوْهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُنْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ (ص) مِنَ النَّارِ ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمِدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَاخَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ -

৪০০৪] মুসাদ্দাদ (র) আলী (ইবন আবু তালিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অভিযানে নবী (সা) একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এবং আনসারদের এক ব্যক্তিকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি তাদেরকে তাঁর (সেনাপতির) আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (পরে কোন কারণে) আমীর জুঁক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নবী (সা) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি?

তারা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করো। তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁরা আগুন লাগালেন। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা সকলে এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। (আদেশ মতো) তাঁরা ঝাঁপ দেয়ার সংকল্পও করে ফেললেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন, আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে গিয়ে নবী (সা)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। (অথচ এখানে সেই আগুনেই ঝাঁপ দেয়ারই আদেশ) এভাবে জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে আগুন নিভে গেলো এবং তার ক্রোধও থেমে গেলো। এরপর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে ঝাঁপ দিত তা হলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আর এ আগুন থেকে বের হতে পারতো না। কেননা আনুগত্য কেবল সংকাজের।

২২২৪. بَابُ بَعَثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَةِ الْوَدَاعِ

২২২৪. অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশ'আরী (রা) এবং মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

৪০০৫ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ وَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنِ مِخْلَافَانِ ، ثُمَّ قَالَ يَسِيرًا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحَدٌ بِهِ عَهْدٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ ، فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى ، فَجَاءَ يَسِيرٌ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَيْمٌ هَذَا؟ قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ ، فَانْزِلْ قَالَ مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمْرِيهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ اتَّفَقُوهُ تَفَوُّقًا ، قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ أَنَا أَوَّلُ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قُضِيَتْ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمِي.

৪০০৫ আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আবু মুসা এবং মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালে ইয়ামানে দু'টি প্রদেশ ছিলো। তিনি তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে বলে দিলেন, তোমরা (এলাকাবাসীদের সাথে) কোমল আচরণ করবে, কঠিন আচরণ করবে না। এলাকাবাসীদের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে, অনীহা সৃষ্টি হতে দেবে না। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজ নিজ শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আবু বুরদা (রা) বললেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ এলাকায় সফর করতেন এবং অন্যজনের কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে যেতেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের সালাম বিনিময় করতেন। এভাবে

মু'আয (রা) একবার তাঁর এলাকায় এমন স্থানে সফর করছিলেন, যে স্থানটি তাঁর সাথী আবু মূসা (রা)-এর এলাকার নিকটবর্তী ছিল। সুযোগ পেয়ে তিনি ঋকরের পিঠে চড়ে (আবু মূসার এলাকায়) পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে আবু মূসা (রা) বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। আরো দেখলেন, পাশে এক লোককে তার গলার সাথে উভয় হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মু'আয (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স (আবু মূসা)। এ লোকটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সাওয়্যারী থেকে অবতরণ করবো না। আবু মূসা (রা) বললেন, এ উদ্দেশ্যেই তাকে এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং আপনি অবতরণ করুন। তিনি বললেন, না তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামবো না। ফলে আবু মূসা (রা) হুকুম করলেন এবং লোকটিকে হত্যা করা হলো। এরপর মু'আয (রা) অবতরণ করলেন। মু'আয (রা) বললেন, ওহে আবদুল্লাহ! আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি (রাত-দিনের সব সময়ই) কিছুক্ষণ পরপর কিছু অংশ করে তিলাওয়াত করে থাকি। তিনি বললেন, আর আপনি কিভাবে তিলাওয়াত করেন, হে মু'আয? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়ার পর আমি উঠে পড়ি। এরপর আত্মাহু আমাকে যতটুকু তাওফীক দান করেন তিলাওয়াত করতে থাকি। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি আমার নিদ্রার অংশকেও সাওয়াবের বিষয় বলে মনে করি, যেভাবে আমি আমার তিলাওয়াতকে সাওয়াবের বিষয় বলে মনে করে থাকি।

[৪.০৬] حَدَّثَنِي إِسْحَقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرَبَةِ تُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبَنَغُ وَالْمِزْدُ فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبَنَغُ؟ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْدُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ -

[৪০০৬] ইসহাক (র) আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁকে (আবু মূসাকে গভর্নর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। তখন তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কতিপয় শরাব সম্পর্কে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ঐগুলো কি কি? আবু মূসা (রা) বললেন, তা হল বিত্‌উ ও মিযর শরাব। বর্ণনাকারী সাঈদ (র) বলেন, (কথার ফাঁকে) আমি আবু বুরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিত্‌উ কি? তিনি বললেন, বিত্‌উ হলো মধু থেকে গ্যাজানো রস আর মিযর হলো যবের গ্যাজানো রস। (সাঈদ বলেন) তখন নবী (সা) বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বস্তুই হারাম। হাদীসটি জারীর এবং আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী (র)-এর মাধ্যমে আবু বুরদা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

[৪.০৭] حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسْرًا وَلَا تَعْسِرًا ، وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَوَّعًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ

اللَّهِ إِنْ أَرْضَيْنَا بِهَا شَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيرِ الْمَزْرُ، وَشَرَابٌ مِّنَ الْعَسَلِ الْبَيْعُ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَأَنْطَلَقَا، فَقَالَ مُعَاذُ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ قَانِمًا وَقَاعِدًا وَعَلْسِرَ رَاحِلَتِهِ، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ أَمَا أَنَا فَاثَنَامُ وَأَقَوْمٌ، فَأَحْسِبُ نَوْمَتِي، كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَ يَنْزَاوِرَانِ، فَنَزَارَ مُعَاذُ أَبَا مُوسَى، فَإِذَا رَجُلٌ مُّوْتَقٌ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، فَقَالَ مُعَاذُ لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ الْعَقْدِيُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنُّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.

৪০০৭ মুসলিম (র) আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার দাদা আবু মূসা ও মু'আয (রা)-কে নবী (সা) (গভর্নর হিসেবে) ইয়ামানে পাঠালেন। এ সময় তিনি (উপদেশস্বরূপ) বলে দিয়েছিলেন, তোমরা লোকজনের সাথে কোমল আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা আসতে দিবে না এবং একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মূসা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদের এলাকায় মিয়র নামের এক প্রকার শরাব যব থেকে তৈরি করা হয় আর বিত্‌উ নামের এক প্রকার শরাব মধু থেকে তৈরি করা হয় (অতএব এগুলোর হুকুম কি?)। নবী (সা) বললেন, নেশা উৎপাদনকারী সকল বস্তুই হারাম। এরপর দু'জনেই চলে গেলেন। মু'আয আবু মূসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি উত্তর দিলেন, দাঁড়িয়ে, বসে, সাওয়ারীর পিঠে সাওয়ার অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তিলাওয়াত করি। তিনি বললেন, তবে আমি রাতের প্রথমদিকে ঘুমিয়ে পড়ি তারপর (শেষ ভাগে তিলাওয়াতের জন্য নামাযে) দাঁড়িয়ে যাই। এ রকমে আমি আমার নিদ্রার সময়কেও সাওয়াবের অন্তর্ভুক্ত মনে করি যেভাবে আমি আমার নামাযে দাঁড়ানোকে সাওয়াবের বিষয় মনে করে থাকি। এরপর (প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাসন এলাকায় কার্যপরিচালনার জন্য) তাঁবু খাটালেন। এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ বজায় রেখে চললেন। (সে মতে এক সময়) মু'আয (রা) আবু মূসা (রা)-এর সাক্ষাতে এসে দেখলেন, সেখানে এক ব্যক্তি হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? আবু মূসা (রা) বললেন, লোকটি ইহুদী ছিলো, ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেবো। শু'বা (ইবনুল হাজ্জাজ) থেকে আফাদী এবং ওয়াহাব অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর ওকী (র) নযর ও আবু দাউদ (র) এ হাদীসের সনদে শু'বা (র)—সাইদ-সাইদের পিতা-সাইদের দাদা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জারীর ইবন আবদুল হামীদ (র) শায়বানী (র)-এর মাধ্যমে আবু বুরদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠٨ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَجِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) مُنِيخٌ بِأَلْبَطَحٍ ، فَقَالَ أَحْجَجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَ قُلْتُ : لَبَّيْكَ أَهْلًا لَا كَاهِلًا لَكَ ، قَالَ فَهَلْ سَقَتْ مَعَكَ هَدْيًا؟ قُلْتُ لَمْ أَسُقْ ، قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلْ ، فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطْتُ لِي أَمْرًا مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ وَمَكَّنَّا بِذَلِكَ حَتَّى اسْتَخْلَفَ عُمَرُ .

৪০০৮ আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আমার গোত্রের এলাকায় (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠালেন। (আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর বিদায় হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করার জন্য আসলাম) রাসূলুল্লাহ (সা) আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করার সময় আমি তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কাইস, তুমি ইহ্রাম বেঁধেছ কি? আমি বললাম, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, (তালবিয়া) কিরূপে বলেছিলে? আমি উত্তর দিলাম, আমি তালবিয়া এরূপ বলেছি যে, হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়েছি এবং আপনার [নবী (সা)-এর] ইহ্রামের মতো ইহ্রাম বাঁধলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কি তোমার সঙ্গে কুরবানীর পশু এনেছ? আমি জবাব দিলাম, আনিনি। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো এবং সাফা ও মারওয়ার সায়াী আদায় করো, তারপর হালাল হয়ে যাও। আমি সে রকমই করলাম। এমন কি বনী কাইসের জনৈক মহিলা আমার চুল পর্যন্ত আঁচড়িয়ে দিয়েছিলো। আমি উমর (ইবন খাত্তাব) (রা)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত এ রকম আমলকেই অব্যাহত রেখেছি।

৪০০৯ حَدَّثَنِي حِبَّانٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنَّهُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنَّهُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً ، تُوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَانِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لَفْءٌ طِعْتُ وَطُعْتُ وَأَطَعْتُ .

৪০০৯ হিব্বান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আয ইবন জাবালকে (গভর্নর বানিয়ে) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন, অচিরেই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের কাছে যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ দাওয়াত দেবে

তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, এরপর তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের (মুসলমানদের) সম্পদশালীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগন্থদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে (তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করার সময়) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে, কেননা মজলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দার আড়াল থাকে না। আবু আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, طُعْتُ، طُعْتُ এবং طُعْتُ সমার্থবোধক শব্দ, طُعْتُ، طُعْتُ এবং أَطُعْتُ -এর অর্থ একই।

[৪০।] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ ، فَقَرَأَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ (ص) بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النَّسَاءِ ، فَلَمَّا قَالَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ -

[৪০১০] সুলায়মান ইবন হারব (র).....আমর ইবন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয (ইবন জাবাল) (রা) ইয়ামানে পৌঁছার পর লোকজনকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করতে গিয়ে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধু বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন কাওমের এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মু'আয (ইবন মু'আয বাসরী), শু'বা-হাবীব-সাইদ (র)-আমর (রা) থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) মু'আয (ইবন জাবাল) (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। (সেখানে পৌঁছে) মু'আয (রা) ফজরের নামাযে সূরা নিসা তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি (তিলাওয়াত করতে করতে) وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا পাঠ করলেন তখন তাঁর পেছন থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

২২২৫. بَابُ بَعَثُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২২৫. অনুচ্ছেদ : হাজ্জাতুল বিদা-এর পূর্বে 'আলী ইবন আবু তালিব এবং খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ

৪০১১ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ مَرُّ أَصْحَابِ خَالِدٍ ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقَّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقَّبْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْبَلْ فَكَُنْتُ فِيمَنْ عَقِبَ مَعَهُ ، قَالَ فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ نَوَاتٍ عَدَدٍ -

৪০১১ আহমাদ ইবন উসমান (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা)-এর সঙ্গে ইয়ামানে পাঠালেন। বারা (রা) বলেন, তারপর কিছু দিন পরেই তিনি খালিদ (রা)-এর স্থলে আলী (রা)-কে পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন যে, খালিদ (রা)-এর সাথীদেরকে বলবে, তাদের মধ্যে যে তোমার সাথে (ইয়ামানের দিকে) যেতে ইচ্ছা করে সে যেন তোমার সাথে চলে যায়, আর যে (মদীনায়) ফিরে যেতে চায় সে যেন ফিরে যায়। (রাবী বলেন) তখন আমি আলী (রা)-এর সাথে ইয়ামানগামীদের মধ্যে থাকতাম। ফলে আমি গনীমত হিসেবে অনেক পরিমাণ আওকিয়া লাভ করলাম।

৪০১২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدٍ بْنُ مَنْجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ ، لِيَقْبِضَ الْخُمْسَ ، وَكَنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا ، وَقَدْ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ لَخَالِدٍ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بُرَيْدَةُ أَتَبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ لَا تَبْغِضُهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -

৪০১২ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে খুমস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসার জন্য খালিদ (রা)-এর কাছে পাঠালেন। (রাবী বুয়ায়দা বলেন, কোন কারণে) আমি আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ ছিলাম, আর তিনি গোসলও করেছেন। (রাবী বলেন) তাই আমি খালিদ (রা)-কে বললাম, আপনি কি তার দিকে দেখছেন না? এরপর আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলে আমি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, হে বুয়ায়দা! তুমি কি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি উত্তর করলাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার উপর অসন্তুষ্ট থেকে না। কারণ খুমসের ভিতরে তার প্রাপ্য অধিকার এ অপেক্ষাও বেশি রয়েছে।

৪০১৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ شُبْرُمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي

১. বুয়ায়দা (রা) আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল : তিনি দেখেছেন যে, আলী কয়েদীদের মধ্য থেকে একজন বাদীকে নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। এবং আলীর শেষ রাতের গোসল এবং বাদীর চুল থেকে পানির ফোঁটা টপকানো দেখে তিনি উভয়ের একত্রে রাত্রি যাপনেরও সন্দেহ করলেন। অথচ এখনো নবী (সা) সেই গনীমত মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেননি। পরে বিষয়টি রাসূল (সা)-কে জানানো হলে তিনি বুয়ায়দাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আলীকে গনীমত বন্টন করে দেয়ার হুকুমও দেয়া হয়েছিল।

نُعْمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تَحْصَلْ مِنْ تَرَابِهَا ، قَالَ فَفَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُبَيْدِ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ أُمًّا عَلَقْمَةَ وَأُمًّا عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ ، قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ ، كَثُ السَّحَابَةِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الْأَزَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ ، قَالَ وَيَلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلُ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ، قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ لَا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّيَ ، فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقُّ بَطُونَهُمْ ، قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضَنْضِي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ ، وَأَظُنُّهُ قَالَ لَنْ أَدْرَكَهُمْ لَا قَتْلَنَّهُمْ قَتْلَ مُؤَدٍّ -

৪০১৩ কুতায়বা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সিলম বৃক্ষের পাতা দ্বারা পরিশোধিত এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে সামান্য কিছু তাজা স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত খনিজ মাটিও পরিষ্কার করা হয়নি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (সা) চার ব্যক্তির মধ্যে স্বর্ণখণ্ডটি বন্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়ায়না ইবন বাদর, আকরা ইবন হারিস, যায়দ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামা কিংবা আমির ইবন তুফাইল (রা)। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এ স্বর্ণের ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথটি নবী (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই নবী (সা) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমান অধিবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালধারী, তার দাড়ি ছিল অতিশয় ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গী ছিল উপরের দিকে উঠান। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করুন। নবী (সা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হকদার নই? আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, লোকটি (এ কথা বলে) চলে যেতে লাগলে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : না, হতে পারে সে নামায আদায় করে। (বাহাত মুসলমান)। খালিদ (রা) বললেন, অনেক নামায আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন

কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিক্ষেপকৃত জন্তুর দেহ থেকে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে হাতে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সামূদ জাতির মত হত্যা করে দেবো।

[৪০১৪] حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) بِمِ أَمَلَكْتَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَأَمَدَ وَأَمَكْتُ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا -

[৪০১৪] মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে তাঁর কৃত ইহ্রামের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবন বকর ইবন জুরায়জ—আতা (র)—জাবির (রা) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেছেন : আলী ইবন আবু তালিব (ইয়ামানে ছিলেন এরপর তিনি তাঁর) আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মক্কায়) আসলেন। তখন নবী (সা) তাকে বললেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? তিনি উত্তর করলেন, নবী যেটির ইহ্রাম বেঁধেছেন (আমিও সেটির ইহ্রাম বেঁধেছি)। নবী (সা) বললেন, তা হলে তুমি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং এখন যেভাবে আছ সেভাবে ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। বর্ণনাকারী [জাবির (রা)] বলেন, সে সময় আলী (রা) নবী (সা)-এর জন্য কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন।

[৪০১৫] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ حَدَّثَنَا بَكْرٌ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَهَلَ النَّبِيُّ (ص) بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) بِمِ أَمَلَكْتَ فَإِنْ مَعَنَا أَهْلَكَ قَالَ أَهْلَكْتُ بِمِ أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَأَمْسِكْ فَإِنْ مَعَنَا هَدْيًا -

[৪০১৫] মুসাদ্দাদ (র) বকর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা)-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হল, আনাস (রা) লোকদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) হজ্জ এবং উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। তখন ইবন উমর (রা) বললেন, নবী (সা) হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছেন, তাঁর সাথে

আমরাও হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধি। যখন আমরা মক্কায় উপনীত হই তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন তার হজ্জের ইহ্রাম উমরার ইহ্রামে পরিণত করে ফেলে। অবশ্য নবী (সা)-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। এরপর আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হজ্জের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে আসলেন। নবী (সা) (তাকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? কারণ আমাদের সাথে তোমার স্ত্রী (ফাতিমা) রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, নবী (সা) যেটির ইহ্রাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহ্রাম বেঁধেছি। নবী (সা) বললেন, তাহলে এ অবস্থায়ই থাক, কারণ আমাদের কাছে কুরবানীর জন্তু আছে।

২২২৬. بَابُ غَزْوَةِ ذِي الْخَلَصَةِ

২২২৬. অনুচ্ছেদ : যুল খালাসার যুদ্ধ

৪০১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بَيَّانٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ نُو الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَتَفَرَّتْ فِي مِائَةِ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلَا خَمْسَ.

৪০১৬ মুসাদ্দাদ (র) জারীর (ইবন আবদুল্লাহ বাজালী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে একটি (নকল তীর্থ) ঘর ছিল যাকে 'যুল খালাসা', ইয়ামানী কা'বা এবং সিরীয় কা'বা বলা হত। নবী (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার পেরেশানী থেকে আমাকে স্বস্তি দেবে না? এ কথা শুনে আমি একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ছুটে চললাম। আর এ ঘরটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিলাম এবং সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদের হত্যা করে ফেললাম। তারপর নবী (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালে তিনি আমাদের জন্য এবং (আমাদের গোত্র) আহমাসের জন্য দোয়া করলেন।

৪০১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ بَيْتًا فِي خَلْعٍ ، يُسَمَّى الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكَانَتْ لَا أَثْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مُهْدِيًا ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتَهَا جَمَلٌ أَحْرَبٌ ، قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

৪০১৭ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র) কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জারীর (রা) আমাকে

বলেছেন যে, নবী (সা) তাঁকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দেবে না? যুল খালাসা ছিল খাসআম গোত্রের একটি (বানোয়াট তীর্থ) ঘর, যাকে বলা হত ইয়ামনী কা'বা। এ কথা শুনে আমি আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চললাম। তাঁদের সকলেই অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী ছিল। আর আমি তখন ঘোড়ার পিঠে শক্তভাবে বসতে পারছিলাম না। কাজেই নবী (সা) আমার বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকের উপর তার আঙ্গুলগুলোর ছাপ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। (এ অবস্থায়) তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! একে (ঘোড়ার পিঠে) শক্তভাবে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েত দানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। এরপর জারীর (রা) সেখানে গেলেন এবং ঘরটি ভেঙ্গে দিয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি [জারীর (রা)] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে দূত পাঠালেন। তখন জারীরের দূত [রাসূল (সা)-কে] বলল, সেই মহান সন্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি ঘরটিকে খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত কাল উটের মত রেখে আপনার কাছে এসেছি। রাবী বলেন, তখন নবী (সা) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

৪০৮৮ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَّا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، فَقُلْتُ بَلَى، فَأَنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَسْرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مُهْدِيًا، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِي بَعْدَ قَالَ وَكَانَ نَوَ الْخَلَصَةِ بَيْنَنَا بِالْيَمَنِ لِحُفْعَمَ وَبِجِيلَةٍ فِيهِ نَصَبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكُفَّةُ قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلامِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) هَامَنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرْبَ عُنُقِكَ، قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْتَبُ أَبَا ارْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ (ص) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَتْهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَرَكَ النَّبِيُّ (ص) عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ-

৪০১৮ ইউসুফ ইবন মুসা (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসার পেরেশানী থেকে স্বস্তি দেবে না? আমি বললাম : অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের) আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অশ্ব পরিচালনায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি তখনো ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম

না। তাই ব্যাপারটি নবী (সা)-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! একে স্থির হয়ে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েতদানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। জারীর (রা) বলেন : এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তিনি আরো বলেছেন যে, যুল খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি (তীর্থ) ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি স্থাপিত ছিল। লোকেরা এগুলোর পূজা করত এবং এ ঘরটিকে বলা হত কা'বা। রাবী বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর এর ভিটামাটিও চুরমার করে দিলেন। রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর (রা) ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করত; তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনি যদি তোমাকে পাকড়াও করার সুযোগ পান তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী বলেন, এরপর একদা সে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই মুহূর্তে জারীর (রা) সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ কথার) সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর (রা) আবু আরতাত নামক আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী (সা)-এর খেদমতে পাঠালেন খোশখবরী শোনানোর জন্য। লোকটি নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে ঠিক খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের মত কালো করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে নবী (সা) আহমাস গোত্রে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের সার্বিক কল্যাণ ও বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

২২২৭. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَهِيَ غَزْوَةُ لَحْمٍ وَجُدَامٍ قَالَ اسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ ابْنُ اسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ غَزْوَةِ هِيَ بِلَادُ بَلَمٍ وَعُذْرَةَ وَبَنِي الْقَيْنِ

২২২৭. অনুচ্ছেদ : যাতুস সালাসিল যুদ্ধ। ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র)-এর মতে এটি লাখম ও জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ। ইবনে ইসহাক (র) ইয়াযীদ (র)-এর মাধ্যমে উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাতুস সালাসিল হল বালী, উয়রা এবং বনিল কায়ন গোত্রসমূহের স্থাপিত শহর

৪০১৭ حَدَّثَنَا اسْحَقُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ ، قَالَ أَبَوْهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي أَخْرِهِمْ۔

৪০১৭ ইসহাক (র) আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ইবনুল আস (রা)-

কে (সেনাপতি নিযুক্ত করে) যাতুস সালাসিল বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন। আমার ইবনুল আস বলেন : (যুদ্ধ শেষ করে) আমি নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে কোন লোকটি অধিকতর প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা (রা)। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার (আয়েশার) পিতা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমর (রা)। এভাবে তিনি (আমার প্রশ্নের জবাবে) একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম বললেন। আমি চূপ হয়ে গেলাম এ আশংকায় যে, আমাকে না তিনি সকলের শেষে স্থাপন করে বসেন।

২২২৮. **بَابُ ذِهَابِ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ**

২২২৮. অনুচ্ছেদ : জারীর (রা)-এর ইয়ামান গমন

[৬৩.] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَدْرِيسَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعٍ وَذَا عَمْرٍو فَجَعَلْتُ اُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ لَهُ نُوْ عَمْرٍو وَلَنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ اَمْرِ صَاحِبِكَ ، لَقَدْ مَرَّ عَلٰى اَجَلِهِ مِثْلُ ثَلَاثٍ ، وَاَقْبَلَا مَعِيَ حَتَّى اِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رَفَعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، فَقَالَا أَخْبِرْ صَاحِبَكَ اِنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ أَفَلَا جِئْتَ بِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي نُوْ عَمْرٍو يَا جَرِيرُ اِنْ بِكَ عَلٰى كَرَامَةٍ ، وَاِنِّي مُخْبِرُكَ خَبْرًا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ اِذَا هَلَكَ اَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِيْ اٰخَرٍ ، فَاِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ ، كَانُوا مَلُوكًا ، يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ۔

[৪০২০] আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা আবসী (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম। এ সময়ে একদা যুকালা ও যু'আমর নামে ইয়ামানের দু' ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস শোনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) এমন সময়ে যু'আমর রাবী জারীর (রা)-কে বললেন, তুমি যা বর্ণনা করছ তা যদি তোমার সাথীরই [নবী (সা)-এর] কথা হয়ে থাকে তা হলে মনে রেখে যে, তিন দিন আগে তিনি ইন্তিকাল করে গেছেন। (জারীর বলেন, কথাটি শুনে আমি মদীনা অভিমুখে ছুটলাম) তারা দু'জনেও আমার সাথে সম্মুখের দিকে চললেন। অবশেষে আমরা একটি রাস্তার ধারে পৌঁছলে মদীনার দিক থেকে আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেছে। মুসলমানদের সম্মতিক্রমে আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জন (আমাকে) বলল,

(তুমি মদীনায় পৌঁছলে) তোমার সাথী (আবু বকর) (রা)-কে বলবে যে, আমরা কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিলাম। সম্ভবত আবার আসব ইনশাআল্লাহ, এ কথা বলে তারা দু'জনে ইয়ামানের দিকে ফিরে গেল। এরপর আমি আবু বকর (রা)-কে তাদের কথা জানালাম। তিনি (আমাকে) বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না কেন? পরে আরেক সময় (যু'আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলে) তিনি আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি আমার চেয়ে অধিক সম্মানী। তবুও আমি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীর মারা গেলে অপরজনকে (পরামর্শের মাধ্যমে) আমীর বানিয়ে নেবে। আর তা যদি তরবারির জোরে ফায়সালা হয় তা হলে তোমাদের আমীরগণ (জাগতিক) অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতোই হয়ে যাবে। তারা রাজাসুলভ ক্রোধ, রাজাসুলভ সজ্জা প্রকাশ করবে। (খলীফা ও খিলাফত আর অবশিষ্ট থাকবে না)

২২২৯. بَابُ غَزْوَةِ سَيْفِ الْبَحْرِ وَهُمْ يَتَلَقُّونَ عِيراً لِقُرَيْشٍ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ

২২২৯. অনুচ্ছেদ ৪ সীফুল বাহরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ কুরাইশের একটি কাকেলার প্রতীক্ষায় ছিল এবং তাঁদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবায়দা (রা)

৪০২১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعَثًا قَبْلَ السَّاحِلِ، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ، فَخَرَجْنَا فُكْنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِرْزُودِي تَمَرٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلُّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِي، فَلَمْ يَكُنْ يُصِينَا إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقُلْتُ مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَمَا حِينَ فَنَيْتِ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حَوْثٌ مِثْلُ الظَّرْبِ فَأَكَلْنَا مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضَلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرَحَلْتُ ثُمَّ مَرْتُ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تَصْبِيَهُمَا.

৪০২১ ইসমাইল (রা) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সমুদ্র সৈকতের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ'। (তন্মধ্যে আমিও ছিলাম) আমরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এক রাস্তা দিয়ে পথ চলছিলাম, তখন আমাদের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল, তাই আবু উবায়দা (রা) আদেশ দিলেন সমগ্র সেনাদলের অবশিষ্ট পাথের একত্রিত করতে। অতএব সব একত্রিত করা হল। দেখা গেল মাত্র দু'থলে খেজুর রয়েছে। এরপর তিনি অল্প অল্প করে আমাদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতে লাগলেন। পরিশেষে তাও শেষ হয়ে গেল এবং কেবল তখন একটি মাত্র খেজুর

[٤٠٣]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الذَّيْ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثَلَاثُمِائَةَ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عَيْرَ
قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَاصَابَنَا جَوْعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبْطَ ، فُسِمِيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ
جَيْشَ الْخَبْطِ ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبُرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، وَأَدَهْنَا مِنْ وَدَكَ حَتَّى
ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبيدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَنَضَّبَهُ فَقَعَدَ إِلَى اطْوَلَ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ
مَرَّةً ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَضَّبَهُ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرُ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ
جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبيدَةَ نَهَاها وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو
صَالِحٍ أَنَّ قَيْسَ ابْنَ سَعْدٍ قَالَ لِإِبْنِهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا ، قَالَ اِنْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوا
قَالَ اِنْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ اِنْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ اِنْحَرْ قَالَ
نُهَيْتُ-

৪০২২ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের তিনশ' সাওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশের একটি কাফেলার উপর সুযোগমত আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে অবস্থান করলাম। (ইতিমধ্যে রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল) আমরা ভীষণ ক্ষুধার শিকার হয়ে গেলাম। অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণায় গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে থাকলাম। এ জন্যই এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে জায়গুল খাবাত অর্থাৎ পাতাওয়ালা সেনাদল। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আশ্বর নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা থেকে খেলাম। এর চর্বি শরীরে লাগালাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের ন্যায় হুঁটপুঁট হয়ে গেল। এরপর আবু উবায়দা (রা) আশ্বরটির শরীর থেকে একটি পাঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথীদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন। সুফয়ান (রা) আরেক বর্ণনায় বলেছেন, আবু উবায়দা (রা)

আশ্বরটির পাজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন। এবং (ঐ) লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে অতিক্রম করালেন। জাবির (রা) বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন। এরপর আবু উবায়দা (রা) তাকে (উট যবেহ করতে) নিষেধ করলেন। আমার ইব্ন দীনার (রা) বলতেন, আবু সালিহ (র) আমাদের জানিয়েছেন যে, কায়স ইব্ন সা'দ (রা) (অভিযান থেকে ফিরে এসে) তাঁর পিতার কাছে বর্ণনা করছিলেন যে, সেনাদলে আমিও ছিলাম, এক সময়ে সমগ্র সেনাদল ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, (কথাটি শোনামাত্র কায়সের পিতা) সা'দ বললেন, এমতাবস্থায় তুমি উট যবেহ করে দিতে। কায়স বললেন, (হ্যাঁ) আমি উট যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেল। এবারো তার পিতা বললেন, তুমি যবেহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ বললেন, এবারো উট যবেহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ করেছি। তিনি বললেন, এরপরও আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ (রা) বললেন, উট যবেহ করতে। তখন কায়স ইব্ন সা'দ (রা) বললেন, এবার আমাকে (যবেহ করতে) নিষেধ করা হয়েছে।

১.২৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَعَلْنَا جَوْعًا شَدِيدًا فَالْقَى الْبَحْرَ حَوْتًا مَيْتًا ، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ ، فَالْكُنَّا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَلُّوا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ كَلُّوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَاتَاهُ بَعْضُهُمْ فَالْكَلَةُ .

৪০২৩ মুসাদ্দাদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জায়শুল খাবাতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর আবু উবায়দা (রা)-কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পথে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য আশ্বর নামের একটি মরা মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দিল। এত বড় মাছ আমরা আর কখনো দেখিনি। এরপর মাছটি থেকে আমরা অর্ধ মাস আহার করলাম। একবার আবু উবায়দা (রা) মাছটির একটি হাড় তুলে ধরলেন আর সাওয়াবীর পিঠে চড়ে একজন হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করল (হাড়ে স্পর্শও লাগেনি)। (ইব্ন জুরায়জ বলেন) আবু যুবার (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির (রা) থেকে শুনেছেন, জাবির (রা) বলেন : ঐ সময় আবু উবায়দা (রা) বললেন : তোমরা মাছটি আহার কর। এরপর আমরা মদীনা ফিরে আসলে নবী (সা)-কে বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, খাও। এটি তোমাদের জন্য রিয্ক, আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরকেও স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। একজন মাছটির কিছু অংশ নবী (সা)-কে এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

২২২. بَابُ حَجِّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْمِ

২২৩০. অনুচ্ছেদ : হিজরতের নবম বছর লোকজনসহ আবু বকর (রা)-এর হজ্জ পালন

৪.২৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ (ص) قَبْلَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ يَوْمَ النُّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطْفُونَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

৪০২৪ সুলায়মান ইব্ন দাউদ আবু রাবী' (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী যে হজ্জ অনুষ্ঠানে নবী (সা) আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করেছিলেন সেই হজ্জের সময় আবু বকর (রা) তাঁকে [আবু হুরায়রা (রা)-কে] একটি ছোট দলসহ লোকজনের মধ্যে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না।

৪.২৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أُخِرُ سُورَةَ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ بَرَاءَةٍ وَأُخِرُ سُورَةُ نَزَلَتْ خَاتِمَةَ سُورَةِ النَّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

৪০২৫ আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র) বারা (ইব্ন আযির) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল সূরা বারাত। আর সর্বশেষে যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তি রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল সূরা নিসার এ আয়াত : ইয়াসতাহফতুনাকা কুলিল্লাহ ইয়ুফতীকুম ফিল কালাল। অর্থাৎ “লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আদ্বাহ সমাধান জানাচ্ছেন, (কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ হবে)। (৪ : ১৭৬)

২২৩. بَابُ وَقْدِ بَنِي تَمِيمٍ

২২৩১. অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের প্রতিনিধি দল

৪.২৬ حَدَّثَنَا أَبُو تَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَرَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৪০২৬ আবু নুআইম (র) ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামীমের

একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন : হে বনী তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তারা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি খোশ-খবরী দিয়ে থাকেন, এবার আমাদেরকে কিছু (অর্থ-সম্পদ) দিন। কথাটি শুনে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেল। এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল আসলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবরী গ্রহণ করলোই না তখন তোমরা সেটি গ্রহণ কর। তারা বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্!

২২২২ . بَابُ قَالَ ابْنُ اسْحَقَ غَزْوَةُ عَيْتَنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ بْنِ الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ بَعَثَهُ النَّبِيُّ (ص) إِلَيْهِمْ ، فَأَغَارَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً

২২৩২. অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের উপগোত্র বনী আশ্বরের বিরুদ্ধে উয়াইনা ইবন হিস্ন ইবন হয-ইফা ইবন বদরের যুদ্ধ। ইবন ইসহাক (র) বলেন, নবী (সা) উয়াইনা (রা)-কে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি রাতের শেষ ভাগে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন।

৪০২৭ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَزَالُ أَحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سَمِيعَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَقُولُهَا فِيهِمْ ، هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدُّجَالِ ، وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتَقْتُهَا فَأَتَاهَا مِنْ وَلَدِ اسْتَعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ ، فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ ، أَوْ قَوْمِي -

৪০২৭ যুহাইর ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী তামীমের পক্ষে তিনটি কথা বলেছেন। এগুলো শুনার পর থেকেই আমি বনী তামীমকে ভালবাসতে থাকি। (তিনি বলেছেন) তারা আমার উম্মতের মধ্যে দজ্জালের বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি কঠোর থাকবে। তাদের গোত্রের একটি বাদী আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিল। রাসূল (সা) বললেন, একে আযাদ করে দাও, কারণ সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেন, এটি একটি কাওমের সাদকা বা তিনি বলেন, এটি আমার কাওমের সাদকা।

৪০২৮ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرُ الْقَعْقَاعِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ عُمَرُ بَلْ أَمْرُ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي ، قَالَ عُمَرُ مَا

أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَتَمَارِيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَزَلَّ فِي ذَلِكَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتْ -

৪০২৮ ইবরাহীম ইবন মুসা (র) আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনী তামীম গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নবী (সা)-এর দরবারে আসল। (তাঁরা তাদের একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রার্থনা জানালে) আবু বকর (রা) প্রস্তাব দিলেন, কা'কা ইবন মা'বাদ ইবন যারারা (রা)-কে এদের আমীর নিযুক্ত করে দিন। উমর (রা) বললেন, বরং আকরা ইবন হাবিস (রা)-কে আমীর বানিয়ে দিন। আবু বাকর (রা) বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও। উমর (রা) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমি কখনো করি না। এর উপর দু'জনের বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উচ্চতর হল। ফলে এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হল, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ এবং তার রাসুলের সামনে তোমরা কোন ব্যাপারে অগ্রণী হয়ো না। বরং আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। (৪৯ : ১-২)

২২২২. بَابُ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ

২২৩৩. অনুচ্ছেদ : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল

৪.৭৭ حَدَّثَنِي اسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ لِي جَرَّةٌ يَنْتَبِذُ لِي نَبِيذًا فَأَشْرَبُهُ حَلَوًا فِي جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَاطْلُتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِّحَ فَقَالَ قَدِيمٌ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرٍّ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ حَدَّثَنَا بِجَمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمَلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوهُ مَنْ وَدَّ أَنْ قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الْإِيمَانُ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تَعُطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا أُتْبِذَ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْفُتِ -

৪০২৯ ইসহাক (র) আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম : আমার একটি কলসী আছে। তাতে আমার জন্য (খেজুর ভিজিয়ে) নাবীয তৈরী করা হয় এবং পানি মিঠা হয়ে সারলে আমি তা আরেকটি পাড়ে (ছোট গ্লাসে) ঢেলে পান করি। কিন্তু কখনো যদি ঐ পানি বেশি পরিমাণ পান করে লোকজনের সাথে বসে যাই এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে বসে থাকি

তখন আমার আশংকা হয় যে, (নেশার দোষে) আমি (লোকসম্মুখে) অপমানিত হব। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি বললেন, কাওমের জন্য খোশ-আমদেদ। যাদের আগমন না ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হয়েছে, না অপমানিত অবস্থায়। তারা আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের ও আপনার মধ্যে মৃদার গোত্রের মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এ জন্য আমরা আপনার কাছে আশ্চর্যকর হুকুম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ব্যতীত অন্য সময়ে আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলে দিন, যেগুলোর উপর আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। আর যাঁরা আমাদের পেছনে (বাড়িতে) রয়ে গেছে তাদেরকে এর দাওয়াত দেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছি। (আমি তোমাদেরকে) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হল : আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা পালন করা এবং গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালে) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস—লাউয়ের পাত্র, কাঠের তৈরী নাকীর নামক পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফ্ফাত নামক তৈল মাখানো পাত্রে নাবীয তৈরী করা থেকে নিষেধ করছি।

৪৩০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رِبِيعَةٍ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرْنَا بِأَشْيَاءٍ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُوا إِلَيْهَا مِنْ وَدَاءِنَا ، قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْتَهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِتْيَاءُ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ تَوَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْتَهَاكُمْ عَنِ الدَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْفُتِ -

৪০৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন—আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা অর্থাৎ এই ছোট দল রাবীআর গোত্র। আমাদের এবং আপনার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে মৃদার গোত্রের মুশরিকরা। কাজেই আমরা নিষিদ্ধ মাসগুলো ছাড়া অন্য সময়ে আপনার কাছে আসতে পারি না। এ জন্য আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে দিন যেগুলোর উপর আমরা আমল করতে থাকব এবং যারা আমাদের পেছনে রয়েছে তাদেরকেও সেই দিকে আহবান জানাব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় আদায় করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। (বিষয়গুলো হল) আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া। কথটি বলে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যে

এক গুণেছেন। আর নামায় আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং তোমরা যে গনীমত লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য (বায়তুল মালে) জমা দেওয়া। আর আমি তোমাদেরকে লাউয়ের পাত্র, নাকীর নামক খোদাইকৃত কাঠের পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফফাত নামক তৈল মাখানো পাত্র ব্যবহার থেকে নিষেধ করছি।

[৪.৩১] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي كُرَيْبٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْنَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلِّمْ عَلَيْهَا عَنْ الرُّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيَهَا وَقَدْ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَتَبْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلِّ أَمْ سَلِّمَةً فَأَخْبَرْتَهُمْ فَرَوْنِي إِلَى أُمِّ سَلِّمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِّمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ، فَقُلْتُ قَوْمِي إِلَى جَنْبِهِ فَقَوْلِي تَقُولُ أُمُّ سَلِّمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرُّكُعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيَهُمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخِرْنِي، فَفَعَلْتَ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخَرْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتُ عَنِ الرُّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي أَنَسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِّنْ قَوْمِهِمْ فَشَفَعُونِي عَنِ الرُّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ۔

[৪০৩১] ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান ও বকর ইব্ন মুদার (র) বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস, আবদুর রহমান ইব্ন আযহার এবং মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা) (এ তিনজনে) আমাকে আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। এবং তাঁকে আসরের পরের দু'রাকাত নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। কারণ আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনি নাকি এই দু'রাকাত নামায় আদায় করেন অথচ নবী (সা) এ দু'রাকাত নামায় আদায় করতে নিষেধ করেছেন—এ হাদীসও আমাদের কাছে পৌছেছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমর (রা) সহ এ দু'রাকাত নামায় আদায়কারী লোকদেরকে প্রহার করতাম। কুরায়ব (র) বলেন, আমি তাঁর [আয়েশা (রা)] কাছে গেলাম এবং তারা আমাকে যে ব্যাপারে পাঠিয়েছেন তা জানালাম। তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস কর। এরপর আমি তাঁদেরকে [আয়েশা (রা)-এর জবাবের কথা] জানালে তাঁরা আবার আমাকে উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে পাঠালেন এবং আয়েশা (রা)-এর কাছে যা বলতে বলেছিলেন সেসব কথা তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। তখন উম্মে সালমা (রা) বললেন,

আমি নবী (সা) থেকে শুনেছি যে, তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একদিন তিনি আসরের নামায আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আমার কাছে ছিল আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা। তখন নবী (সা) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। আমি তা দেখে খাদীমা-কে পাঠিয়ে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, “উম্মে সালমা (রা) আপনাকে এ কথা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে এ দু'রাকাত আদায় করা থেকে নিষেধ করতে শুনি নি? অথচ দেখতে পাচ্ছি আপনি সেই দু'রাকাত আদায় করছেন।” এরপর যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে যাবে। খাদীমা গিয়ে (সেভাবে কথাটি) বলল। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। খাদীমা পেছনের দিকে সরে গেল। এরপর নামায সেরে তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! (উম্মে সালমা) তুমি আমাকে আসরের পরের দু'রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করছ। আসলে আজ আবদুল কায়স গোত্র থেকে তাদের কয়েকজন লোক আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাঁরা আমাকে ব্যস্ত রাখার কারণে যুহরের পরের দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ আমার হয়নি। আর সেই দু'রাকাত হল এ দু'রাকাত নামায।

৪০৩৩ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ جَوَاثِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ۔

৪০৩২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ল্লাহ (সা)-এর মসজিদে জুম'আর নামায জারী করার পরে সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায জারী করা হয়েছিল তা হল বাহরাইনের জুয়াসা এলাকার আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদ।

২২৩৫. بَابُ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أَكَّالٍ

২২৩৪. অনুচ্ছেদ : বনী হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইবন উসাল (রা)-এর ঘটনা

৪০৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا السَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَكَّالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ، يَا مُحَمَّدُ إِنَّ تَقْتُلَنِي تَقْتُلْ ذَايَ، وَإِنْ تَنْتَعِمَ، تَنْتَعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ، حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ عِنْدِي مَا قُلْتَ لَكَ إِنْ تَنْتَعِمَ، تَنْتَعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتَ لَكَ، فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَنْطَلَقَ

إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ - فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ ، أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَيْنِ بَيْنٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ ، وَإِنْ خَيْلَكَ أَخَذْتَنِي ، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَّوْتُ ، قَالَ لَا : وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْتَنَنَّ فِيهَا النَّبِيُّ (ص) -

৪০৩৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে গিয়ে) তারা সুমামা ইবন উসাল নামক বনু হানীফার এক ব্যক্তিকে ধরে আনলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী (সা) তার কাছে এসে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। (কারণ আপনি মানুষের উপর কখনো জুলুম করেন না বরং অনুগ্রহই করে থাকেন) যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ দান করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি আপনি (এর বিনিময়ে) অর্থ সম্পদ চান তা হলে যতটা খুশী দাবি করুন। নবী (সা) তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল। নবী (সা) আবার তাকে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা (গতকাল) আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি। নবী (সা) বললেন, তোমরা সুমামার বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার (মুক্তি পেয়ে) সুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গেল এবং গোসল করল। এরপর ফিরে এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। (তিনি আরো বললেন) হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে আমার কাছে যমীনের বুকে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোন দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহর কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী

সৈনিকগণ আমাদের ধরে এনেছে, সে সময় আমি উমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলাম। তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ করার হুকুম করেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে (দুনিয়া ও আখিরাতের) সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং উমরা আদায়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কা আসলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি নিজের দীন ছেড়ে দিয়ে অন্য দীন গ্রহণ করেছ? তিনি উত্তর করলেন, না, (বেদীন হয়নি? কুফর শিরক তো কোন দীনই নয়) বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম। নবী (সা)-এর বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে ইমামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না।

৪.৩৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشِيرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شِمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قِطْعَةً جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْمُرُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَنْ أَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرَيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجَبِّيكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرَيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سَوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَنِي شَأْنُهُمَا ، فَأَوْحَى إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلَتْهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا الْعَنَسِيُّ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ .

৪০৩৪ আবুল ইয়ামান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একবার মিথ্যুক মুসায়লামা (মদীনায়) এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সা) যদি আমাকে তাঁর পরবর্তীতে (স্বলাভিষিক্ত) নিয়োগ করে যায় তা হলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাবো। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সাবিত ইবন কায়স ইবন সাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসায়লামা তার সাথীদের মধ্যে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি তার কাছে গিয়ে পৌছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ তুচ্ছ ডালটিও চাও তবে এটিও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা লংঘিত হতে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নাযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এরপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি “আমি তোমাকে তেমনই দেখতে

পাচ্ছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিল” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবু হুরায়রা (রা) আমাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু’হাতে স্বর্ণের দু’টি খাড়ু। খাড়ু দু’টি আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল (পুরুষের জন্য স্বর্ণের খাড়ু অবৈধ) তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি নির্দেশ দেয়া হল, খাড়ু দু’টির উপর ফুঁ দাও। আমি সে দু’টির উপর ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। এরপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু’জন মিথ্যাবাদী (নবী) বলে যারা আমার পরে বের হবে। এদের একজন ‘আনসী আর অপরজন মুসায়লাম।

৪০৩৫ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبَّرًا عَلَى، فَأَوْجَى إِلَيَّ أَنْ أَنْفَخَهُمَا، فَتَفَخَّتُهُمَا فَذَهَبًا، فَأَوَّلَتْهُمَا الْكَذَّابَيْنِ، اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبِ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبِ الْيَمَامَةِ.

৪০৩৫ ইসহাক ইবন নাসর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমার নিকট যমীনের সমুদয় সম্পদ উপস্থাপন করা হলো এবং আমার হাতে দু’টি সোনার খাড়ু রাখা হলো। ফলে আমার মনে ব্যাপারটি গুরুতর অনুভূত হলে আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, এগুলোর উপর ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, খাড়ু দু’টি উধাও হয়ে গেল। এরপর আমি এ দু’টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু’ মিথ্যাবাদী (নবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সানআ শহরের অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামা শহরের অধিবাসী (মুসায়লামাতুল কায্যাব)।

৪০৩৬ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعَطَارِدِي يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَأَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ الْقَيْنَاءُ وَآخِذْنَا الْآخَرَ، فَأَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا، جَمَعْنَا جُثُوءَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طَفْنَا بِهِ، فَأَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا مَنْصِلُ الْأَسِنَّةِ فَلَا نَدْعُ رَمَحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلَّا نَزَعْنَاهُ فَالْقَيْنَاءُ شَهْرُ رَجَبٍ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ (ص) غُلَامًا أَرْعَى الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِي فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.

৪০৩৬ সালত ইবন মুহাম্মদ (র) আবু রাজা উতারিদী (র) বলেন যে, (ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে) আমরা একটি পাথরের পূজা করতাম। যখন এ অপেক্ষা উত্তম কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম আর কখনো যদি আমরা কোন পাথর না পেতাম তা হলে কিছু

মাটি একত্রিত করে স্থূপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বকরী এনে সেই স্থূপের উপর দোহন করতাম (যেনো কৃত্রিমভাবে তা পাথরের মত দেখায়) তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। আর রজব মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা তীর থেকে ফলা বিচ্ছিন্ন করার মাস। কাজেই আমরা রজব মাসে তীক্ষ্ণতা যুক্ত সব ক'টি তীর ও বর্শা থেকে এর তীক্ষ্ণ অংশ খুলে আলাদা করে রেখে দিতাম। রাবী (মাহদী) (র) বলেন, আমি আবু রাজা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) নবুয়ত প্রাপ্তিকালে আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক। আমি আমাদের উট চরাতাম। তারপর যখন আমরা শুনলাম যে, তিনি [নবী (সা)] নিজের কাওমের উপর অভিযান চালিয়েছেন (এবং মক্কা জয় করে ফেলছেন) তখন আমরা পালিয়ে এলাম জাহান্নামের দিকে অর্থাৎ মিথ্যাবাদী (নবী) মুসায়লামার দিকে।

২২২০. بَابُ قِصَّةِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ

২২৩৫. অনুচ্ছেদ : আসওয়াদ আনসীর ঘটনা

৪২৩৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ أُخْرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَتَزَلَّ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كُرَيْزٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شِمَاسٍ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَضِيبٌ ، فَوَقَّفَ عَلَيْهِ فُكِّمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ إِنَّ شَيْئًا خَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَ ، وَإِنِّي لَأُرَاكَ الَّذِي أُرِيتَ فِيهِ مَا أُرِيتَ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي ، فَاَنْصَرَفَ النَّبِيُّ (ص) قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ (ص) الَّذِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وَضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفَطَطْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَتَفَخَّخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتْهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيُرْوَى بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ۔

৪০৩৭ সাঈদ ইবন মুহাম্মদ জারমী (র) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌছে যে, [রাসূল (সা)-এর যামানায়] মিথ্যাবাদী মুসায়লামা একবার মদীনায় এসে হারিসের কন্যার ঘরে অবস্থান করেছিল। হারিস ইবন কুরায়যের কন্যা তথা আবদুল্লাহ ইবন আমিরের মা ছিল তার (মুসায়লামার) স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে আসলেন। তখন তার সঙ্গে ছিলেন সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্বাস (রা); তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খতীব বলা হত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। তিনি তার কাছে গিয়ে তার সাথে কথাবার্তা

রাখলেন। মুসায়লামা তাঁকে [রাসূলুল্লাহ (সা)-কে] বলল, আপনি ইচ্ছা করলে আমার এবং আপনার মাঝে কর্তৃত্বের বাধা এভাবে তুলে দিতে পারেন যে, আপনার পরে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। নবী (সা) তাকে বললেন, তুমি যদি এ ভালটিও আমার কাছে চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত ইব্ন কায়স এখানে রইল সে আমার পক্ষ থেকে তোমার জবাব দেবে। এ কথা বলে নবী (সা) (সেখান থেকে) চলে গেলেন। উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখিত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, [আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক] আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাম্বিলাম এমতাবস্থায় আমাকে দেখানো হলো যে, আমার দু'হাতে দু'টি সোনার খাড়া রাখা হয়েছে। এতে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং তা অপছন্দ করলাম। তখন আমাকে (ফুঁ দিতে) বলা হল। আমি এ দু'টির উপর ফুঁ দিলে সে দু'টি উড়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) আবির্ভূত হবে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এ দু'জনের একজন হল আসওয়াদ আল আনসী, যাকে ফায়রুয নামক এক ব্যক্তি ইয়ামান এলাকায় হত্যা করেছে আর অপর জন হল মুসায়লামা।

২২২৬. بَابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ

২২৩৬. অনুচ্ছেদ : নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা

৪০২৮ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَنْ كَانَ نَبِيًّا فُلَاعِنًا لَا تَفْلِحْ نَحْنُ وَلَا عَقِيْبَتُنَا مِنْ بَعْدِنَا ، قَالَ إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا ، فَقَالَ لَابْعَثْنِي مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذَا حَقَّ أَمِينٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ .

৪০৩৮ আব্বাস ইব্ন হুসায়ন (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান এলাকার দু'জন সরদার আকিব এবং সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে মুবাহালা করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হুযায়ফা (রা) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল, একপ করো না। কারণ আল্লাহর কসম, তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সাথে মুবাহালা করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে

বলল যে, আপনি আমাদের কাছ থেকে যা চাবেন আপনাকে আমরা তা-ই দেবো। তবে এর জন্য আপনি আমাদের সাথে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন। আমানতদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই একজন পুরা আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো, এ দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ তুমি উঠে দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন : এ হচ্ছে এই উম্মতের আমানতদার।

[৪০৭৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا آمِنًا، فَقَالَ لَا بُعْثُ الْبَيْنَ رَجُلًا آمِنًا حَقَّ آمِنٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ-

[৪০৩৯] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান অধিবাসীরা নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এলাকার জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তি পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন : তোমাদের কাছে আমি একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো যিনি সত্যিই আমানতদার। কথাটি শুনে লোকজন সবাই আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলো। নবী (সা) তখন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে পাঠালেন।

[৪০৪০] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِنٌ، وَآمِنٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ-

[৪০৪০] আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ইবন আবদুল মালিক) (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার রয়েছে। আর এ উম্মতের সেই আমানতদার হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্।

২২৩৭. بَابُ قِصَّةِ عُثْمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ

২২৩৭. অনুচ্ছেদ : ওমান ও বাহরাইনের ঘটনা

[৪০৪১] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ ابْنَ الْمُكَدَّرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَمَرَ مُتَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) دِينَ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنِي، قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ

أَعْطَيْتَكَ هَكَذَا وَهَكَذَا هَكَذَا ثَلَاثًا ، قَالَ فَأَعْطَنِي ، قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتَكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتَكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، فَأَمَّا أَنْ تُعْطِنِي وَأَمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي ، فَقَالَ أَقَلْتُ أَبْخُلُ عَنِّي ، وَآيُ دَامَ أَنْوًا مِنَ الْبُخْلِ ، قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعَكَ مِنْ مَرَّةٍ الْوَاحِدَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ وَعَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ عَدَمًا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ خُذْ مِنْهَا مَرَّتَيْنِ -

[৪০৪১] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, বাহরায়নের অর্থ সম্পদ (জিযিয়া) আসলে তোমাকে এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ শব্দটি) তিনবার বললেন। এরপর বাহরায়ন থেকে আর কোন অর্থ সম্পদ আসেনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। এরপর আবু বাকরের যুগে যখন সেই অর্থ সম্পদ আসলো তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে ঘোষণা করল : নবী (সা)-এর কাছে যার ঋণ প্রাপ্য রয়েছে কিংবা কোন ওয়াদা অপূরণ হয়ে গেছে সে যেনো আমার কাছে আসে (এবং তা নিয়ে নেয়) জাবির (রা) বলেন : আমি আবু বাকর (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে জানালাম যে, নবী (সা) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরায়ন থেকে অর্থ-সম্পদ আসে তা হলে তোমাকে আমি এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ কথাটি) তিনবার বললেন। জাবির (রা) বলেন : তখন আবু বাকর (রা) আমাকে অর্থ সম্পদ দিলেন। জাবির (রা) বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এবং তার কাছে মাল চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার আসি, তিনি আমাকে কিছুই দেননি। এরপর আমি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এলাম। তখনো তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। কাজেই আমি তাঁকে বললাম : আমি আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে দেননি। তারপর (আবার) এসেছিলাম তখনো দেননি। এরপরেও এসেছিলাম তখনো আমাকে আপনি দেননি। কাজেই এখন হয়তো আপনি আমাকে সম্পদ দিবেন নয়তো আমি মনে করব : আপনি আমার ব্যাপারে কৃপণতা অবলম্বন করেছেন। তখন তিনি বললেন : এ কি বলছ তুমি 'আমার ব্যাপারে কৃপণতা করছেন।' (তিনি বললেন) কৃপণতা থেকে মারাত্মক ব্যাধি আর কি হতে পারে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (এরপর তিনি বললেন) যতবারই আমি তোমাকে সম্পদ দেয়া থেকে বিরত রয়েছি ততবারই আমার ইচ্ছা ছিলো যে, (অন্য কোথাও থেকে) তোমাকে দেবো। আমার [ইবন দীনার (র)] মুহাম্মদ ইবন আলী (র)-এর মাধ্যমে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বাকর (রা)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, এ (আশরাফী)গুলো গুণে দেখলাম এখানে পাঁচ শ' (আশরাফী) রয়েছে। তিনি বললেন, (ওখান থেকে) এ পরিমাণ আরো দু'বার তুলে নাও।

২২২৮. بَابُ قُدُومِ الْأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ (ص) هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

২২৩৮. অনুচ্ছেদ : আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন। নবী (সা) থেকে আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আশ'আরীগণ আমার আর আমিও তাদের

৪.৬৩ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَآخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَّنَنَا حِينَمَا نَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلَزُومِهِمْ لَهُ.

৪০৪২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ এবং ইসহাক ইবন নাসর (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এসে অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এ সময়ে তাঁর [নবী (সা)] খিদমতে ইবন মাসউদ (রা) ও তাঁর আশ্রয় অধিক আসাযাওয়া ও ঘনিষ্ঠতার কারণে আমরা তাঁদেরকে তাঁর [নবী (সা)-এর] পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম।

৪.৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرَمٍ وَأَنَا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَقَدَّى دَجَاجًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ ، فَدَعَا إِلَى الْفَدَاءِ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ قَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يَأْكُلُهُ قَالَ إِنِّي خَلَفْتُ لَا أَكُلُهُ قَالَ هَلُمَّ أَخْبِرْكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ (ص) نَفَرًا مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَخَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ (ص) أَنْ أَتَى بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخُمْسِ نَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَقَعْلُنَا النَّبِيُّ (ص) يَمِينَهُ لَا تَفْلَحُ بَعْدَهَا أَبَدًا ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ خَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنْ لَا أَحِلُّ عَلَى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَ مَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الذِّي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

৪০৪৩ আবু নুআইম (র) যাহদাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুসা (রা) এ এলাকায় এসে জারম গোত্রের লোকদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। একদা আমরা তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এ সময়ে তিনি মুরগীর গোশত দিয়ে দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি তাকে খানা খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি মুরগীটিকে একটি (খারাপ) জিনিস খেতে দেখেছি। এ জন্য খেতে আমার অরুচি লাগছে। তিনি বললেন, এসো। কেননা আমি নবী (সা)-কে মুরগী খেতে দেখেছি। সে বলল, আমি শপথ করে ফেলছি যে, এটি খাবো না। তিনি বললেন, এসে পড়। তোমার

শপথ স্বক্কে আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমরা আশ'আরীদের একটি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর কাছে সাওয়ারী চেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর আমরা (পুনরায়) তাঁর কাছে সাওয়ারী চাইলাম। তিনি তখন শপথ করে ফেললেন যে, আমাদেরকে তিনি সাওয়ারী দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই নবী (সা)-এর কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হল। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি করে উট দেয়ার আদেশ দিলেন। উটগুলো হাতে নেয়ার পর আমরা পরস্পর বললাম, আমরা নবী (সা)-কে তাঁর শপথ থেকে অমনোযোগী করে ফেলছি (এবং উট নিয়ে যাচ্ছি) এমন অবস্থায় কখনো আমরা কামিয়াব হতে পারবো না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শপথ করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দেবেন না। এখন তো আপনি আমাদের সাওয়ারী দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তবে আমার নিয়ম হল, আমি যদি কোন ব্যাপারে শপথ করি আর এর বিপরীত কোনটিকে এ অপেক্ষা উত্তম মনে করি তাহলে (শপথকৃত ব্যাপার ত্যাগ করি) উত্তমটিকেই গ্রহণ করে নেই।

৪০৪৪ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحَرَّرٍ الْمَازِنِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ ابْشُرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ، قَالُوا أَمَا إِذْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطَنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اقْبَلُوا الْبَشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

৪০৪৪ আমর ইবন আলী (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামীমের লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি খোশ-খবরী তো দিলেন, কিন্তু এখন আমাদেরকে (কিছু আর্থিক সাহায্য) দান করুন। কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চোহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন সময়ে ইয়ামানী কিছু লোক আসল। নবী (সা) বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবর গ্রহণ করল না, তা হলে তোমরাই তা গ্রহণ কর। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তা কবুল করলাম।

৪০৪৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْإِيمَانُ هَهْنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ وَالْجَفَاءِ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفِدَائِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ، مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رِبْعَةً وَمَضَرَ

৪০৪৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-জু'ফী (র) আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) ইয়ামানের দিকে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেছেন, ইমান হল ওখানে। আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা হল রাবীয়া ও মুযার গোত্রদ্বয়ের সেসব মানুষের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার দেয়, যেখান থেকে উদ্ভিত হয়ে থাকে শয়তানের উভয় শিং।

৪০৮৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ آتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقُ أَفْنِدَةً وَالْبَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

৪০৮৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হল ইয়ামানীদের, হিকমত হল ইয়ামানীদের, আত্মজরিতা ও অহংকার রয়েছে উট-ওয়ালাদের মধ্যে, বকরী পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাভীর্ষ। গুনদর (র) এ হাদীসটি শুবা-সুলায়মান-যাকওয়ান (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪০৮৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٌ ، وَالْفِتْنَةُ هَهُنَا ، هَهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

৪০৮৭ ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেন : ঈমান হল ইয়ামানীদের। আর ফিতনা (বিপর্যয়ের) গোড়া হল ওখানে, যেখানে উদিত হয় শয়তানের শিং।

৪০৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ آتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرْقُ أَفْنِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ -

৪০৮৮ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়ালু। ফিকাহ হল ইয়ামানীদের আর হিকমাত হল ইয়ামানীদের।

৪০৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ خُبَابٌ ، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْسْتَطِيعُ هَؤُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرُوا كَمَا تَقْرَأُ ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ، قَالَ أَجَلُ ، قَالَ إِقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَا أَمْرٌ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَلَيْسَ بِأَقْرَبِنَا ، قَالَ أَمَا إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ ، فَقَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرِيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ قَدْ أَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا أَقْرَأُ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ يَقْرؤه ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى خُبَابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقَى ،

قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَى بَعْدِ الْيَوْمِ فَالْقَاهُ ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ .

৪০৪৯ আবদান (র) আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন সেখানে খাবাব (রা) এসে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান (ইবন মাসউদ)! এসব তরুণ কি আপনার তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করতে পারে? তিনি বললেন : আপনি যদি চান তা হলে একজনকে হুকুম দেই যে, সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাবে। তিনি বললেন, অবশ্যই। ইবন মাসউদ (রা) বললেন, ওহে আলকামা, পড় তো। তখন যিয়াদ ইবন হুদায়রের ভাই যায়েদ ইবন হুদায়র বলল, আপনি আলকামাকে পড়তে হুকুম করেছেন, অথচ সে তো আমাদের মধ্যে ভাল তিলাওয়াতকারী নয়। ইবন মাসউদ (রা) বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার গোত্র ও তার গোত্র সম্পর্কে নবী (সা) কি বলেছেন তা জানিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেন) এরপর আমি সূরায় মারযাম থেকে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনার কেমন মনে হয়? তিনি বললেন, বেশ ভালই পড়েছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি যা কিছু পড়ি তার সবই সে পড়ে নেয়। এরপর তিনি খাবাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার হাতে একটি সোনার আংটি। তিনি বললেন, এখনো কি এ আংটি খুলে ফেলার সময় হয়নি? খাবাব (রা) বললেন, ঠিক আছে, আজকের পর আর এটি আমার হাতে দেখতে পাবেন না। এ কথা বলে তিনি আংটিটি ফেলে দিলেন। হাদীসটি শুনদুর (র) শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২২৩৭. بَابُ قِصَّةِ نَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو النَّوْسِيِّ

২২৩৯. অনুচ্ছেদ : দাউস গোত্র এবং তুফায়েল ইবন আমর দাউসীর ঘটনা

৪০৫০ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِوٍ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ إِنَّ نَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَرْسًا ، وَأْتِ بِهِمْ .

৪০৫০ আবু নুআইম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফায়েল ইবন আমর (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র হালাক হয়ে গেছে। তারা নাফরমানী করেছে এবং (দীনের দাওয়াত) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের প্রতি বদদোয়া করুন। তখন নবী (সা) বললেন, হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়েত দান করুন এবং (দীনের দিকে) নিয়ে আসুন।

৪০৫১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ :

يَا لَيْلَةً مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَائِهَا + عَلَى أَتْنَاهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَتْ

وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَبَايَعْتُهُ فَبَيَّنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ ، فَقُلْتُ هُوَ لَوْجِهِ اللَّهُ فَأَعْتَقْتُهُ -

৪০৫১ মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হয়ে রাস্তার মধ্যে বলেছিলাম, হে সুদীর্ঘ ও চরম পরিশ্রমের রাত! (তবে) এ রাত আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। (এটিই আমার পরম পাওয়া) আমার একটি গোলাম ছিল। আসার পথে সে পালিয়ে গেল। এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে এসে বায়আত করলাম। এরপর একদিন আমি তাঁর খেদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় গোলামটি এসে হাযির। নবী (সা) আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! এই যে তোমার গোলাম (নিয়ে যাও)। আব্বাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে আযাদ—এই বলে আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।

২২৪. بَابُ قِصَّةِ وَفْدِ طَيْمَرٍ ، وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

২২৪০. অনুচ্ছেদ : তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইবন হাতিমের ঘটনা

৪০৫২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ ، فَقُلْتُ أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ بَلَى ، أَسَلَّمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَذْبَرُوا ، وَوَقِفْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ عَدِيُّ فَلَا أَبَالِي إِذَا -

৪০৫২ মুসা ইবন ইসমাইল (র) 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দলসহ উমর (রা)-এর দরবারে আসলাম। তিনি প্রত্যেকের নাম নিয়ে একজন একজন করে ডাকতে শুরু করলেন। তাই আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনি। লোকজন যখন ইসলামকে অস্বীকার করেছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। লোকজন যখন পৃষ্ঠপদর্শন করেছিল তখন তুমি সম্মুখে অগ্রসর হয়েছ। লোকেরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তুমি তখন ইসলামের ওয়াদা পূরণ করেছ। লোকেরা যখন দীনের সত্যতা অস্বীকার করেছিল তুমি তখন দীনকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছ। এ কথা শুনে আদী (রা) বললেন, তা হলে এখন আমার কোন চিন্তা নেই।

২২৪১. بَابُ حَبَّةِ الْوَدَاعِ

২২৪১. অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্ব

৪০৫৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الْحَصَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ انْقَضِيَ رَأْسُكَ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ إِلَى التَّعْنِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ لِهَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهْلَوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الْحَصَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَأَتَمُّوا طَوَافًا وَاحِدًا -

৪০৫৩ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল-
ল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মক্কার পথে) রওয়ানা হই। তখন আমরা উমরার (নিয়তে) ইহ্রাম
বাঁধি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দিলেন, যাদের সঙ্গে কুরবানীর পণ রয়েছে, তারা যেন হজ্জ ও
উমরা উভয়ের একসাথে ইহ্রামের নিয়ত করে এবং হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাধা করার পূর্বে হাল-
ল না হয়। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমি মক্কায় পৌছি এবং ঋতুবতী হয়ে পড়ি। এ কারণে আমি বায়তুল্লাহর
তওয়াফ-এর সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করতে পারলাম না। এ খবর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত
করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল ছেড়ে দাও এবং মাথা (চিরুনি দ্বারা) আঁচড়াও
আর কেবল হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ ও উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। এরপর আমরা যখন হজ্জের
কাজসমূহ সম্পন্ন করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র (আমার
ভাই) আবদুর রহমান (রা)-এর সঙ্গে তানঈম নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে (ইহ্রাম
বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] বললেন, এই উমরা তোমার পূর্বের কাফা
উমরার পরিপূরক হল। আয়েশা (রা) বলেন, যারা উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন তারা বায়তুল্লাহ তওয়াফ
করে এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পর হালাল হয়ে যান এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করার
পর আর এক তওয়াফ আদায় করেন। আর যারা হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম এক সাথে বাঁধেন (হজ্জ
কিরানে), তাঁরা কেবল এক তওয়াফ আদায় করেন।

৪০৫৪ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَ ، فَقُلْتُ مِمَّنْ آتَيْنَا قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ثُمَّ مَحَلَّهَا
إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ (ص) أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ

الْمُعْرِفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلَ وَيَبْعُدُ -

৪০৫৪ আমর ইব্ন আলী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুহরিম ব্যক্তি যখন বায়তুল্লাহ তওয়াফ করল তখন সে তাঁর ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেল। আমি (ইব্ন জুরায়জ) জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এ কথা কি করে বলতে পারেন? (যে সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পূর্বে কেউ হালাল হতে পারে।) রাবী আতা (র) উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এই কালামের দলীল থেকে যে, এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বায়তুল্লাহ এবং নবী (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীদের হজ্জাতুল বিদায় (এ কাজের পরে) হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়ার ঘটনা থেকে। আমি বললাম : এ হুকুম তো আরাফা-এ উকুফ করার পর প্রযোজ্য। তখন আতা (র) বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে উকুফে আরাফার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়ই এ হুকুম প্রযোজ্য।

৪০৫৫ حَدَّثَنِي يَبَّانُ حَدَّثَنَا النُّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِالْيَطْحَاءِ فَقَالَ أَحْجَجْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِهَلَالٍ كَهَلَالِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ طُفْ بِالْيَيْتِ وَالْيَصْفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ حِلْ فَطُفْتُ بِالْيَيْتِ وَالْيَصْفَا وَالْمَرْوَةَ وَآتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَّتْ رَأْسِي -

৪০৫৫ বায়ান (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বিদায় হচ্ছে) মক্কার বাত্‌হা নামক স্থানে নবী (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি হচ্ছের ইহ্রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করলেন। কোন প্রকার হচ্ছের ইহ্রামের নিয়ত করেছ? আমি বললাম, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইহ্রামের মত ইহ্রামের নিয়ত করে তালবিয়া পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বায়তুল্লাহ তওয়াফ কর এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী কর। এরপর (ইহ্রাম খুলে) হালাল হয়ে যাও। তখন আমি বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলাম ও সাফা এবং মারওয়া সায়ী করলাম। এরপর আমি কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম, সে আমার চুল আঁচড়ে (দিয়ে ইহ্রাম থেকে মুক্ত করে) দিল।

৪০৫৬ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ ابْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) أَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي وَفَلَسْتُ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَذِي -

৪০৫৬ ইব্রাহীম ইব্ন মুনির (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) ইব্ন উমর (রা)-কে জানিয়েছেন যে, বিদায় হচ্ছের বছর নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তখন হাফসা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কারণে হালাল হচ্ছেন না?

তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আঠা (গাম) জাতীয় বস্তু দ্বারা আমার মাথার চুল জমাট করে ফেলেছি এবং কুরবানীর পশুর (নিদর্শনস্বরূপ) গলায় চর্ম বেঁধে (গলতানী বা গলকষ্ঠ) দিয়েছি। কাজেই, আমি আমার (হজ্জ সমাধা করার পর) কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে হালাল হতে পারব না।

[৪০৫৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحْجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ۔

[৪০৫৭] আবুল ইয়ামান (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আশআম গোত্রের এ মহিলা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে। এসময় ফদল ইব্ন আব্বাস (রা) (একই যানবাহনে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহিলাটি আবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন। আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় ফরয হল যে তিনি অতীব বয়োবৃদ্ধ, যে কারণে যানবাহনের উপর সোজা হয়ে বসতেও সমর্থ নন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর পক্ষ থেকে (নায়েবী) হজ্জ আদায় করলে তা আদায় হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ।

[৪০৫৮] حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرَدِّفٌ أَسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ اثْنًا بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ (ص) وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ ثُمَّ غَلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقَتْهُمْ فَوَجَدَتْ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعُمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ ، صَلَّى بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ ، حِينَ تَلِيحُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ، قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرَّةً حَمْرَاءَ۔

[৪০৫৮] মুহাম্মদ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফতেহ মক্কার বছর রাসূলুল্লাহ (সা) এগিয়ে চললেন। তিনি (তাঁর) কসওয়া নামক উটনীর উপর উসামা (রা)-কে পিছনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইব্ন তালহা (রা)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) (তাঁর বাহনকে)

বায়তুল্লাহর নিকট বসালেন। তারপর উসমান (ইবন তালহা) (রা)-কে বললেন, আমার কাছে চাবি নিয়ে এসো। তিনি তাঁকে চাবি এনে দিলেন। এরপর কা'বা শরীফের দরজা তাঁর জন্য খোলা হল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা), উসামা, বিলাল এবং উসমান (রা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর তিনি দিবা ভাগের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং পরে বের হয়ে আসেন। তখন লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য তাড়াহুড়া করতে থাকে। আর আমি তাদের অগ্রগামী হই এবং বিলাল (রা)-কে কা'বার দরজার পিছনে দাঁড়ানোবস্থায় পাই। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন স্থানে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, ঐ সামনের দু' স্তম্ভের মাঝখানে। এ সময় বায়তুল্লাহর দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। নবী (সা) সামনের দুই খামের মাঝখানে নামায আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহর দরজা তার পিছনে রেখেছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল আপনার বায়তুল্লায় প্রবেশকালে সামনে যে দেয়াল পড়ে সেদিকে। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কত রাকাত নামায আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর যে স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় করেছিলেন সেখানে লাল বর্ণের মর্মর পাথর ছিল।

৪০৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) أَخْبَرْتُهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَبِيبٍ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) حَاضَتْ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَحَابِسْتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلْتَنْفِرْ -

৪০৫৮ আবুল ইয়ামান (র) নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হুয়াই-এর কন্যা সাফিয়া (রা) বিদায় হজ্জের সময় ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী (সা) বললেন, সে কি আমাদের (মদীনার পথে প্রত্যাবর্তনে) বাঁধ সাধল? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি তো তওয়াফে যিয়ারাহ আদায় করে নিয়েছেন। তখন নবী (সা) বললেন, তাহলে সেও রওয়ানা করুক।

৪০৬০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحُجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيِّ (ص) بَيْنَ أَظْهَرِنَا وَلَا نَدْرِي مَا حُجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَاطْلَبَ فِي ذِكْرِهِ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أَمْتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ ، فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ ، إِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَدَ ، وَإِنَّهُ أَعْوَدَ عَيْنِ الْيَمْنَى كَانَ عَيْنُهُ عَنَبَةً طَافِيَةً ، إِلَّا أَنْ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ أَلَلَّهُمْ أَشْهَدُ ثَلَاثًا ، وَيَلَّكُمْ أَوْ يَنْعَمُ أَنْظَرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

৪০৬০ ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি। নূহ (আ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তার অবস্থা তোমাদের উপর প্রচ্ছন্ন থাকবে না। তোমাদের কাছে এও অস্পষ্ট নয় যে, তোমাদের রব (আল্লাহ) এক চোখ কানা নন। অথচ দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোখ একটি ফোলা আস্তুর। তোমরা সতর্ক থাক। আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাসের মত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শোণিত ও তোমাদের সম্পদকে তোমার উপর হারাম করেছেন। তোমরা লক্ষ্য কর, আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি একথা তিনবার বললেন, (তারপর বললেন), তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকে, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

৪.৬১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً أَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحْجْ بَعْدَهَا حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو اسْحَقَ وَيَمَكَّةَ أُخْرَى -

৪০৬১ আমার ইবন খালিদ (র) য়ায়েদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) উনিশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরতের পর তিনি কেবল একটি হজ্জ আদায় করেন। এরপর তিনি আর কোন হজ্জ আদায় করেননি এবং তা হলো বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক (র) বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে তিনি (নফল) হজ্জ আদায় করেন।

৪.৬২ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُذْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَجَرِيرٍ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

৪০৬২ হাফস্ ইবন উমর (রা) জারির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) জারীর (রা)-কে বিদায়-হজ্জ বললেন, লোকজনকে চুপ থাকতে বল। তারপর বললেন, মনে রেখ! আমার ইস্তিকালের পর তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

৪৬৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ نُو الْقَعْدَةِ وَنُو الْحَجَّةِ وَالْمَحْرَمِ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ أَيْ شَهْرٌ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ نُو الْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النُّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَنِّي يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنِّي سَمِعَهُ ، فَكَانَ مُحَمَّدًا إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ (ص) ثُمَّ قَالَ : أَلَا هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ -

৪০৬৩ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে ও অবস্থায়। যেদিন থেকে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর বার মাসে হয়ে থাকে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস পরপর আসে—যেমন যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এবং রজব মুদার যা জমাদিউল আখির ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জানেন। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা অচিরেই তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম : হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা তিনি অচিরেই এ শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ। রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা অচিরেই

তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ইত্তিকালের পরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম পৌছে দেবে। এটা বাস্তব যে, অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার থেকেও প্রচারকৃত ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মদ [ইবন সীরীন (র)] যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন—মুহাম্মদ (সা) সত্যই বলেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, জেনে রেখ, আমি কি (আল্লাহর বাণী তোমাদের কাছে) পৌছিয়ে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন।

৪৬৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ آيَةُ آيَةٍ فَقَالُوا : الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَعْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَى مَكَانٍ أُنْزِلَتْ ، أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ -

৪০৬৪ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) তারিক ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদল ইহুদী বলল, যদি এ আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত, তাহলে আমরা উক্ত অবতরণের দিনকে 'ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। তখন উমর (রা) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ আয়াত? তারা বলল, এই আয়াত : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবন-বিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। (৫ : ৩) তখন উমর (রা) বললেন, কোন্ স্থানে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তা আমি জানি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফা ময়দানে (জাবাল রহমতে) দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন।

৪৬৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجَّةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَهْلٌ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَوْمِ النُّحْرِ -

৪০৬৫ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (মদীনা মুনাওয়ারা থেকে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন আর কেউ কেউ হজ্জের ইহ্রাম, আবার কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। যারা শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন অথবা হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম একসঙ্গে বাঁধেন, তারা কুরবানীর দিন দশই যিলহজ্জ-এর পূর্বে হালাল হতে পারবে না।

৪.৬৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ۔

৪০৬৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উপরোক্ত ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জকালীন সময়ের। ইসমাইল (র) সূত্রেও মালিক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪.৬৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا نَوْمَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ، قَالَ لَا ، قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تَنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى الْفَقْمَةُ تَجْعَلَهَا فِي فِي إِمْرَأَتِكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي ، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَخْلَفَ ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تَخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرَبَكَ آخِرُونَ اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي مَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُوفَى بِمَكَّةَ۔

৪০৬৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র) সা'দ (ইবন আবু ওয়াক্কাস) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি বেদনাজনিত মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী (সা) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার রোগ যে কঠিন আকার ধারণ করেছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একজন বিস্ত্রালী লোক অথচ আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আমি এর অর্ধেক সাদকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ, তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া তাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম—যারা পরে মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। আর তুমি যা-ই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত খরচ কর, তার বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান প্রদান করা হবে। এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার জীবন মুখে তুলে ধর তারও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আমার সাথীদের পিছনে পড়ে থাকব? তিনি বললেন, তুমি পিছনে পড়ে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করবে তা দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমৃদ্ধ হবে। সম্ভবত তুমি পিছনে থেকে যাবে। ফলে তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় উপকৃত হবে। অন্য সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইয়া আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত আপনি জারী

রাখুন। এবং তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সা'দ ইব্ন খাওলা (রা)-এর জন্য, (রাবী বলেন) মক্কায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

৪০৬৮ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৪০৬৮ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন উমর (রা) তাঁদেরকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে তাঁর মাথা মুগুন করেছিলেন।

৪০৬৯ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَا النَّبِيُّ (ص) حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنْسُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ -

৪০৬৯ উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন উমর (রা) তাঁকে অবহিত করেন যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে মাথা মুগুন করেন এবং তাঁর সাহাবীদের অনেকেই আর তাঁদের কেউ কেউ মাথার চুল ছেঁটে ফেলেন।

৪০৭০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) قَانِمٌ بِمَنْى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ -

৪০৭০ ইয়াহুয়া ইব্ন কাযাআ ও লায়িস (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি গাধায় আরোহণ করে রওয়ানা হন। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জকালে মিনায় দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তখন গাধাটি নামাযের একটি কাতারের সামনে এসে পড়ে। এরপর তিনি গাধার পিঠ থেকে অবতরণ করেন এবং তিনি লোকদের সঙ্গে নামাযের কাতারে সামিল হন।

৪০৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيِّرِ النَّبِيِّ (ص) فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ أَلْعَنَ فَإِذَا وَجَدَ فُجُوءَ نَصْرٍ -

৪০৭১ মুসাদ্দাদ (র) হিশামের পিতা [উরওয়া (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে উসামা (রা) নবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, মধ্যম গতিতে চলেছেন আবার যখন প্রশস্ত পথ পেয়েছেন তখন দ্রুতগতিতে চলেছেন।

৪০৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ

الْخَطْمِيِّ أَنْ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا .

৪০৭২ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র) আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হচ্ছে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ঈশার নামায এক সাথে আদায় করেছেন।

২২৪২. بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ

২২৪২. অনুচ্ছেদ : গাযওয়ায়ে তাবুক—আর তা কষ্টের যুদ্ধ

৪০৭৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَسْأَلُهُ الْحُلَانَ لَهُمْ، إِذْهُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَوَأَفْقَتْهُ وَهُوَ غَضَبَانٌ وَلَا أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنَعَ النَّبِيِّ (ص) وَمِنْ مَخَافَةٍ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ (ص) وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَاءًا يَنَادِي آيُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ أَجِبِ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَتَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَتَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعَرَةٍ ابْتِاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ، فَانْطَلِقْ بِهِنَ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْتُ إِنْ اللَّهَ، أَوْ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِنَّ بِهِنَّ، فَقُلْتُ إِنْ النَّبِيِّ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالََةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَا تَنْظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدِّقٌ وَلَنْتَفَعَنَّ، أَحَبَبْتُ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ، حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ بَعْدَ فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثْتُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى.

৪০৭৩ মুহাম্মাদ ইবন 'আলা' (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য যানবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কঠিনতর যুদ্ধ অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু ছিলেন। অনন্তর আমি এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার সমীপে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনি যেন তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি রাগান্বিত। অথচ আমি তা অবগত নই। আর আমি নবী (সা)-এর যানবাহন না দেয়ার কারণে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নবী (সা)-এর হৃদয়ে আমার প্রতি না আবার অসন্তোষ আসে। তাই আমি

সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নবী (সা) যা বলেছেন তা আমি তাদের অবহিত করে। পরক্ষণেই শুনেতে পেলাম যে বিলাল (রা) ডাকছেন এ বলে যে, আবদুল্লাহ ইবন কায়স কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে ডাকছেন, আপনি উপস্থিত হন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া এমনি ছয়টি উটনী যা সা'দ থেকে ক্রয় করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর। এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও। এবং বল যে, আল্লাহ তা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর। এরপর আমি সেগুলোসহ তাদের কাছে গেলাম এবং বললাম, নবী (সা) এগুলোকে তোমাদের বাহন হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা যারা শুনেছিল আমার সাথে তোমাদের কেউ এমন কারুর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের চলে যেতে দিতে পারি না—যাতে তোমরা এমন ধারণা না কর যে, নবী (সা) যা বলেননি আমি তা তোমাদের বর্ণনা করেছি। তখন তারা আমাকে বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে খ্যাত। তবুও আপনি যা পছন্দ করেন, আমরা অবশ্য করব। অনন্তর আবু মুসা (রা) তাদের মধ্যকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। এরপর তাদের কাছে সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করলেন যেমন আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছিলেন।

৪০৭৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا ، قَالَ اتَّخَلَفْنِي فِي الصَّبِيَّانِ وَالنِّسَاءِ ؟ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصَنَّبًا .

৪০৭৪ মুসাদ্দাদ (র) মুসআব ইবন সা'দ তাঁর পিতা (আবু ওয়াহাব) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধাভিমানে রওয়ানা হন। আর আলী (রা)-কে খলীফা মনোনীত করেন। আলী (রা) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নবী (সা) বললেন, তুমি কি এ কথায় রাযী নও যে তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে যেমন হারুন (আ) মুসা (আ)-এর পক্ষ থেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এতটুকু পার্থক্য যে, (তিনি নবী ছিলেন আর) আমার পরে কোন নবী নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, শু'বা (র) আমাকে হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন; আমি মুসআব (র) থেকে শুনেছি।

৪০৭৫ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْلى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْتَوْا أَعْمَالِي عِنْدِي قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَقُصِرُ

أَحَدُهُمَا يَدَا الْأَخْرِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضُّ الْأَخْرِ فَتَنَسَّيْتُهُ ، قَالَ فَانْتَزَعُ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاصِرِ ، فَانْتَزَعُ أَحَدِي ثَنِيَّتَيْهِ ، فَاتَّيَا النَّبِيَّ (ص) فَأَمْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءٌ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَفِيدَعُ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْظُمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلِ يَقْضُمُهَا -

[৪০৭৫] উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাদ্দ (র) সাফওয়ান-এর পিতা ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে উসরা-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ইয়ালা বলতেন যে, উক্ত যুদ্ধ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য আমলের অন্যতম বলে বিবেচিত হত। আতা (র) বলেন যে, সাফওয়ান বলেছেন, ইয়ালা (রা) বর্ণনা করেন, আমার একজন (দিনমজুর) চাকর ছিল, সে একবার এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন এবং একপর্যায়ে একজন অন্যজনের হাত দাঁত দ্বারা কেটে ফেলল। আতা (রা) বলেন, আমাকে সাফওয়ান (র) অবহিত করেছেন যে, উভয়ের মধ্যে কে কার হাত দাঁত দ্বারা কেটেছিল তার নাম আমি ভুলে গেছি। রাবী বলেন, আহত ব্যক্তি ঘাতকের মুখ থেকে নিজ হাত মুক্ত করার পর দেখা গেল, তার সম্মুখের দুটো দাঁত উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারপর তারা এ মামলা নবী (সা)-এর সমীপে পেশ করে। তখন নবী (সা) তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করেছেন। আতা বলেন যে, আমার ধারণা যে বর্ণনাকারী এ কথাও বলেছেন যে নবী (সা) বলেন, তবে কি সে তার হাত তোমার মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দিবে? যেমন উটের মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়?

٢٢٤٢ . بَابُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلُفُوا

২২৪৩. অনুচ্ছেদ : কা'ব ইবন মালিকের ঘটনা এবং মহান আল্লাহর বাণী : এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ : ১১৮)

[৭১-৬] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَأَنَّ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَلَمْ يَعاْتَبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ غَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَافَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرُ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللَّهُ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ غَزْوَةَ الْأَوْدَى بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَقَارًا

وَعَبَوْا كَثِيرًا ، فَجَلَى لِّلْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً غَزَوْهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيَّانَ ، قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ الْأَظْنَ أَنَّهُ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحَى اللَّهُ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الشَّمَارُ وَالظِّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفِقْتُ أَغْدُ وَلَكِنِّي أَتَجَهَّزُ مَعَهُمْ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتِمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجَدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَلَمْ أَقْضِ جِهَازِي شَيْئًا ، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِاتَّجَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِي أَسْرَعُوا وَتَقَارَطَ الْغَزْوُ ، هَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَذْرِكُهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمْ يَقْدِرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَطَفِقْتُ فِيهِمْ أَخْرَجْتَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ يَتَبُوكُ مَا فَعَلَ كَعْبٌ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) حَبِسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِيهِ فَقَالَ مُعَاذُ بَنِ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ كَعْبٌ بَيْنَ مَا لَكَ : فَلَمَّا بَلَغْنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِقْتُ أَتَذْكُرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : بِمَاذَا أَخْرَجَ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعْنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاَحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ ، فَاجْتَمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيُرْكِعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخْلَفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضِعَةِ وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عِلَاقَتَهُمْ وَيَايَعُهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَكَلَّ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَجَنَّبَهُ فَلَمَّا سَلِمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمُ الْمَغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجَنَّبْتُ أَمْسِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَقَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتِغَيْتَ ظَهْرَكَ ؟ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَاخَرُجَ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَنْ حَدِثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسَخِّطَكَ عَلَيَّ وَلَنْ حَدِثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ أَنِّي لَا رَجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرُ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ

اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَكَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنِبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَزَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَذِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكْذِبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ أَحَدٌ؟ قَالُوا نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتُ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمَرِيُّ وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بِدِرْأٍ فِيهِمَا أَسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ فِي نَفْسِي الْأَرْضَ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا وَقَعَدَا فِي بَيْتَيْهِمَا بَيْكِيَانٍ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَكْلِمُنِي أَحَدٌ، وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَجْلِسُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَكْتُ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَمٍّ لَا ثُمَّ أَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا التَفْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَتَشُدُّكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أَحِبُّ إِلَهُ وَرَسُولَهُ، فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ففَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبْطِي مِنْ أُنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ قَدِيمٌ بِالطُّعَامِ بَيْعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَعَطَّقِ النَّاسَ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَبِيٌّ دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضِيعَةً فَالْحَقُّ بِنَا نُوَاسِكُ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّوَضُّعَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلٍ اعْتَزَلْهَا وَلَا تَقْرِبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَيَّ صَاحِبِي مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَأَمْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَتَكُونِي عَنْدهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَانِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكَ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَّا إِلَى

شَيْءٍ وَاللَّهُ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ
اللَّهِ (ص) فِي أَمْرَاتِكَ كَمَا أَذِنَ لِمَرْأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا اسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ
(ص) وَمَا يَذَرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ
لَيَالٍ ، حَتَّى كُمِلْتُ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ
صَبَحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاعَتْ
عَلَى نَفْسِي وَضَاعَتْ عَلَى الْأَرْضِ بِمَا رَحِبْتُ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلٍ سَلَعَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا
كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا
حِينَ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يَبْشِرُونَا وَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَى رَجُلٍ فَرَسًا
وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَ نِي الَّذِي سَمِعْتُ
صَوْتَهُ يَبْشِرُنِي نَزَعْتُ لَهُ تَوْبِي ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُ بِبِشْرَاهُ ، وَاللَّهُ مَا أَمْلَكُ غَيْرَ هُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ تَوْبِي
فَلَبِسْتُهُمَا وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يَهْتَفُونَ بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ : لَتَهْنِكَ
تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ ، قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) جَالِسٍ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ
بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ يَهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي ، وَاللَّهُ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلَا أَنْسَاهَا
لَطَلْحَةُ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ
أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدْتُكَ أُمُّكَ ، قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، قَالَ لَا بَلْ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا سَرَّ اسْتَنْارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا
جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَتَخَلَّعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أُمْسِكْ
عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَمَوْخِرٌ لَكَ قُلْتُ فَأَتَيْتُ أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ إِنَّمَا
نَجَانِي بِالْحَقِّ وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحْدِثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِبْلَاهَ اللَّهَ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي وَمَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ (ص) إِلَى يَوْمِي هَذَا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَى قَوْلِهِ ، وَكُونُوا مَعَ
الصَّادِقِينَ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَكْثَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي

لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنْ لَا أَكُونَ كَذِبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرًّا مَا قَالَ لَأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ، قَالَ كَعْبٌ : وَكُنَّا تَخْلِفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ خَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا - وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خَلَفْنَا عَنِ الْغَنَوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ -

৪০৭৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আবদুল্লাহ ইবন কাআব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, কাআব (রা) অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি কাআব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ছাড়া আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যারা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে ভরসনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল কুরাইশ দলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এবং তাদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আমি আকাবা রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বদর প্রান্তরের উপস্থিতিকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরণ এই—তাবুক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সম্বল ছিলাম যে আল্লাহর কসম, আমার কাছে কখনো ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সাথে দু'টো যানবাহন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, দৃশ্যত তার বিপরীত ভাব দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ত্রীমণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের সফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রুসেনার মুকাবিলা করার। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযানের অবস্থা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দেন যেন তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী লোক সংখ্যা ছিল অধিক যাদের হিসাব কোন রেজিস্টারে লিখিত ছিল না। কাআব (রা) বলেন, যার ফলে যেকোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওহী মারফত এ খবর পরিজ্ঞাত না করা পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-ফলাদি পাকার ও গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা যেতে সক্ষম। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমার সময় কেটে যেতে লাগল।

এদিকে অন্য লোকেরা পুরাপুরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করার মানসে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সাথে পথে মিলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। একথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবুক পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমার কথা আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবুকে একথা তিনি জনতার মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'কাআব কি করল? বনী সালমা গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ধন-সম্পদ ও আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি। একথা শুনে মুআয ইব্ন জাবাল (রা) বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব রইলেন। কাআব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা মুনওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন আমি চিন্তায়ুক্ত হয়ে পড়লাম এবং মিথ্যার বাহানা খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীশুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা তিরোহিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার নামগন্ধ থাকে। অতএব আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, আমি সত্যই বলব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাতে মদীনায় পদার্পণ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নবী (সা) এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অক্ষমতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহ্যিকভাবে তাদের ওয়র-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বায়আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহর হাওয়ালা করে দিলেন। [কাআব (রা) বলেন] আমিও এরপর নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এস। আমি সে অনুসারে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহর কসম, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওয়র-আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশমিত করার প্রয়াস চালাতাম। আর আমি তর্কে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু

আল্লাহর কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে রাযী করার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার নির্ঘাত আশা রাখি। না, আল্লাহর কসম, আমার কোন ওয়র ছিল না। আল্লাহর কসম, সেই অভিযানে আপনার সাথে না যাওয়াকালীন সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহর কসম তুমি ইতিপূর্বে কোন গুনাহ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি অন্যান্য পশ্চাদগামীর মত তোমার অক্ষমতার একটি ওয়র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম তারা আমাকে অনবরত কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মত এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মত বলেছে। এবং তাদের ক্ষেত্রেও তোমার মত একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইবন রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইবন উমায়্যা ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে অবহিত করল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য উভয়ে আদর্শবান। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবুকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সাথে কথা বলতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে মুসলমানরা আমাদের পরিহার করে চললো। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে নিল। এমনকি এদেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হয়ে আসতাম, মুসলমানদের জামাআতে নামায আদায় করতাম। এবং বাজারে চলাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি নামায শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন নামাযে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি লোকদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলার আচরণ দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু কাতাদা (রা)-এর বাগানের প্রাচীর উপকূলে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে

আবু কাতাদা, আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি পুনঃ (তৃতীয়বারও) তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। অগত্যা আমি পুনরায় প্রাচীর উপক্কে ফিরে এলাম। কাআব (রা) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে বিচরণ করছিলাম। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কাআব ইবন মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারায় দেখাচ্ছিল। তখন সে এসে গাস্‌সানি বাদশার একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ আপনাকে মর্যাদাহীন ও আশ্রয়হীন করে সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খোঁজ করে তার মধ্যে পত্রটি নিষ্ক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার এ ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি তথায় অবস্থান কর। কাআব (রা) বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবন উমায়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হিলাল ইবন উমায়্যা অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী (সা) বললেন, না তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহর কসম, এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহর কসম, তিনি এ নির্দেশ পাওয়া অবধি সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কাআব (রা) বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাল ইবন উমায়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খেদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি কখনো তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কি বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খেদমতে সক্ষম। এরপর আরও দশরাত অতিবাহিত করলাম। এভাবে নবী (সা) যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের নামায আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যা আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগতটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়

শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, হে কাআব ইব্ন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কাআব (রা) বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সিজদায় লুটে পড়লাম। আর আমি অনুভব করলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদের কাছে সুসংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী লোক আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পাহাড়ের উপর আরোহণ করত চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমি তখন আমার নিজের পরিধেয় দুটো কাপড় তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য দান করলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, ঐ সময় সেই দুটো কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। আমি দুটো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ যে আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। কাআব (রা) বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুর্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুত উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না। কাআব (রা) বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মানোর দিন হতে যত দিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কাআব বলেন, আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পথে দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খায়বরে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন অক্ষুণ্ণ রাখতে আমার অবশিষ্ট জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে একরূপ নিয়ামত আল্লাহ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কাআব (রা) বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও

করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে হিফাজত করবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এই আয়াত নাযিল করেন **لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالتَّائِبِينَ** অর্থাৎ আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবী (সা)-এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি.....এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯ : ১১৭-১১৯)। [কাআব (রা) বলেন] আল্লাহর শপথ, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাবাদীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে যখন ওহী নাযিল হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ..... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ—

অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। (৯ : ৯৫-৯৬)। কাআব (রা) বলেন, আমাদের তিনজনের তাওবা কবুল করতে বিলম্ব করা হয়েছে—যাদের তাওবা রাসূলুল্লাহ (সা) কবুল করেছেন যখন তাঁরা তার কাছে শপথ করেছেন, তিনি তাদের বায়আত গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) স্থগিত রেখেছেন। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বলেন—সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ : ১১৮) কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওয়র-আপত্তি পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত দেয়া স্থগিত রাখা হয়েছিল।

২২৬৬. **بَابُ تَزْوِيلِ النَّبِيِّ (ص) الْحِجْرَ**

২২৪৪. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর হিজ্র বস্তিতে অবতরণ

৪.৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ (ص) بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، ثُمَّ قَتَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى جَاَزَ الْوَادِيَّ—

৪০৭৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) (সামুদ গোত্রের) হিজ্র বস্তি অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করছে তাদের আবাস স্থলে ক্রন্দনাবস্থা ব্যতীত প্রবেশ কর না। যেন তোমাদের প্রতিও শাস্তি

নিপতিত না হয় যা তাদের প্রতি নিপতিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত স্থান অতিক্রম করেন।

৪.৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِأَكْيُنٍ أَنْ يُصَيِّبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ۔

৪০৭৮ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হিজর নামক স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা ঐ শাস্তিপ্ৰাপ্তদের মধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ কর না—যাতে তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদ আপতিত না হয় যেসকল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

২২৪০. بَابُ

২২৪৫. অনুচ্ছেদ

৪.৭৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ السَّيِّدِ عَنِ عَبْدِ الرَّزِيزِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ (ص) لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ الْإِنْفِي غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُ الْجَبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جَبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ۔

৪০৭৯ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) (প্রকৃতির) প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন। (ফিরে এলে) আমি দাঁড়িয়ে তাঁর (ওযর) পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। (স্থানটি কোথায়) তা আমার স্মরণ নেই। তবে তা ছিল তাবুক যুদ্ধের সময়কার। এরপর তিনি তাঁর চেহারা ধৌত করেন। এবং তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে গেলে দেখা গেল যে, তাঁর জামার আন্তিন আঁটসাঁট। তখন তিনি উভয় বাহুকে জামার মধ্য থেকে বের করে আনেন এবং তা ধৌত করেন। তারপর তিনি তাঁর মোজার উপর মুসেহ করেন।

৪.৮০ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔

[৪০৮০] খালিদ ইব্ন মাখলাদ (রা) আবু হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনাতে পদার্পণ করলাম তখন তিনি বললেন, এই মদীনার অপর নাম ত্বাবা (পবিত্র)। এবং এই উহুদ এমন পাহাড় যে, সে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।

[৪০৮১] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَاسَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذْيَا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ.

[৪০৮১] আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (রা) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মদীনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যারা কোন দূরপথ ভ্রমণ করেনি, এবং কোন উপত্যকাও অতিক্রম করেনি তবুও তারা তোমাদের সাথে (সওয়াবে) শরীক রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো মদীনায়-ই অবস্থান করছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মদীনায়ই রয়ে গেছে, তবে ওযর তাদের আটকে রেখেছিল।

২২৬৭. بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ (ص) إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ

২২৬৭. অনুচ্ছেদ : পারস্য অধিপতি কিসরা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী (সা)-এর পত্র প্রেরণ

[৪০৮২] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقُؤُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُمْزُقُوا كُلَّ مُمْزُقٍ.

[৪০৮২] ইসহাক (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা সাহমী (রা)-কে তাঁর পত্রসহ কিসরার কাছে প্রেরণ করেন। নবী (সা) তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের গভর্নরের কাছে দেয় এবং পরে বাহরাইনের গভর্নর যেন কিসরার হাতে পত্রটি পৌঁছিয়ে দেয়। কিসরা যখন নবী (সা)-এর পত্রখানা পড়ল, তখন তা ছিড়ে টুকরা করে ফেলল। (রাবী বলেন) আমার যতদূর মনে পড়ে ইব্নুল মুসায়্যাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রতি এ বলে বদদোয়া করেন, আল্লাহ তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে দিন।

[৪০৮৩] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَذَبَتْ أَنْ الْحَقَّ بِاصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ لِمَرْأَةٍ۔

৪০৮৩ উসমান ইব্ন হায়সাম (র) আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শ্রুত একটি বাণী আমাকে জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন মহা উপকার করেছে, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শরিক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবু বাকরা (রা) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী (সা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা তনয়াকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, কখনই সে জাতি সফলতার মুখ দেখবে না যারা ত্রীলোককে তাদের প্রশাসক নির্বাচন করে।

৪০৮৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ يَقُولُ : أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْغُلَمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّبِيَّانِ۔

৪০৮৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্মৃতিপটে এখনও সে ঘটনা জাগে যে, মদীনার ছেলেপুলের সাথে ছানিয়াতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে আমি গিয়েছিলাম। সুফয়ান (রা)-এর রিওয়ায়েতে غُلَمَانِ স্থলে صَبِيَّانِ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

৪০৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السَّائِبِ أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصَّبِيَّانِ نَتَلَقَى النَّبِيَّ (ص) إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمُهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ۔

৪০৮৫ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) সায়েব (ইব্ন ইয়াযীদ) (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি স্মৃতিচারণ করি যে, ছানিয়াতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে মদীনার ছেলেদের সাথে গিয়েছিলাম, যখন নবী (সা) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

২২৪৭. بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ (ص) وَفَاتِهِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَبِيرَ ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ

২২৪৭. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত। মহান আল্লাহর বাণী : আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের

সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে (৩৯ : ৩০, ৩১)। ইউনুস (র) যুহরী ও উরওয়া (র) সূত্রে বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী (সা) যে রোগে ইন্তিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমি খায়বরে (বিষযুক্ত) যে খাদ্য তক্ষণ করেছিলাম, আমি সর্বদা তার যত্নগা অনুভব করছি। আর এখন সেই সময় আগত, যখন সে বিষক্রিয়ায় আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে

৪০৮৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً ثُمَّ مَا صَلَّيْ لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ .

৪০৮৬ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র) উম্মুল ফদল বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা “ওয়াল মুরসালাতে উরফা” পাঠ করতে শুনেছি। তারপর আল্লাহ তা’আলা তাঁর রুহ মুবারক কবজ করা পর্যন্ত তিনি আর আমাদের নিয়ে কোন নামায আদায় করেননি।

৪০৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُذْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا ابْنَاءَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَالَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . فَقَالَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَعْلَمَهُ آيَاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ .

৪০৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তাঁর কাছে বসাতেন। এতে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সমবয়সী ছেলেপুলে আছে! তখন উমর (রা) বললেন, সে কিরূপ মর্যাদার লোক তা তো আপনারাও জানেন। এরপর উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে- إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের খবর (তাঁকে অবগত করানো হয়েছে)। তখন উমর (রা) বললেন, আমিও তা-ই মনে করি যা তুমি মনে করছ।

৪০৮৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ اسْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَجَعَهُ فَقَالَ اتُّوْنِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٍ ، فَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرْتُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ دَعُونِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَتَسَيَّئُهَا -

৪০৮৮ কুতায়বা (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, বৃহস্পতিবার! বৃহস্পতিবারের ঘটনা কি? নবী (সা)-এর রোগ-জ্বালা প্রবলভাবে দেখা দেয়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিয়ে যাই যেন তোমরা এরপর কখনও বিভ্রান্ত না হও। তখন তারা পরস্পর মতভেদ করতে থাকে। আর নবী (সা)-এর সান্নিধ্যে মতবিরোধ করা শোভনীয় নয়। এরপর কিছুসংখ্যক লোক বললেন, নবী (সা)-এর অবস্থা কেমন? তিনি কি প্রলাপ বকছেন? তোমরা তাঁর কাছে থেকে ব্যাপারটি বুঝে নাও। এতে তারা নবী (সা)-এর কাছে ব্যাপারটি পুনরুত্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাঁও, তোমরা যে কাজের দিকে আমাকে আহ্বান জানাচ্ছ তার চেয়ে আমি উত্তম অবস্থায় অবস্থান করছি। আর নবী (সা) তাঁদের তিনটি নসীহত করলেন (১) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করে দিবে, (২) দূতদের সেরূপ আদর-আপ্যায়ন করবে যেমন আমি করতাম এবং তৃতীয়টি বলা থেকে তিনি নীরব থাকলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয়টি আমি ভুলে গিয়েছি।

৪০৮৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَفَى النَّبِيتِ رَجُلًا فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ النَّبِيتِ فَاخْتَصِمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْإِخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قُومُوا * قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ بْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَبَيْنَ أَنْ يُكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَلَقَطِيزِهِمْ -

৪০৮৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সময় যখন নিকটবর্তী হল এবং ঘরে ছিল লোকের সমাবেশ, তখন নবী (সা) বললেন, তোমরা আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট না হও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ-যন্ত্রণা কঠিনতর অবস্থায়, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মওজুদ আছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইত্যবসরে নবী (সা)-এর পরিবারের লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়ে যায়, এবং তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা কাগজ উপস্থিত কর, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিন। যাতে তোমরা তাঁর পরে কোন বিভ্রান্তিতে নিপতিত না হও। আবার কেউ বললেন এর বিপরীত। এরপর যখন বাক-বিতণ্ডা ও মতবিরোধ চরমে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, এ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ

(সা) সাহাবায়ে কিরামের জন্য কিছু লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতবিরোধ ও উচ্চ শব্দই মূলত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪০৭০ حَدَّثَنَا يَسْرَةُ ابْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيَّ (ص) فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي شِكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاَهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَنِي النَّبِيُّ (ص) أَنَّهُ يُقْبِضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلٍ يَتَّبَعُهُ فَضَحِكْتُ۔

৪০৯০ ইয়াসারা ইব্ন সাফয়ান ইব্ন জামীল আল লাখমী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মৃত্যু-রোগকালে ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন; এরপর নবী (সা) পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হাসলেন। পরে আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, নবী (সা) যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগেই তাঁর ইত্তিকাল হবে। এ কথাটিই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাসলাম।

৪০৭১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بَحَةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ۔

৪০৯১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একথা শুনছিলাম যে, কোন নবী মারা যান না যতক্ষণ না তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় দুনিয়া বা আখিরাত গ্রহণ করার। যে রোগে নবী (সা) ইত্তিকাল করেন সে রোগে আমি নবী (সা)-কে মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্তাবস্থায় বলতে শুনেছি, তাঁদের সাথে যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত প্রদান করেছেন—[তাঁরা হলেন, নবী (আ)-গণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।] (৪ : ৭২) তখন আমি ধারণা করলাম যে তিনিও ইখতিয়ার প্রাপ্ত হয়েছেন।

৪০৭২ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ (ص) الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى۔

৪০৯২ মুসলিম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি বলতেছিলেন, “ফির রফীকিল আলা।”—মহান উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন।)

৪.৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبُضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَحْيَا أَوْ يُخِيرُ ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخْصَ بَصَرَهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَا لَا يَجَاوِرُنَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ-

৪০৯৩ আবুল ইয়ামান (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুস্থাবস্থায় বলতেন, কোন নবী (আ)-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয়নি, যতক্ষণ না তাঁর স্থান জান্নাতে দেখান হয়েছে। তারপর তাঁকে জীবিত রাখা হয় অথবা ইত্তিকালের ইখতিয়ার দেয়া হয়। এরপর যখন নবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা আয়েশা (রা)-এর উরুতে রাখাবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি চৈতন্যহীন হয়ে পড়লেন। এরপর যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! মহান উর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন)। অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ঐ কথাই যা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আর তাই ঠিক।

৪.৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَأَنَا مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكَ رَطْبٌ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَاسْتَنْ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَفَعَ يَدَهُ أَوْ اصْبَغَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حَقْنَتِي وَذَاقْنَتِي-

৪০৯৪ মুহাম্মাদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) নবী (সা)-এর কাছে এলেন। তখন আমি নবী (সা)-কে আমার বুক হেলান দেওয়া অবস্থায় রেখেছিলাম এবং আবদুর রহমানের হাতে তাজা মিসওয়াকের ডালা ছিল যা দিয়ে সে দাঁত পরিষ্কার করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম এবং তা চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তা নবী (সা)-কে দিলাম। তখন নবী (সা) তা দিয়ে দাঁত মর্দন করলেন। আমি তাঁকে এর আগে এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে আর কখনও দেখিনি। এ থেকে অবসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উভয় হাত অথবা আঙ্গুল উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, উর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন)। তারপর তিনি ইত্তিকাল করলেন। আয়েশা (রা) বলতেন, নবী (সা) আমার বুক ও খুতনির মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় ইত্তিকাল করেন।

৪০৯৫ حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقَتْ أَنْفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ ، وَأَمْسَحَ بِيَدِ النَّبِيِّ (ص) عَنْهُ -

৪০৯৫ হিব্বান (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা (ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুসেহ করতেন। এরপর যখন তিনি মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলে, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাদ্বয় দ্বারা তাঁর শরীরে দম করতাম, যা দিয়ে তিনি দম করতেন। আমি তাঁর হাত দ্বারা তাঁর শরীর মুসেহ করিয়ে দিতাম।

৪০৯৬ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَةَ النَّبِيَّ (ص) وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَى ظَهْرِهِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ -

৪০৯৬ মুআল্লাহ ইব্ন আসাদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর ইস্তিকালের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুঁকিয়ে দিয়ে নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন, রহম করুন এবং (উর্ধ্বজগতের) মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

৪০৯৭ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ هِلَالُ الْوَزَانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَوْلَا ذَلِكَ لَابْرَزَ قَبْرُهُ ، خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا -

৪০৯৭ সাল্ত ইব্ন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগ থেকে নবী (সা) আর সুস্থ হয়ে উঠেননি সে রোগাবস্থায় তিনি বলেন, ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। আয়েশা (রা) মন্তব্য করেন, এরূপ প্রথা যদি না থাকত তবে তাঁর কবরকেও খোলা রাখা হত। কারণ তাঁর কবরকেও মসজিদ (সিজদার স্থান) বানানোর আশংকা ছিল।

৪০৯৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ

(স) وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ زَوْجَهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخَطَّى رَجُلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ السَّمُطْلِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ (স) تَحَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (স) لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرَيْقُوا عَلِيٍّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ تَحُلْ أَوْ كَيْتَهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَاجْلِسْنَاهُ فِي مَخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (স) ثُمَّ طَفَقْنَا نَصَبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقَرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ * وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (স) طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةَ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذِرُ مَا صَنَعُوا * أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (স) فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَأَيْتَ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (স) عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ (স) -

৪০৯৮ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ প্রবল হল ও ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা করার ব্যাপারে তাঁর বিবিগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তারপর নবী (সা) ঘর থেকে বের হয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) ও অপর একজন সাহাবীর সাহায্যে জমীনের উপর পা হিঁচড়ে চলতে লাগলেন। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আয়েশা কথিত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নাম আয়েশা (রা) উল্লেখ করেননি তার নাম জান? আমি বললাম, না। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি হলেন আলী (রা)। নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বর্ণনা করতেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর ব্যথা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন সাত মশক যার মুখ এখনও খোলা হয়নি, তা থেকে আমার শরীরে পানি ঢেলে দাও। যেন আমি (সুস্থ হয়ে) লোকদের উপদেশ দিতে পারি। এরপর আমরা তাঁকে নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা)-এর একটি বড় গামলায় বসালাম। তারপর আমরা উক্ত মশক হতে তাঁর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ঢালা অব্যাহত রাখলাম যতক্ষণ না তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমাদের ইশারা করে জানালেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করেছ। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর নবী (সা) লোকদের কাছে গিয়ে তাদের

সাথে জামাতে নামায আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) আমাকে জানালেন যে, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) রোগ-যাতনায় অস্থির হতেন তখন তিনি তাঁর কালো চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন। আবার যখন জ্বরের উষ্ণতা হ্রাস পেত তখন মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। রাবী বলেন, এরূপ অবস্থায়ও তিনি বলতেন, ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তাদের কৃতকর্ম থেকে সতর্ক করা হয়েছে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর ইমামতির ব্যাপারে নবী (সা)-কে বারবার আপত্তি করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার আপত্তি করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে একথা আসেনি যে, নবী (সা)-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে, তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, নবী (সা) এ দায়িত্ব আবু বকর (রা)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, এ হাদীস ইবন উমর, আবু মুসা ও ইবন আব্বাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪০৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ (ص) وَأَنَّهُ لَبِينَ حَاقِنْتِي وَذَاقِنْتِي فَلَا أَكْرَهَ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) -

৪০৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন যে, আমার বুক ও খুতনির মধ্যস্থলে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আর নবী (সা)-এর মৃত্যু-যন্ত্রণার পর আমি আর কারো জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণাকে কঠোর বলে মনে করি না।

৪১০০ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبَّ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا جَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارئًا فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرَ عَامًا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَوْفَ يَتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا ، إِنِّي لَأَعْرِفُ وَجْهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، إِذْهَبْ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَلَنَسْأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عِلْمُنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عِلْمُنَاهُ ، فَأَوْضَى بِنَا ، فَقَالَ عَلِيُّ إِنَّا وَاللَّهِ لَنَسْأَلُنَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَمَنْعَتَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) -

৪১০০ ইসহাক (র) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইবন আবু তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ হতে বের হয়ে আসেন যখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবুল হাসান, রাসূলুল্লাহ (সা) আজ কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল্-হামদুলিল্লাহ, তিনি কিছুটা সুস্থ। তখন আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাঁর হাত ধরে তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি তিন দিন পরে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই রোগে অচিরেই ইত্তিকাল করবেন। কারণ আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের অনেকের মৃত্যুকালীন চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। চল যাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (খিলাফতের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো তা আমরা জানব। আর যদি আমাদের ছাড়া অন্যদের উপর ন্যস্ত করে যান, তাহলে তাও আমরা জানতে পারব এবং তিনি এ ব্যাপারে আমাদের তখন অসীয়াত করে যাবেন। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, যদি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমরা জিজ্ঞাসা করি আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন, তবে তারপরে লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবে না। আল্লাহর কসম, এজন্য আমি কখনই এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করব না।

৪১০১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَاهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةٍ عَائِثَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صَفْوَفِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَتَكْصِرُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقْبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسٌ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَارْخَى السِّتْرَ۔

৪১০১ সাঈদ ইবন উফায়র (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, সোমবারে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। আর আবু বকর (রা) তাদের নামাযের জামাতের ইমামতী করছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা)-এর কক্ষের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সাহাবীগণ কাতারবন্দী অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন। তখন নবী (সা) মুচকি হাসি দিলেন। আবু বকর (রা) পেছনে মুক্তাদির সারিতে নামায আদায়ের নিমিত্ত পিছিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে নামায আদায়ের জন্য বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের আনন্দে সাহাবীগণের নামায ভঙ্গের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে ইশারায় তাদের নামায পূরা করতে বললেন। তারপর তিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন ও পর্দা টেনে দিলেন।

৪১০২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ أَنَّ

أَبَا عَمْرٍو ذُكُوَانِ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تُوَفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرَيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبَيْدِهِ السِّوَاكُ ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ ، فَقُلْتُ أَخْذُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَلَيْتَهُ لَكَ ، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيْتَنَّهُ فَا مَطُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عَلَبَةٌ يَشْكُ عَمْرُ فِيهَا مَاءً فَجَعَلَ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَاتَ يَدُهُ۔

৪১০২ মুহাম্মদ ইবন উবায়দা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত যে, নবী (সা) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সিনার মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইস্তিকাল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইস্তিকালের সময় আমার থুথু তাঁর থুথুর সাথে মিশ্রিত করে দেন। এ সময় আবদুর রহমান (রা) আমার নিকট প্রবেশ করে এবং তার হাতে মিসওয়াক ছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (আমার বুকে) হেলান লাগান অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি অনুভব করতে পারলাম যে, নবী (সা) মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক আনব? তিনি তখন মাথার ইশারায় জানালেন যে, হ্যাঁ, আন। তখন আমি মিসওয়াক আনলাম। কিন্তু মিসওয়াক শক্ত ছিল, তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দিব? তখন তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে পাত্র অথবা পেয়ালা ছিল (রাবী উম্মের সন্দেহ) তাতে পানি ছিল। নবী (সা) বারবার স্বীয় হস্তদ্বয় উক্ত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা তাঁর চেহারা মসেহ (ঠাণ্ডা) করালেন। এবং বলছিলেন لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ —আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, সত্যিই মৃত্যুযন্ত্রণা কঠিন। তারপর উভয় হাত উপর দিকে উত্তোলন করে বলছিলেন, আমি উর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই। এ অবস্থায় তাঁর ইস্তিকাল হল আর হাত শিথিল হয়ে গেল।

৪১০৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَازِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي بَيْتِي فَقَبِضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي وَنَحْلَطُ

رَبِّقِي ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَهُ سِوَاكَ يَسْتَنْ بِهِ، فَتَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَيْتُهُ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
فَاسْتَنْ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌّ إِلَى صَدْرِي-

[৪১০৩] ইসমাইল আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রোগে নবী (সা) ইস্তিকাল করেন সে অবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব। আগামী কাল কার ঘরে থাকব? এর দ্বারা তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে থাকার পালার প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। অন্য সহধর্মিণীগণ নবী (সা)-কে যার ঘরে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নবী (সা) আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইস্তিকাল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইস্তিকাল করেন এবং আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে ছিল। এবং আমার থুথুর সাথে তাঁর থুথু মিশ্রিত হয়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-এর হাতে একটি মিসওয়াক ছিল যা দিয়ে সে তার দাঁত মাজছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে তাকালেন। আমি তখন তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান এই মিসওয়াকটি আমাকে দাও; তখন সে তা আমাকে দিয়ে দিল। আমি সেটি চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিলাম। তিনি (সা) মিসওয়াকটি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করলেন, আর তিনি তখন আমার বুকে হেলান লাগান অবস্থায় ছিলেন।

[৪১.৪] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَوَفَّى النَّبِيُّ (ص) فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَكَأَنِّي أَحَدُنَا يُعَوِّدُهُ بِدُعَاءٍ
إِذَا مَرَضَ قَدْ هَبَّتْ أَعْوَدُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، وَمَرَّ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ فَتَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا
فَمَضَعْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا إِلَيْهِ فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنْ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا، ثُمَّ نَاولَنيهَا فَسَقَطَتْ
يَدُهُ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رَبِّقِي وَرَبِّقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ-

[৪১০৪] সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় ইস্তিকাল করেন। নবী (সা) যখন অসুস্থ হতেন তখন আমাদের মধ্যকার কেউ দোয়া পড়ে তাকে ঝাড়ফুক করতেন। আমি নবী (সা)-কে ঝাড়ফুক করার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, ঊর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই), ঊর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই)। এ সময় আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা) আগমন করলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াকের একটি তাজা ডাল ছিল। নবী (সা) তখন সেদিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর [নবী (সা)] মিসওয়াকের প্রয়োজন। তখন আমি সেটি নিয়ে চিবালাম, ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম এবং নবী (সা)-কে

তা দিলাম। তখন তিনি এর দ্বারা এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করলেন যে এর আগে কখনও এরূপ করেননি। তারপর তা আমাকে দিলেন। এরপর তাঁর হাত ঢলে পড়ল অথবা রাবী বলেন তাঁর হাত থেকে ঢলে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা আমার খুশুকে নবী (সা)-এর খুশুর সাথে মিলিয়ে দিলেন। দুনিয়ার জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে।

[৪১০৫] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسَّنْعِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَنَعَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ مَغْشَى بِثَوْبٍ حَبْرَةٍ ، فَكُشِفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكْبَأَ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَيَكِي . ثُمَّ قَالَ يَا بَيِّ ابْنَتِ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ . أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يَعْلَمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ يَا عُمَرُ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسَ إِلَيْهِ وَتَرَكَوْا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا بَعْدُ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبِئُ مُحَمَّدًا (ص) فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبِئُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قَالَ اللَّهُ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الَّتِي قَوْلُهُ الشَّاكِرِينَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكُنَّا النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاها أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَقُولُهَا فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاها فَفَعَرْتُ حَتَّى مَا تَقْلُنِي رَجُلًا وَحَتَّى أَمُوتَ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاها أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ مَاتَ .

[৪১০৫] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তার সুনহের বাড়ি থেকে আগমন করেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে সোজা আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্যে। তখন নবী (সা) ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। তখন তিনি চেহারা হতে কাপড় হটিয়ে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে চুমু দেন ও কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহর কসম আল্লাহ তো আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না, যে মৃত্যু ছিল আপনার জন্য নির্ধারিত সে মৃত্যু আপনি গ্রহণ করে নিলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমাকে আবু সালামা (রা) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রা) বের হয়ে আসেন তখন উমর (রা) লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবু বকর (রা) তাঁকে বলেন, হে উমর (রা) বসে পড়। উমর (রা) বসতে অস্বীকার করলেন। তখন সাহাবীগণ উমর (রা)-কে ছেড়ে আবু বকর (রা)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখন আবু বকর (রা) ভাষণ দিলেন— “এরপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করতেন, তিনি তো ইত্তিকাল করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহ চিরজীব, চির

অমর। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ — মুহাম্মদ (সা) একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আবু বকর (রা)-এর পাঠ করার পূর্বে লোকেরা যেন জানতো না যে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আয়াত নাযিল করেছেন। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর থেকে উক্ত আয়াত শিখে নিলেন। তখন সকলে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন। আমাকে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) অবহিত করেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যখন আবু বকর (রা)-কে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম, তখন হতভম্ব হয়ে গেলাম, এবং আমার পা দু'টি যেন আমাকে আর বহন করতে পারছিল না, আমি জমীনের উপর পড়ে গেলাম। যখন আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি তিলাওয়াত করছেন যে, নবী (সা) ইস্তিকাল করেছেন।

৪১.৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ النَّبِيِّ (ص) بَعْدَ مَوْتِهِ۔

৪১০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু শায়বা (র) আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা) নবী (সা)-এর ইস্তিকালের পর তাঁকে চুমু দেন।

৪১.৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنُحْكَمْ أَنْ تَلُونِي قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَنْقُى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لَدُنَا وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)۔

৪১০৭ আলী (ইবন মাদিনী) (র) বলেন, আমার কাছে ইয়াহুইয়া (র) এতদ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন..... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা নবী (সা)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিতাব (তাই নিষেধ মানলাম না)। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের গুণ্ড সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিতাব। তখন তিনি বললেন, আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। কেননা সে তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। এ হাদীস ইব্ন আবু যিনাদ আয়েশা (রা) থেকে নবী (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

৪১.৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُزْوَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ

عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فِدْعًا بِالطُّسْتِ فَأَنْخَذْتُ فَمَاتَ فَمَا شَعُرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ-

81০৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) আসওয়াদ (ইব্ন ইয়াযীদ) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, নবী (সা) আলী (রা)-কে ওসীয়াত করে গেছেন। তখন তিনি বললেন, একথা কে বলেছে? আমার বৃকের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় আমি নবী (সা)-কে দেখেছি। তিনি একটি চিলিমচি আনতে বললেন, তাতে থুথু ফেললেন এবং ইস্তিকাল করলেন। অতএব আমি বুঝতে পারছি না তিনি কিভাবে আলী (রা)-কে ওসীয়াত করলেন।

৪১০৯ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمْرُؤَ بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ-

81০৯ আবু নুআঈম (র) তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম নবী (সা) কি ওসীয়াত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, তাহলে কেমন করে মানুষের জন্য ওসীয়াত লিপিবদ্ধ করা হল অথবা কিভাবে এর নির্দেশ দেয়া হল? তিনি বললেন, নবী (সা) কুরআন সম্পর্কে ওসীয়াত করে গেছেন।

৪১১০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَقِلْتَهُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً-

81১০ কুতায়বা (র) আমর ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম ও বান্দি রেখে যাননি। কেবলমাত্র মাদা উদ্বীটি যার উপর তিনি আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুদ্ধান্ত্র আর একখণ্ড (খায়বর ও ফদাকের) জমীন যা মুসাফিরদের জন্য দান করে গেছেন।

৪১১১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ (ص) جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَرِبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الْفَرْدَوْسِ مَاوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، أَلَيْسَ جِبْرِيلُ نَتَعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْنُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) التُّرَابَ-

81১১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা)-এর

রোগ প্রকটরূপ ধারণ করে তখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ফাতিমা (রা) বললেন, উহ! আমার পিতার উপর কত কষ্ট! তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইত্তিকাল করলেন তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হায়! আমার পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় পিতা! জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর ইত্তিকালের খবর পরিবেশন করছি। যখন নবী (সা)-কে সমাহিত করা হল, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাটি চাপা দিতে কি করে তোমাদের প্রাণ সায দিল।

২২৪৮. بَابُ آخِرِمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ (ص)

২২৪৮. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) সবশেষে যে কথা বলেছেন

৪১১২ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يَقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَخْتَرُ فَمَا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْذِي غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَاشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، فَقُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ ، قَالَتْ فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى .

৪১১২ [বিশ্ব ইবন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) সুস্থ থাকাকালীন বলতেন, কোন নবীর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। তারপর তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় (দুনিয়া বা আখিরাত গ্রহণের), যখন নবী (সা)-এর রোগ বৃদ্ধি পেল তখন তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল এ সময় তিনি মূর্ছা যান। তারপর আবার ছশ ফিরে এলে, ছাদের দিকে তিনি দৃষ্টি উত্তোলন করেন। তারপর বলেন, হে আল্লাহ আমাকে উর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর (সান্নিধ্য দান করুন)। তখন আমি বললাম, তাহলে তো তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা ঐ কথা যা তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর শেষ কথা যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা হল اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى —হে আল্লাহ! উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

২২৪৯. بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ (ص)

২২৪৯. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর ওফাত

৪১১৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا .

৪১১৩ আবু নুআইম (র) আয়েশা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) নুযুলে কুরআনের দশ বছর মক্কায় বসবাস করেছেন^১ এবং মদীনাতেও দশ বছর কাটান।

৪১১৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تُوْفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ۔

৪১১৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তেষষ্টি বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়। ইবন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আমাকে সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব এরূপই অবহিত করেন।

২২৫০. بَابُ

২২৫০. অনুচ্ছেদ

৪১১৫ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوْفِيَ النَّبِيُّ (ص) وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ عَامًا۔

৪১১৫ কাবীসা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইত্তিকাল করেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর বর্ম (যুদ্ধাস্ত্র) ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল।

২২৫১. بَابُ بَعَثُ النَّبِيِّ (ص) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَوْضِعِ الذِّئِ تُوْفِيَ فِيهِ

২২৫১. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে যুদ্ধাভিষানে প্রেরণ

৪১১৬ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ الْفَضِيلِ بْنِ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ (ص) أُسَامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ بَلَغَنِي أَنْكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ۔

৪১১৬ আবু আসিম যাহ্‌হাক ইবন মাখলাদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে (একটি যুদ্ধের আমীর) নিযুক্ত করেন। এতে সাহাবীগণ (নিজেদের মধ্যে)

১. নুযুলে কুরআনের সময় মক্কায় মোট ১৩ বছর। তবে প্রথম নাখিলের পর তিন বছরকাল ওহী বন্ধ থাকে এ জন্য এখানে দশ বছর বলা হয়েছে।

সমালোচনা করেন। তখন নবী (সা) বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা উসামার আমীর নিযুক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করছো, অথচ সে আমার নিকট প্রিয়তম লোক।

৪১১৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بَعْنًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ إِنْ تَطَعْنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُونَنِي فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ لَخَلِيفًا لِلإِمَارَةِ إِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَيَّ وَإِنْ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَيَّ بَعْدَهُ .

৪১১৭ ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেন। তখন সাহাবীগণ তাঁর নেতৃত্বের সমালোচনা করতে থাকেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা আজ তার নেতৃত্বের সমালোচনা করছ, এভাবে তোমরা তাঁর পিতা (যায়দ)-এর নেতৃত্বের প্রতিও সমালোচনা করতে। আল্লাহর কসম সে (যায়দ) ছিল নেতৃত্বের জন্য যোগ্য ব্যক্তি এবং আর সে আমার কাছে লোকদের মধ্যে প্রিয়তম ব্যক্তি। আর এ (উসামা) তার পিতার পরে লোকদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি।

২২৫২. بَابُ

২২৫২. অনুচ্ছেদ

৪১১৮ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبَرِ عَنِ الصَّنْهَجِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتَى هَاجَرْتُ ، قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ الْخَبَرُ الْخَبَرُ فَقَالَ دَفَنَّا النَّبِيَّ (ص) مِنْذُ خَمْسٍ ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ .

৪১১৮ আসবাগ (র) সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন আপনি কখন হিজরত করেছেন? তিনি বলেন, আমরা ইয়ামান থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে জুহফাতে পৌঁছি। তখন একজন অশ্বারোহীকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খবর কি খবর কি? তিনি বললেন, পাঁচদিন অতিবাহিত হল আমরা নবী (সা)-কে সমাহিত করেছি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি শবেকদর সম্পর্কে কিছু শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী (সা)-এর মুয়াযযিন বিলাল (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, তা রমযানের শেষ দশ দিনের সপ্তম দিনে রয়েছে।

২২৫২ . بَابُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص)

২২৫৩. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন

৪১১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص) قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ -

৪১১৯ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বলেন, সতেরটি। আমি বললাম, নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি।

৪১২০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَمْسَ عَشْرَةَ -

৪১২০ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সঙ্গে পনেরটি যুদ্ধ করেছি।

৪১২১ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً -

৪১২১ আহমদ ইবন হাসান বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

তাফসীর অধ্যায়

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

তাফসীর অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : اسْتَنَّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ

“রহমান ও রহীম” এ দু’টো আশ্চাহর গুণবাচক নাম রহমত শব্দ থেকে নির্গত। এবং রহীম ও রহিম দু’টো শব্দই একই অর্থবোধক যেমন ‘আলীম ও আলিম।

২২৫৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُمِّيَتْ أُمُّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَيُبْدَأُ بِقِرَآئَتِهَا فِي الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِالذِّكْرِ بِالحِسَابِ ، مَدِينَتَيْنِ مُحَاسِبَتَيْنِ

২২৫৪. অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা (ফাতিহাতুল কিতাব) প্রসঙ্গে। সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, সূরা ফাতিহা লিখন দ্বারা কুরআন গ্রন্থাকারে লেখা আরম্ভ করা হয়েছে। আর সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে নামাযও আরম্ভ করা হয়। “দীন” অর্থ — ভাল ও মন্দের প্রতিফল। যেমন বলা হয়ে থাকে “كَمَا تَدِينُ تُدَانُ” অর্থ “যেমন কর্ম তেমন ফল”। আর মুজাহিদ (র) বলেন بِالذِّكْرِ -এর অর্থ হিসাব-নিকাশ। مُحَاسِبَتَيْنِ অর্থ যার হিসাব নেওয়া হবে।

٤١٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَلَمْ أَجِبْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

كُنْتُ أَصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِي لَا عَمَلَكُمْ سُورَةُ هِيَ أَعْظَمُ السُّورَةِ فِي الْقُرْآنِ ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأَعْمَلَنَّكَ سُورَةُ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ : قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْتَةُ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ -

৪১২২] মুসাদ্দাদ (র) আবু সাঈদ ইবন মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা. আমাকে ডাকেন। কিন্তু সে ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নামাযে রত ছিলাম (এ কারণে জবাব দিতে পারিনি)। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিবে এবং রাসূলের ডাকেও যখন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন। (৮ : ২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আমি কুরআনের এক মহান সূরা শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি না আমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিবেন বলে বলেছিলেন? তিনি বললেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকেই প্রদান করা হয়েছে।

২২৫০. بَابُ غَيْرِ الْمَقْصُوبِ عَلَيْهِمْ

২২৫৫. অনুচ্ছেদ : যারা ক্রোধে নিপতিত নয়

৪১২৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَقْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

৪১২৩] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَقْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তখন তোমরা বলবে آمِينَ — অর্থ আল্লাহ আপনি কবুল করুন। যার পড়া ফেরেশতাদের পড়ার সময়ে হবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(২ : ৩১) এবং তিনি আদম (আ)-কে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

৪১২৪ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ح
وَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص)
قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ ،
خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسَجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا
هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ دَنْبَهُ فَيَسْتَحْيِي ، انْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحْيِي فَيَقُولُ انْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ
فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ انْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ
النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ انْتُوا عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ
هُنَاكُمْ انْتُوا مُحَمَّدًا (ص) عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ
عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَسَلِّ تَعَطُّهُ ، وَقُلْ
تَسْمَعُ ، وَاشْفَعْ تَشْفَعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يَعْلَمُنِي ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلُنِي حِدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ،
ثُمَّ أَعُوذُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلُنِي حِدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا
بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ * قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ، يَعْنِي
قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : خَالِدِينَ فِيهَا -

৪১২৪ মুসলিম ও খলীফা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ফেরেশতা দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভুলের কথা স্বরণ করে

লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রাসূল (আ) যাকে আল্লাহ্ জগতবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনিও বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সেকথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন। এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহ্র খলীল (ইব্রাহীম) (আ)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তাঁর সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ইসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। এবং আল্লাহ্র বাণী ও রূহ। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাব এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ্ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন পূর্বের ন্যায় সবকিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরও করব এখন তারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের উপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত রয়েছে।

আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহান্নামে আবদ্ধ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহ্র বাণী : خَالِدِينَ فِيهَا অর্থাৎ তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

২২৫৬. بَابُ قَالَ مُجَاهِدٌ : إِلَى شَيْطَانِهِمْ أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللَّهُ جَامِعُهُمْ عَلَى الْخَاشِعِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : بِقُوَّةٍ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو الْعَلِيَّةِ مَرَضُ شَكِّ صِبْغَةِ دِينٍ وَمَا خَلَفَهَا عِبْرَةٌ لِمَا بَقِيَ لَا شَيْءَ فِيهَا لَا يَبَاضُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْمُومُونَكُمْ يُولُونَكُمْ الْوَلَايَةَ مَفْتُوحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلَاءِ وَمِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَإِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فِيهِ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَيَوُبُ الَّتِي

يُوَكِّلُ كُلَّهَا فَوْمَ فَلَدَارْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ وَقَالَ قَتَادَةُ فَبَاؤُا اِنْقَلَبُوا يَسْتَعِينُونَ يَسْتَنْصِرُونَ
شَرُّوْا بَاعُوا رَاعِنًا مِّنَ الرَّعُوْنَةِ اِذَا اَرَاوْا اَنْ يُحْمَقُوْا اِنْسَانًا قَالُوْا رَاعِنًا لَا
تُجْزِئُ لَا تُغْنِيْ اِبْتَلٰ اِخْتَبَرَ خُطُوَاتٍ مِّنَ الْخُطْرِ وَالْمَعْنٰى اَثَارُهُ

২২৫৬. অনুচ্ছেদ : মুজাহিদ (র) বলেন, — إِلَى شَيْطَانِيْنِهِم — তাদের সঙ্গী-সাথী মুনাক্কি ও
মুশরিক। مُعِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ — আল্লাহ কাকিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন (২ : ১৯) অর্থাৎ
আল্লাহ তা'আলা তাদের একত্রকারী। عَلَى الْخَاشِعِيْنَ — প্রকৃত মু'মিনদের নিকট। মুজাহিদ (র)
বলেন بِقُوَّةٍ — তাতে যা আছে তা আমল করে। আবুল আলিয়া (র) বলেন, مَرَضٌ — সন্দেহ।
لَا شَيْءَ فِيْهَا — যাতে কোন দাগ না
থাকে। অন্যরা বলেন, وَمَا خَلَفَهَا — উপদেশ-পরবর্তীদের জন্য। دِيْنًا — দীন।
وَالْوَاوُ অবস্থায় — আল-ওয়ালা এর ধাতু। অর্থ প্রভুত্ব, আর যখন 'ওয়াও'-কে যের দেয়া
হবে, তখন অর্থ দাঁড়াবে নেতৃত্ব। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত শস্য বীজ আহার করা হয় তাকে ফুম
(فَوْم) বলে। فَادَارْتُمْ — তোমরা মতবিরোধ করছিলে। এবং কাতাদা (র) বলেন, فَبَاؤُا অর্থ
— তারা (আল্লাহর গম্বের দিকে) প্রত্যাভর্তন করল। يَسْتَنْصِرُونَ — তারা সাহায্য
চাইতো। رَاعِنًا (رَعُوْنَةُ) থেকে নির্গত। যখন তারা মানুষকে
আহাম্বক সাব্যস্ত করতে চাইত তখন বলত, رَاعِنًا

— কোন কাজে আসবে না। اِبْتَلٰ — পরীক্ষা করলেন। (خَطُوْا) থেকে নির্গত,
অর্থ পদচিহ্ন

২২৫৭. بِأَبْ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

২২৫৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : কাজেই জেনেগুনো কাউকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ
দাঁড় করবে না। (২ : ২২)

৪১২৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنْ عَبْدِ
اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ (ص) أَيُّ الذَّنْبِ أَكْثَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتَ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ
قُلْتَ ثُمَّ أَيْ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ قُلْتَ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةً جَارَكَ۔

৪১২৫ উসমান ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বললেন,
আল্লাহর জন্য সমকক্ষ দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই
বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে

হত্যা করবে যে সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি আরম্ভ করলাম, এরপর কোন্টি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।

২২৫৮. **بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كَلَّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلَمَنْ صَغَفَةً وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ**

২২৫৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের নিকট মন্ন ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম) তোমাদের জন্য যা পবিত্র যা আমি দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (২ : ৫৭)। মুজাহিদ (র) বলেন, মন্ন শিশির জাতীয় সুবাসী খাদ্য (যা পাথর ও গাছের উপর ন্যায় হতো পরে জমে ব্যাঙের ছাতার মত হত) আর সালওয়া—পাখি।

৪১২৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنَّاءِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

৪১২৬ আবু নুআঈম (র) সাঈদ ইবন য়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : الْكَمَاءُ : —আল কামাতাত (ব্যাঙের ছাতা) মন্ন জাতীয়। আর তার পানি চক্ষু রোগের শিফা।

২২৫৯. **بَابُ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سَجْدًا وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَفِّرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْحَسَنِينَ ، رَغَدًا وَاسِعٌ كَثِيرٌ**

২২৫৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : স্বরণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়ে এবং বল—‘ক্ষমা চাই’। আমি তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব। (২ : ৫৮)। **رَغَدًا** অর্থ প্রভূত স্বচ্ছন্দ্য।

৪১২৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْبَابَ سَجْدًا وَ قُولُوا حِطَّةٌ ، فَدَخَلُوا يَرْخَفُونَ عَلَى أَرْبَعِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ قَوْلُهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ وَقَالَ

عِكْرَمَةً جَبْرُ وَمِنْكَ وَسَرَافٌ عَبْدُ أَيْلِ اللَّهِ۔

[৪১২৭] মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা সিজদা অবস্থায় শহর দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল حطة (ক্ষমা চাই) কিন্তু তারা প্রবেশ করল নিতম্ব হেঁচড়িয়ে এবং নির্দেশিত শব্দকে পরিবর্তন করে তদস্থলে বলল, গম ও যবের দানা। আল্লাহর বাণী : مَنْ كَانَ عَنَّا لَجِبْرِيلُ : — 'যারা জিবরাঈলের শত্রুতা করবে।' ইকরিমা (র) বলেন, জবর, মীক, সরার অর্থ 'আবদ-বান্দা, ঈল-আল্লাহ'। (অর্থ দাঁড়াল আবদুল্লাহ-আল্লাহর বান্দা)

[৪১২৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ قَائِيَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ ، أَنَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَذَابُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : مَنْ كَانَ عَنَّا لَجِبْرِيلُ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فزِيَادَةُ كَبِدٍ حَوْثٍ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ ، وَأَنْتُمْ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي فَجَاءَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ أَرَأَيْتُمْ أَنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرُّنَا ، وَأَنْتَقَصُوهُ قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

[৪১২৮] আবদুল্লাহ ইবন মুনির (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুভাগমন বার্তা শুনেতে পেলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ ইবন সালাম) বাগানে ফল আহরণ করছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করব যা নবী (সা) ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। তাহল কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ কি? জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি হবে? এবং সন্তান কখন পিতার সদৃশ হয় আর কখন মাতার সদৃশ হয়? নবী (সা) বললেন, আমাকে জিবরাঈল (আ) এখনই এসব সম্পর্কে অবহিত করলেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন, জিবরাঈল? নবী (সা) বলল, হ্যাঁ। ইবন সালাম বললেন, সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে ইহুদীদের শত্রু। তখন নবী (সা) এই আয়াত পাঠ করলেন, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হবে, এজন্য যে তিনি তো আপনার অন্তরে, (আল্লাহর হুকুমে) ওহী নাযিল করেন। (২ : ৯৭)। কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ হল, এক প্রকার আগুন বের হবে যা মানবকুলকে পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত একত্রিত করবে। আর

জান্নাতীরা যা প্রথমে আহাৰ করবেন তা হল মাছের কলিজার টুকরা। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান পিতার সদৃশ্য হয় এবং যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান মাতার সদৃশ্য হয়। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুদরা সাংঘাতিক মিথ্যারোপকারী। যদি তারা আপনাকে প্রশ্ন করার পূর্বেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে যায় তবে তারা আমার প্রতি অপবাদ আনবে। ইতিমধ্যে ইহুদীরা এসে গেল। তখন নবী (সা) ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার ছেলে। নবী (সা) বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমরা কেমন মনে করবে। তারা বলল, আল্লাহ তাকে এর থেকে পানাহ দিন। তখন [আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)] বের হয়ে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তখন তারা বলল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি ও মন্দ ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা ইব্ন সালাম (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করে সমালোচনা করতে লাগল। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! এটাই আমি ভয় করছিলাম।

২২৬০. بَابُ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَاهَا

২২৬০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ‘আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃতি হতে দিলে’ (২ : ১০৬)

৪১২৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفَرُّوْنَا أَبِي وَأَقْضَاْنَا عَلَيَّ وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي وَذَلِكَ أَنَّ أَبِي يَقُولُ لَا أَدْعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَاهَا .

৪১২৭ আমার ইব্ন আলী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেন, উবাই (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী, আর আলী (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই (রা)-এর সব কথাই গ্রহণ করি না। কারণ উবাই (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যা শুনেছি তা ছেড়ে দিতে পারি না। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা বিস্মৃত হতে দেই (২ : ১০৬)।

২২৬১. بَابُ قَوْلِهِ : وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ

২২৬১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র। (২ : ১১৬)

৪১৩১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ أَدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ أَيُّ فَرْعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا۔

৪১৩০ আবুল ইয়ামান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য এটা উচিত নয়। তার আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ হল, সে বলে যে, আমি তাকে পূর্বের ন্যায় পুনরুজ্জীবনে সক্ষম নই। আর আমাকে তার গালি প্রদান হল—তার বক্তব্য যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

২২৬২. بَابُ قَوْلِهِ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، مَكَابَةُ يَتَوَبُّونَ يَرْجِعُونَ

২২৬২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর। (২ : ১২৫) مَكَابَةُ —প্রত্যাবর্তন হল। يَتَوَبُّونَ অর্থ লোকজন প্রত্যাবর্তন করে।

৪১৩১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَوْ اتَّخَذْتُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ ، قَالَ وَبَلَّغَنِي مُعَاتَبَةَ النَّبِيِّ (ص) بَعْضَ نِسَائِهِ فِدَخَلَتْ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ أَنْ ائْتِهِنَّ أَوْ لِيَبْدَلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ (ص) خَيْرًا مِنْكَ حَتَّى آتَيْتَ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعْظِهِنَّ أَنْتَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ طَلَّقَكَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ الْآيَةُ * وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ۔

৪১৩১ মুসাদ্দাদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আল্লাহর ওহীর অনুরূপ হয়েছে অথবা (তিনি বলেছেন) তিনটি বিষয়ে আমার মতামতের অনুকূলে আল্লাহ ওহী নাযিল করেছেন। তা হলো, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন.....। তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর (২ : ১২৫) আমি আরয করেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের লোক আসে। কাজেই আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদেরকে (আপনার স্ত্রীদের) পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। তিনি আরো বলেন, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, নবী (সা) তাঁর কতক

বিবির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আমি তাদের কাছে উপস্থিত হই, এবং বলি যে, আপনারা এর থেকে বিরত হবেন অথবা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। এরপর আমি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে আসি, তখন তিনি বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীগণকে নসিহত করে থাকেন আর এখন তুমি তাদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছ? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : عَسَىٰ رَبُّهُ الْخ — “নবী (সা) যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পণকারী।

..... (৬৬ : ৫)

ইবন আবী মারযাম (র) বলেন, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) আমার কাছে এদ্রপ বলেছেন।

২২৬২. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . الْقَوَاعِدُ أَسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ . وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدُهَا قَاعِدٌ

২২৬৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : শ্রবণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ) কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিলেন, তখন তারা বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (২ : ১২৭)

আল কাওয়ামিদ (الْقَوَاعِدُ) অর্থ ভিত্তি, একবচনে কায়িদাতুন (قَاعِدَةٌ)। আল কাওয়ামিদ মহিলাদের সম্পর্কে বলা হলে এর অর্থ বুকা নারী, তখন এর একবচন কায়িদুন (قَاعِد) হবে।

৪১৩২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ بَنَوْا الْكُعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا حَدِيثَانِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَنِينَ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ بِلْيَانِ الْحِجْرِ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ -

৪১৩২ ইসমাঈল (র) নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার কি জানা নেই যে তোমার সম্প্রদায় কুরাইশ কা'বা তৈরী করেছে এবং ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির থেকে ছোট নির্মাণ করেছে? [আয়েশা (রা) বলেন] আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কা'বাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না? তিনি

বললেন, যদি তোমার গোত্রের কুফরীর যামানাহ নিকট অতীতে না হত। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, যদি আয়েশা (রা) একথা রাসূলুল্লাহ (সা) হতে শুনে থাকেন, তবে আমার মনে হয় যে এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) হাতিমের দিকের দুই রোকনে (রোকনে ইরাকী ও রোকনে শামী) চুষন বর্জন করেছেন, যেহেতু বায়তুল্লাহ ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্মিত নয়।

২২৬৪. بَابُ قَوْلِهِ قُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

২২৬৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতিও (২ : ১৩৬)।

৪১২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ بِالْعَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

৪১৩৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে কিতাব (ইহুদী) ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলিমদের জন্য তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবকে বিশ্বাস কর না আর অবিশ্বাসও কর না এবং (আল্লাহর বাণী) 'তোমরা বল আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তাতে.....'।

২২৬৫. بَابُ قَوْلِهِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَانَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

২২৬৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল! বলুন : পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (২ : ১৪২)

৪১২৪ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُغِيبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلَاحًا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ قِبَلَ الْبَيْتِ رَجُلًا قَتِلُوا لَمْ نَذِرْ مَا نَقُولُ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ-

৪১৩৪ আবু নুআঈম (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) মদীনাতে ঘোল অথবা সতের মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। অথচ নবী (সা) বায়তুল্লাহর দিকে তার কিবলা হওয়াকে পছন্দ করতেন। নবী (সা) আসরের নামায (কাবার দিকে মুখ করে) আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে নামায আদায়কারী একজন বের হন এবং তিনি একটি মসজিদের লোকদের কাছ দিয়ে গেলেন তখন তারা রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। এ কথা শোনার পর তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে গেলেন। আর যারা কিবলা বায়তুল্লাহর দিকে পরিবর্তের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় অবস্থায় মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কি বলব তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন—“আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে তিনি ব্যর্থ করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু, পরমদয়ালু। (২ : ১৪৩)

۲۲۶۶ . بِأَبْ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

২২৬৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীরূপ হবে এবং রাসূল (সা) তোমাদের জন্য সাক্ষীরূপ হবেন (২ : ১৪৩)

৪১৩৫ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ هَلْ بَلَغْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقَالُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَغْتُمْ ، فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ ، فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ ، وَيَكُونُ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ-

৪১৩৫ ইউসুফ ইবন রাশিদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নূহ (আ)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি উত্তর দিবেন এ বলে : হে আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্র দরবারে উপস্থিত (তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন) তুমি কি (আল্লাহর পয়গাম লোকদের) পৌছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তার উত্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, [নূহ (আ) কি] তোমাদের নিকট (আল্লাহর পয়গাম) পৌছে দিয়েছে? তারা তখন বলবে, আমাদের কাছে কোন

সতর্ককারী আগমন করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা [নূহ (আ)-কে] বলবেন, তোমার দাবির প্রতি সাক্ষি কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর উম্মতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, নূহ (আ) তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহর পয়গাম প্রচার করেছেন এবং রাসূল (সা) তোমাদের প্রতি সাক্ষ্য হবেন। এটাই মহান আল্লাহর বাণী **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَلَاةَ الْوَسْطِ الْعَدْلُ**। ওয়াসাত শব্দের অর্থ ন্যায়নিষ্ঠ।

২২৬৭. **بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ** -

২২৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আপনি এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করছিলেন তা আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জ্ঞানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদের সং পথে পরিচালিত করেন তারা ব্যতীত অপরের কাছে এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়াদ্রু, পরম দয়ালু (২ : ১৪৩)

৪১৩৬ **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ جَاءَ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ** -

৪১৩৬ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় এক আগন্তুক এসে বলল, আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রতি কুরআনের এ আয়াত নাযিল করেছেন যে, তিনি যেন কা'বার দিকে (নামাযে) মুখ করেন কাজেই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করে নিন। সে মুতাবিক লোকেরা কা'বার দিকে মুখ করে নেন।

২২৬৮. **بَابُ قَوْلِهِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ إِلَى عَمَّا تَعْمَلُونَ**

২২৬৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন (২ : ১৪৪)

৪১৩৭ **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي** -

৪১৩৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা উভয় কিবলার (কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।

২২৬৭. **بَابُ قَوْلِهِ وَلَنْ آتِيَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ**

২২৬৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সকল দলীল পেশ করেন তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন, এবং তারা পরস্পর পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর আপনি যদি তাদের খেলাল-খুশীর অনুসরণ করেন নিশ্চয়ই তখন আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন (২ : ১৪৫)

৪১৩৮ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بَقَاءً، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَأَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الْكُتُبَةَ، أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكُتُبَةِ.

৪১৩৫ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা লোকেরা মসজিদে কুবায ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের কাছে একজন লোক এসে বলল, এই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তিনি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার জন্য। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরান। আর তখন লোকদের চেহারা শামের দিকে ছিল। এরপর তারা তাদের চেহারা কা'বার দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

২২৭০. **بَابُ قَوْلِهِ الَّذِينَ وَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُتَرِينَ**

২২৭০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ জানে যেসকল তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে, এবং তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে। আর সত্য আপনার প্রভুর পক্ষ হতে। সুতরাং আপনি যেন সন্দেহ ও সংশয় পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হন (২ : ১৪৬-১৪৭)

৪১৩৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بَقَاءً فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الْكُتُبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُتُبَةِ.

৪১৩৯ ইয়াহইয়া ইব্ন কাযাআ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামাযে রত ছিলেন, তখন তাদের নিকট একজন আগন্তুক এসে বললেন, নবী

(সা)-এর প্রতি এ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল করা হয়েছে, তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আর তখন তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তাদের মুখ কা'বার দিকে ফিরে গেল।

২২৭১ . بَابُ قَوْلِهِ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ مِّن مَّوَلِّينَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا تَكُونُونَ بِلَهُكُمْ
اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২২৭১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (২ : ১৪৮)

৪১৪১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

৪১৪০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) বারা (ইবন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ষোল অথবা সতের মাস যাবত (মদীনাতে) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। তারপর আল্লাহ তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেন।

২২৭২ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَطْرَهُ تِلْقَاؤُهُ

২২৭২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যেখান হতেই তুমি বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত নন (২ : ১৪৯)। শাওরাহ (শَطْرَهُ) অর্থ সেই দিকে।

৪১৪২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا فَأَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَاسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ.

৪১৪১ মুসা ইবন ইসমাইল (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবা মসজিদে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আজ রাতে [নবী (সা)-এর প্রতি] কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাতে নবী (সা)-কে কা'বার দিকে মুখ ফিরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তখন তারা আপন আপন অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে নেন এবং কা'বার দিকে মুখ করেন। সে সময় তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল।

২২৭৩ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَكُمْ تَهْتَكُونَ

২২৭৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে, যাতে তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হতে পার (২ : ১৫০)

৪১৪৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَقِيَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ أَتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ .

৪১৪২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবাতে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন, এমতাবস্থায় জনৈক আগন্তুক এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আজ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারাও সেদিকে মুখ ফিরান। তাদের মুখ তখন সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তারা কা'বার দিকে ফিরে গেলেন।

২২৭৪ . بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ شَعَائِرُ عَلَامَاتٍ وَاحِدَاتُهَا شَعِيرَةٌ وَقَالَ مِنْ عَبَاسٍ الصَّفَوَانُ الْحَجَرُ ، وَيُقَالُ الْحَجَارَةُ الْمَلْسُ الْتِي لَا تَنْبِتُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدَةُ صَفَوَانَةٌ بِمَعْنَى الصُّفَا وَالصُّفَا لِلْجَمِيعِ

২২৭৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ কা'বাগৃহে হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সায়ী (যাতায়াত) করলে তার কোন পাপ নেই। এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ (২ : ১৫৮)। শাআযির (শَعَائِرُ) শারাতুনের বহু বচন। অর্থ নিদর্শন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সাফওয়ান অর্থ পাথর; বলা হতো এমন পাথর যা কিছু উৎপন্ন করে না। একবচনে صَفَوَانَةٌ হয়ে থাকে। ব্যবহৃত হয় صُفَا বহুবচনে।

৪১৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا ،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْإِنصَارِ كَانُوا يَهْلُونَ لِمَنَاءَ ، وَكَانَتْ مَنَاءُ حَذْوً قَدِيدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا -

৪১৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আর আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম।

মহান আল্লাহর বাণী وَالْمَرْوَةُ وَالصَّفَا এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? “সাফা এবং মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা করে তার জন্য উভয় পর্বতের মধ্যে সাযীকরণে কোন দোষ নেই।” (২ : ১৫৮) আমি মনে করি উক্ত দুই পর্বত সাযী নাকরণে কোন ব্যক্তির উপর গুনাহ বর্তাবে না। তখন আয়েশা (রা) বললেন, কখনই এরূপ নয়। তুমি যা বলছ যদি তাই হত তাহলে বলা হত এভাবে لَا يَطُوفُ بِهِمَا عَنْ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا — “উভয় পর্বত তাওয়াফ না করায় কোন গুনাহ বর্তাবে না। বস্তুত এই আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারদের শানে। তারা ‘মানাত’-এর পূজা করত। আর ‘মানাত’ ছিল কুদায়েদের পথে অবস্থিত। আনসারগণ সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সাযী করা মন্দ জানতো। ইসলামের আগমনের পর তারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তখন আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

৪১৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَقَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا -

৪১৪৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) আসিম ইব্ন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা ঐ দুটিকে জাহেলী যুগের প্রথা বলে বিবেচনা করতাম। এরপর যখন ইসলাম আসলো, তখন আমরা উভয়ের মধ্যে সাযী করা থেকে বিরত থাকি। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

২২৭০ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ نُونِ اللَّهِ أَزْدَادًا أَضْدَادًا وَاحِدُهُمْ نِدٌّ ২২৭৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে (২ : ১৬৫)। এখানে أَزْدَادُ শব্দের অর্থ সমকক্ষ ও বরাবর। এর একবচন نِدٌّ (নিদুন)।

৪১৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نَدَاً دَخَلَ النَّارَ ، وَقُلْتُ أَنَا : مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نَدَاً دَخَلَ الْجَنَّةَ -

৪১৪৫ আবদান (র) “আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একটি কথা বললেন, আর আমি আর একটি বললাম। নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করতঃ মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ স্থাপন না করা অবস্থায় মারা যায়, (তখন তিনি বললেন) সে জান্নাতে যাবে।

২২৭৬ . بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَفَى تَرْكَ

২২৭৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এ হল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মভুদ শাস্তি রয়েছে (২ : ১৭৮)। ‘উফিয়ার (عَفَى) অর্থ পরিত্যাগ করে

৪১৪৬ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَلَّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ السَّيِّئَةُ فِي الْعَبْدِ فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَنْ اعْتَدَى بِكَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَّةِ -

৪১৪৬ হুমায়দী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে কিসাস প্রথা চালু ছিল কিন্তু দিয়াত তাদের মধ্যে চালু ছিল না। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (উল্লিখিত আয়াতে আলআফু) এর অর্থ

১. কেউ কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে হত্যা করার বিধানকে কিসাস বলে।
২. হত্যার শাস্তি ক্ষমা করে দেওয়ার বিনিময়ে গৃহীত ক্ষতিপূরণের অর্থকে দিয়াত বলা হয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া। “ফাস্তাবাউন বিল মারুফি ওয়া আদাউন ইলাহি বি ইহসানিন’ অর্থাৎ এ ব্যাপারে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে দিয়াত আদায় করে দেবে। তোমাদের প্রতি অবধারিতভাবে আরোপিত কেবল কিসাস হতে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহ্র পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও হ্রাস ও লঘু শাস্তির বিধান। দিয়াত কবুল করার পরও যদি হত্যা করে তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

৪১৪৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنْ أَنَسًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ۔

৪১৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র) আনাস (রা) তাদের কাছে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কিতাবেই কিসাসের নির্দেশ রয়েছে।

৪১৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرَّبِيعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثِيَابَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَعَرَضُوا الْأَرْضَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثِيَابُ الرَّبِيعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثِيَابُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَةِ .

৪১৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনির (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আনাসের ফুফু রুবাঈ জৈনৈক বাঁদির সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। এরপর বাঁদির কাছে রুবাঈয়ের লোকেরা ক্ষমাত্রার্থী হলে বাঁদির লোকেরা অস্বীকার করে। তখন তাদের কাছে দিয়াত পেশ করা হল, তখন তা তারা গ্রহণ করল না। অগত্যা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে এসে ঘটনা জানাল। কিন্তু বাঁদির লোকেরা কিসাস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইব্ন নযর (রা) নিবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! রুবাঈয়ের সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে? না যে সস্তা আপনাকে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাবেই কিসাসের নির্দেশ দেয়। এরপর বাঁদির সম্প্রদায় রাযী হয়ে যায় এবং রুবাঈকে ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যিনি আল্লাহ্র নামে শপথ করেন, আল্লাহ্ তা পূরণ করেন।

২২৭৭ . بَابُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَيَّاتُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

২২৭৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্র বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া

হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার (২ : ১৮৩)

৪১৪৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَاشُورَاءَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ -

৪১৪৯ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা আশুরার রোযা পালন করত। এরপর যখন রমযানের রোযার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যার ইচ্ছা সে আশুরার রোযা পালন করতে পারে আর যে চায় সে পালন না-ও করতে পারে।

৪১৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُورَاءَ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ -

৪১৫০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের রোযা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা পালন করা হত। এরপর যখন রমযানের রোযার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যে ইচ্ছা করে সাওমে আশুরা পালন করবে, আর যে চায় সে স্নেহা পালন করবে না।

৪১৫১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمَ عَاشُورَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ فَادَنْ فَكُلْ -

৪১৫১ মাহমুদ (ইবন গায়লান) (র) আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর নিকট 'আশ'আস (রা) আসেন। এ সময় ইবন মাস'উদ (রা) পানাহার করছিলেন। তখন আশ'আছ (রা) বললেন, আজকে তো 'আশুরা। তিনি বললেন, রমযানের রোযার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে 'আশুরার রোযা পালন করা হত। যখন রমযান নাযিল হল তখন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এস, ভুমিও খাও।

৫১৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ -

৪১৫২ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশগণ

আশুরার দিন রোযা পালন করত। নবী (সা)-ও সে রোযা পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায হিজরত করলেন তখনও তিনি সে রোযা পালন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা পালনের নির্দেশ দিতেন। এরপর যখন রমযানের ফরয রোযার হুকুম নাযিল হল তখন আশুরার রোযা ছেড়ে দেয়া হল। এরপর যে চাইত সে উক্ত রোযা পালন করত আর যে চাইত পালন করত না।

২২৭৮ . بَابُ قَوْلِهِ أَيَّامًا مُعَدُّوَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ مِنَ الْمَرِيضِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تَفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنْسَ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ ، كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خَيْرًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ ، قِرَاءَةُ الْعَامَةِ يُطِيقُونَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ

২২৭৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : (রোযা ফরয করা হয়েছে তা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর তা যাদের যা সাতিশয় কষ্ট দেয়, তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া^১ একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তবে বুঝতে যে রোযা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ (২ : ১৮৪)

ইমাম 'আতা (র) বলেন, সর্বপ্রকার রোগেই রোযা ভঙ্গ করা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান ও ইবরাহীম (র) বলেন, স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক যখন নিজ প্রাণ অথবা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতি হুমকির আশংকা করে তখন তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। পরে তা আদায় করে নিতে হবে। অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি যখন রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে (তখন ফিদয়া আদায় করবে।) আনাস (রা) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক বছর অথবা দু'বছর প্রতিদিন এক দরিদ্র ব্যক্তিকে রুটি ও গোশত খেতে দিতেন এবং রোযা ছেড়ে দিতেন। অধিকাংশ লোকের কিরআত হল- يُطِيقُونَهُ অর্থাৎ যারা রোযার সামর্থ্য রাখে, এবং সাধারণত এরূপই পড়া হয়।

৬১০৮ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا رُوحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةَ طَعَامِ مِسْكِينٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَسْخُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .

১. ফিদয়া—একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খেতে দেয়া।

৪১৫৩ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পড়তে শুনেছেন **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ** অর্থাৎ যাদের প্রতি রোযার বিধান আরোপ করা হয়েছে অথচ তারা এর সময় নয়। তাদের প্রতি একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোই ফিদ্যা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। এর হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা রোযা পালনে সামর্থ্য রাখে না তখন প্রত্যেকদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাবে।

২২৭৭ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

২২৭৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা পালন করে (২ : ১৮৫)

৪১৫৪ حَدَّثَنَا عِيَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ فِدْيَةَ طَعَامِ مَسَاكِينَ قَالَ هِيَ مَنَسُوخَةٌ .

৪১৫৪ আইয়্যাশ ইব্নুল ওয়ালিদ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি পাঠ করতেন **فِدْيَةَ طَعَامِ مَسَاكِينَ** রাবী বলেন, এ আয়াত **فَمَنْ شَهِدَ الْحَجَّ** আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

৪১৫৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسْكِينٍ ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ ، حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَتَنَسَخَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ .

হাদীসটিতে বর্ণিত আছে যে, যখন **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسْكِينٍ** আয়াত নাজিল হইল তখন ইচ্ছা করত যে কেহ রোযা ভঙ্গ করত এবং তার পরিবর্তে ফিদ্যা প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাজিল হয় এবং পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে দেয়। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইয়াযীদের পূর্বে বুকাযর মারা যান।

৪১৫৫ কুতায়বা (র) সালাম ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং যারা রোযা পালনের সামর্থ্য রাখে তারা একজন মিসকীনকে ফিদয়াস্বরূপ আহাৰ্য দান করবে। তখন যে ইচ্ছা রোযা ভঙ্গ করত এবং তার পরিবর্তে ফিদ্যা প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাজিল হয় এবং পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে দেয়। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইয়াযীদের পূর্বে বুকাযর মারা যান।

আবু মামার মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াত এভাবে তিলাওয়াত করতেন **وَعَلَى الَّذِينَ يُحْمَلُونَ** —যাদের প্রতি রোযার বোঝা

চাপানো হয়েছে (আর সে হলো অতিবৃদ্ধ যে রোযা পালনে অসমর্থ। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। আর وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিরিক্ত নেক কাজ করবে তা তার জন্য উত্তম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত করে এবং নির্ধারিত সংখ্যক মিসকীনদের অধিক জনকে খাদ্যদান করে তা তার জন্য কল্যাণকর হবে।

২২৮০. بَابُ قَوْلِهِ أَجِلُ لَكُمْ لَيْلَةُ الْحَيَّامِ الرُّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا مَنْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

২২৮০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসঙ্গে বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ : ১৮৭)

৪১৫৬ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مُسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَانْزَلَ اللَّهُ : عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ -

৪১৫৬ উবায়দুল্লাহ ও আহমদ ইবন উসমান (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের রোযার হুকুম নাযিল হলো তখন মুসলিমরা গোটা রমযান মাস স্ত্রী-সঙ্গে থেকে বিরত থাকতেন আর কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে নিজেদের উপরে (স্ত্রী-সঙ্গে করে) অবিচার করে বসে তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ - "আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ : ১৮৭)

২২৮১. بَابُ قَوْلِهِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا مَنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَى قَوْلِهِ تَتَقُونَ الْعَاكِفُ الْمُقِيمُ

২২৮১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে

উষার শুভরেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। এরপর নিশাগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকারের অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তার নির্দেশাবলি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে (২ : ১৮৭)

আল আকিফু- (الْمُكْفِ) অর্থ (الْمُقِيم) অবস্থানকারী।

৪১৫৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ قَالَ أَخَذَ عَدِي عَقَالًا أَبِي وَعَقَالًا أَسْوَدَ ، حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِينَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وَسَادَتِي قَالَ إِنْ وَسَادَكَ إِذَا لَعْرِضُ إِنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وَسَادَتِكَ۔

৪১৫৭ মুসা ইবন ইসমাঈল (র) 'আদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (আদী) একটি সাদা ও একটি কালো সুতা সঙ্গে রাখলেন। কিছু রাত অতিবাহিত হলে খুলে দেখলেন কিছু তার কাছে সাদা কালোর কোন ব্যবধান স্পষ্ট হলো না। যখন সকাল হলো তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার বালিশের নিচে (সাদা ও কালো রংয়ের দুটি সুতা) রেখেছিলাম এবং তিনি রাতের ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার বালিশ তাহলে বেশ চওড়া ছিল, যদি কালো ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে থেকে থাকে।

৪১৫৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَطْرَفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، أَمَّا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَا : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ۔

৪১৫৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! (আল্লাহর বাণীতে) الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدُ সাদা সুতা কালো সুতা থেকে বের হয়ে আসার অর্থ কি ? আসলে কি ঐ দুটি সুতা ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি অবশ্য চওড়া পিঠা ও পশাৎ বিশিষ্ট দুটি সুতা দেখতে। তারপর তিনি বললেন, তা নয় বরং এ হলো রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

৪১৫৯ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَطْرَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَأَنْزَلَتْ : وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزَلْ مِنَ الْفَجْرِ ،

১. কুরআন পাকে কালো ও সাদা সুতা দ্বারা সুবহি কাজিহ ও সুবহি সাদিক বোঝানো হয়েছে। আকাশে কালো রেখা থেকে যখন সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন পর্যন্ত সাহরির সময়। সাহাবী আদী (রা) একে সত্যিকার সুতা মনে করেছেন এজন্য রাসূল (সা) তার বর্ণনা শুনে মজা করে এই কথা বলেছেন যে, গোটা পূর্বাকাশ যদি তোমার বালিশের নিচে রেখে থাক তবে সে বালিশ তো বেশ চওড়াই ছিল।

وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسْوَدَ ، وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ ، فَعَلِمُوا أَنَّ مَا يَعْنِي اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ -

[৪১৫৯] ইবন আবু মারযাম (র) সাহল ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَكَلُوا وَاشْرَبُوا, তিনি বলেন, 'ফজর হতে' কথাটি নাযিল হয়নি। তাই এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন الْفَجْرِ مِنَ 'ফজর হতে' কথাটি নাযিল হয়নি। তাই লোকেরা রোযা পালনের ইচ্ছা করলে তখন তাদের কেউ কেউ দুই পায়ে সাদা ও কালো রঙের সুতা বেঁধে রাখতো। এরপর ঐ দুই সুতা পরিষ্কারভাবে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তারা পানাহার করতো। তখন আল্লাহ তা'আলা পরে الْفَجْرِ مِنَ শব্দটি নাযিল করেন। এতে লোকেরা জানতে পারেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত ও দিন।

٢٢٨٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

২২৮২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : পশ্চাদদিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২ : ১৮৯)

[৪১৬০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوْا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا -

[৪১৬০] উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলীযুগে যখন লোকেরা ইহ্রাম বাঁধত, (এ সময়ে বাড়িতে আসার প্রয়োজন দেখা দিলে) তারা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা الْبِرُّ الْاَبْيَضَ আয়াত নাযিল করেন।

٢٢٨٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ائْتَمَرُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

২২৮৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদের ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা চলবে না (২ : ১৯৩)

[৪১৭১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ (ص)
فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنْ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي، فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً، فَقَالَ قَاتِلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ
الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَزَادَ عُثْمَانُ ابْنَ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ وَحْيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَمْرِو الْمُعَافِرِيِّ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلَانِ أَتَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا
حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَجُوعَ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرِكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ عَلِمْتَ مَا رَغِبَ اللَّهُ فِيهِ،
قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ،
وَأَدَاءِ الزُّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ (ص) وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ فِي دِينِهِ أِمَّا قَتْلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُوهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ
تَكُنْ فِتْنَةً، قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ
فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَبْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَالَ هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تُرَوَّنَ.

৪১৬১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন যুযায়রকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ফিতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি 'উমর (রা)-এর পুত্র এবং নবী (সা)-এর সাহাবী ! কি কারণে আপনি বের হন না ? তিনি উত্তর দিলেন আমাকে নিষেধ করেছে এই কথা—'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছে। তারা দু'জন বললেন, আল্লাহ কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাবত না ফিতনার অবসান ঘটে। তখন ইবন 'উমর (রা) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যাবত না ফিতনার অবসান ঘটেছে এবং দীনও আল্লাহর জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ আর যেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য দীন হয়ে গেছে।

উসমান ইবন সালিহ ইবন ওহাব (র) সূত্রে নাফে (র) থেকে কিছু বাড়িয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান ! কি কারণে আপনি একবছর হজ্জ করেন এবং একবছর উমরা করেন অথচ আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছেন ? আপনি পরিজ্ঞাত আছেন যে, আল্লাহ এ বিষয়ে জিহাদ সম্পর্কে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইবন উমর (রা) বললেন, হে ভতিজা, ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা, রমযানের রোযা পালন, যাকাত প্রদান এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ উদযাপন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আবু আবদুর রহমান ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বর্ণনা করেছেন তা কি আপনি শুনেছেন ? حَتَّى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

تَكُونُ فِتْنَةً অর্থাৎ মু'মিনদের দু'দল হৃদয়ে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। এরপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে—তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। (৪৯ : ৯)

فَاتُوا (এ আয়াতগুলো শ্রবণ করার পর) ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমরা এ কাজ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে করেছি এবং তখন ইসলামের অনুসারীর দল স্বল্পসংখ্যক ছিল। যদি কোন লোক দীন সম্পর্কে ফিতনায় নিপতিত হত তখন হয় তাকে হত্যা করা হত অথবা শাস্তি প্রদান করা হত। এভাবে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আর কোন ফিতনা রইল না। সে ব্যক্তি বলল, আলী ও উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, উসমান (রা)-কে তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন অথচ তোমরা তাকে ক্ষমা করা পছন্দ কর না। আর আলী (রা)—তিনি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা। তিনি নিজ হাত দ্বারা ইশারা করে বলেন, এই তো তার ঘর [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের কাছে] যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

২২৮৬ . بَابُ قَوْلِهِ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، التَّهْلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ

২২৮৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সংকাজ কর, আল্লাহ সংকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন (২ : ১৯৫)। আয়াতে উল্লিখিত التَّهْلُكَةُ ও الْهَلَاكُ একই অর্থে ব্যবহৃত।

৪১৬৩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ

৪১৬২ ইসহাক (র) হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত আল্লাহর পথে ব্যয় করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

২২৮৫ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

২২৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্রেশ থাকে তবে রোযা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্যা দিবে (২ : ১৯৬)

৪১৬৩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمَسْجِدَ الْكُوفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةِ مَنْ صِيَامَ فَقَالَ حُمِلَتْ إِلَى النَّبِيِّ (ص) وَالْقَمَلُ يَتَنَاقَرُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً ؟

قُلْتُ لَا، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقِ رَأْسَكَ، فَنَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ۔

৪১৬৩ আদম আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন উজরা-এর নিকট এই কুফার মসজিদে বসে থাকাকালে রোযার ফিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার চেহারা উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নবী (সা)-এর কাছে আনা হয়। তিনি তখন বললেন, আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরী যোগাড় করতে পার? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন রোযা পালন কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান কর। প্রতিটি দরিদ্রকে অর্ধ সা' খাদ্য প্রদান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল। তখন আমার সম্পর্কে বিশেষভাবে আয়াত নাযিল হয়। তবে তা তোমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

২২৮৬. بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

২২৮৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে (২ : ১৯৬)

৪১৬৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمَتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بَرَأَيْهِ مَا شَاءَ۔

৪১৬৪ মুসাদ্দাদ (র) ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামাদুর^১ আয়াত আল্লাহর কিতাবে নাযিল হয়েছে। এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তা আদায় করেছি এবং একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এবং নবী (সা) ইত্তিকাল পর্যন্ত তা থেকে নিষেধও করেনি। এখন যে তা নিষেধ করতে চায় তা হচ্ছে তার নিজস্ব অভিমত।

২২৮৭. بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

২২৮৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই (২ : ১৯৮)

৪১৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجْنَةُ وَنَوُ الْمَجَازِ اسْوَأًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأْتَمُّوْا أَنْ يَتَجَرَّوْا فِي الْمَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ۔

১. তামাদুর—হজ্জের প্রকার বিশেষ। প্রথমে উমরার ইহ্রাম বেঁধে উমরা আদায় করা এবং ইহ্রাম ছেড়ে পুনরায় হজ্জের জন্য নতুন করে ইহ্রাম বাঁধা।

৪১৬৫ মুহাম্মদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকায, মাজান্না এবং যুল-মাজায নামক তিনটি স্থানে জাহেলী যুগে বাজার ছিল। কুরাইশগণ তথায় হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করতে যেত। তাই মুসলিমগণ সেখানে যাওয়া দোষ মনে করত। তাই এ আয়াত নাযিল হয়।

২২৮৮ . بَابُ ثَمُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ

২২৮৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে (২ : ১৯৯)

৪১৬৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمَزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْنَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعِرْفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَهُ (ص) أَنْ يَأْتِيَ عِرْفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يَقْبِضَ مِنْهَا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ثَمُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ .

৪১৬৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরাইশ এবং যারা তাদের দীনের অনুসারী ছিল তারা (হজ্জের সময়) মুযদালাফায় অবস্থান করত। আর কুরাইশগণ নিজেদের সাহসী ও ধর্মে অটল বলে অভিহিত করত এবং অপরাপর আরবগণ আরাফাতে অবস্থান করত। এরপর যখন ইসলামের আগমন হল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে আরাফাতে ওকুফের এবং এরপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ثَمُ أَفِيضُوا الْخ আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪১৬৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يَهْلُ بِالْحَجِّ ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عِرْفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ذَلِكَ شَاءَ غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرَ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عِرْفَةَ فَإِنْ كَانَ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عِرْفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقَ حَتَّى يَقِفَ بِعِرْفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظُّلَامُ ثُمَّ لِيَذْفَعُوا مِنْ عِرْفَاتٍ إِذَا أَقَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمِيعًا الَّذِي يَبْتَغُونَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا ، وَكَثَرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ، ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَمُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ .

[৪১৬৭] মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্ত আদায়কারী ব্যক্তি উমরা আদায়ের পরে যত দিন হালাল অবস্থায় থাকবে ততদিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে। তারপর হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধবে। এরপর যখন আরাফাতে যাবে তখন উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি যা মুহারিমের জন্য সহজলভ্য হয় তা মীনাতে কুরবানী করবে। আর যে কুরবানীর সঙ্গতি রাখে না সে হজ্জের দিনসমূহের মধ্যে তিনটি রোযা পালন করবে। আর তা আরাফার দিবসের পূর্বে হতে হবে। আর তিন দিনের শেষ দিন যদি আরাফার দিন হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত ময়দানে যাবে এবং সেখানে নামাযে আসর হতে সূর্যাস্তের অন্ধকার পর্যন্ত ওকুফ (অবস্থান) করবে। এরপর আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করে মুযদালাফায় পৌঁছে সেখানে নেকী হাসিলের কাজ করতে থাকবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করবে। সেখানে ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। এরপর (মীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, “এরপর প্রত্যাবর্তন কর সেখান হতে, যেখান হতে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়াময়।” তারপর জমরাতুল উকাযায় প্রস্তর নিক্ষেপ করবে।

২২৮৯ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২২৮৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান এবং আমাদের অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন (২ : ২০১)

[৪১৬৮] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

[৪১৬৮] আবু মা'মার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এই বলে দোয়া করতেন, - اللَّهُمَّ..... وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - ‘হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।’ (২ : ২০১)

২২৯০ . بَابُ قَوْلِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ , وَقَالَ عَطَاءُ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ

২২৯০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী (২ : ২০৪) । أَلَدُ الْخِصَامِ অর্থ হল- الْحَيَوَانُ জানোয়ার।

[৪১৬৯] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ أَبْغَضُ

الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخِصَمُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

[৪১৬৯] কাবীসা (র)..... আয়েশা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, আল্লাহর নিকট ঘণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি। আবদুল্লাহ বলেন, আমার কাছে সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করেন, সুফিয়ান বলেন আমার কাছে ইবন জুরায়জ ইবন আবু মুলায়কা হতে আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে এই মর্মে বর্ণনা করেছেন।

۲۲۹۱ . بَابُ قَوْلِهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ إِلَى قَرِيبٍ

২২৯১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদের স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই (২ : ২১৪)

[৪১৭০] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلَا حَتَّى يَقُولَ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ، فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ ، إِلَّا عِلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ ، فَكَانَتْ تَقْرُؤُهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا مُتَقَلَّةً -

[৪১৭০] ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আল্লাহর বাণী : “অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে (১২ : ১১০), তখন ইবন আব্বাস (রা) এই আয়াতসহ সূরা বাকারার আয়াতের শরণাপন্ন হন ও তিলাওয়াত করেন, যেমন : نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ এমন কি রাসূল (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল—আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (২ : ২১৪)

রাবী বলেন, এরপর আমি ‘উরওয়া ইবন যুযায়রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করি, তখন তিনি বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহর কসম,

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের নিকট যেসব অঙ্গীকার করেছেন, তিনি জানতেন যে তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু রাসূলগণের প্রতি সমূহ বিপদ-আপদ নিপতিত হতে থাকবে। এমনকি তারা আশঙ্কা করবে যে, সঙ্গী-সাথীরা তাঁদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) এ আয়াত পাঠ করতেন- **وَطَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا** —তারা ভাবল যে, তারা তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে।

২২৭২ . **بَابُ قَوْلِهِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمُ الْآيَةَ**

২২৯২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্রে। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। পূর্বাঙ্কে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহর সম্মুখীন হতে যাচ্ছ এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও (২ : ২২৩)

[৪১৭] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، فَآخَذَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيمَا أُتِرْتُ ؟ قُلْتُ لَا ، قَالَ أُتِرْتُ فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى * وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ يَأْتِيهَا فِي * رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -

[৪১৭] ইসহাক (র) নাফি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তিলাওয়াত হতে অবসর না হয়ে কোন কথা বলতেন না। একদা আমি সূরা বাকারা পাঠ করা অবস্থায় তাঁকে পেলাম। পড়তে পড়তে এক স্থানে তিনি পৌঁছলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি জান, কি উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি তখন বললেন, অমুক অমুক ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। তারপর আবার তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন। আবদুস সামাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আইয়ুব, তিনি নাফি' থেকে আর নাফি' ইবন উমর (রা) থেকে। **فَأَتُوا** - অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার (২ : ২২৩)। রাবী বলেন, স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ দিক দিয়ে সহবাস করতে পারে। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি' থেকে এবং তিনি ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[৪১৮] حَدَّثَنِي أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَاءَ مَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ ، فَتُنَزَّلُ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -

৪১৭২ আবু নু'আইম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (তাদের এ ধারণা রদ করে) نَسُواكُمْ حَرْثَ لَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২২৭২ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

২২৯৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইচ্ছাকাল পূর্ণ করে তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না (যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়) (২ : ২৩২)

৪১৭৩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ تُحْطَبُ إِلَيَّ * قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهُ زَوْجَهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا قَابِلَى مَعْقِلٍ فَتَزَلَّتْ : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔

৪১৭৩ উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক বোনের বিয়ের পয়গাম আমার নিকট পেশ করা হয়। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন যে, ইবরাহীম (র) ইউনুস (র) থেকে, তিনি হাসান বসরী (র) থেকে এবং তিনি মা'কিল ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু মা'মার (র).....হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা)-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে তারপর পৃথক করে রাখে। যখন 'ইচ্ছাকাল পূর্ণ হয় তখন তার স্বামী তাকে আবার পয়গাম পাঠায়। মা'কিল (রা) অমত পোষণ করে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ "তারা তাদের স্বামীর সাথে পুনরায় বিধিমত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদের তোমরা বাধা দিও না। (২ : ২৩২)

২২৭৪ . بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، إِلَى بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ، يَقِفُونَ يَهْبَنَ

২২৯৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের 'ইচ্ছাকাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (২ : ২৩৪)

৪১৭৬ حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُسْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ قَدْ نَسَخْتُهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلَمْ تَكْتُبْهَا أَوْ تَدْعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ -

৪১৭৬ উমাইয়া (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা)-কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বললাম যে, এ আয়াত তো অন্য আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। অতএব উক্ত আয়াত আপনি মুসহাফে লিখেছেন, (অথবা বারী বলেন) কেন বর্জন করছেন না, তখন তিনি [উসমান (রা)] বললেন, হে ভাতিজা আমি মুসহাফের স্থান থেকে কোন জিনিস পরিবর্তন করব না।

৪১৭৭ حَدَّثَنَا اسْتَرْقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شَيْبٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ، قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةٌ، إِنْ شَاءَتْ سَكَتَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَتَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا، قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سَكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا * وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نَحْوَهُ -

৪১৭৭ ইসহাক (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পরিবারে থেকে ইন্দত পালন করা ওয়াজিব। আয়াতে উল্লিখিত যাদের وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ : অনন্তর আলা নাযিল করেন : لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ —“তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের গৃহ হতে বহিস্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণেরও ওসীয়াত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়

তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২ : ২৪০)

রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর জন্য পূর্ণ বছর সতের মাস এবং বিশ রজনী নির্ধারিত করেছেন ওসীয়াত হিসেবে। সে ইচ্ছা করলে তার ওসীয়াতে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে বের হয়েও যেতে পারে। এ কথারই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্র বাণী : **غَيْرَ إِخْرَجَ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** মোটকথা যেভাবেই হোক স্ত্রীর উপর 'ইদত পালন করা ওয়াজিব। মুজাহিদ থেকে একুপই জানা গেছে। কিন্তু ইমাম আতা বলেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর বাড়িতে 'ইদত পালন করার হুকুম রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যথেষ্ট 'ইদত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র এই বাণীর দলীল বলে : **غَيْرَ إِخْرَجَ** ইমাম আতা বলেন, স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিজনের নিকট 'ইদত পালন করতে পারে এবং তার ওসীয়াত থাকতে পারে অথবা তথা হতে চলেও যেতে পারে। **غَيْرَ إِخْرَجَ** -এর আয়াতের মর্মামুসারে।

ইমাম আতা (র) বলেন, তারপর মিরাস বা উত্তরাধিকারের হুকুম **وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ** আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল। সুতরাং ঘর ও বাসস্থানের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। কাজেই যথেষ্ট স্ত্রী 'ইদত পালন করতে পারে। আর তার জন্য ঘরের বা বাসস্থানের দাবি অগ্রাহ্য।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনা করেন আমার নিকট ওরাকা' ইব্ন আবী নাজীহ থেকে আর তিনি মুজাহিদ থেকে এ সম্পর্কে। এবং আরও আবু নাজীহ আতা থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর 'ইদত পালন স্বামীর বাড়িতে 'ইদত পালন করার হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং স্ত্রী যথেষ্ট 'ইদত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র এই বাণী : **غَيْرَ إِخْرَجَ** এবং তদনুরূপ আয়াত এর দলীল মুতাবিক।

৪১৭১ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عَظَمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَكِنْ عَنْهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، قَالَ ثُمَّ حَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيطَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ -

৪১৭৬ হিব্বান (র) মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন একটি জলসায় (সভায়) উপবিষ্ট ছিলাম যেখানে নেতৃস্থানীয় আনসারদের কতক ছিলেন, এবং তাঁদের মাঝে আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা (র)-ও ছিলেন। এরপর সুবাইয়া বিন্তে হারিস (র) প্রসঙ্গে বর্ণিত আবদুল্লাহ বিন উত্বা (র) হাদীসটি উত্থাপন করলাম, এরপর আবদুর রহমান (র) বললেন, “পক্ষান্তরে তাঁর চাচা এ রকম বলতেন না” অন্তর আমি বললাম, কুফায় বসবাসরত ব্যক্তিটি সম্পর্কে যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমি হব চরম ধুষ্ট এবং তিনি তাঁর স্বর উঁচু করলেন, তিনি বললেন, তারপর আমি বের হলাম এবং মালিক বিন আমির (রা) মালিক ইব্ন আউফ (র)-এর সাথে আমি বললাম, গর্তাবস্থায় বিধবা রমণীর ব্যাপারে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মন্তব্য কি ছিল, বললেন যে ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছ আর তার জন্যে সহজ বিধানটি অবলম্বন করছ না, সংক্ষিপ্ত “সূরা নিসাটি (সূরা ত্বালাক) দীর্ঘটির পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আইয়ুব (র) মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, “আবু আতিয়াহ মালিক বিন আমির (র)-এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম।

২২৭৫ . بَابُ قَوْلِهِ حَافِظُونا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

২২৯৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের (২ : ২৩৮)

৪১৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبَيَّوْتَهُمْ أَوْ أَجَوَفَهُمْ شَكَّ يَحْيَى نَارًا -

৪১৭৭ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী (সা) বলেছেন, হা. আবদুর রহমান.....আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন কাফেরগণ আমাদের মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রাখে এমনকি এ অবস্থায় সূর্য অস্তে চলে যায়। আল্লাহ তাদের কবর ও তাদের ঘরকে অথবা পেটকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। এখানে নবী (সা) ঘর না পেট বলেছেন তাতে ইয়াহুইয়া রাবীর সন্দেহ রয়েছে।

২২৭৬ . بَابُ قَوْلِهِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ مُطِيعِينَ

২২৯৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। قَانِتِينَ

অর্থ مُطِيعِينَ — অনুগত, বিনীত

৪১৭৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يَكُمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ -

৪১৭৮ মুসাদ্দাদ (র) যাইদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতাম আর আমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন প্রসঙ্গে কথা বলতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ তখন আমাদেরকে চুপ থাকার ও নামাযের মধ্যে কথা না বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

২২৭৭ . بَابُ قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : كُرْسِيُهُ عَلَيْهِ ، يُقَالُ بَسْطُهُ زِيَادَةٌ وَقَضْلًا أَفْرِغْ أَنْزِلْ ، وَلَا يُوْدُهُ لَا يُثْقَلُهُ أَذْنِي أَثْقَلَنِي وَالْأَذُ وَالْأَيْدُ الْقُوَّةُ ، السِّنَّةُ نَعَاسٌ يَتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ ، فَبُهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ ، خَاوِيَةٌ لَا أُنِيسَ فِيهَا ، عُرُوشُهَا أَيْبُنِيهَا ، السِّنَّةُ نَعَاسٌ ، نُنَشِزُهَا نُخْرِجُهَا ، إِعْصَارٌ رِيحٌ عَاصِفٌ تَهْبُ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَلَدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ * وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَأَبْلُ مَطَرٌ شَدِيدٌ ، الطَّلُ النَّدَى ، وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ ، يَتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ -

২২৯৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়; যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। ইবন যুবার (রা) বলেন, الْكُرْسِيُّ আল্লাহর কুরসীর অর্থ হল : يُوْدُهُ তার জ্ঞান। আর بَسْطُهُ অর্থ হল-অতিরিক্ত ও বেশি। أَفْرِغْ অর্থ নাযিল কর। অর্থ : ভাবী ও বোঝা বোধ হয় না তাঁর। যেমন أَذْنِي অর্থ أَثْقَلَنِي শক্ত ও ভারী করেছে আমাকে। অর্থ : শব্দের অর্থ হল : الْقُوَّةُ — শক্তি ও শক্তি। فَبُهِتَ শব্দের অর্থ হল : তার দলীল-প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে

৪১৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَبَّلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُصَلِّيُ بِهِمُ الْإِمَامُ رُكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَوْدِ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلُّوا الَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَيَقُومُ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لَأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رَجُلًا رَجُلًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

৪১৭৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) নাকি (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে যখন সালাতুল খাওফ (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুভয়ের মধ্যে নামায) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হত তখন তিনি বলতেন, ইমাম সাহেব সামনে যাবেন এবং একদল লোকও জামাতে शामिल হবে। তিনি তাদের সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করবেন এবং তাদের আর একদল জামাতে शामिल না হয়ে তাদের ও শত্রুর মাঝখানে থেকে যারা নামায আদায় করেনি তাদের পাহারা দিবে। ইমামের সাথে যারা এক রাকাত নামায আদায় করেছে তারা পেছনে গিয়ে যারা এখনও নামায আদায় করেনি তাদের স্থানে দাঁড়াবে কিন্তু সালাম ফেরাবে না। যারা নামায আদায় করেনি তারা আগে বাড়বে এবং ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করবে। তারপর ইমাম নামায হতে অবসর গ্রহণ করবে। কেননা তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করেছেন। এরপর উভয় দল দাঁড়িয়ে নিজে নিজে বাকি এক রাকাত ইমামের নামাযের শেষে আদায় করে নেবে। তাহলে প্রত্যেক জনেরই দু' রাকাত নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি ভয়-ভীতি ভীষণতর হয় নিজে নিজে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে অসুবিধা হলে যেদিকে সম্ভব মুখ করে নামায আদায় করবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমাম নাকি (রা) বলেন, আমি অবশ্য মনে করি ইব্ন উমর (রা) নবী (সা) থেকে শুনেই এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৭৮ . بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

২২৯৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের জ্বীদের গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের ভরণ-পোষণের ওসীয়াত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় (২ : ২৪০)

৪১৮০ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ اخْرَاجَ قَدْ نَسَخْتُهَا الْآخَرَى فَلَمْ تَكْتُبْهَا قَالَ تَدْعُهَا يَا ابْنَ أَخِي أُغِيرَ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا -

৪১৮০ আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ইব্ন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যুবারর (রা) বললেন, আমি উসমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সূরা বাকারার এ

আয়াতটি **غَيْرَ إِخْرَاجٍ**..... **وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ** কে তো অন্য একটি আয়াত রহিত করে দিয়েছে। তারপরও আপনি এভাবে লিখছেন কেন? জবাবে উসমান (রা) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আপন স্থান থেকে কোন কিছুই আমরা পরিবর্তন করিনি। হুমাইদ (র) বললেন, “অথবা প্রায় এ রকমই উত্তর দিয়ে দিলেন।”

২২৭৭ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

২২৯৯. অনুচ্ছেদ : আদ্বাহর বাণী : আর যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক। কিভাবে তুমি মৃত্যুকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও (২ : ২৬০)

[৬১৮১] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فَصَرَّهٗنَّ۔

[৪১৮১] আহমাদ ইবন সালিহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) যখন **رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى** —প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর? তখন তার তুলনায় আমার সন্দেহ পোষণের ক্ষেত্র অধিক যোগ্য ছিলাম। **فَصَرَّهٗنَّ** শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘সেগুলোকে টুকরো টুকরো করুন’।

২২০০ . بَابُ قَوْلِهِ : أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَتَفَكَّرُونَ

২৩০০. অনুচ্ছেদ : আদ্বাহর বাণী : তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আম্রের একটি বাগান থাকে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল বিরাজ করে। যখন সে ব্যক্তি বার্বাক্যে উপনীত হয় এবং তার সম্ভান-সম্ভতি দুর্বল, তারপর উক্ত বাগানের উপর এক অগ্নিস্ফুরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় এবং তা জ্বলে পুড়ে যায়? এভাবে আদ্বাহ তা’আলা তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার (২ : ২৬৬)

[৬১৮২] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ح وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ : أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعْلَمُ ، أَوْ لَا نَعْلَمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضَرَبْتُ مَثَلًا لِعَمَلٍ ، قَالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَلٍ؟ قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ ، قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمَلَ
بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ -

[৪১৮২] ইবরাহীম উবায়দ ইবন উমায়র (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা উমর (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ رَبِّهِ এ আয়াতটি যে উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তখন তারা বললেন, আল্লাহই জানেন। উমর (রা) এতে রেগে গিয়ে বললেন, আমরা জানি অথবা জানি না এ দুটোর একটি বল। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছুটা ধারণা আছে। উমর (রা) বললেন, বৎস! বলে ফেল এবং নিজেকে তুচ্ছ ভেবো না। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এটা কর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। উমর (রা) বললেন, কোন কর্মের? ইবন আব্বাস (রা) বললেন, একটি কর্মের। উমর (রা) বললেন, এটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ধনবান ব্যক্তির, যে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকে, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি শয়তানকে প্রেরণ করেন। অনন্তর সে পাপ কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাঁর সকল সৎকর্ম নষ্ট করে দেয়।

২২.১ . بَابُ قَوْلِهِ : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا ، يَقَالُ الْحَفَ عَلَى وَالْحُ عَلَى
وَأَحْفَانِي بِالْمَسْتَلَّةِ فَيُخْفِكُمْ يُجْهِدُكُمْ

২৩০১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না। الْحُ عَلَى এবং أَحْفَانِي بِالْمَسْتَلَّةِ সবই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। فَيُخْفِكُمْ অর্থ জোর প্রচেষ্টা চালায়।

[৪১৮৩] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ
وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) لَيْسَ
الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَافْرَدَا أَنْ
شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلُهُ : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا -

[৪১৮৩] ইবন আবু মারযাম (র) আতা ইবন ইয়াসার এবং আবু আমরা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) বলেছেন, একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস খাদ্য কি দু'গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে থাকে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। মিসকীন সে ব্যক্তিই, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বাণী পাঠ করতে পার। لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا

২৩.২ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الْمَسَّ الْجُنُونُ

২৩০২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : অথচ আল্লাহ তা'আলা বেচা-কেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন (২ : ২৭৫)। الْمَسَّ অর্থ পাগলামি

৪১৮৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا ، قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

৪১৮৮ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

২৩.৩ . بَابُ قَوْلِهِ : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ

২৩০৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সুদকে নিশিদ্ধ করেন (২ : ২৭৬)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, বিদূরিত করেন

৪১৮৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ الْآخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَتَلَاهُنَّ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

৪১৮৫ বিশর ইবন খালিদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘর থেকে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

২৩.৪ . بَابُ قَوْلِهِ : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَعْلَمُوا

২৩০৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ। (২ : ২৭৯) ইমাম বুখারী (র) বলেন : فَأْذَنُوا অর্থ জেনে রাখ

৪১৮৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ (ص) عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

[৪১৮৬] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে গিয়ে তা পাঠ করে আমাদের গুনান এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

২২.০ . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ نُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২৩০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সম্ভলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে (২ : ২৮০)

[৪১৮৭] وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ-

[৪১৮৭] মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাদের সম্মুখে তা পাঠ করলেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

২২.৬ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

২৩০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (২ : ২৮১)

[৪১৮৮] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) آيَةُ الرَّبَا-

[৪১৮৮] কাবীসা ইব্ন উকবা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতারিত শেষ আয়াতটি হচ্ছে সুদ সম্পর্কিত।

২২.৭ . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِنْ تَبَيَّنُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২৩০৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর,

আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা কমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান (২ : ২৮৪)

৪১৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ الْآيَةُ

৪১৮৯ মুহাম্মদ (র) মারওয়ান আল আসফার (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি হচ্ছেন ইবন উমর (রা)—যে আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।

২৩.৮ . بَابُ قَوْلِهِ : أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِصْرًا عَهْدًا . وَيُقَالُ غُفِرَانَكَ مَغْفِرَتَكَ فَاغْفِرْ لَنَا

২৩০৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতরিত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও (২ : ২৮৫)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, مَغْفِرَتَكَ অর্থ غُفِرَانَكَ , আর مَغْفِرَتَكَ অর্থ فَاغْفِرْ لَنَا —আমাদের মার্জনা করুন। (২ : ২৮৫)

৪১৯০ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ، قَالَ نَسَخْتُهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا .

৪১৯০ ইসহাক (র) মারওয়ানুল আসফার (রা) একজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন আর তিনি ধারণা করেন যে, তিনি ইবন উমর (রা) হবেন। আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

সূরা আলে ইমরান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثِقَاءَ وَتَقِيَّةٍ وَاحِدَةً صِرٌّ بَرْدٌ شَفَا حُفْرَةٍ مِثْلُ شِفَا الرُّكْبَةِ وَهُوَ حَرْفُهَا تَبَوَّى تَتَّخَذُ مُعْسَكْرًا الْمُسُومُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ ، رِبِّيُّونَ الْجَمِيعِ وَالْوَاحِدُ رَبِّي تَحْسُونَهُمْ تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلًا غَرًّا

୭୮—

لَهُمْ لَا خَيْرَ ، أَلَيْمٌ مُّؤْلِمٌ مُّوجِعٌ مِّنَ الْآلَمِ وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ مُّفْعِلٍ -

২৩১০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই।" (৩ : ৭৭) لَا خَلَاقٌ —কোন কল্যাণ নেই। অলিম শব্দটি مُفْعِلٍ -এর আকৃতিতে 'আলম' থেকে গঠিত। অর্থাৎ জ্বালাময়ী।

[১৭৯] حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ خَلَفَ يَمِينِ صَبْرٍ لِّقَطْعِ بِهَا مَالٍ أَمْرِي مُسْلِمٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، فَاتَزَلَّ اللَّهُ تَصْدِيقُ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذًا وَكَذَا قَالَ فِي أَنْزَلْتُ لِي بَنَرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي قَالَ النَّبِيُّ (ص) بَيْنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالٍ أَمْرِي مُسْلِمٌ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ -

[৪১৯৩] হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সন্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : فِي الْآخِرَةِ বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আশআস ইব্ন কায়স (র) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান (রা) তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছে। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাত ভাইয়ের এলাকায় আমার একটি কূপ ছিল। এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে নবী (সা) বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ উপস্থাপন করবে নতুবা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো শপথ করে বসবে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পত্তি হরণ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহর সন্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহই তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন।

[১৭৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ فَحَلَفَ فِيهَا لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَتَزَلَّتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ -

৪১৯৪ আলী (র) আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বাজারে তার একটি দ্রব্য উপস্থিত করল এবং মুসলিমদের আটক করার জন্য শপথ সহকারে প্রচার করল যে, এর যে মূল্য দেওয়ার কথা হচ্ছে এর চেয়ে অধিক দিতে কোন ক্রেতা রাযী হয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হল : **انَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الخ** :

৪১৯৫ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْحَجَرَةِ فَخَرَجَتْ أَحَدَاهُمَا وَقَدْ انْفَذَ بِاشْفًا فِي كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرَفَعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ، ذَكَرُوهَا بِاللَّهِ ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا : انَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَ اللَّهِ فَذَكَرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ (ص) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ -

৪১৯৫ নসর ইবন আলী (র) ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুই বিদ্ধ হয়ে তাদের একজন বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনের বিরুদ্ধে সুই ফুটিয়ে দেয়ার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি শুধুমাত্র দাবির উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবি পূরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদের আল্লাহর নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত করীমা তার সম্মুখে পাঠ কর। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইবন আব্বাস (রা) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শপথ করা বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য।

২২১১ - بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ ، سَوَاءٌ قَصَدَ

২৩১১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তুমি বল, হে কিতাবিগণ! এস সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই ; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি (৩ : ৬৪)। **سَوَاءٌ** অর্থ সঠিক ও ন্যায়।

৪১৯৬ حَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَعْمَرٍ * وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ مَنِ فِيهِ إِلَى قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيَءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ (ص) إِلَى هِرْقَلٍ قَالَ وَكَانَ نَحْيَهُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ

عَظِيمٌ بَصْرِي ، فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ بَصْرِي إِلَى هِرْقَل ، قَالَ فَقَالَ هِرْقَلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ
الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ، فَقَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرْقَل ، فَاجْلَسْنَا بَيْنَ
يَدَيْهِ ، فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا
فَاجْلِسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَاجْلِسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ
هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي (ص) فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَآيُمُ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ يُؤْثَرُوا
عَلَى الْكَذِبِ لَكَذَّبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسِبُهُ فَيَكُنْ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ ، قَالَ فَهَلْ كَانَ
مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ قُلْتُ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ أَتَبِعُهُ أَشْرَافُ
النَّاسِ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ
هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ ،
قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ أَيَّاهُ؟ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قَالَ فَهَلْ
يَغْدِرُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا وَتَحَنُّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أُمَكَّنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ
أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ ، قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ لَا ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي
سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَيَكُنْ ، فَرَعَمْتُ أَنَّهُ فَيَكُنْ ذُو حَسَبٍ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْعَتْ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ
وَهَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكُ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ
عَنْ اتِّبَاعِهِ أَضَعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ اتِّبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَهُ
بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَعَمْتُ أَنْ لَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبُ
عَلَى اللَّهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ ، فَرَعَمْتُ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ
الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ، فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ
حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ، فَرَعَمْتُ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ
وَيَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَرَعَمْتُ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ
أَحَدٌ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلٌ أَنْتُمْ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ ، قَالَ بِمِ يَأْمُرُكُمْ ، قَالَ قُلْتُ يَا مَرُوءًا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحِلَّةِ
وَالْعِفَافِ ، قَالَ إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي

أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغُنَّ مَلَكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ ، قَالَ
ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ص)
إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ فَأِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْتَ تَسْلِمًا ،
وَأَسْلِمَ يَوْمَكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، إِلَى قَوْلِهِ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ،
ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَأَمْرِبَنَا فَأَخْرَجْنَا ، قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ
ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ ، فَمَارَلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى
أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعَا هِرَقْلُ عَظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارِهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الرُّومِ
هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرُ الْأَبَدِ وَأَنْ يَنْبَتَ لَكُمْ مَلِكُكُمْ ، قَالَ فَحَاصُوا حَيْصَةً حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى
الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ فَقَالَ عَلَى بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ
رَأَيْتُ مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ .

৪১৯৬ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) আমাকে সামনাসামনি হাদীস শুনিয়েছেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাদের আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদে আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। তখন নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে হিরাক্রিয়াসের নিকট একখানা পত্র পৌঁছান। দাহইয়াতুল কালবী এ চিঠিটা বসরাধিপতিকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরাক্রিয়াসের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। পত্র পেয়ে হিরাক্রিয়াস নবীর দাবিদার ব্যক্তির গোত্রস্থিত কেউ এখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, হ্যাঁ আছে। কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে ডাকা হলে আমরা হিরাক্রিয়াসের নিকট গেলাম এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। এরপর তিনি বললেন, নবীর দাবিদার ব্যক্তির তোমাদের মধ্যে নিকটতম আত্মীয় কে? আবু সুফিয়ান বলেন, উত্তরে বললাম আমিই। তারা আমাকে তাদের সম্মুখে এবং আমার সাথীদেরকে আমার পেছনে বসালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন এবং বললেন, এদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি নবীর দাবিদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যদি আমার নিকট মিথ্যা বলে তোমরা তার মিথ্যাচারিতা ধরিয়ে দেবে। আবু সুফিয়ান বলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যুক প্রমাণের আশংকা না থাকত তাহলে আমি মিথ্যা বলতামই। এরপর দোভাষীকে বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তির বংশীয় মর্যাদা কেমন? আবু সুফিয়ান বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে অভিজাত বংশের অধিকারী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর

সাম্প্রতিক বক্তব্যের পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাচারের অপবাদ দিতে পেরেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বলগণ? আমি বললাম, বরং দুর্বলগণ। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে। আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ কি ধর্ম ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করেছ কি? বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম, আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল হল : একবার তিনি জয়ী হন, আর একবার আমরা জয়ী হই। তিনি বললেন, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন কি? বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা একটি সন্ধির মেয়াদে আছি। দেখি এতে তিনি কি করেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ এর সাথে আর অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য সংযোজন করার সাহস আমার ছিল না। বললেন, তাঁর পূর্বে আর কেউ কি এমন দাবি করেছে? বললাম, না। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন যে, একে জানিয়ে দাও যে আমি তোমাকে তোমাদের সাথে সে ব্যক্তির বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারপর তুমি বলেছ যে, সে আমাদের মধ্যে কুলীন। তদ্রূপ রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কিনা? তুমি বলেছ 'না'। তাই আমি বলেছি যে, যদি তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতেন তাহলে বলতাম, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, দুর্বলগণ তাঁর অনুসারী, না সম্ভ্রান্তগণ? তুমি বলেছ, দুর্বলগণই। আমি বলেছি যে, যুগে যুগে দুর্বলগণই রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এ দাবির পূর্বে তোমরা কখনও তাঁকে মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ যে, না। তাতে আমি বুঝেছি যে, যে বক্তি প্রথমে মানুষদের সাথে মিথ্যাচার ত্যাগ করেন, তারপর আল্লাহর সাথে মিথ্যাচারিতা করবেন, তা হতে পারে না। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলেছি, ঈমান যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এ রকমই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুসারীরা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে? তুমি বলেছ, ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বলেছি, ঈমান পূর্ণতা লাভ করলে এ অবস্থাই হয়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ কি? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ করেছ এবং তাঁর ফলাফল হচ্ছে পানি উত্তোলনের বালতির ন্যায়। কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জয়লাভ কর। এমনিভাবেই রাসূলদের পরীক্ষা করা হয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় তাদের পক্ষেই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। তদ্রূপ রাসূলগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ এ দাবি উত্থাপন করেছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলি যদি কেউ তাঁর পূর্বে এ ধরনের দাবি করে থাকত তাহলে আমি মনে করতাম এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দাবির অনুসরণ করছে। আবু সুফিয়ান বলেন,

তারপর হিরাক্রিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমাদের কি কাজের নির্দেশ দেন? আমি বললাম, নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়তা রক্ষা করতে এবং পাপাচারিতা থেকে পবিত্র থাকার নির্দেশ দেন। হিরাক্রিয়াস বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নবী (সা), তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছবার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাতকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করবে।

আবু সুফিয়ান বলেন, তারপর হিরাক্রিয়াস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে বললেন। চিঠির বক্তব্য এই :

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্রিয়াসের প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার উপর নিপতিত হবে। হে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুতেই তাঁর সাথে শরীক না করি। আর আমাদের একে অন্যকে আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।

যখন তিনি পত্র পাঠ সমাপ্ত করলেন চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জন বৃদ্ধি পেল। তারপর তাঁর নির্দেশে আমাদের বাইরে নিয়ে আসা হল। আবু সুফিয়ান বলেন, আমরা বেরিয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আবু কাবশার সম্ভানের ব্যাপারে তো বিস্তর প্রভাব লাভ করেছে। রোমীয় রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁকে ভয় পায়। তখন থেকে আমার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীন অতি সত্বর বিজয় লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, তারপর হিরাক্রিয়াস রোমের নেতৃবৃন্দকে ডেকে একটি কক্ষে একত্রিত করলেন এবং বললেন, হে রোমকগণ! তোমরা কি আজীবন সৎপথ ও সফলতার প্রত্যাশী এবং তোমাদের রাজত্ব অটুট থাকুক? এতে তারা তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বন্য-গর্দভের ন্যায় পলায়নরত হল। কিন্তু দরজাগুলো সবই বন্ধ পেল। এরপর বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সবাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি তাদের সবাইকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের ধর্মের উপর তোমাদের আস্থা কতটুকু আছে তা আমি পরীক্ষা করলাম। আমি যা আশা করেছিলাম তা তোমাদের থেকে পেয়েছি। অনন্তর সবাই তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকল।

২৩১২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (৩ : ৯২)

[৬১৭] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ نَحْلًا ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ * قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَدَّحَ بْنَ عَبَادَةَ ، ذَلِكَ مَا رَائِحٌ -

[৪১৯৭] ইসমাইল (র) আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, মদীনা মনোয়ারায় আবু তালহা (রা)-ই অধিক সংখ্যক খেজুর বৃক্ষের মালিক ছিলেন। তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি ছিল “বীরাহা” নামক বাগান। আর তা ছিল মসজিদের সম্মুখে। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে এসে সেখানকার (কূপের) সুমিষ্ট পানি পান করতেন। যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ আয়াতটি নাযিল হল, তখন আবু তালহা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলছেন, “তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।” (৩ : ৯২) আমার সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি বীরাহা। এটা আল্লাহর ওয়াস্তে আমি দান করে দিলাম। আমি আল্লাহর নিকট পুণ্য ও সঞ্চয় চাই। আল্লাহ আপনাকে যেখানে নির্দেশ দেন আপনি সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বাহ! ওটা তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, ওটা তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। তুমি তা তোমার নিকট-আত্মীয়কে দিয়ে দাও, আমি এ রায় দিচ্ছি। আবু তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা করব। তারপর আবু তালহা (রা) সেটা তাঁর চাচাত ভাই-বোন ও আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ ও ইবন উবাদাহ (রা)-এর বর্ণনায় “ওটা তো লাভজনক সম্পত্তি” বলে উল্লিখিত হয়েছে।

[৬১৮] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ مَالٌ رَائِحٌ -

[৪১৯৮] ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি মালিক (র)-এর নিকট “মাল রায়িহ” — “ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ” পড়েছি।

৪১৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانٍ وَأَبِي وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا -

৪১৯৯ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরপর আবু তালহা (রা) হাস্‌সান ইবন সাবিত এবং উবায় ইবন কাআবের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আমি তাঁর নিকটাত্মীয় ছিলাম। কিন্তু আমাকে তা থেকে কিছুই দেননি।

২২১২ . بَابُ قَوْلِهِ قُلْ فَاتَوُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

২৩১৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ : ৯৩)

৪২০০ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ (ص) بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنِيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نَحْمَمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَاتَوُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، فَوَضَعَ مِذْرَاسَهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا نُونٌ يَدِهِ وَمَا وَرَآهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَتَزَعَّ يَدُهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ يَجَنَّا الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجَنُّا عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ -

৪২০০ ইব্রাহীম ইবন মুনযির আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এমন দু'জন পুরুষ ও মহিলা নিয়ে ইহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। নবী (সা) তাদের বললেন, তোমাদের ব্যভিচারীদেরকে তোমরা কিভাবে শাস্তি দাও? তারা বলল, আমরা তাদের চেহারা কালিমালিপ্ত করি এবং তাদের প্রহার করি। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপের বিধান পাও না? তারা বলল, আমরা তাতে এতদসম্পর্কিত কোন কিছু পাই না। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাত আন এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তা পাঠ কর। এরপর তাওরাত পাঠের সময় তাদের পণ্ডিত-পাঠক প্রস্তর নিক্ষেপ বিধির আয়াতের উপর স্বীয় হস্ত রেখে তা থেকে কেবল পূর্ব ও পরের অংশ পড়তে লাগল। রজমের^১ আয়াত পড়ছিল না। আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) তার হাতটি তুলে ফেলে বললেন, এটা কি? যখন তারা পরিস্থিতি বেগতিক দেখল তখন বলল, এটি রজমের আয়াত। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। এবং মসজিদের পার্শ্বে জানাযাগাহের^২ নিকটে উভয়কে 'রজম' করা হল।

১. প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শাস্তির আয়াত

২. যেখানে মৃত ব্যক্তিকে জানাযা দেয়া হয়।

ইবন উমর (রা) বলেন, আমি সেই পুরুষটিকে দেখেছি যে নিজে মহিলার উপর উপড় হয়ে তাকে প্রস্তরাঘাত হতে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

২৩১৪ . بَابُ قَوْلِهِ : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

২৩১৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে (৩ : ১১০)

৪২০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ .

৪২০১ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) আয়াত সম্পর্কে বলেন, মানুষের জন্যে মানুষ কল্যাণজনক তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে। এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে।

২৩১৫ . بَابُ قَوْلِهِ : إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا

২৩১৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের অভিভাবক (৩ : ১২২)

৪২০২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَزَلَتْ : إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا ، قَالَ نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلَمَةَ وَمَا نَحِبُ وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسْرُنِي أَنَّهُ لَمْ تَنْزَلْ لِقَوْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا .

৪২০২ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا আয়াতটি আমাদেরকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দু'দল বনী হারিছা আর বনী সালিমা। যেহেতু এ আয়াতে وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا —“আল্লাহ উভয়ের সহায়ক” উল্লেখ আছে, সেহেতু এটা অবতীর্ণ না হোক তা আমরা পছন্দ করতাম না। সুফিয়ান (র)-এর এক বর্ণনায় وَمَا يَسْرُنِي أَنَّهُ —“আমাকে ভাল লাগেনি” আছে।

২৩১৬ . بَابُ قَوْلِهِ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

২৩১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই (৩ : ১২৮)

[৪২.৩] حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ * رَوَاهُ اسْتَحْقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

[৪২০৩] হিব্বান (র) সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদা, রাক্বানা ওয়ালাকাল হামদ'১ বলার পর এটা বলতেন : হে আল্লাহ! অমুক, অমুক এবং অমুককে লানত২ লیس لك من الامر شیء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم : —তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা জালিম। ৩ (৩ : ১২৮) ইসহাক ইবন রাশিদ (র) ইমাম যুহরী (র) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

[৪২.৪] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ قَبْلَ بَعْدِ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ انجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْبَعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ ، يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ : اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا ، لَأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةُ -

[৪২০৪] মুসা ইবন ইসমাঈল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো জন্যে বদদোয়া অথবা দোয়া করার মনস্থ করতেন, তখন নামাযের রুকু পরেই কুনূতে নাযিলা৪ পড়তেন। কখনো কখনো সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদা, আল্লাহুমা রাক্বানা লাকাল হামদ বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবন ওয়ালিদ, সালমা ইবন হিশাম এবং আইয়াশ ইবন আবু রাবিয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তিকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করে দিন। নবী (সা) এ কথাগুলোকে উচ্চস্বরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি আরব গোত্রের নাম উল্লেখ করে ফজরের নামাযে বলতেন, হে আল্লাহ! অমুক এবং অমুককে লানত দিন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْخ

১. আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শোনেন। হে প্রভু তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা।

২. অভিশাপ।

৩. অভ্যাচারী।

৪. বদদোয়া ও হিফাজতের জন্য অবতরিত দোয়া।

২৩১৭ . بَابُ قَوْلِهِ : وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ ، وَهُوَ تَأْنِيْتُ أَخْرِكُمْ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِهْدَى الْحُسَيْنَيْنِ فَتَحًا أَوْ شَهَادَةً -

২৩১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : রাসূল (সা) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহ্বান করছিলেন।
 أَخْرِكُمْ -এর জীলিঙ্গ, أَخْرَاكُمْ, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দু' কল্যাণের একটি, এর অর্থ হলো
 বিজয় অথবা শহীদ হওয়া

[৪২০৫] حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ (ص) عَلَى الرُّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَقْبَلُوا مِنْهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ : إِذْ يَدْعُوهُمْ الرُّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا -

[৪২০৫] আমার ইবন খালিদ (র) বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) পদাতিক বাহিনীর উপর আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-কে সেনাপতি নির্ধারণ করেন। এরপর তাদের কতক পরাজিত হলে পালাতে লাগল, এটাই হল, রাসূল (সা) যখন তোমাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। মাত্র বারজন ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে ছিলেন না।

২৩১৮ . بَابُ قَوْلِهِ : أَمَنَّا نَعَّاسًا

২৩১৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “প্রশস্তি তন্মারূপে”।

[৪২০৬] حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ غَشَيْنَا النَّعَّاسَ وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخَذَهُ وَيَسْقُطُ وَأَخَذَهُ -

[৪২০৬] ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু তালহা (রা) বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন আপন আপন সারিতে ছিলাম। তন্মা আমাদের আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। তিনি বলেন, আমার তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, আর আমি তা উঠাচ্ছিলাম, আবার পড়ে যাচ্ছিল, আবার আমি উঠাচ্ছিলাম।

২৩১৯ . بَابُ قَوْلِهِ : الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرُّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ، الْقَرْحُ الْجِرَاحُ اسْتَجَابُوا أَجَابُوا يَسْتَجِيبُ يُجِيبُ

২৩১৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যখন হওয়ার পরও যারা আল্লাহর ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য

মহাপুরস্কার রয়েছে। (৩ : ১৭২) - يَسْتَجِيبُ - ডাকে সাড়া দিন। - يَسْتَجِيبُ - ডাকে সাড়া দেয়।

২৩২০. بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ الْآيَةَ

২৩২০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে (৩ : ১৭৩)

[৪২০৭] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَرَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ (ص) حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-

[৪২০৭] আহমদ ইবন ইউনুস (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, বর্ণিত, الْوَكِيلُ, বাক্যটি ইব্রাহীম (আ) বলেছিলেন, যখন তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, “তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর কিন্তু এটি তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল “আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক” (৩ : ১৭৩)

[৪২০৮] حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-

[৪২০৮] মালিক ইবন ইসমাইল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) যখন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল : حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ “আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট” তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক।

২৩২১. بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا يَخْشَوْنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةُ سَيُطَوَّقُونَ كَقَوْلِكَ طَوْقَتَهُ بِطَوَّقٍ

২৩২১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্যে তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্যে অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার বেড়ি হবে, আসমান এবং যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। (৩ : ১৮০) - سَيُطَوَّقُونَ এটা আরবী বাক্য. طَوْقَتَهُ بِطَوَّقٍ (তাকে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি)-এর ন্যায়

[৪২০৯] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النُّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِرْ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْنَبَانِ يَطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كُنْزُكَ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ -

৪২০৯ আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দেন, তারপর সে তার যাকাত পরিশোধ করে না — কিয়ামত দিবসে তার ধন-সম্পদকে তার জন্যে লোমবিহীন কালো-চিহ্ন বিশিষ্ট সর্পে রূপান্তরিত করা হবে এবং তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। মুখের দু'ধার দিয়ে সে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, 'আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়।' এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.....

২২২২ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

২৩২২. অনুচ্ছেদ ৪ : আব্দুল্লাহর বাণী : তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে (৩ : ১৮৬)

৪২১০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٌ ، وَارْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنٍ سَلُولٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَادَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعِبْدَةُ الْأَوْتَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ ابْنِ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَا تَغَيِّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنٍ سَلُولٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلَا تُؤْذِنُنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا ، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاغْشَيْنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نَحِبُ ذَلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَانُوا يَتَنَازَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ (ص) يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ (ص) دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو

حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَالٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْفُ عَنْهُ ، وَاصْفَحْ عَنْهُ ،
فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَيَّ أَنْ
يَتَوَجَّهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِيقَ بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا
رَأَيْتَ ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ ،
كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ
الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا الْآيَةُ ، وَقَالَ اللَّهُ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابَ لَوْ يَرْتُدَّنَّكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ، حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ
فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ ، قَالَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ سَلُّوْا وَمَنْ
مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعِبْدَةِ الْأَوْثَانِ ، لَهَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ (ص) عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا .

৪২১০ আবুল ইয়ামান (র) উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করেছিলেন, একটি ফদকী চাদর তাঁর পরনে ছিল। উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে তাঁর পেছনে বসিয়েছিলেন। তিনি বনী হারিছ ইব্ন খায়রায গোত্রে অসুস্থ সাদ ইব্ন উবাদাহ (রা)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বকার ঘটনা। বর্ণনাকারী বলেন যে, যেতে যেতে নবী (সা) এমন একটি মজলিসের কাছে পৌছলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় বিন সালুলও ছিল — সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মজলিসে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমা পূজারী এবং ইহুদী সকল প্রকারের লোক ছিল এবং তথায় আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। জন্তুর পদধূলি যখন মজলিস ছেয়ে ফেলল, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় আপন চাদরে নাক ঢেকে ফেলল। তারপর বলল, আমাদের এখানে ধূলা উড়িয়ে না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এদেরকে সালাম করলেন। তারপর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন মজীদ পাঠ করলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় বলল, এই লোকটি! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই। তবে আমাদের মজলিসে আমাদেরকে জ্বালাতন করবে না। তুমি তোমার তাঁবুতে যাও। যে তোমার কাছে যাবে তাকে তুমি তোমার কথা বলবে। অনন্তর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসে এগুলো আমাদের কাছে বলবেন, কারণ আমরা তা পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদীরা পরস্পর গালাগালি শুরু করল। এমনকি তারা মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে থামাচ্ছিলেন। অবশেষে তারা থামলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্তুর পিঠে আরোহণ করে রওয়ানা দিলেন এবং সাদ ইব্ন উবাদাহ (রা)-এর কাছে গেলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, হে সাদ! আবু হুবায অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় কি বলেছে, তুমি শুনেছ কি! সে এমন বলেছে। সাদ ইব্ন উবাদাহ (রা) বললেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ আপনার উপর যা নাযিল করেছেন তা সত্য। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তাকে শাহী টুপী পরাবে এবং নেতৃত্বের শিরদ্বাণে ভূষিত করবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রদানের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা অস্বীকার করলেন তখন সে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র হয়ে উঠে এবং আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছে যা আপনি দেখেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণ (রা) মুশরিক এবং কিতাবীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, “তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে (৩ : ১৮৬)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, “তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে ফিরে পাওয়ার আকাউক্ষা করে। তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (২ : ১০৯)

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক নবী করীম (সা) ক্ষমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদরের যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কাকের কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করলেন তখন ইবন উবায় ইবন সালুল তার সঙ্গী মুশরিক ও প্রতিমা পূজারিরা বলল, এটাতো এমন একটি ব্যাপার যা বিজয় লাভ করেছে। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইসলামের বায়আত করে জাহেরীভাবে ইসলাম গ্রহণ করল।

২৩২২. بَابُ قَوْلِهِ : لَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْنَا الْآيَةَ

২৩২৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কার্যের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। তাদের জন্যে মর্মস্বুদ শাস্তি রয়েছে (৩ : ১৮৮)

[৪২১১] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُتَأَفِّقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الْغَزَاةِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرَحُوا بِمَعْدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) احْتَدَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحْبَبُوا أَنْ يَحْمَلُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَتَنَزَّلَتْ لَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِالْآيَةِ.

[৪২১১] সাঈদ ইবন আবু মারযাম আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন তখন কিছু সংখ্যক মুনাফিক ঘরে বসে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে

যাওয়ার পর বসে থাকতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করত। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে শপথ সহকারে অক্ষমতা প্রকাশ করতো এবং যা করেনি তার জন্যে প্রশংসিত হওয়াকে ভালবাসত। তখন এ আয়াত নাযিল হল **لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِالْآيَةِ**

[৪২১৩] حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ إِذْ هَبَّ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَنَنْ كَانَ كُلُّ امْرَأَةٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَاحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذِّبًا لِيَعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيَّ (ص) يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ أَيَّاهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنَّ قَدْرَ اسْتَحْمَنُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرَهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ ، وَفَرَحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَنُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ -

৪২১২ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) আলকামা ইবন ওয়াহ্বাস অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (র) তাঁর দারোয়ানকে বললেন, হে নাফি! তুমি ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে বল, যদি প্রাণ বন্ধুতে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হতে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিই শাস্তি প্রাপ্য হয় তাহলে তাবৎ মানুষই শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানো হচ্ছে একটা অবান্তর ব্যাপার। একদা নবী (সা) ইহুদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা প্রদত্ত উত্তরের বিনিময়ে প্রশংসা লাভের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্যে উল্লসিত হয়েছিল। তারপর ইবন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন-**يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا.....**..... **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ**.....**وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَنُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا** “স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা এটা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। অতএব তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি এমন কাজের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনও মনে করো না, তাদের জন্যে মর্মভুদ শাস্তি রয়েছে (৩ : ১৮৭-১৮৮)। বর্ণনাকারী আবদুর রায়যাক (র) ইবন জুরায়য (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[৪২১৩] حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهِذَا -

৪২১৩ ইবন মুকাতিল (র) হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩২৪ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآيَةَ

২৩২৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্যে (৩ : ১৯০)

[৪২১৪] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَتَحَدَّثَتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ : ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْتَ ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

[৪২১৪] সাঈদ ইব্ন আবু মারযাম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আমার খালাস্বা হযরত মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত্রি যাপন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পরিবারবর্গের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আসমানের প্রতি তাকিয়ে পাঠ করলেন-**إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ**। এরপর দাঁড়ালেন এবং ওযু করে মিসওয়াক করে এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর হযরত বিলাল (রা) আযান দিলে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

২৩২৫ . بَابُ قَوْلِهِ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

২৩২৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (৩ : ১৯১)

[৪২১৫] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَطَرَحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَسَادَةً ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي طَوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَاتِ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ، ثُمَّ أَتَى شَنَا مَعْلَقًا ، فَآخَذَهُ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَ يَقْتُلُهَا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ .

ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ .

[৪২১৫] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালাম্মা মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করি। আমি মনে স্থির করলাম যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায আদায় করা দেখব। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য একটি বিছানা বিছিয়ে দেয়া হল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেটার লম্বালম্বি দিকে নিদ্রামগ্ন হলেন। এরপর জাগ্রত হয়ে মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে লাগলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করে তা সমাপ্ত করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের পানিপাত্রের নিকটে এসে তা নিলেন এবং ওয়ূ করে নামাযে দাঁড়ালেন, আমি দাঁড়িয়ে তিনি যা যা করছিলেন তা তা করলাম। তারপর আমি এসে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, তারপর আমার কান ধরে মলতে লাগলেন। তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন।

۲۳۲۶ . بَابُ قَوْلِهِ : رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أَنْصَارٍ

২৩২৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে আমাদের রব! কাউকে আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয় হেয় করলেন এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই (৩ : ১৯২)

[৪২১৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كَرِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَاهْلُهُ فِي طَوْلِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى اتَّتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْزٍ مُعَلَّقَةٍ فَنَوَّضًا مِنْهَا ، فَاحْسَنَ وَضُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَقَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَآخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

[৪২১৬] আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেন, তিনি হলেন তাঁর খালাম্মা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়েছিলাম আর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরিবারবর্গ লম্বালম্বি দিকে

পরিবারবর্গ দৈর্ঘ্যের দিকে শুয়ে ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রামগ্ন হলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য আগে কিংবা সামান্য পরক্ষণে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। এবং মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে মুছতে বসলেন। তারপর সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর খুলন্ত একটি পুরাতন মশকের নিকট গিয়ে তা থেকে ভালভাবে ওয়ূ করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও দাঁড়লাম এবং তিনি যা করেছেন আমিও তা করলাম। তারপর আমি গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান মলতে শুরু করলেন। তারপর তিনি দু' রাকাত করে ছয়বারে বারো রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর তিনি বিতরের নামায আদায় করলেন। শেষে মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত কিরাআতে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর হুজরা থেকে বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

سُورَةُ النِّسَاءِ

সূরা নিসা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَنْكِفُ يَسْتَكْبِرُ قَوَامًا قَوَامَكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ لَهُنَّ سَبِيلًا يَعْنِي الرُّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجُلْدَ لِلْبَكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يَسْتَنْكِفُ অর্থ অহংকার করে, قَوَامًا—তোমাদের জীবিকাজনের মাধ্যম। لَهُنَّ سَبِيلًا—সাইয়েবা বা বিবাহিতার জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ (রজম) আর কুমারীর জন্য বেত্রাঘাত। তিনি ব্যতীত অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন, مَثْنَى, ثَلَاثَ, رُبَاعَ অর্থ দুই, তিন এবং চার; আরবগণ رُبَاعَ শব্দকে غير منصرف বা অপরিবর্তনশীল মনে করে।

۲۳۲۸ . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

النِّسَاءِ

২৩২৮. অনুচ্ছেদ : আন্তাহর বাণী : আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে (নিসা ৪ : ৩)

۴۲۱۸ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَتَنَكَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ

يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ أَحْسِبْهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَدَقِ وَفِي مَالِهِ .

৪২১৮ ইবরাহীম ইবন মুসা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বক্তির তদ্বাবধানে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। এরপর সে তাকে বিয়ে করল, সে বালিকার একটি বাগান ছিল। তার অন্তরে ঐ বালিকার প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বাগানের কারণে সে ঐ বালিকাটিকে বিবাহ করে রেখে দিতে চায়। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। আমার ধারণা যে, উরওয়া বলেন, ইয়াতীম বালিকাটি সে বাগান ও মালের মধ্যে শরীক ছিল।

৪২১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِیْهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِیْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَةٍ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةً الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ فَتَنْهَوْنَ أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

৪২১৯ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) 'উরওয়া ইবন যুবাযর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাগ্নে! সে হচ্ছে পিতৃহীন বালিকা, অভিভাবকের তদ্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয় এবং তার রূপ ও সম্পদ তাকে (অভিভাবককে) আকৃষ্ট করে। এরপর সেই অভিভাবক উপযুক্ত মোহরানা না দিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়। তদুপরি অন্য ব্যক্তি যে পরিমাণ মোহর দেয় তা না দিয়ে এবং তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে তাকে বিয়ে করতে চায়। এরপর তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোহর এবং ন্যায় ও সমুচিত মোহর প্রদান ব্যতীত তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তদ্ব্যতীত যে সকল মহিলা পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে অনুমতি

দেয়া হয়েছে। উরওয়া (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন **وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ**—এবং লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে জানতে চায়.....। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর বাণী অন্য এক আয়াতে—তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ইয়াতীম বালিকার ধন-সম্পদ কম হলে এবং সুন্দরী না হলে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করো না। আয়েশা (রা) বলেন, তাই ইয়াতীম বালিকাদের মাল ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করলে ভিন্ন কথা। কেননা তারা সম্পদের অধিকারী না হলে এবং সুন্দরী না হলে তাদেরকেও বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

২২২৭. **بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمُ الْآيَةَ وَبَدَارًا مِّبَادَرَةً أَعَدَدْنَا أَعْدَدًا أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ**

২৩২৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে (৪ : ৬)

عِتَادٍ - أَعْدَدْنَا অর্থ প্রস্তুত করে রেখেছি। আর أَعْدَدْنَا অর্থ তড়াতাড়ি। مِبَادَرَةً অর্থ বদার। أَفْعَلْنَا এর ওয়ানে।

[৪২২০] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ۔

[৪২২০] ইসহাক (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর বাণী وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ বিত্তশালী গ্রহণ করবে না। অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ উপলক্ষে, যদি তত্ত্বাবধায়ক বিত্তহীন হয় তাহলে রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে সংগত পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে।

২২২৮. **بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ الْآيَةُ**

২৩৩০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে (৪ : ৮)

[৪২২১] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ ، قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ ،

وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُوصِيكُمُ اللَّهُ -

৪২২১ আহমাদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতটি সুস্পষ্ট, রহিত বা মানসুখ নয়। সাঈদ (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে ইকরামা (রা) অনুকরণ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর বাণী **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الْآيَةُ** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। (৪ : ১১)

৪২২২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ (ص) وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ مَا شِئْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ (ص) لَا أَعْقِلُ فِدْعًا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَقْفَتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ .

৪২২২ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এবং আবু বকর (রা) বনী সালমা গোত্রে পদব্রজে আমার রোগ সম্পর্কে খোজ-খবর নিতে গিয়েছিলেন। অনন্তর নবী (সা) আমাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেলেন। কাজেই তিনি পানি আনালেন এবং ওয়ূ করে ওয়ূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বলললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সম্পত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেবেন? তখন এ আয়াত নাযিল হল : **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الْآيَةُ** :

২৩৩১ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

২৩৩১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য (৪ : ১২)

৪২২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَسَخَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلزَّكَرِ مِثْلَ خَطِّ الْأُنثَيْنِ وَجَعَلَ لِللَّابَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَتْنَهُمَا السُّدُسَ وَالثُلُثُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنُ وَالرُّبُعَ وَالزَّوْجَ الشُّطْرَ وَالرُّبُعَ -

৪২২৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্পদ ছিল সন্তানের জন্য, আর ওসীয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। এরপর তা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার দ্বিগুণ নির্ধারণ করলেন। পিতামাতা

প্রত্যেকের জন্য $\frac{১}{৬}$ অংশ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ নির্ধারণ করলেন, স্ত্রীদের জন্য $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ নির্ধারণ করলেন এবং স্বামীর জন্য $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ নির্ধারণ করলেন।

২৩২২ . بَابُ قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا أَلَايَةً ، وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
لَا تَغْضُلُونَهُنَّ لَا تَقْهَرُونَهُنَّ حُوبًا إِنَّمَا يَعُولُوا تَمِيلُوا نَحْلَةَ النِّحْلَةِ الْمَهْرُ

২৩৩২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নহে (৪ : ১৯)

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত لَا تَغْضُلُونَهُنَّ — তাদের উপর বল প্রয়োগ করো না। حُوبًا — গুনাহ। يَعُولُوا — ঝুঁকে পড়। نَحْلَةَ — মোহর।

[৪২২৪] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السَّوَّائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَغْضُلُونَهُنَّ لِتَقْهَرُوهُنَّ بِبَعْضِ مَا اتَّيْتُمُوهُنَّ ، قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَائُهُ أَحَقُّ بِأَمْوَالِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزْوِجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوْجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَزُوجُوها فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْأَيَّةُ .

[৪২২৪] মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا مَا اتَّيْتُمُوهُنَّ — ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে অবস্থা একরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীর উপর দাবিদার হত। তারা ইচ্ছা করলে নিজেরা ঐ মহিলাকে বিয়ে করত। ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে বিয়ে দিত। আর নতুবা তাকে আমরণ আটকে রাখত। কারও কাছে বিয়ে দিত না। মহিলার পরিবারের তুলনায় এরা অধিক দাবিদার ছিল। এরপর এ আয়াত নাযিল হল।

২৩২৩ . بَابُ قَوْلِهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الْأَيَّةُ

২৩৩৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা (৪ : ৩৩)

مَوَالِيَ أَوْلِيَائِهِ عَاقَدَتْ هُوَ مَوَالِيَ الْيَمِينِ وَهُوَ الْحَلِيفُ وَالْمَوَالِيُّ أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ وَالْمَوَالِيُّ الْمَنْعَمُ
الْمُعْتَقُ وَالْمَوَالِيُّ الْمَلِيكُ وَالْمَوَالِيُّ مَوْلَى فِي الدِّينِ

عَاقَدَتْ مَوَالِيَ এক প্রকার হচ্ছে, সে সকল আত্মীয়, যারা রক্ত সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী। অপর পক্ষ عَاقَدَتْ مَوَالِيَ অর্থ্যাৎ চুক্তিবহ উত্তরাধিকারী। আবার مَوْلَى — চাচাত ভাই, مَوْلَى المَنْعَمِ — যে দাস মুক্ত করে, مَوْلَى — মুক্তদাস, مَوْلَى — বাদশাহ, مَوْلَى — মহাজন।

[৪২২৫] حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَالدِّينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ ثَوْبَ نَوِي رَحِمِهِ لِلْإِخْوَةِ الَّتِي أَخَى النَّبِيُّ (ص) بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ وَالدِّينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّقَادَةِ وَالنُّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِي لَهُ سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ طَلْحَةَ

[৪২২৫] সাল্ত ইবন মুহাম্মদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ হচ্ছে বংশীয় উত্তরাধিকারী, وَالدِّينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ হচ্ছে মুহাজিরগণ যখন মদীনায় এসেছিলেন তখন তারা আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন। আত্মীয়তার কারণে নয় বরং রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের কারণে। যখন وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ নাযিল হল, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে গেল। তারপর বললেন, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করে থাক সাহায্য-সহযোগিতা ও পরস্পরের উপকার করার। পূর্বতন উত্তরাধিকার বিলুপ্ত হল এবং এদের জন্য ওসীয়াত বৈধ।

হাদীসটি আবু উসামা ইদরীসের কাছে থেকে এবং ইদরীস তালহার কাছ থেকে শুনেছেন।

২২২৪ . بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زِنَةَ ذَرَّةٍ

২৩৩৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ অণুপরিমাণও যুলুম করেন না। —এর অর্থ অণু পরিমাণ

[৪২২৬] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ (ص) نَعَمْ ، هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالْظَهْرِ ضَوْءَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ، قَالُوا لَا ، قَالَ فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ، قَالُوا لَا ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَذْنٌ مُؤَذِّنٌ يَتَّبِعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بَرًّا أَوْ فَاجِرًا وَغَيْرَاتُ أَهْلِ

الْكِتَابِ ، فَتَدْعَى الْيَهُودَ ، فَيَقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عَزِيزَ بْنِ اللَّهِ ، فَيَقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ ، فَمَاذَا تَبْغُونَ فَقَالُوا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُشَارُ الْأَتْرَبُونَ فَيَحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيَقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ ، فَيَقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ ، آتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي آذُنَى صُورَةٍ مِنْ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا فَيَقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا فَارْقِنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ لَا نُشْرِكُ اللَّهَ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -

৪২২৬ মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযীয (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একদল লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। গ্রীষ্মকালের মেঘবিহীন ভর দুপুরের প্রখর কিরণবিশিষ্ট সূর্য দেখতে তোমরা কি পরস্পর ভিড় করে থাক? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘবিহীন আলো বিশিষ্ট চন্দ্র দেখতে গিয়ে তোমরা কি ভিড় কর? আবার তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এদের কোনটিকে দেখতে যেমন পরস্পর ভিড় কর না; কিয়ামতের দিনও আল্লাহকে দেখতেও তোমরা পরস্পর ভিড় করবে না। কিয়ামত যখন আসবে তখন এক ঘোষক ঘোষণা দেবে। তখন প্রত্যেকেই আপন আপন উপাস্যের অনুসরণ করবে। আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমা ও পাথর ইত্যাদির যারা পূজা করেছে, তারা সবাই দোযখে গিয়ে পড়বে, একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। পুণ্যবান হোক চাই পাপী, এরা এবং আল্লাহর অবশিষ্ট বিশ্বাসীরা ব্যতীত যখন আর কেউ থাকবে না, তখন ইহুদীদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযাইরের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও গ্রহণ করেননি। তোমরা কি চাও? তারা বলবে, হে প্রভু! আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদেরকে পানি পান করান। এরপর তাদেরকে ইঙ্গিত করা হবে যে, তোমরা পানির ধারে যাও না কেন? এরপর তাদেরকে দোযখের দিকে একত্র করা হবে তা যেন মরুভূমির মরীচিকা, এক এক অংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে। অনন্তর তারা সবাই দোযখে পতিত হবে। তারপর খ্রিস্টানদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও নয়। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি চাও? তারাও প্রথম পক্ষের মত বলবে, এবং তাদের মত দোযখে নিপতিত হবে। অবশেষে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপী হোক আল্লাহর উপাসকগণ ব্যতীত আর কেউ যখন বাকি থাকবে না, তখন

তাদের কাছে পরিচিত রূপের নিকটতম একটি রূপ নিয়ে রাব্বুল আলামীন তাদের কাছে আবির্ভূত হবেন। এরপর বলা হবে, প্রত্যেক দল নিজ নিজ উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে। তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, দুনিয়াতে এ সকল লোকের প্রতি আমাদের চরম প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা সেখানে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছি এবং তাদের সাথে মেলামেশা করিনি। এখন আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি, আমরা তাঁর ইবাদত করতাম। এরপর তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না। এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বলবে।

২২২৫ . بَابُ قَوْلِهِ : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا الْمُخْتَالُ وَالْخُتَالُ وَاحِدٌ ، نَطْمِسُ نُسُوبَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَانِهِمْ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ ، سَعِيرًا وَقُودًا -

২৩৩৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে (৪ : ৪১)। الْمُخْتَالُ একই অর্থে ব্যবহৃত, দাখিক। نَطْمِسُ —সমান করে দেব। শেষ পর্যন্ত তাদের গর্দানের মতো হয়ে যাবে। الْكِتَابُ অর্থ কিতাবের লেখা মোচন করে ফেলা। سَعِيرًا অর্থ জ্বলন্ত

৪২২৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) اقْرَأْ عَلَى، قُلْتُ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ، قَالَ فَأَتَيْتُ أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، قَالَ أَمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، صَعِيدًا وَجَهَ الْأَرْضِ، وَقَالَ جَابِرٌ كَانَتْ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ إِلَيْهَا فِي جَهَنَّمَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمٍ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ، كُهَاً يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عُمَرُ : الْجِبْتُ السَّحَرُ. وَالطَّاغُوتُ لِلشَّيْطَانِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ-

৪২২৭ সাদ্কাহ্ (র) আমার ইবন মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে বললেন, আমার কাছে কুরআন করীম পাঠ কর। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে পাঠ করব। অথচ আপনার কাছেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, অন্যের মুখে শ্রবণ করাকে আমি পছন্দ করি। এরপর আমি তাঁর নিকট সূরা 'নিসা' পড়লাম, যখন আমি عَلَى جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا —পর্যন্ত পাঠ করলাম, তিনি বললেন, থাম, থাম, তখন তাঁর দু'চোখ থেকে টপ টপ করে

অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। আল্লাহর বাণী : الْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَالَ وَالْأَنْفُسَ وَلَا أَمْوَالَهُمْ لِيُضِلَّكُمْ بِهَا سَبِيلَ اللَّهِ (৪ : ৪৩) —“আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে.....” (৪ : ৪৩) —মাটির উপরি ভাগ। জাবির (রা) বলেন, যে সকল তাগুতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল বুহাইনা গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগুত ছিল। তারা হচ্ছে গণক। তাদের কাছে শয়তান আসত।

উমর (রা) বলেন, الْجِبْتُ —জাদু। الطَّاغُوتُ —শয়তান। ইকরামা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় শয়তানকে جِبْتُ বলা হয়। আর গণককে طَّاغُوتُ বলা হয়।

৪২২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكْتَ قِلَادَةً لَأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ (ص) فِي طَلِبِهَا رَجُلًا ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِئُوا مَاءً فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ التِّيمَّمَ .

৪২২৮ মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট থেকে আসমা (রা)-এর একটি হার হারিয়ে গিয়েছিল। তা খুঁজতে রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন নামাযের সময় হল, তাদের কাছে পানি ছিল না। আবার ওয়ূর পানিও পেলেন না। এরপর বিনা ওয়ূতে নামায আদায় করে ফেললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাযাম্মুমের বিধান নাযিল করলেন।

২২২৬ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

২৩৩৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ থাকলে তা উপস্থাপিত কর, আল্লাহ ও রাসূলের কাছে তা-ই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর (৪ : ৫৯)। وَأُولَى الْأَمْرِ —দায়িত্বশীল

৪২২৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ (ص) فِي سَرِيَّةٍ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .

৪২২৯ সাদাকাহ ইবন ফাদল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা ইবন কায়স ইবন আদী সম্পর্কে যখন তাঁকে নবী (সা) একটি সৈন্য দলের প্রধান করে প্রেরণ করেছিলেন।

২২২৭ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

২৩৩৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয় (৪ : ৬৫)

[২২৩০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيعٍ مِّنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ أَحْبَسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ (ص) لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَّهُمَا فِيهِ سَعَةٌ ، قَالَ الزُّبَيْرُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .

[৪২৩০] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররা বা মদীনার কঙ্করময় ভূমিতে একটি পানির নালা নিয়ে একজন আনসার হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে ঝগড়া করেছিলেন, নবী করীম (সা) বললেন, হে যুবায়র! প্রথমত তুমি তোমার জমিতে পানি দাও, তারপর তুমি প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দেবে। আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এই ফয়সালা দিলেন। এতে অসন্তুষ্টিবশত রাসূল (সা)-এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়র! তুমি পানি চালাবে তারপর আইল পর্যন্ত ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আটকে রাখবে তারপর প্রতিবেশীর জমির দিকে ছাড়বে।

আনসারী যখন রাসূল (সা)-কে রাগিয়ে তুললেন তখন তিনি তার হক পুরোপুরি যুবায়র (রা)-কে প্রদানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে প্রথমে নবী (সা) এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে উদারতা ছিল।

যুবায়র (রা) বলেন. فَأَيُّ آيَاتٍ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هِيَ تَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ أَحْبَسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ (ص) لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَّهُمَا فِيهِ سَعَةٌ ، قَالَ الزُّبَيْرُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .

২২২৮ . بَابُ قَوْلِهِ : فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

২৩৩৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন (৪ : ৬৯)

[২২৩১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرُضُ إِلَّا خَيْرٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، أَخَذَتْهُ بَحَّةٌ شَدِيدَةٌ ، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ : مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ -

[৪২৩১] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন হাওশাব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবী অস্তিত্ব সময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটি নির্বাচন করার ইচ্ছাতির দেওয়া হয়। যে অসুস্থতায় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে অসুস্থতায় তাঁর ভীষণ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছিল। সে সময় আমি তাঁকে مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ [তারা নবীগণ, সত্যনিষ্ঠ শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবেন (৪ : ৬৯)] বলতে শুনেছি। এরপর আমি বুঝে নিয়েছি যে তাঁকে ইচ্ছাতির (শ্বাসকষ্ট) দেয়া হয়েছে।

۲۳۳۹ . بَابُ قَوْلِهِ: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى الظَّالِمِ أَهْلِهَا

২৩৩৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : তোমাদের কী হল যে তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্র পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিউগণের জন্য যার অধিবাসী জালিম (৪ : ৭৫)

[৪২৩২] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ -

[৪২৩২] আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) 'উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, আমি এবং আমার আত্মা (আয়াতে উল্লিখিত) অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

[৪২৩৩] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلَا : إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ ، وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَصْرَتْ ضَاكَتْ تَلَوُوا أَلَسْتُمْ بِالشَّهَادَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : أَلْمَرَاغَمُ الْمُهَاجِرُ ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي ، مَوْقُوتًا مَوْقُوتًا وَقَتَهُ عَلَيْهِمْ

[৪২৩৩] সুলায়মান ইবন হার্ব (র) ইবন আব্দুল মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) — “তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু

.....(৪ : ৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ যাদের অক্ষমতা অনুমোদন করেছেন আমি এবং আমার আশ্রয় তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত — **حَصْرَتْ** — সংকুচিত হয়েছে। **الْمَهْجَرُ** — **الرَّاعِمُ** — সাক্ষ্য দিতে তাদের জিহ্বা বক্র হয়। **تَلَوُوا أَلَسْتُمْ بِالشَّهَادَةِ** — হিজরতের স্থান, **رَأَغَمْتُ قَوْمِي** — আমার গোত্রকে ছেড়ে দিয়েছি, **مَوْفَاتًا** এবং **مَوْفُوتًا** — তাদের উপর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

২২৪. **بَابُ قَوْلِهِ : فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ** **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَدَهُمْ فِتْنَةُ جَمَاعَةٍ**

২৩৪০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে! যখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাছায় ফিরিয়ে দিয়েছেন (৪ : ৮৮) ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, **بَدَدَهُمْ** — তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছেন, **فِتْنَةُ** — দল।

[৪২২৪] **حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَحَدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقٌ يَقُولُ أَقْتُلْهُمْ وَفَرِيقٌ يَقُولُ لَا فَتَزَلْتَ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتَيْنِ وَقَالَ إِنَّهَا طَيِّبَةٌ تَنْفِي الْخَبَثَ ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ -**

[৪২৩৪] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتَيْنِ** — উহদের যুদ্ধ থেকে একদল লোক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছিল, এরপর তাদের ব্যাপারে লোকেরা দু'দল হয়ে গেল, একদল বলেছে তাদেরকে হত্যা করে ফেল; অপর দল বলেছিল তাদেরকে হত্যা করো না, তখন নাযিল হল : **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتَيْنِ** অর্থাৎ নবী করীম (সা) বলেছেন, এই মদীনা হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা বিদূরিত করে এটাও খবীস ও অসৎদেরকে বিদূরিত করে।

২২৪১. **بَابُ قَوْلِهِ : وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ - يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ ، حَسِينًا كَافِيًا ، إِلَّا إِنَّاكَ الْمَوَاتَ حَجْرًا أَوْ مَدْرًا ، وَمَا أَشْبَهَهُ مَرِيدًا مُتَفَرِّدًا ، فَلْيَبْتَكَ بِتَكَّةٍ قَطْعَةً ، قِيلًا ، وَقَوْلًا وَاحِدًا ، طَبَعَ خَيْمَ -**

২৩৪১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে (৪ : ৮৩)

يَسْتَخْرِجُونَهُ — মৃত, পাথর — **إِنَّاكَ** — যথেষ্ট, **حَسِينًا** — খুঁজে বের করে, **يَسْتَنْبِطُونَهُ** — তা প্রচার করে দেয়, **أَذَاعُوا بِهِ** — **طَبَعَ** — হোক কিংবা মাটি অথবা এ রকম অন্য কিছু। **مَرِيدًا** — বিদ্রোহী, **قِيلًا** আর **قَوْلًا** একই অর্থাৎ বলা, **طَبَعَ** — সীলকৃত। **فَلْيَبْتَكَ بِتَكَّةٍ قَطْعَةً** — কর্ণচ্ছেদ করা।

২৩৪২ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

২৩৪২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম (৪ : ৯৩)

[৪২৩৫] حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

[৪২৩৫] আদম ইবন আবু ইয়াস (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে কূফাবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন তা মনসূখ, কেউ বলেন মনসূখ নয়, এরপর এর সমাধানের জন্য) আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু মনসূখ করেনি।

২৩৪৩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

২৩৪৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না 'তুমি মু'মিন নও' (৪ : ৯৪)

السَّلَامُ এবং السَّلَامُ একরূপ, অর্থ শান্তি।

[৪২৩৬] حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغَنِيمَةُ ، قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ .

[৪২৩৬] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, وَلَا تَقُولُوا আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু সংখ্যক ছাগল ছিল, মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটায় সে তাঁদেরকে বলল “আসসালামু আলায়কুম”, মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো হস্তগত করে ফেলল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغَنِيمَةُ —ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায়—আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।

আতা (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) সَّلَام পড়েছেন।

২৩৪৪. **بَابُ قَوْلِهِ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ**

২৩৪৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয় (৪ : ৯৫)

[৪২৩৭] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَمَلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يَمْلُهَا عَلَى ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اسْتَطِيعَ الْجِهَادُ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) وَفَخَذَهُ عَلَى فَخْذِي فَثَقُلْتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرْضَى فَخَذِي ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ -

[৪২৩৭] ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে **لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** আয়াতটি লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) তাঁর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর শপথ যদি আমি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তা হলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি অক্ষ ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ করলেন, এমতাবস্থায় যে তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল তা আমার কাছে এতই ভারী অনুভূত হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু খেতলিয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। তারপর তাঁর থেকে এই অবস্থা কেটে গেল, আর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : **غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ** : অক্ষমদের ব্যতীত। (৪ : ৯৫)

[৪২৩৮] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) زَيْدًا فَكَتَبَهَا ، فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ -

[৪২৩৮] হাফস ইব্ন 'উমর (র) বারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, যখন **لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** —আয়াতটি নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়দ (রা)-কে ডাকলেন। তিনি তা লিখে নিলেন। ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) এসে তাঁর দৃষ্টিহীনতার 'ওযর পেশ করলেন, আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : **غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ** : অক্ষমদের ব্যতীত। (৪ : ৯৫)

৪২৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) اذْعُوا فَلَانَا ، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاءُ وَاللُّوحُ وَ الْكِتَابُ فَقَالَ اُكْتُبْ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَخَلَفَ النَّبِيُّ (ص) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

৪২৩৯ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন অমুককে ডেকে আন। এরপর দোয়াত, কাঠ অথবা হাড় খণ্ড নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, লিখে নাও : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَاهِدُونَ ... فِي سَبِيلِ اللَّهِ । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে ছিলেন ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি দৃষ্টিহীন। এরপর তখনই অবতীর্ণ হল : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ।

৪২৪০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرِ ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ .

৪২৪০ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন 'আব্বাস (রা) অবহিত করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত মু'মিনগণ সমান নয়।

২৩৪৫ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

২৩৪৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম; তারা বলে, 'দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? (৪ : ৯৭)

৪২৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعَثَ فَأَكْتُبَتْ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتَهُ فَتَهَانِي

عَنْ ذَلِكَ أَشَدُّ النَّهْيِ ، ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَكْتُمُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرِبُ فَيَقْتُلُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ الْآيَةَ ، رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ -

৪২৪১ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ মুকরী (র) আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, একদল সৈন্য প্রেরণের জন্যে মদীনাবাসীদের উপর নির্দেশ জারি করা হল, এরপর আমাকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর মুক্ত গোলাম ইকরামার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, তারপর বললেন কিছুসংখ্যক মুসলিম মুশরিকদের সাথে থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী করেছিল, তীর এসে তাদের কারো উপর পতিত হত এবং তাকে মেরে ফেলত অথবা তাদের কেউ মার খেত এবং নিহত হত তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ الْآيَةَ আবুল আসওয়াদ থেকে লাইস এটা বর্ণনা করেছেন।

২২৪৬ . بَابُ قَوْلِهِ : إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حَبْلَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَهُ

২৩৪৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না (৪ : ৯৮)

৪২৪২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ، قَالَ كَانَتْ أُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ -

৪২৪২ আবু নু'মান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যাদের অক্ষমতা কবুল করেছেন আমার মাতা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২২৪৭ . بَابُ قَوْلِهِ : عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

২৩৪৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল (৪ : ৯৯)

৪২৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّيُ الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ هِشَامَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ،

৪২৪৩ আবু নু'আঈম (র) আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী (সা) ইশার নামায পড়ছিলেন, তিনি সামি আল্লাহুলমিমান হামিদা বললেন, তারপর সিজদা করার পূর্বে বললেন, হে আল্লাহ! আয়্যাশ ইব্ন আবু রাবিয়াকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ! সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ, ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ! অসহায় মু'মিনদেরকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ, মুযার গোত্রের উপর কঠিন শাস্তি নাযিল করুন, হে আল্লাহ! এটাকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করুন।

২৩৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই (৪ : ১০২)

٤٢٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيحًا -

৪২৪৪ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, **إِنْ كَانَ بِكُمْ أُنْثَىٰ**, সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা) আহত ছিলেন।

٢٣٤٩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ

২৩৪৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়, আপনি বলুন আল্লাহই তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, এবং ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে (যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে) যা কিতাবে শোনানো হয় (৪ : ১২৭)

٤٢٤٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا * وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيِّهَا وَوَارِثُهَا فَاشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَدَقِ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ

أَنْ يُؤَوِّجَهَا رَجُلًا ، فَيَشْرِكُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكْتَهُ فَيَغْضُلَهَا ، فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ -

৪২৪৫ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, اللَّهُ قُلِ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ آয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার নিকট ইয়াতীম বালিকা থাকে সে তার অভিভাবক এবং তার মুরব্বি, এরপর সেই বালিকা সেই অভিভাবকের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যায়, এমনকি খেজুর বৃক্ষেও। সে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে এবং অন্য কারো নিকট বিয়ে দিতেও অপছন্দ করে এ আশংকায় যে, তার যেই সম্পত্তিতে বালিকা অংশীদার সেই সম্পত্তিতে তৃতীয় ব্যক্তি অংশীদার হয়ে যাবে। এভাবে সেই ব্যক্তি ঐ বালিকাকে আবদ্ধ করে রাখে তাই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

২৩৫০ . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِقَاقًا تَفَاسُدُ ، وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ حَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِمُ عَلَيْهِ ، كَالْمُعَلَّقَةِ لَا مِيَّ آيَةٍ وَلَا ذَاتُ نَفْعٍ نُشُوزًا الْبَعْضُ -

২৩৫০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (৪ : ১২৮)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, شِقَاقٌ — পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ — কোন বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ যা লোভাতুর করে, كَالْمُعَلَّقَةِ — হিংসা।

৪২৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْبَرٍ مِنْهَا أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ ، فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ -

৪২৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির যাওয়িয়তে কোন মহিলা থাকে কিন্তু স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট নয় বরং তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, তখন স্ত্রী বলে আমার এই এই পাওনায় আমি তোমাকে অব্যাহতি দিচ্ছি, এতদুপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হল।

২৩৫১ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْفَلَ النَّارِ ، نَفَقًا سَرَبًا

২৩৫১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (৪ : ১৪৫)

ইব্ন আব্বাস (রা) সন্থকে পদের সাথে পড়েছেন। نَفَقًا — ভূগর্ভে — সুড়ঙ্গ।

[৪২৪৭] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلَقَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أَنْزَلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أَنْزَلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔

[৪২৪৭] উমর ইবন হাফস (র) আসওয়াদ (র) বলেছেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর মজলিশে ছিলাম, সেখানে হুযায়ফা আসলেন এবং আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, তোমাদের চেয়ে উত্তম গোত্রের উপরও মুনাফিকী এসেছিল পরীক্ষাস্বরূপ। আসওয়াদ বললেন, সুবহানাল্লাহ! অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, “মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে” হুযায়ফা (রা)-এর সত্য প্রকাশে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হেসে উঠলেন। হুযায়ফা (রা) মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন, আবদুল্লাহ (রা) উঠে গেলে তাঁর শাগরিদরাও চলে গেলেন। এরপর হুযায়ফা (রা) আমার দিকে একটি পাথর টুকরো নিক্ষেপ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর নিছক হাসিতে আমি আশ্চর্য হলাম অথচ আমি যা বলেছি তা তিনি বুঝেছেন। এমন এক গোত্র যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম তাদের উপর মুনাফিকী অবতরণ করা হয়েছিল। তারপর তারা তওবা করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেছেন।

২৩৫২ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسَلْيَمَانَ

২৩৫২. অনুচ্ছেদ : আব্দুল্লাহর বাণী : তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছে যেমন ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মান (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম (৪ : ১৬৩)

[৪২৪৮] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى۔

[৪২৪৮] মুসাদ্দাদ (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন যে, “আমি ইউনুস ইবন মাত্তা (আ) থেকে উত্তম” এটা বলা কারো উচিত নয়।

[৪২৪৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ۔

[৪২৪৯] মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বলে “আমি ইউনুস ইবন মাত্তা থেকে উত্তম” সে মিথ্যা বলে।

২২০২. بَابُ قَوْلِهِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَوْلَا خُلَّتْ فَلَهَا نَحْنُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

২৩৫৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন — কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে (৪ : ১৭৬)

কَلَالَةٌ — যার পিতা কিংবা পুত্র উত্তরাধিকারী না থাকে النَّسَبُ বাক্য থেকে এটা ক্রিয়াপদ।

[৪২৫০] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ .

[৪২৫০] সুলায়মান ইবন হারব (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। আমি বারা' (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে “বারাআ’ত” এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে — يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

সূরা আল-মায়িদা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُرْمٌ وَاحِدٌ حَرَامٌ ، فِيمَا نَقُضِهِمْ بِنَقْضِهِمُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ تَبَوُّءَ تَحْمِيلٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْإِغْرَاءُ التَّسْلِيْطُ ، دَائِرَةٌ تَوَلَّى ، أَجُورُهُنَّ مُهَوَّرُهُنَّ ، مَخْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ

(৫ : ৫) — তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে (৫ : ৫) — ফِيمَا نَقُضِهِمْ — যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, তَبَوُّءُ — বহন করবে, অন্য একজন বলেছেন (১০), الْإِغْرَاءُ

—ক্ষুধার তাড়নায় — مَخْمَصَةً, তাদের মাহর, — أَجُوزُهُنَّ, —ওলট-পালট, — دَائِرَةً, —শক্তিশালী করে দেয়া, (৫ : ৩)

قَالَ سَفْيَانُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَى مَنْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ . مَنْ أَحْيَاهَا يَعْنِي مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ أَحَى النَّاسِ مِنْهُ جَمِيعًا - شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَسُنَّةً الْمُهَيْمِنُ الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ .

(হে কিতাবীগণ) তাওরাত, ইন্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই। (৫ : ৬৮)

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে কুরআনে করীমে التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ আয়াতটির চেয়ে কঠোর অন্য কোন আয়াত নেই। مَنْ أَحْيَاهَا — আর কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ : ৩২) — شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا — আইন ও স্পষ্ট পথ, নিয়ম (৫ : ৪৮), الْمُهَيْمِنُ — আমানতদার, কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের আমানতদার। (৫ : ৪৮)

২৩৫৪ . بَابُ قَوْلِهِ : الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

২৩৫৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম (৫ : ৩)

[২৫১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ ، وَإِنْ أُنْزِلَتْ ، وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ أُنْزِلَتْ يَسُومُ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ ، قَالَ سَفْيَانُ وَأَشْكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا : الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .

[৪২৫১] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) তারিক ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত, ইহুদিগণ ‘উমর ফারুক (রা)-কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হত, তবে আমরা সেটাকে “ঈদ” করে রাখতাম। উমর (রা) বললেন, এটা কখন অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায় ছিলেন, আল্লাহর শপথ আমরা সবাই ‘আরাফাতে ছিলাম, সেই আয়াতটি হল — الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

২৩৫৫ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

২৩৫৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে (৫ : ৬)

تَيَمَّمُوا — ইচ্ছে করবে তোমরা, اُمِّنْ — উদ্দেশ্য করে, اُمَمْتُ آوَر تَيَمَّمْتُ একই, আমি ইচ্ছে করেছি, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, لَمَسْتُمْ، تَمَسُّوهُنَّ، وَالْأَتَى نَخَلْتُمْ بِهِنَّ، এবং الْأَفْضَاءُ এই চারটিরই অর্থ সহবাস করা।

[২৫২] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَى النَّبِيُّ (ص) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى التِّمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا لَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) وَاضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ وَقَالَ حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَلَى فَخْذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا قَالَ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا أَلِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ.

[৪২৫২] ইসমাইল (র) নবী-পত্নী আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম, বায়দা কিংবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌছার পর আমার গলার হার হারিয়ে গেল। তা খোঁজার জন্যে রাসূল (সা) তথায় অবস্থান করলেন এবং অন্যান্য লোকও তাঁর সাথে অবস্থান করল। সেখানেও কোন পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। এরপর লোকেরা আবু বকর (রা)-এর কাছে আসল এবং বলল, আয়েশা (রা) যা করেছেন আপনি তা দেখেছেন কি? রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকিয়ে রেখেছেন, অথচ তাদের কাছেও পানি নেই আবার সেখানেও পানি নেই। রাসূল (সা) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর (রা) এলেন এবং বললেন, তুমি রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকে রেখেছ অথচ সেখানেও পানি নেই আবার তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন যে, আবু বকর (রা) আমাকে দোষারোপ করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন তা বলেছেন এবং তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার কোমরে ঠুসি দিতে লাগলেন, আমার কোলে রাসূল (সা)-এর অবস্থানই আমাকে পালিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। পানিবিহীন অবস্থায় ভোরে রাসূল (সা) ঘুম

থেকে উঠলেন। এরপর **فَتَيَمَّمُوا** বলে আল্লাহ তা'আলা তায়াশুমের আয়াত নাযিল করলেন, তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র বললেন, হে আবু বকর-এর বংশধর! এটা আপনাদের প্রথম মাত্র বরকত নয়।

আয়েশা (রা) বললেন, যে উটের উপর আমি ছিলাম, তাকে আমরা উঠালাম তখন দেখি হারটি তার নিচে।

[৪২০৩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَقَطَتْ قِلَادَةُ لِي بِالْبَيْدَاءِ ، وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ فَأَنَاحَ النَّبِيُّ (ص) وَنَزَلَ فَتَنَسَّى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَّرَنِي لَكْرَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسَتْ النَّاسُ فِي قِلَادَةِ قَبِي الْمَوْتِ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَقَدْ أَوْجَعَنِي ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ ، فَاتَّمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يَوْجَدْ ، فَتَنَزَّلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ (٦:٥) ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا أَلْ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بِرَكَّةٍ لَهُمْ۔

[৪২০৩] ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, মদীনায প্রবেশের পথে বায়দা নামক স্থানে আমার গলার হারটি পড়ে গেল। এরপর নবী (সা) সেখানে উট বসিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) এসে আমাকে কঠোরভাবে থাপ্পড় লাগালেন এবং বললেন একটি হার হারিয়ে তুমি সকল লোককে আটকে রেখেছ। এদিকে তিনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, অপরদিকে রাসূল (সা) এ অবস্থায় আছেন, এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম। তারপর রাসূল (সা) জাগ্রত হলেন, ফজর নামাযের সময় হল এবং পানি খোঁজ করে পাওয়া গেল না, তখন নাযিল হল : —হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত দৌত করবে। (৫ : ৬)

এরপর উসায়দ ইব্ন হুযায়র বললেন, হে আবু বকরের বংশধর! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারণে মানুষের জন্যে বরকত নাযিল করেছেন। তোমাদের আপাদমস্তক তাদের জন্যে বরকতই বরকত।

২৩০৬ . بَابُ قَوْلِهِ فَاذْهَبِ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

২৩০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব (৫ : ২৪)

[৪২০৪] حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ * ح وَحَدَّثَنِي حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا

الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَخَارِقَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلَكِنْ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَانَتْ سُرِّي رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَدَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَخَارِقَ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص)۔

[৪২৫৪] আবু নু'আঈম (র) আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ (রা) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসরাঈলীরা মূসা (আ)-কে যে রকম বলেছিল, “যাও তুমি ও তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব” — আমরা আপনাকে সে রকম বলব না বরং আপনি অগ্রসর হোন, আমরা সবাই আপনার সাথেই আছি, তখন যেন রাসূল (সা) থেকে সব দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়ে গেল। এই হাদীসটি ওয়াকা-সুফিয়ান থেকে, তিনি মুখারিক থেকে এবং তিনি (মুখারিক) তারিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মিকদাদ এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিলেন।

২৩৫৭ . بَابُ قَوْلِهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْمَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

২৩৫৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে (দুনিয়ায় এটাই তাদের শাস্তি ও আখিরাতে তাদের জন্যে মহাশাস্তি রয়েছে) (৫ : ৩৩)। — আল্লাহর সাথে কুফরী করা।

[৪২৫৫] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَانَ أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ، قُلْتَ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلٌ رَزَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ص) فَقَالَ عُبَيْدَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ إِيَّاهُ حَدَّثَ أَنَسٌ ، قَالَ قَدِيمٌ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الْأَرْضَ ، فَقَالَ هَذِهِ نَعَمْ لَنَا تَخْرُجُ ، فَأَخْرَجُوا فِيهَا ، فَأَشْرَبُوا مِنَ الْبَانِيَا وَأَبْوَالِهَا فَأَخْرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنَ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيَا وَاسْتَصَحَّوْا وَمَاتُوا عَلَى الرَّأْيِ فَقَتَلُوهُ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلَاءِ قَتَلُوا النَّفْسَ

وَحَارَبُوا اللَّهَ رَسُولَهُ وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ تَتَهَمِنِي قَالَ حَدَّثَنَا بِهِذَا أَنَسٌ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أَبْقَى هَذَا فِينَكُمْ ، وَمِثْلُ هَذَا -

৪২৫৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা কিসামাত দণ্ড সম্পর্কিত হাদীসটি আলোচনা করলেন এবং এর অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করলেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বললেন এবং এও বললেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন। এরপর তিনি আবু কিলাবার প্রতি তাকালেন, আবু কিলাবা তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ নামে কিংবা আবু কিলাবা নামে ডেকে বললেন, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি? আমি বললাম বিয়ের পর ব্যভিচার, কিসাসবিহীন খুন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন একটি ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলামে বৈধ বলে আমার জানা নেই।

আনবাসা বললেন, আনাস (রা) আমাদেরকে হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ হাদীসে আরনিন।) আমি (আবু কিলাবা) বললাম, আমাকেও আনাস (রা) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর সাথে আলাপ করল, তারা বলল, (প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে) আমরা এদেশের সাথে মিলতে পারছি না। রাসূল (সা) বললেন, এগুলো আমার উট, ঘাস খাওয়ার জন্যে বের হচ্ছে, তোমরা এগুলোর সাথে যাও এবং এদের দুধ ও পেশাব পান কর। তারা এগুলোর সাথে বেরিয়ে গেল এবং দুধ ও প্রস্রাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠল, এরপর রাখালের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে পশুগুলো লুট করে নিয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ড ভোগ করার অপরাধসমূহ তাদের থেকে কতটুকু দূরে ছিল? তারা নরহত্যা করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রাসূল (সা)-কে ভয় দেখিয়েছে। 'আনবাসা আশ্চর্য হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, আমার এই হাদীস সম্পর্কে তুমি কি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দেবে? 'আনবাসা বলল, আনাস (রা) আমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু কিলাবা বললেন, তখন 'আনবাসা বলল, হে এই দেশবাসী (অর্থাৎ সিরিয়াবাসী) এ রকম ব্যক্তিবর্গ যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

২২০৪ . بَابُ قَوْلِهِ الْجَوْنُ قِصَاصٌ

২৩৫৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং যখমের বদল অনুরূপ যখম (৫ : ৪৫)

৪২০৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَّرَ الرُّبْعُ وَهِيَ عَمَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةٌ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ (ص) فَأَمَرَ النَّبِيُّ (ص) بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللَّهِ لَا تُكَسَّرُ سَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ.

৪২৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাই যিনি আনাস (রা)-এর ফুফু, এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবি করে। তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট এলো, নবী করীম (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস ইব্ন মালিকের চাচা আনাস ইব্ন নযর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ রুবাই-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূল (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাব তো “বদলা”র বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধী পক্ষ রাযী হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা’আলা তাদের শপথ সত্যে পরিণত করেন।

২৩৫৭. بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

২৩৫৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর (৫ : ৬৭)

৪২৫৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا (ص) كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَّبَ وَاللَّهِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْآيَةُ

৪২৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের যৎসামান্য কিছুও হযরত মুহাম্মদ (সা) গোপন করেছেন তা হলে নিশ্চিত যে, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ বলেছেন, “হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি প্রচার কর।”

২৩৬০. بَابُ قَوْلِهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

২৩৬০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না (৫ : ৮৯)

৪২৫৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعْنَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُنْزِلَتْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَيَلَى وَاللَّهِ.

৪২৫৮ আলী ইবনে সাল্লাম (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ আয়াতটি

নাযিল হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি لَا وَاللَّهِ না আল্লাহর শপথ, بَلَى وَاللَّهِ হ্যাঁ আল্লাহর শপথ ইত্যাদি উপলক্ষে।

[৪২৫৭] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنُثُ فِي يَمِينٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔

[৪২৫৯] আহমদ ইবন আবু রাযা' (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা কোন শপথই ভঙ্গ করতেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা শপথ ভঙ্গের কাফ্যারার বিধান নাযিল করলেন। আবু বকর (রা) বলেছেন, শপথকৃত কার্যের বিপরীতটি যদি আমি উত্তম ধারণা করি তবে আমি আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগটি গ্রহণ করি এবং উত্তম কাজটি সম্পাদন করি।

২৩৬১. بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

২৩৬১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না (এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না) (৫ : ৮৭)

[৪২৬০] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْرُو مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا تَخْتَصِمِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرُخِّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ بِالنُّوبِ ثُمَّ قَرَأَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ۔

[৪২৬০] আমর ইবন আউন (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সাথে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মৃত'আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

২৩৬২. بَابُ قَوْلِهِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْأَزْلَامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ النَّصِيبُ أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ الزَّلْمُ الْقِدْحُ لَا رِيْشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ وَالْإِسْتِسْقَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدْحُ فَإِنْ نَهَتْ إِنْتَهَى وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمَرُهُ وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحُ أَعْلَامًا بِضُرُوبٍ

يَسْتَفْسِمُونَ بِهَا وَفَعَلَتْ مِنْهُ قَسَمَتْ وَالْقَسُومُ مِنْهُ الْمَصْدَرُ

২৩৬২. অনুচ্ছেদ : আগ্রাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য (সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার) (৫ : ৯০)

ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, **الْأَزْلَامُ** — সে সকল তীর যেগুলো দ্বারা তারা কর্মসমূহের ভাগ্য পরীক্ষা করে। **النُّصَبُ** — বেদী, সেগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে পণ্ড যবাই করে। অন্য কেউ বলেছেন **الزُّلْمُ** — তীর, **الْأَزْلَامُ** এর একবচন, ভাগ্য পরীক্ষার পদ্ধতি এই যে, তীরটাকে ঘুরাতে থাকবে। তীর যদি নিষেধ করে তো বিরত থাকবে আর যদি তাকে কর্মের নির্দেশ দেয় সে তাহলে নির্দেশিত কাজ করে যাবে। তীরগুলোকে বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন দ্বারা করা হয় এবং তা দ্বারা তথাকথিত ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। এতদসম্পর্কে **فَعَلَتْ** — এর কাঠামোতে **قَسَمَتْ** ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি ভাগ্য যাচাই করেছি, এর জিয়া হচ্ছে **الْقَسُومُ**

[৪২৬১] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنْ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةُ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ۔

[৪২৬১] ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান যখন নাযিল হল, তখন মদীনাতে পাঁচ প্রকারের মদের প্রচলন ছিল, আঙ্গুরের পানিগুলো এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

[৪২৬২] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذَا جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ وَهَلْ بَلَّغَكُمْ الْخَبْرُ، فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا أَهَرِقُ هَذِهِ الْقِلَاقَ يَا أَنَسُ، قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجِعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ۔

[৪২৬২] ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা যেটাকে ফাযীখ অর্থাৎ কাঁচা খুরমা ভিজানো পানি নাম রেখেছ সেই ফাযীখ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মদ ছিল না। একদিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবু তাল্হা, অমুক এবং অমুককে তা পান করাজিলাম। তখনই এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের কাছে এ সংবাদ এসেছে কি? তাঁরা বললেন, ঐ কি সংবাদ? সে বলল : মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে, তাঁরা বললেন, হে আনাস! এই পাত্রগুলো ঢেকে

দাও। আনাস (রা) বললেন যে, তাঁরা এতদগ্ৰসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না এবং এই ব্যক্তির সংবাদে
পর তাঁরা দ্বিতীয়বার পান করেননি।

৪২৬৩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَحَ أَنَسٌ غَدَاةَ أُحُدِ
الْخَمْرَ فَقَتَلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا

৪২৬৩ সাদাকা ইবন ফযল (র) যাবির (রা) বলেছেন যে, উহদের যুদ্ধের দিন ভোরে কিছু লোক
মদ পান করেছিলেন এবং সেদিন তাঁরা সবাই শহীদ হয়েছেন। এই মদ্যপান ছিল তা হারাম হওয়ার
পূর্বকার ঘটনা।

৪২৬৪ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ (ص) يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ
تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ .

৪২৬৪ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানজালী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে,
আমি 'উমর (রা)-কে নবী (সা)-এর মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, এরপর হে লোকসকল! মদপানের
নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়েছে আর তা হচ্ছে পাঁচ প্রকার, খুরমা থেকে, আঙ্গুর থেকে, খেজুর থেকে, মধু থেকে, গম
থেকে এবং যা থেকে আর মদ হচ্ছে যা সুস্থ ও জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

২৩৬৩ . بَابُ قَوْلِهِ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا
إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

২৩৬৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে
তজ্ঞন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান
হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে
ভালবাসেন (৫ : ৯৩)

৪২৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرَ
الَّتِي أَهْرِيقَتْ الْفُضْيَخُ ، وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَنَزَلَ
تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ فَاخْرُجْ فَأَنْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ ، قَالَ فَخَرَجْتُ ،
فَقُلْتُ هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي إِلَّا أَنْ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ لِي إِذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا ، قَالَ فَجَرْتُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ ،
قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفُضْيَخُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا -

৪২৬৫ আবু নু'মান (র). আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ঢেলে দেয়া মদগুলো ছিল ফাযীখ। আবু নু'মান থেকে মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি আবু তালহা (রা)-এর ঘরে লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম, তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। এরপর সে ঘোষণা দিল। আবু তালহা বললেন, বেরিয়ে দেখ তো ঘোষণা কিসের? আনাস (রা) বলেন, আমি বেরুলাম এবং বললাম যে, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন যাও, এগুলো সব ঢেলে দাও। আনাস (রা) বলেন, সেদিন মদীনা মনোওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেন, সে যুগে তাদের মদ ছিল ফাযীখ, তখন একজন বললেন, যারা মদ পান করে শহীদ হয়েছেন তাঁদের কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন—لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا—

২২৬৬ . بَابُ قَوْلِهِ : لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ

২৩৬৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ : ১০১)

৪২৬৬ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَارُودِيُّ * قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِنْهَا قَطُّ قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَجُوهَهُمْ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي قَالَ فَلَانٌ ، فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ : لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ -

৪২৬৬ মুনির ইবন ওয়ালিদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি খুতবা দিলেন যে রূপ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেছেন, “আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং বেশি বেশি করে কাঁদতে”। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) আপন আপন চেহারা আবৃত করে গুনগুন করে কান্না জুড়ে দিলেন এরপর এক ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইবন হুযায়ফা বা অন্য কেউ) বলল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “অমুক”। তখন এই আয়াত নাযিল হল لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ

এই হাদীসটি শুবা থেকে নয়র এবং রাওহ ইবন উবাদা বর্ণনা করেছেন।

৪২৬৮ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, الْبَحِيرَةُ—বাহীরা যে জন্তুর স্তন প্রতিমার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকে কেউ তা দোহন করে না। السَّائِبَةُ—সায়িবা, যে জন্তু তারা তাদের উপাস্যের নামে ছেড়ে দিত এবং তা বহন কার্যে ব্যবহার করে না। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আমি 'আমর ইব্ন আমির খুযায়ীকে দোযখের মধ্যে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে সায়িবা প্রথা প্রথম চালু করে। وَالْوَصِيلَةُ—ওয়াসীলাহ, যে উষ্ট্রী প্রথমবারে মাদী বাচ্চা প্রসব করে এবং দ্বিতীয়বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করে, (যেহেতু নর বাচ্চার ব্যবধান ব্যতীত একটা অন্যটার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সেহেতু) ঐ উষ্ট্রীকে তারা তাদের তাগূতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত। وَالْحَامُ—হাম, নর উট যা দ্বারা কয়েকবার প্রজনন কার্য নেয়া হয়, প্রজনন কার্য সমাপ্ত হলে সেটাকে তারা তাদের প্রতিমার জন্যে ছেড়ে দেয়, এবং বোঝা বহন থেকে ওটাকে মুক্তি দেয়। সেটির উপর কিছু বহন করা হয় না। এটাকে তারা 'হাম' নামে অভিহিত করত।

আমাকে আবুল ইয়ামান বলেছেন যে, শুয়াইব, ইমাম যুহরী (র) থেকে আমাদের অবহিত করেছেন, যুহরী বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে শুনেছি, তিনি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি নবী (সা) থেকে এই রকম শুনেছি। ইব্ন হাদ এটা বর্ণনা করেছেন ইব্ন শিহাব থেকে। আর তিনি সাঈদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে যে, আমি নবী করীম (সা) থেকে শুনেছি।

৪২৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجْرُ قُصْبُهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَبَّ السَّوَائِبَ -

৪২৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবু ইয়াকুব (র) আয়েশা (রা) বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি জাহান্নামকে দেখেছি যে তার একাংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে বা প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে, 'আমরকে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে "সায়িবা" প্রথা চালু করে।

২৩৬৬ - بَابُ قَوْلِهِ : وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

২৩৬৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী (৫ : ১১৭)

৪২৭০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حِفَاةُ عُرَاةٍ غُرْلًا ، ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، ثُمَّ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ يَكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ ، أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِحَّابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَسْرِي مَا أَحَدْتُوا بِعَدَاكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ -

৪২৭০ আবু ওয়ালিদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক দিন খুতবা দিলেন, বললেন, হে লোক সকল! তোমরা খালি পা, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর নিকট একত্রিত হবে, তারপর তিনি পড়লেন, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ —যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২১ : ১০৪)

তারপর তিনি বললেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম (আ)। তোমরা জেনে রাখ, আমার উম্মতের কতগুলো লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ দোযখের দিকে নেয়া হবে। আমি তখন বলব, প্রভু হে! এগুলো তো আমার গুটিকয়েক সাহাবী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী জঘন্য কাজ করেছে তা আপনি জানেন না।

এরপর পুণ্যবান বান্দা যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব : كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা তাদের গোড়ালির উপর ফিরে গিয়ে অর্থাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধর্মত্যাগী হয়েছে।

২৩৬৭ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

২৩৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তো তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫ : ১১৮)

৪২৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ ، وَإِنْ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ

كَمَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكَنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

[৪২৭১] মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের হাশর করা হবে এবং কিছুসংখ্যক লোককে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন আমি পুণ্যবান বান্দার অর্থাৎ ইসা (আ)-এর মত বলব, كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ - إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

সূরা আন'আম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَنَّتَهُمْ مَعَذِرَتُهُمْ ، مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعْرَشُ مِنَ الْكَرَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنْذَرَكُمْ بِهِ يَعْنِي أَهْلُ مَكَّةَ ، حَمُولَةً مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَلْبَسْنَا لَشَبَّهْنَا ، يَتَّاعُونَ ، تَبَسَّلَ تَفَضُّعٌ ، أَبْسَلُوا أَفْضَحُوا ، بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ، أَلْبَسُوا الضَّرْبُ اسْتَكْرَرْتُمْ أَضَلَلْتُمْ كَثِيرًا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ ، جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا ، وَلِلشَّيْطَانِ وَالْأَوْتَانِ نَصِيبًا أَمَا اسْتَمَلَّتْ ، يَعْنِي هَلْ تَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى ذِكْرِ أَوْ أَنْشَى ، فَلَمْ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَتَحْلُونَ بَعْضًا مَسْفُوحًا مَهْرَاقًا ، صَدَفَ أَعْرَضَ ، أَبْلَسُوا أَوَيْسُوا ، وَأَبْلَسُوا أَسْلِمُوا ، سَرَمَدًا دَانِمًا اسْتَهْوَتْهُ أَضَلَّتْهُ ، تَمْتَرُونَ تَشْكُونَ ، وَقَرَّ صَمَمٌ - وَأَمَّا الْوَقْرُ فَإِنَّهُ الْحِمْلُ أَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ السُّرَّهَاتُ ، أَلْبَاسَاءُ مِنَ الْبَاسِ ، وَتَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ جَهْرَةً مُعَايِنَةً ، الصُّورُ جَمَاعَةٌ صُورَةٌ كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورٌ ، مَلَكُوتٌ مَلَكٌ مِثْلٌ ، رَهْبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحْمُوتٍ ، وَتَقُولُ تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ ، جَنَّ أَظْلَمَ ، يَقَالُ عَنِ اللَّهِ حُسْبَانُهُ أَيْ حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ حُسْبَانًا مَرَامِي ، وَرَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ، مُسْتَقَرٌّ فِي الصَّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الرَّحِمِ ، الْقِنُوءُ الْعِذْقُ ، وَالْإِثْنَانِ قِنُونٌ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنُونٌ مِثْلُ صِنُو وَصِنُونِ

ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, فَتَنَّتَهُمْ — ওযর পেশ করা, অক্ষমতা পেশ করা, مَعْرُوشَاتٍ — আসুরলতা ইত্যাদি যেগুলোকে উঁচুতে তুলে দেয়া হয়, لِأَنْذَرَكُمْ بِهِ — তোমাদেরকে তা দ্বারা সতর্ক করার জন্য, অর্থাৎ মক্কাবাসীকে, حَمُولَةً — বহনকারী, وَلَلْبَسْنَا — আমি তাদেরকে বিভ্রমে ফেলতাম,

اَلْبَيْسُطُ — بِاسِطُوًا — তারা লালিত্বিত হওয়া, اَبْسِلُوا — লালিত্বিত হওয়া, تَبَسَّلَ — তারা দূরে থাকে, يَتَنَوَّنْ — তাদের ফল-
— نَزْرًا مِنَ الْحَرْثِ — অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছ তোমরা, اسْتَكْرَثَمُ — আঘাত করা, اَيَّدِيَهُمْ — মূল ও ধন-সম্পদ থেকে এক অংশ আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করেছে আর একাংশ শয়তান ও দেব-দেবীর
জন্য। اشْتَغَلَتْ اَمْ اَرْتَهَا جُرَايُوتُهُ نَر كِهْوَا مَادِي خَاڈَا اَنْوَا كِهْوَا ثَاكِي سُوْتِرَاং كَيْن تَوْمَرَا
কতক হারাম আবার কতক হালাল কর? مَسْفُوحًا — প্রবাহিত, صَدَفَ — মুখ ফিরিয়েছে, اَبْسِلُوا — তারা নিরাশ হয়েছে,
— اسْتَهْوَتْهُ — অনন্তকাল, سَرْمَدًا — সোপর্দ করা হয়েছে, اَبْسِلُوا — সোপর্দ করা হয়েছে, اسْتَهْوَتْهُ — তাকে পথভ্রষ্ট
करेछे, تَمْتَرُونْ — তোमरा सन्देह पोषण करछ, وَفَرَّ — बधिरता, तबे الْوَقْرُ — माने बोक्खा, اَسَاطِيرُ —
बहुवचन, एकवचने اُسْطُوْرَة एवं اِسْطَارَة अर्थ मिथ्या गल्ल, اَلْبَاسَاءُ — कठोरता بَاسُ থেকে উৎসারিত
कखनो कखनो بُؤْسُ থেকে আসे, جَهْرَةً — प्रत्यक्षभावे, الصُّورُ — हस्ते सूْرَة -एर बहुवचन, येमन
सूْرَة -एर बहुवचन اسُوْرٌ مَلَكُوْتُ — رَاजतु येमन رَحْمَةٌ থেকে रَحْمَتُكَ থেকে رَبُّبُ থেকে
عَلَى اللّٰهِ - अङ्कार हल, جَنَّ ارْحَمِيَّتُ خَيْرٍ مِنْ رَحْمَتِ رَحْمَتِ تَرْفَبُ خَيْرٍ مِنْ اَنْ تُرْحَمَ आरबे प्रवाद आहे
حُسْبَانُهُ माने तार हिसाब आल्लाहर काछे कखनो कखनो वा हय, حُسْبَانًا माने शयतानेर जन्ये अग्नि
स्फुलिङ्ग निष्केपण एवं उद्कापिण्ड ।

قِنْوَانٌ বহুবচনেও قِنْوَانٌ-কাঁদি, القِنْوَانُ-জরায়ুতে অবস্থান, مُسْتَوْدِعٌ-পৃষ্ঠদেশের অবস্থান, مُسْتَقَرٌّ-যেমন صِنْوَانٌ-صِنْوَانٌ

٢٣٦٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

২৩৬৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না (৬ : ৫৯)

٤٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ : إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

৪২৭২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অদৃশ্যের কুঞ্জ পাঁচটি — “কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছে রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে, কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। (৩১ : ৩৪)

٢٣٦٩ . بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ

২৩৬৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ থেকে শান্তি প্রেরণ করতে, কিংবা

তলদেশ থেকে, (তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদল অপর দলের সংঘর্ষের আবাদ গ্রহণ করতে তিনি সক্ষম। দেখ, কী রূপ বিভিন্ন প্রকারের আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করে) (৬ : ৬৫)

شَيْعًا, তারা মিশ্রিত হয়, يَلْبِسُوا থেকে উৎসারিত, তোমাদেরকে মিশ্রিত করে দিবেন, يَلْبِسُكُمْ শব্দটি বিভিন্ন দল।

[৪২৭২] حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْآيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ : أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكَ ، قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، أَوْ يَلْبِسُكُمْ شَيْعًا ، وَيَذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذَا أَهْوَنُ ، أَوْ قَالَ هَذَا أَيْسَرُ .

[৪২৭৩] আবু নু'মান যাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, যখন এই আয়াত أَنْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আবার যখন أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكَ অবতীর্ণ হল তখনও বললেন আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এবং যখন أَوْ يَلْبِسُكُمْ শব্দটি নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটা তুলনামূলকভাবে হালকা, তিনি هَذَا أَهْوَنُ কিংবা هَذَا أَيْسَرُ বলেছেন।

২২৭০. بَابُ قَوْلِهِ : وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

২৩৭০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ : ৮২)

[৪২৭৪] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ أَصْحَابُهُ وَإِنَّا لَمْ يَظْلَمْ ، فَنَزَلَتْ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

[৪২৭৪] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, যখন وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াত নাযিল হল, তখন তাঁর সাহাবাগণ বললেন, “জুলুম করেনি আমাদের মধ্যে এমন কে আছে?” এরপর নাযিল হল— إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ —নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম।

২২৭১. بَابُ قَوْلِهِ : وَيُوْتِسِرُ وَلَوْحًا وَكَلَّا فَخَلَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

২৩৭১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব জগতের উপর প্রত্যেককে (৬ : ৮৬)

৪২৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْسٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى -

৪২৭৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ইবন আব্বাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “আমি ইউনুস ইবন মাত্তা থেকে উত্তম” এ উক্তি করা কারও জন্যে উচিত নয়।

৪২৭৬ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى -

৪২৭৬ আদম ইবন আবু আয়াস (র) আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “ আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ) থেকে উত্তম”, এই উক্তি করা কারো জন্যে উচিত নয়।

২২৭২ . بَابُ قَوْلِهِ : أَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ

২৩৭২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর (৬ : ৯০)

৪২৭৭ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ سَلِمَانُ الْأَحْوَالُ أَنَّ مُجَاهِدًا لَخَبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِيْ ص سَجْدَةٍ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا وَوَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلَهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُونُسَ عَنِ الْعَوَامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ (ص) مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يَقْتَدَى بِهِمْ -

৪২৭৭ ইব্রাহীম ইবন মুসা মুজাহিদ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সূরা “-এ সিজদা আছে কি না। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে। এরপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন— وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ

তারপর বললেন যে তিনি অর্থাৎ দাউদ (আ) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইয়াযীদ ইবন হাক্কান, মুহাম্মদ ইবন উবায়দ এবং সাহল ইবন ইউসুফ আওয়াম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বললেন যে, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরপর তিনি বললেন, যাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে তোমাদের নবী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

২২৭২ . بَابُ قَوْلِهِ : وَعَلَى الَّذِينَ هَانُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفِئَمِ
حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا

২৩৭৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ইহুদীদিগের জন্যে নখরযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এগুলোর পৃষ্ঠের অথবা অস্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম, আমি তো সত্যবাদী (৬ : ১৪৬)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন ظُفْرٌ — উট, উটপাখী, الْحَوَايَا — অঙ্গ্রসমূহ। অন্যজন বলেছেন تَائِبٌ — ইহুদী হয়ে গিয়েছে, তবে আল্লাহর বাণী هَانُوا মানে تَبَّنا অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি, هَانُوا — তওবাকারী।

৪২৭৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شَحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا ، وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَثَبٍ إِلَى عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ (ص) مِثْلَهُ .

৪২৭৮ 'আমর ইবন খালিদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে লানত করেছেন, যখন তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন তখন তারা ওটাকে তরল করে জমা করেছে, তারপর বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে। আবু আসিম (র).....হাদীস বর্ণনা করেছেন জাবির (রা) নবী (সা) থেকে।

২২৭৩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৩৭৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না (৬ : ১৫১)

৪২৭৭ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَيْلٌ حَفِظْتُ وَمُحِيطٌ بِهِ قَبْلًا جَمَعَ قَبِيلٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَرُوبٌ لِلْعَذَابِ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ زُخْرَفُ كُلِّ شَيْءٍ حَسَنَتُهُ وَوَشِيَّتُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرَفٌ حَرْتُ جِجْرٌ حَرَامٌ وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُودٌ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنِيَتْهُ

وَيَقَالُ لِلْأَنْثَى مِنَ الْخَيْلِ حَجْرٌ، وَيَقَالُ لِلْعَقْلِ حَجْرٌ وَحَجَى وَأَمَّا الْحَجَرُ فَمَوْضِعٌ تُمُودَ وَمَا حَجَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حَجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حَجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُومٍ مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَأَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

৪২৭৯ হাফস ইবন উমর (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, হারাম কাজে মুমিনদেরকে বাধা দানকারী আল্লাহর চেয়ে অধিক কেউ নেই, এজন্যই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন, আল্লাহর স্তুতি প্রকাশ করার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই, সেজন্যেই আল্লাহ আপন প্রশংসা নিজেই করেছেন।

আমর ইবন মুররাহ (র) বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটাকে কি তিনি রাসূল (সা)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, وَقِيلَ — রক্ষক ও বেষ্টনকারী, قَبِيلٌ — একবচনে قَبِيلٌ অর্থাৎ শাস্তি বহু প্রকারের, এগুলোর এক একটি এক এক قَبِيلٌ বা প্রকার। زُخْرُفٌ — বাতিল ও ভিত্তিহীন কথাকে সুন্দর ও অলংকৃত করে প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় زُخْرُفٌ حَجْرٌ — হারাম, প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে عَقْلٌ বা বুদ্ধি-বিবেচনাকেও حَجْرٌ বলা হয়, আবার নির্মিত ঘরও حَجْرٌ, মাদী ঘোড়াকেও حَجْرٌ বলা হয়, حَطِيمٌ বা বুদ্ধি-বিবেচনাকেও حَجْرٌ বলা হয়। আবার حَجْرٌ নামীয় স্থানে হচ্ছে সামূদ গোত্রের স্থান, ভূমির যে অংশকে তুমি নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত ঘোষণা করেছ তার নাম حَجْرٌ। এই জন্যে বায়তুল্লাহ শরীফের হাতীম নামক অংশকে حَجْرٌ বলা হয়, থেকে যেমন قَتِيلٌ তেমনি مَحْطُومٌ থেকে গৃহীত রূপ, حَطِيمٌ — ইয়ামামার حَجْرٌ হচ্ছে একটি মনজিল বা ছোট ঘর।

২৩৭০. بَابُ قَوْلِهِ: هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمْ

২৩৭৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : সাক্ষীদেরকে হাযির কর। (৬ : ১৫০)

হিজাজীদের পরিভাষায় একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনের জন্যে هَلُمَّ ব্যবহৃত হয়।

২৩৭৬. بَابُ قَوْلِهِ: لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا

২৩৭৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না (যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি) (৬ : ১৫৮)

৪২৮৯ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَأَى النَّاسُ أَمَنَ مَنْ عَلَىهَا فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

৪২৮০ মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ঈমান আনবে, এবং সেটি হচ্ছে এমন সময় “পূর্বে ঈমান আনেনি এমন ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।”

[৪২৮১] حَدَّثَنِي إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ رَأَاهَا النَّاسُ أَمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ -

৪২৮১ ইসহাক (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সেই সময় যখন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না। তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

সূরা ‘আরাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَرِيشًا الْمَالُ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ ، عَفَوْا كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ ، الْفَتْحُ الْقَاضِي ، افْتَحَ بَيْنَنَا ، اقْضِ بَيْنَنَا ، نَقَعْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا ، انْبَجَسَتْ انْفَجَسَتْ ، مُتَبَرِّخُ خُسْرَانٍ ، أَسَى أَحْزَنُ ، تَأْسَ تَحْزَنُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : أَنْ لَا تَسْجُدَ ، أَنْ تَسْجُدَ ، يَخْصِفَانِ أَخَذَ الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ سَوَاتِيمَا كِتَابَةٍ عَنْ فَرْجِيهِمَا وَمَتَاعٍ إِلَى حِينٍ ، هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُحْصَى عَدُّهَا الرِّيشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، قَبِيلُهُ ، جَيْلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ، أَدَارَكُوا اجْتَمَعُوا وَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَالِدَابَةِ كُلُّهُمْ يَسْمَوْنَ سُمُومًا وَاحِدًا سَمٌ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخَرَاهُ وَفَمُهُ وَأَذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَإِحْلِيلُهُ ، غَوَاشٍ مَا غَشَوَاهُ ، نَشْرًا مَقْفَرَةٌ ، نَكْدًا قَلِيلًا ، يَغْنَوْنَ يَعِيشُونَ ، حَقِيقٌ حَقٌّ ، اسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ، تَلَقَّفُ تَلَقَّفُ ، طَائِرُهُمْ حَظُّهُمْ ، طَوْفَانِ مِنَ

ইবন আব্বাস (রা) বলেন ; وَرِيَّاشًا — সম্পদ, الْمُعْتَدِينَ — তিনি সীমালংঘনকারীদের
ভালবাসেন না, দোয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, عَفْوًا — তারা সংখ্যাধিক্য হয় এবং তাদের সম্পত্তি প্রাচুর্য
লাভ করে, نَتَقْنَا الْجَبَلَ — বিচারক, افْتَحَ بَيْنَنَا — আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন । الْجَبَلَ —
উপরে তুলেছি পাহাড়, اِنْجَبَسَتْ — প্রবাহিত হয়েছে, مُتَبَّرٌ — ক্ষতিগ্রস্ত, اَسَى — আমি আক্ষেপ করি,
تَاس — আক্ষেপ করবে, অন্যজন বলেছেন لَا تَسْجُدُ — সিজদা করতে, يَخْضِفَانِ — তারা উভয়ে
সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, مِنْ رِزْقِ الْجَنَّةِ — বেহেশতের পাতা, উভয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং
পাতা একটা অন্যটার সাথে সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, سَوَاتِيَهُمْ — তাদের জননাস, وَمَتَاعُ الْيَوْمِ
وَالْآخِرَةِ — এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, আরবদের ভাষায় حِينٌ বলা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে
অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, الرِّيشُ وَالرِّيشُ — একই অর্থাৎ পোশাকের বহিরাংশ, فَبَيْلُهُ — তার দল সে যে
দলের অন্তর্ভুক্ত । اِدَارَكُوا — একত্রিত হল । মানুষ এবং অন্যান্য জন্তুর ছিদ্রসমূহকে سَمُومٌ বলা হয়, এর
একবচন سَمٌ সেগুলো হচ্ছে চক্ষুদ্বয়, নাসারন্ধ্র, মুখ, দু'টি কান, বাহ্য পথ ও স্রাবনালী, غَوَاشٌ —
আচ্ছাদন, حَقِيقٌ — হক, يَنْقُرُوا — স্বল্প পরিমাণ, نُشْرًا — বিক্ষিপ্ত, نُكْدًا — স্বল্প পরিমাণ, حَقِيقٌ — জীবন যাপন করেছেন,
وَالْغَوَاشِ — গো গ্রাসে, تَلَقَّفُ — থেকে নিষ্পন্ন, رَهْبَةً — আতংকিত করল, اسْتَرْهَبُوهُمْ — গো গ্রাসে
গিলে ফেলা, طَارِفَانِ — তাদের ভাগ্য, বন্যা, طُوفَانٌ — বন্যা, অধিক হারে মৃত্যুকেও طُوفَانٌ বলা হয়,
سَقَطُ — উকুন, عَرِيشٌ — অট্টালিকা, سَقَطُ — যারা অপমানিত হয় তাদেরকে বলা হয় سَقَطُ
تَعْدُ — সীমালংঘন করে; يَتَعَلَّوْنَ وَ يَنْقُرُونَ — বনী ইসরাঈলের গোত্রসমূহ, الْأَسْبَابُ فِي يَدِهِ —
সীমালংঘন করেছে, شَرْعًا — প্রকাশ্যভাবে, بَيْنَسٍ — কঠোর, أَخْلَدَ — বসে থাকল এবং পেছনে
পড়ল, سَتَسْتَدْرِجُهُمْ — তাদের নিরাপদ স্থান থেকে তাদেরকে এসে ক্রমে বের করে আনবে, যেমন
مِنْ "إِنَّا نَأْتِيهِمْ مِنْ أَيْنَ لَا تُهْتَفَى إِلَيْهِمْ فَاتَأْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا" — তাদেরকে আল্লাহ এমন শাস্তি দিলেন যা তারা ধারণা করেনি ।
يَسْتَحْفِفُكَ — উন্মাদনা, فَمَرَّتْ بِهِ — তাঁর গর্ভ অটুট থাকল এরপর সেটাকে পূর্ণতা দান করলেন, جَنَّةٌ —
يَنْزَعُكَ — তোমাকে কু-মন্তণা দেয়, طَيْفٌ — আগত সংযোগযোগ্য, طَيْفٌ এবং طَائِفٌ একরকম,
وَالْأَصَالُ — অলংকৃত করে, خِفَّةٌ — ভয়, خِفَاءٌ — থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ গোপন করা, يَمْلُونَهُمْ

একবচনে أُصِيلُ — আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়, যেমন আল্লাহর বাণী — সকাল-সন্ধ্যা।

২৩৭৭. بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

২৩৭৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা (৭ : ৩৩)

৪২৮৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ، فَلِذَاكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللَّهِ ، فَلِذَاكَ مَدَحَ نَفْسَهُ .

৪২৮২ সুলায়মান ইবন হার্ব (র) আমর ইবন মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তিনি এটাকে মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, অন্যায়কে ঘৃণাকারী আল্লাহর তুলনায় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন, আবার আল্লাহর চেয়ে প্রশংসা-প্রিয় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন।

২৩৭৮. بَابُ قَوْلِهِ : وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

২৩৭৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা যদি স্ব-স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে, যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মুসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, মহিমময় তুমি, আমি অনুভব হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম (৭ : ১৪৩)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন أَرِنِي — আমাকে দেখা দাও।

৪২৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ (ص) قَدْ لَطِمَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ أَدْعُوهُ فَدَعَاهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِيِّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فَأَخَذْتَنِي غَضَبَةً فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تَخْبِرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذْ بِقَانِمَةٍ مِنْ قَوَانِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جَزَى بِصَفْعَةِ الطُّورِ -

৪২৮৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন যে এক ইহুদী নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত খেয়ে সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার এক আনসারী সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তারা ওকে ডেকে আনল, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “একে চপেটাঘাত করেছ কেন?” সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই ইহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন শুনলাম যে, সে বলছে তারই শপথ যিনি মূসা (আ)-কে মানবজাতির উপর মনোনীত করেছেন, আমি বললাম মুহাম্মদ (সা)-এর উপরও মনোনীত করেছেন কি? এরপর আমার বাগ এসে গিয়েছিল, তাই তাকে চপেটাঘাত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (অন্যের মানহানি হতে পারে কিংবা নিজেদের খেয়াল খুশীমত) তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীর থেকে উত্তম বলো না” (বরং আল্লাহর ঘোষণায় আমি তো উত্তম আছিই এবং থাকবোই), কারণ কিয়ামত দিবসে সব মানুষই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, সর্বপ্রথম আমিই সচেতন হব। তিনি বলেন, তখন আমি দেখব যে, মূসা (আ) আরশের ষ্টিটি ধরে রেখেছেন, আমার বোধগম্য হবে না যে, তিনি কি আমার পূর্বে সচেতন হবেন নাকি তুর পাহাড়ের সংজ্ঞাহীনতাকে এর বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

২২৩৭৭ . بَابُ قَوْلِهِ : أَلَمْ نَ وَالسَّلَوَى

২৩৭৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : মান্না এবং সালওয়া (৭ : ১৬০)

৪২৮৪ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ -

৪২৮৪ মুসলিম (র) সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, الْكُمَاءُ জাতীয় উদ্ভিদ মান্না-এর মত এবং এর পানি চোখের রোগমুক্তি।

২২৪০ . بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا نِ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخْبِي وَيُمْئِتُ فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيرِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -

২৩৮০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূল। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং তোমরা ইমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ইমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও (৭ : ১৫৮)

[৪২৪০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ ، فَأَنْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُ مُغْضِبًا فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا صَاحِبُكُمْ لَهَذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَظْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْنِي صَاحِبِي هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْنِي صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَامَرَ سَابِقَ بِالْخَيْرِ -

[৪২৮৫] আবদুল্লাহ্ (র) আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল, আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে চটিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর রাগান্বিত অবস্থায় উমর (রা) সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, আবু বকর (রা) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তাঁর পিছু ছুটলেন কিন্তু উমর (রা) ক্ষমা করলেন না, বরং তাঁর সম্মুখের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসলেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছিলাম, ঘটনা শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের এই সাথী আবু বকর অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি বলেন, এতে উমর লজ্জাবোধ করলেন এবং সালাম করে নবী (সা)-এর পাশে বসে পড়লেন ও ইতিবৃত্ত সব রাসূল (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট হলেন। সিদ্দিকে আকবর (রা) বারবার বলছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমি অধিক দোষী ছিলাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? এমন একদিন ছিল যখন আমি বলেছিলাম, “হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্যে রাসূল, তখন তোমরা বলেছিলে “তুমি মিথ্যা বলেছ” আর আবু বকর (রা) বলেছিল, “আপনি সত্য বলেছেন।”

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন غَامَرَ—অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে।

২২৮১ . بَابُ قَوْلِهِ : وَخَرَّ مُوسَى صَنِيعًا

২৩৮১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল (৭ : ১৪৩)। এ অধ্যায়ে আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণিত আছে নবী করীম (সা) থেকে।

২২৮২ . بَابُ قَوْلِهِ وَقُولُوا حِطَّةً

২৩৮২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা বল ক্ষমা চাই (৭ : ১৬১)

৪২৮৬ حَدَّثَنَا اسْنَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَنبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُولُوا حِطَّةً أَنْخَلُوا النَّابَ سُحْدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ۔

৪২৮৬ ইসহাক ইবন ইবরাহীম(র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইসরাঈলীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, “নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, ক্ষমা চাই, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব।” (৭ : ১৬১) এরপর তারা তার বিপরীত করল, তারা নিজেদের নিতম্বে ভর দিয়ে মাটিতে বসে বসে প্রবেশ করল এবং বলল حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ — যবের মধ্যে বিচি চাই।

২২৮৩ . بَابُ قَوْلِهِ : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

২৩৮৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সং কাজের নির্দেশ দাও, এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর (৭ : ১৯৯)

৪২৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عَيْنَةُ بْنُ حَصْنٍ ابْنِ حَذِيفَةَ فَتَزَلَّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحَرِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا فَقَالَ عَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ ، فَاسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذِنَ الْحُرُّ لِعَيْنَةَ فَأَنْبَنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَوْلُ اللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَقَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ (ص) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ۔

[৪২৮৭] আবুল য়ামান (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ‘উয়াইনা ইবন হিস্ন ইবন হুয়ায়ফা এসে তাঁর ভ্রাতৃশ্পুত্র হুর ইবন কায়সের কাছে অবস্থান করলেন। হযরত উমর (রা) যাদেরকে পার্শ্বে রাখতেন হুর ছিলেন তাদের একজন। কারীবন্দ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই উমর ফারুক (রা)-এর মজলিশের সদস্য এবং উপদেষ্টা ছিলেন। এরপর ‘উয়াইনা তাঁর ভ্রাতৃশ্পুত্রকে ডেকে বললেন, এই আমীরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব।

ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, এরপর হুর অনুমতি প্রার্থনা করলেন ‘উয়াইনার জন্যে এবং হযরত উমর (রা) অনুমতি দিলেন। ‘উয়াইনা উমরের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমাদেরকে বেশি বেশি দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচারও করেন না। উমর (রা) ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করাতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, আমিরুল মু‘মিনীন! আল্লাহ্ তা‘আলা তো তাঁর নবী (সা)-কে বলেছেন, “ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সং কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর” আর এই ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। (হুর যখন এটা তাঁর নিকট তিলাওয়াত করলেন তখন) আল্লাহ্র কসম উমর (রা) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। উমর আল্লাহ্র কিতাবের বিধানের সামনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতেন, অর্থাৎ তা অতিক্রম করতেন না।

[৪২৮৮] حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قَالَ وَكَيْفَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ خَذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (ص) أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ۔

৪২৮৮ ইয়াহুইয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন যুবাযর (রা) বলেছেন, আয়াতটি আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষের চরিত্র সম্পর্কেই নাযিল করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন বাররাদ বলেন, আবু উসামা আবদুল্লাহ্ ইবন যুবাযর বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নবী (সা)-কে মানুষের আচরণ সম্পর্কে ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

সূরা আনফাল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوْلُهُ : يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : رِيحُكُمْ الْحَرْبُ ، يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ ۔

আল্লাহর বাণী : লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজদিগের মধ্যে সদভাব স্থাপন কর (৮ : ১)।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন الْأَنْفَالُ — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, কাতাদা বলেন, رِيحُكُمْ — যুদ্ধ, نَافِلَةٌ — দান।

৪২৮৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ، الشُّوْكَهُ الْحَدُّ، مُرْدِفَيْنِ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ رَدِفْنِي وَارْدَفْنِي أَوْ جَاءَ بَعْدِي، نُوْقُوا بِأَشْرِيَّوَا وَجَرِيَّوَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نُوْقِ الْقَوْمِ فَيَرْكُمُهُ يَجْمَعُهُ، شَرِدَ فَرِقٌ، وَإِنْ جَنَحُوا طَلَبُوا، أَسْلَمَ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ، يُتَخَنُ يُغْلِبُ— وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَكَاءٌ أَنْ خَالَ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَتَصَدِيَّةُ الصَّغِيرِ لِيَتَبَتَّكَ لِيَحْبِسُوكَ—

৪২৮৯ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) সাঈদ ইবন যুবাযর (রা) থেকে বর্ণিত, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম সূরা আনফাল সম্পর্কে, তিনি বললেন, বদরের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

الشُّوْكَهُ — শক্তি, مُرْدِفَيْنِ — একদল সৈন্যের পর অপর দল, رَدِفْنِي এবং وَارْدَفْنِي অর্থ আমার পেছন পেছন এসেছে, نُوْقُوا — সরাসরি জড়িয়ে পড় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন কর, এটা মুখে স্বাদ গ্রহণ করা নয়, فَيَرْكُمُهُ — এরপর তাকে একত্রিত করবেন, شَرِدَ — বিচ্ছিন্ন করে দাও, وَإِنْ جَنَحُوا — যদি তারা চায়, أَسْلَمَ এবং السَّلَامُ একই অর্থ সন্ধি, يُتَخَنُ — জয়ী হওয়া, মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, مَكَاءٌ — তাদের অঙ্গুলিসমূহ মুখে ঢুকিয়ে দেয়া, শিস দেয়া, تَصَدِيَّةٌ — করতালি, لِيَتَبَتَّكَ — তোমাকে আটকে রাখার জন্যে।

২২৮৫ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنْ شَرَّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ

২৩৮৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বোঝে না (৮ : ২২) قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা বনী আবদুদ দার গোষ্ঠীর একদল লোক।

৪২৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ شَرَّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ

৪২৯০ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, إِنْ شَرَّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ, সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তারা হচ্ছে বনী আবদুদদার গোষ্ঠীর একদল লোক।

২২৮৫ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

২৩৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে (৮ : ২৪)

إِسْتَجِيبُوا — তোমরা সাড়া দাও, لِمَا يُحْيِيكُمْ — তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্যে ।

[৪২৭১] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رُوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّبَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَدَعَانِي فَلَمْ أَتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ قَالَ لَا أَعْلَمُكَ أَكْثَرَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيُخْرِجَ ذَكَرْتُ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) بِهَذَا وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، السَّبْعُ الْمَثَانِي .

[৪২৯১] ইসহাক (র) আবু সাঈদ ইবন মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একদা নামাযে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে ডাকলেন, নামায শেষ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে যাইনি, তারপর গেলাম, তিনি বললেন, তোমাকে আসতে বাধা দিল কিসে? আল্লাহ কি বলেননি “রাসূল (সা) তোমাদেরকে ডাক দিলে, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে?” তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে তোমাকে একটি বড় সওয়াবযুক্ত সূরা শিক্ষা দেব । এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রতিশ্রুতির কথা শ্রবণ করিয়ে দিলাম ।

মু'আয বললেন হাফস শুনেছেন, একজন সাহাবী আবু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লাকে এই হাদীস বর্ণনা করতে, রাসূল বললেন—সেই সূরাটি হচ্ছে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ সাত আয়াতবিশিষ্ট ও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ্য আবৃত ।

২২৮৬ . بَابُ قَوْلِهِ : وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ لِيَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

২৩৮৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : শ্রবণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার পক্ষ

থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মভুদ শাস্তি দাও (৮ : ৩২)

ইবন উয়াইনা বলেছেন, কুরআনে করীমে শুধুমাত্র 'আযাব বা শাস্তিকেই আল্লাহ তা'আলা **مَطَرٌ** নামে আখ্যায়িত করেছেন, বৃষ্টিকে 'আরবগণ **غَيْثٌ** নামে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহর বাণী : **وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ** — তারা নিরাশ হবার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

৪২৭২ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ هُوَ ابْنُ كُرْدَيْبٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ لَوْ اثْنَتَا بِعَذَابِ الْإِيمِ، فَتَنَزَّلَتْ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ۔

৪২৯২ আহমদ (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আবু জাহেল বলেছিল, “হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মভুদ শাস্তি দাও। তখনই নাযিল হল—**اللَّهُ—وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ۔** — আল্লাহ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এবং তাদের কী-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে? (যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অবগত নয়) (৮ : ৩৩-৩৪)

২৩৮৭ . **بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ**

২৩৮৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন (৮ : ৩৩)

৪২৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ لَوْ اثْنَتَا بِعَذَابِ الْإِيمِ، فَتَنَزَّلَتْ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ

৪২৯৩ মুহাম্মদ ইব্ন নযর (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন, আবু জাহেল বলেছিল। এরপর নাযিল হল— وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ

২২৪৪ . بَابُ قَوْلِهِ : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

২৩৮৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা (৮ : ৩৯)

৪২৯৪ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أَقَاتِلُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إِلَى آخِرِهَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ، أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَبْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَخَتَنَهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ-

৪২৯৪ হাসান ইব্ন আবদুল আযীয (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন আপনি কি তা শোনে নাকি? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا — মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে.....সূত্রাং আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে কোন বস্তু আপনাকে নিষেধ করছে? এরপর তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এই আয়াতের তাবীল বা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে অধিক প্রিয় وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا “যে স্বেচ্ছায় মু'মিন খুন করে,” আয়াতে তাবীল করার তুলনায়। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ বলেছেন “وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً” তোমরা ফিতনা নির্মূল না

হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে,” ইবন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমরা তা করেছি যখন ইসলাম দুর্বল ছিল। ফলে লোক তার দীন নিয়ে ফিতনা পড়ত, হয়ত কাফেররা তাকে হত্যা করত নতুবা বেঁধে রাখত, ক্রমে ক্রমে ইসলামের প্রসার ঘটল এবং ফিতনা থাকল না। সে লোকটি যখন দেখল যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার উদ্দেশ্যের অনুকূল হচ্ছেন না তখন সে বলল যে, ‘আলী (রা) এবং ‘উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইবন উমর (রা) বললেন যে, ‘আলী (রা) এবং ‘উসমান (রা) সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই, তবে ‘উসমান (রা)-কে আল্লাহ তা‘আলা নিজেই ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু তোমরা তাঁকে ক্ষমা করতে রাযী নও। আর ‘আলী (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা, তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, ঐ উনি হচ্ছেন রাসূলের কন্যা, যেথায় তোমরা তাঁর ঘর দেখছ, هَذِهِ ابْنَتُهُ বলেছেন কিংবা هَذِهِ بِنْتُهُ বলেছেন।

[২৭৯] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ (ص) يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمَلِكِ۔

[৪২৯৫] আহমদ ইবন ইউনুস (র) সাঈদ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) আমাদের কাছে এলেন। বর্ণনাকারী عَلَيْنَا অথবা إِلَيْنَا শব্দ বলেছেন। এরপর এক ব্যক্তি বলল, ফিতনা সম্পর্কিত যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার রায় কি? আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, ফিতনা কি তা তুমি জান? মুহাম্মদ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়া ছিল ফিতনা। তাঁর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করা তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করার সমতুল্য নয়।

২২৮৯ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

২৩৮৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে নবী! মু'মিনদের জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই (৮ : ৬৫)

[২৭৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِائَتَيْنِ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ . فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَتْ : الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ الْآيَةَ ، فَكُتِبَ أَنْ لَا يَفِرَ مِائَةٌ مِنْ

مَا تَتَيْنِ وَزَادَ سَفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ : حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ ، قَالَ سَفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَارَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا .

৪২৯৬ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (আল্লাহর বাণী :) إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ مَا تَتَيْنِ যখন নাযিল হল। এরপর দশজন কাফেরের বিপরীত একজন মুসলিম থাকলেও পলায়ন না করা ফরয করে দেয়া হল। সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনা (র) আবার বর্ণনা করেন, দু'শ জন কাফেরের বিপক্ষে ২০ জন মুসলিম থাকলেও পলায়ন করা যাবে না। তারপর নাযিল হল—الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ هَلْ يَغْلِبُونَ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ — আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শজনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু' সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮ : ৬৬)

এরপর দু'শ কাফেরের বিপক্ষে একশজন মুসলিম থাকলে পলায়ন না করা (আল্লাহ পাক) ফরয করে দিলেন। সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনা (র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, (তাতে কিছু অতিরিক্ত আছে যেমন,) قَالَ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ , সুফিয়ান বলেন, ইবন শুবরুমা বলেছেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর ব্যাপারটাও আমি এ রকম মনে করি।

২৩৯০ . بَابُ قَوْلِهِ : الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

২৩৯০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে।.....আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন (৮ : ৬৬)

৪২৯৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِائَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ فَجَاءَ التَّخْفِيفُ ، فَقَالَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ مِائَتَيْنِ ، قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدَرٍ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ .

৪২৯৭ ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাহ সুলামী ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, যখন إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ আয়াতটি নাযিল হল তখন দশ জনের বিপরীত একজনের পলায়নও নিষিদ্ধ করা

হল, তখন এটা মুসলমানদের উপর দুঃসাধ্য মনে হলে পর তা লাঘবের বিধান এলো **اللَّهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ** ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে সংখ্যার দিক থেকে যখন হাল্কা করে দিলেন, সেই নমনীয়তার সমপরিমাণ তাদের ধর্মও হ্রাস পেল।

سُورَةُ بَرَاءَةِ

সূরা বারআত

وَلَيْجَةَ كُلِّ شَيْءٍ أَخْلَقْتُهُ فِي شَيْءٍ، الشَّقَّةُ السَّفَرُ، الْخَبَالُ الْفَسَادُ، وَالْخَبَالُ الْمَوْتُ، وَلَا تَفْتِنِّي وَلَا تَوَيْخُنِي، كَرُمًا وَكَرُمًا وَاحِدٌ، مَدْخَلًا يَدْخُلُونَ فِيهِ يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ انْتَفَكَّتْ انْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ، أَهْوَى الْفَاءُ فِي هُوَةٍ عَدْنٍ خَلَدٍ، عَدْنْتُ بِأَرْضٍ أَيْ أَقَمْتُ وَمِنْهُ مَعْدِنٌ، وَيُقَالُ فِي مَعْدِنٍ صِدْقٍ فِي مَنَبَتِ صِدْقٍ، الْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي، وَمِنْهُ يُخْلَفُهُ فِي الْغَابِرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعُ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلَّا حَرْفَانِ: فَارِسٌ وَقَوَارِسُ، وَهَآلِكَ الْخَيْرَاتُ وَاحِدَتُهَا خَيْرَةٌ، وَهِيَ الْفَوَاضِلُ، مُرْجُونَ مُؤَخَّرُونَ، الشُّفَا شَفِيرٌ وَهُوَ حُدُّهُ، وَالْجُرْفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السَّيُولِ وَالْأَوْدِيَةِ، هَارٍ هَانٍ يُقَالُ تَهَوَّرَتِ الْبَيْرُ إِذَا انْهَدَمَتْ وَانْهَارَتْ مِثْلُهُ، لَاوَاهُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ الشَّاعِرُ—

إِذَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلِيلٍ * تَلَوُّهُ أَمَّةُ الرَّجُلِ الْحَزِينِ

الْخَبَالُ — সফর, ভ্রমণ, الشَّقَّةُ — এমন বস্তু যাকে ভূমি আরেকটা বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে । وَلَيْجَةُ — ক্রমা-ও-ক্রমা — আমাকে হুমকি দিও না । وَلَا تَفْتِنِّي — বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, الْخَبَالُ — মৃত্যু । يَجْمَحُونَ — প্রবেশস্থল, যেথায় তারা প্রবেশ করবে । مُرْجُونَ — তারা ভুরাঝিত করবে । وَالْمُؤْتَفِكَاتِ — যাদের নিয়ে ভূমি উল্টে গেছে । أَهْوَى — তাকে গর্তে নিক্ষেপ করল । عَدْنٍ — স্থায়িত্ব অবস্থান, যেমন, عَدْنْتُ بِأَرْضٍ — আমি অবস্থান করলাম, এগুলো থেকে مَعْدِنٍ শব্দ আসছে । এবং বৈলা হয় فِي مَعْدِنٍ صِدْقٍ — অর্থাৎ সত্যের উৎপত্তিস্থল । الْخَوَالِفُ — الْخَالِفُ শব্দের বহুবচন

অর্থ, যে আমার পিছনে থাকল। এবং আমার পরে বসে থাকল এবং এর অর্থ থেকে يُخْلَفُهُ فِي الْغَابِرِينَ — জীলিঙ্গে অর্থ, অবশিষ্টদের মধ্যে পিছনে রাখা হয়। এবং الْخَوَافُ শব্দের বহুবচন হিসাবে الْخَوَافُ শব্দের ব্যবহার করা বৈধ আছে যদিও তা পুরুষ শব্দের বহুবচন, তা হলে তার এভাবে বহুবচন আরবী ভাষায় দুটি শব্দ ব্যতীত পাওয়া যায় না, যথা فَارِسٌ —এর বহুবচন فَوَارِسُ এবং مَالِكٌ —এর বহুবচন مَوَالِكُ, السَّفَا —বিলম্বিত ব্যক্তিবর্গ —مُرْجُونَ, الْخَيْرَاتُ শব্দের এক বচন خَيْرَةٌ অর্থ, কল্যাণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু। الْجُرْفُ — যা উচু স্থান বা উপত্যকা থেকে প্রবাহিত হয়। —পতিত হওয়া। যেমন বলা হয়, কুয়া ভেঙ্গে পড়েছে যখন তা ধ্বংস হয়ে যায়, আর একপভাবে وَأَنْهَارَتْ শব্দের অর্থ হয়ে থাকে। لَوَاءٌ — অধিক কোমল হৃদয়, ভয়-ভীতির কারণে। কবি বলেন, “যখন আমি রাতের বেলায় উদ্বীর পিঠে আরোহণ করলাম, তখন সেটি দৃষ্টিভ্রান্ত ব্যক্তির মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহ! করতে থাকে।

২৩৭১. بَابُ قَوْلِهِ : بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

২৩৭১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তোমরা মুশরিকদের সাথে যেসব চুক্তি করেছিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে সেসব বিচ্ছেদ করা হল (৯ : ১)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, أَزْنٌ — কারো কথা শুনে তা সত্য বলে ধারণা করা। تَطَهَّرَهُمْ এবং لَا تَزَكِيَهُمْ —এর একই অর্থ, এ ব্যবহার পদ্ধতি অধিক। সে পবিত্র করে। زَكَاةٌ —এর অর্থ ইবাদত ও নিষ্ঠা। يُؤْتِنُ (তারা যাকাত প্রদান করে না) (এবং) তারা এ সাক্ষ্যও প্রদান করে না যে, আর কোন উপাস্য নেই এক আল্লাহ ব্যতীত। يُضَاهِيُونَ — তারা তুলনা দিচ্ছে।

۴۲۹۸ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُخِرَ آيَةٌ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , وَأُخِرَ سُورَةُ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ.

৪২৯৮ আবুল ওয়ালীদ (র) বারা' ইবন 'আযিব (রা) বলেছেন : সর্বশেষে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়, তা হলো يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ — লোকে আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়; বলুন! পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদের ব্যবস্থা জানাচ্ছেন। (৪ : ১৭৬) এবং সর্বশেষে যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো সূরায় বারাত।

২৩৭২. بَابُ قَوْلِهِ : فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَلِّمُوا أَنْكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ

২৩৭২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : (হে মুশরিকদল) তোমরা তারপর দেশে চার মাস

কাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাকেরদের লালিত করে থাকেন (৯ : ২)। سَيَحْمِلُونَ سِيرُوا —পরিভ্রমণ করা

৪২৭৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بَيْنِي أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ الْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ أُرْدِفَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبِرَاعَةٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِثْلِي بِبِرَاعَةٍ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَذَنَّهُمْ أَعْلَمَهُمْ

৪২৯৯ সাঈদ ইবন ওফায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) নবম হিজরীর হজ্জ আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক-হজ্জ করার জন্য আসবে না। আল্লাহর ঘর উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করবে না।

হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে পুনরায় এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরায় বারাতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মীনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রা) আমাদের সাথে ছিলেন এবং সূরায় বারাতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করার জন্য আসবে না। কেউ উলংগ অবস্থায় ঘর তওয়াফ করবে না। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন : أَذَنَّهُمْ অর্থ, তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

২৩৭২ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَدَسْؤُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَدَسْؤُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

২৩৯৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জ আকবরের দিনে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে মুশরিকদের কোন

সম্পর্ক রইল না এবং তাঁর রাসুলেরও নয়। যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তা (তোমাদের জন্য) মঙ্গলকর। আর যদি বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর হে নবী! কাফেরদের যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ দিন (৯ : ৩)

৪৩০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النُّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمَنَى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ الْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ (ص) بِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بَبْرَاءَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنَى يَوْمَ النُّحْرِ بَبْرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

৪৩০০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে সে কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে মিনায় এ (কথা) ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক (মক্কায়) হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর উলংগ অবস্থায় কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমায়দ (রা) বলেন, নবী (সা) পরে পুনরায় আলী ইব্ন আবু তালিবকে পাঠালেন এবং বললেন : সূরায় বারাতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আলী (রা) আমাদের সাথেই মীনাবাসীদের মধ্যে সূরায় বারাত কুরবানীর দিন ঘোষণা করলেন। বললেন, এ বছরের পরে মুশরিকদের কেউ হজ্জ করতে (মক্কা) আসতে পারবে না। এবং

উলংগ অবস্থায় আল্লাহর ঘরকে তাওয়াফ করবে না।

২৩৯৪ . بَابُ قَوْلِهِ : إِيَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

২৩৯৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বানী : তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ (৯ : ৪)

৪৩০১ حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ يَوْمَ النُّحْرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৪৩০১ ইসহাক (র) আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর আবু বকর (রা)-কে যে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই হজ্জ তিনি যেন লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসতে পারবে না এবং উলংগ অবস্থায় কেউ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান বলেন [আবু হুরায়রা (রা)] হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের আকবরের দিন হলো কুরবানীর দিন।

২৩৭০ . بَابُ قَوْلِهِ : فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكَظَرِ إِنَّهُمْ لَا إِيْمَانَ لَهُمْ

২৩৯৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তবে কাফের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয় (৯ : ১২)

৪৩০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ أَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (ص) تُخْبِرُونَنَا لَا نَدْرِي فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُرُونَ بِيُوتِنَا ، وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا ، قَالَ أُولَئِكَ الْفُسَاقُ ، أَجَلٌ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ أَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَّا وَجَدَ بَرْدَهُ-

৪৩০২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) যায়িদ ইবন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হুয়ায়ফা (রা)-এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু তিনজন মুসলমান এবং চারজন মুনাফিক বেঁচে আছে। ইত্যবসরে একজন বেদুঈন বলল, আপনারা সকলে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী। আমাদের এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিন যারা আমাদের ঘরে সিঁদ কেটে ঘরের অতি মূল্যবান জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কেননা তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত নই। হুয়ায়ফা (রা) বলেন, তারা সবাই ফাসিক ও অন্যায়কারী। হ্যাঁ। তাদের মধ্য হতে চার ব্যক্তি এখনও জীবিত—তাদের মধ্যে একজন এত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, শীতল পানি পান করার পর তার শীতলতাটুকুর অনুভূতি সে উপলব্ধি করতে পারে না।

৪৩০৩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

২৩৯৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন (৯ : ৩৪)

৪৩ ২ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ يَكُونُ كُنْزٌ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ-

৪৩০৩ হাকাম ইব্ন নাফি' (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের মধ্যে অনেকের পুঞ্জীভূত সম্পদ (যার যাকাত আদায় করা হয় না) কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সর্পে পরিণত হবে।

৪৩০৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبِيعَةِ ، فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ ، فَقَرَأْتُ : وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هَذِهِ فِينَا ، مَا هَذِهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا لَفِينَا وَفِينَهُمْ -

৪৩০৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) যায়িদ ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাবায়্য নামক স্থানে আবু যার (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কিসের জন্য এ স্থানে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়া ছিলাম, তখন আমি [মুআবিয়া (রা)-এর সামনে] এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا "যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।" (৯ : ৩৪)

মুআবিয়া (রা) এ আয়াত শুনে বললেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। বরং আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও নাসারা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি (জবাবে) বললাম, এ আয়াত আমাদের ও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (এ তর্কবিতর্কের কারণে সবকিছু বর্জন করে আমি এখানে চলে এসেছি।)

২২৯৭ . بَابُ قَوْلِهِ : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ * وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بِنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الرُّكَاةُ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ

২৩৯৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যেদিন জাহান্নামের আগুনে ওইসব উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, (সেদিন বলা হবে) এ হলো তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, তার আশ্বাদ গ্রহণ কর (৯ : ৩৫)

আহমাদ ইব্ন শুআয়ব ইব্ন সাঈদ (র)..... খালিদ ইব্ন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে বের হলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি যাকাতের

বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। এরপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা সম্পদের পরিশুদ্ধকারী রূপে নির্ধারণ করেন।

২৩৭৮ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ * الْقَيِّمُ هُوَ الْقَائِمُ -

২৩৯৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায়, মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯ : ৩৬) الْقَيِّمُ শব্দটি قَائِمُ (প্রতিষ্ঠিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪৩০৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مَتَوَالِيَّاتٍ نُوَّ الْقَعْدَةِ وَنُوَّ الْحِجَةِ وَالْمَحْرَمِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -

৪৩০৫ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব. (র) আবু বকর (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন যেভাবে কাল (যামানা) ছিল তা আজও অনুরূপভাবে বিদ্যমান। বারমাসে এক বছর, তন্মধ্যে চার মাস পবিত্র। যার তিন মাস ধারাবাহিক যথা যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম আর মুহার গোত্রের রজব যা জামাদিউসসানী ও শাবান মাসদ্বয়ের মধ্যবর্তী।

২৩৭৭ . بَابُ قَوْلِهِ : ثَانِيِ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ الخ مَعَنَا نَاصِرُونَا ، السَّكِينَةُ فَعِيْلَةٌ مِنَ السَّكُونِ -

২৩৯৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যখন তারা উভয়ে গহ্বর মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন (৯ : ৪০) مَعَنَا অর্থ আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী - السَّكِينَةُ فَعِيْلَةٌ مِنَ السَّكُونِ এর সম ওয়নে سَكُنَ থেকে, অর্থ প্রশান্তি

৪৩০৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي الْغَارِ ، فَرَأَيْتُ أَثَارَ الْمُشْرِكِينَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَأَانَا قَالَ مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا -

৪৩০৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমার কাছে বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে (সওর) গুহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচারণা দেখতে পেয়ে [নবী (সা)-কে] বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি তাদের (মুশরিকদের) কেউ পা উঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ।

৪৩.৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّبَيْرُ وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ ، فَقُلْتُ لِسُقْيَانٍ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ جُرَيْجٍ -

৪৩০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তার ও ইব্ন যুযায়র (রা)-এর মধ্যে (বায়আতের প্রেক্ষিতে) মতভেদ ঘটল, তখন আমি বললাম, তার পিতা যুযায়র, তার মাতা আস্মা (রা) ও তার খালা আয়েশা (রা), তার নানা আবু বকর (রা) ও তার নানী সুফিয়া (রা)। আমি সুফিয়ানকে বললাম, এর সনদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, حَدَّثَنَا এবং ইব্ন জুরায়জ (র) বলার আগেই অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করল।

৪৩.৮ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَسَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتَحِلَّ حَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمِّهِ مُحَلِّينَ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايَعَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقُلْتُ وَإَيْنَ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ، أَمَا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ (ص) يُرِيدُ الزُّبَيْرِ ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ ، وَأُمُّهُ فَذَاتُ النَّطَاقِ ، يُرِيدُ أَسْمَاءَ وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، يُرِيدُ عَائِشَةَ ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ (ص) يُرِيدُ خَدِيجَةَ ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ (ص) فَجَدَّتُهُ يُرِيدُ صَفِيَّةً ثُمَّ عَفِيفٌ فِي الْإِسْلَامِ ، قَارِئُ الْقُرْآنِ ، وَاللَّهُ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رِيُونِي رَبَّنِي أَكْفَاءُ كِرَامٍ ، فَأَنْشُرَ التَّوْبَتَاتِ وَالْأَسَامَاتِ وَالْحَمِيدَاتِ ، يُرِيدُ أَبْنُطًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ بَنِي تَوَيْتٍ وَبَنِي أُسَامَةَ وَبَنِي أَسَدٍ ، إِنْ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقَدَمِيَّةَ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَإِنَّهُ لَوَى ذَنْبَهُ ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ -

৪৩০৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ইব্ন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন যুযায়র (রা)-এর মধ্যে বায়আত নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলো, তখন আমি ইব্ন আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি আব্দুল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করে ইব্ন যুযায়রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান? তখন তিনি বললেন, আব্দুল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি, এ কাজ তো

ইবন যুবারর ও বনী উমাইয়ার জন্যই আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! কখনও তা আমি হালাল মনে করব না, (আবু মুলায়কা বলেন) তখন লোকজন ইবন আব্বাস (রা)-কে বলল, আপনি ইবন যুবাররের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করুন। তখন ইবন আব্বাস বললেন, তাতে ক্ষতির কি আছে? তিনি এটোর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা যুবারর তো নবী (সা)-এর সাহায্যকারী ছিলেন, তার নানা আবু বকর (রা) হযর (সা)-এর সওর গুহার সহচর ছিলেন। তার মা আসমা, যার উপাধি ছিল খাতুন নেতাক। তার খালা আয়েশা (রা) উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন, তার ফুফু খাদীজা (রা) রাসূল (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন, আর রাসূল (সা)-এর ফুফু সফিয়া ছিলেন তাঁর দাদী। এ ছাড়া তিনি (ইবন যুবাররের) তো ইসলামী জগতে নিরুপম ব্যক্তি ও কুরআনের স্বামী। আল্লাহর কসম! যদি তারা (বনী উমাইয়া) আমার সাথে সুসম্পর্ক রাখে তবে তারা আমার নিকটআত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখল। আর যদি তারা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তবে তারা সমকক্ষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরই রক্ষণাবেক্ষণ করল। ইবন যুবারর, বনী আসাদ, বনী তুয়াইত, বনী উসামা — এসব গোত্রকে আমার চেয়ে নিকটতম করে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই আবিল আস-এর পুত্র অর্থাৎ আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান অহংকারী চালচলন আরম্ভ করেছে। নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন যুবারর (রা) তার লেজ গুটিয়ে নিয়েছেন।

৪৩.৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَا تَعْبُجُونِ لِابْنِ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا ، فَقُلْتُ لِأَحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسِبْتُهَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ ، وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ (ص) وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنُ أَخِي خَدِيجَةَ وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّقُ عَنِّي وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدْعُهُ وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَأَنْ يَرَبِّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرَبِّنِي غَيْرُهُمْ -

৪৩০৯ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মায়মুন (র) ইবন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমরা ইবন আব্বাস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি ইবন যুবাররের বিষয়ে বিস্মিত হবে না? তিনি তো তার এ কাজে (খিলাফতের বিষয়) স্থিতিশীল। আমি বললাম, আমি অবশ্য মনে মনে তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করি, কিন্তু আবু বকর (রা) কিংবা উমর (রা)-এর ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা-ভাবনা করিনি। সব দিক থেকে তাঁর চেয়ে তারা উভয়ে উত্তম ছিলেন। আমি বললাম, তিনি নবী (সা)-এর ফুফু সফিয়া (রা)-এর সন্তান, যুবাররের ছেলে, আবু বকর (রা)-এর নাতি। খাদীজা (রা)-এর ভতিজা, আয়েশা (রা)-এর বোন আস্‌মার ছেলে। কিন্তু তিনি (নিজেকে বড় মনে করে) আমার থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তিনি আমার সহযোগিতা কামনা করেন না। আমি বললাম, আমি নিজে থেকে এজন্য তা প্রকাশ করি না যে, হয়ত তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। এবং আমি মনে করি না যে, তিনি এটা ভাল করছেন। অগত্যা বনী উমাইয়ার নেতৃত্ব ও শাসন আমার কাছে অন্যদের থেকে উত্তম।

২৪০০. . بَابُ قَوْلِهِ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُم بِالْعَطِيَّةِ

২৪০০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য (৯ : ৬০)। মুজাহিদ বলেছেন, তাদেরকে দানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করতেন

[৪৩১০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ اتَّأَلَّفَهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضَنْضِي هَذَا قَوْمٌ يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ -

[৪৩১০] মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর কাছে কিছু জিনিস প্রেরণ করা হল। এরপর তিনি সেগুলো চারজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর বললেন, তাদেরকে (এর দ্বারা) আকৃষ্ট করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি সঠিকভাবে দান করেননি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে।

২৪০১. . بَابُ قَوْلِهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَلْمِزُونَ يَعْنِيُونَ جَهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَاعَتَهُمْ

২৪০১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : যু‘মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯ : ৭৯) يَلْمِزُونَ —তাদের সাধ্যমত। অর্থ তাদের পরিশ্রমে ত্রুটি ধরে, جَهْدُ অর্থ শক্তি। (৯ : ৭৯)

[৪৩১১] حَدَّثَنِي يَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أَمَرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرٍ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنَى عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخِرُ إِلَّا رِثَاءَ فَنَزَلَتْ : الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمُ الْآيَةَ -

[৪৩১১] বিশর ইবন খালিদ আবু মুহাম্মদ (র) আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের সাদকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। একদিন আবু ‘আকীল (রা) অর্ধ সা’ খেজুর (দান করার উদ্দেশ্যে) নিয়ে আসলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি (আবদুর রহমান ইবন আউফ) তার চেয়ে অধিক মালামাল (একই উদ্দেশ্যে) নিয়ে উপস্থিত

হলেন। (এগুলো দেখে) মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল, আল্লাহ্ এ ব্যক্তির সাদ্কার মুখাপেক্ষী নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি [আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)] শুধু মানুষ দেখানোর জন্য অধিক মালামাল দান করেছে। এ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় — “মু’মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্কা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি মর্মস্ফূট শাস্তি।” (৯ : ৭৯)

[৪৩১২] حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أَحَدْتُكُمْ زَانِدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمَدِّ وَإِنْ لَأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةُ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعْرِضُ بِنَفْسِهِ -

[৪৩১২] ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাদ্কা করার আদেশ প্রদান করলে আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ অত্যন্ত পরিশ্রম করে, (গম অথবা খেজুর ইত্যাদি) এক মুদ্রা আনতে পারত কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে কারো কারো এক লাখ পরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। আবু মাসউদ (রা) যেন (এ কথা বলে) নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

২৪.২ . بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

২৪০২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : (হে রাসূল) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন, একই কথা, আপনি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। (এর কারণ, তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ পাশাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না) (৯ : ৮০)

[৪৩১৩] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تَوَفَّى عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ع. اللَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يَكْفُنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَآخَذَ بِتَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّمَا خَيْرِنِي اللَّهُ فَقَالَ : اسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ ، قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا تُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ -

৪৩১৩ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় (মুনাফিক) মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসলেন এবং তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোর্তা দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোর্তাটি প্রদান করলেন, এরপর (আবদুল্লাহ তার পিতার) জানাযার নামায পড়ানোর জন্য নবী (সা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জানাযার নামায পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) উঠে দাঁড়ালেন, ইত্যবসরে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি তার জানাযার নামায পড়াতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব (আল্লাহ তা'আলা) আপনাকে তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন, “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না।” সুতরাং আমি তার জন্য সত্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব। উমর (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানাযার নামায পড়ালেন, এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। “তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়বেন না।

৪৩১৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَقٍ سَلَّوْا دُعَايَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّصَلِي عَلَى ابْنِ أَبِي ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَعَدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَالَ آخِرُ عَنِّي يَا عُمَرُ ، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ إِنِّي خَيْرْتُ ، فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ رَدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا يَسْفِيراً ، حَتَّى نَزَلَتْ الْاِئْتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ، إِلَى قَوْلِهِ : وَهُمْ فَاسِقُونَ ، قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جَرَاتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔

৪৩১৪ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় ইব্ন সালুল মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তার জানাযার নামায পড়াবার জন্য আহ্বান করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন (জানাযার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ইব্ন উবায়-এর জানাযার নামায পড়াবেন? অথচ যে লোক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি তার কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এক একটি করে উল্লেখ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে

বললেন, হে উমর, আমাকে যেতে দাও। আমি বারবার বলাতে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি বুঝতে পারি যে, সন্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন, তবে আমি সন্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায় করলেন এবং (জানাযা) থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসার পরই সূরা বারাতের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, “তাদের কেউ মারা গেলে কখনও তার জানাযার নামায আদায় করবে না। এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে। এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। (৯ : ৮৪)

উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আমার এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি চিন্তা করে আশ্চর্যান্বিত হতাম। বস্তুত আল্লাহ্ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত।

২১.৩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

২৪০৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “যদি তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা যায়, আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না (৯ : ৮৪)

৪৩১৫ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكْفِنَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ ، فَقَالَ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ، قَالَ إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، فَقَالَ سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ .

৪৩১৫ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুনাফিক) আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি [নবী (সা)] তার নিজ জামাটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং এর দ্বারা তার পিতার কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় ধরে আরম্ভ করলেন, [ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)] আপনি কি তার (আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই)-এর জানাযার নামায আদায় করবেন? সে তো মুনাফিক, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আপনাকে নিষেধ

করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (হে উমর!) আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, অথবা বলেছেন, আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন এবং বলেছেন, “আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন, আপনি যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।” (৯ : ৮০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি সত্তরবারের চেয়েও বেশিবার ক্ষমা প্রার্থনা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানাযার নামায আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে জানাযার নামায আদায় করলাম। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল, “তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি তার জানাযার নামায কখনও আদায় করবেন না এবং তার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। (৯ : ৮৪)

২৬.৪ . بَابُ قَوْلِهِ : سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَلَأَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

২৪০৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। তারা অপবিত্র, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল (৯ : ৯৫)

৪৩১৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخْلَفُ عَنْ تَبُوكَ وَاللَّهُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ ، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهِ فَأَمَّا لِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيُ : سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ..... إِلَى الْفَاسِقِينَ-

৪৩১৬ ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন কা‘আব ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা‘আব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি যখন তাবুকের যুদ্ধে পিছনে রয়ে গেলেন (অংশগ্রহণ করলেন না), আল্লাহর কসম! তখন আল্লাহ আমাকে এমন এক নিয়ামত দান করেন যা মুসলমান হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এতবড় নিয়ামত পাইনি। তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সত্য কথা প্রকাশ করা। আমি তাঁর কাছে মিথ্যা বলিনি। যদি মিথ্যা বলতাম, তবে অন্যান্য (মুনাফিক ও) মিথ্যাবাদী যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, আমিও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যেতাম। যে সময় ওহী নাযিল হল “তোমরা তাদের নিকট (মদীনায) ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে, আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না।” (৯ : ৯৫)

২৬.৫ . بَابُ قَوْلِهِ : يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .

২৪০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, তোমরা তাদের প্রতি রাযী হলেও আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি রাযী হবেন না (৯ : ৯৬)

২৪.৬ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَخْرَجْنَاهُ عِتْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ الخ

২৪০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। সম্ভবত, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ : ১০২)

[৪৩১৭] حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَرَاهِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُورَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَنَا أَتَانِي اللَّيْلَةَ أَتِيَانِ فَأْتَعْتَانِي فَأَنْتَهَيْتَنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبْنٍ ذَهَبٍ وَلَبْنٍ فِضَّةٍ فَتَلَقَانَا رِجَالٌ شَطْرُ مَنْ خَلَقَهُمْ ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى ، وَشَطْرُكَ أَفْبَحَ مَا أَنْتَ رَأَى ، قَالَا لَهُمْ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةٌ عَنَّا وَذَلِكَ مَنْزِلُكَ ، قَالَا أَمَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرُ مَنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرُ مَنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

[৪৩১৭] মুয়াযিল ইবন হিশাম (র) সামুরা ইবন জন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বলেছেন, রাতে দু'জন ফেরেশতা এসে আমাকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলেন। এরপর আমরা এমন এক শহরে পৌছলাম, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত। সেখানে এমন কিছু সংখ্যক লোকের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল, যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর যা তোমরা কখনও দেখনি। এবং আর এক অর্ধেক এত কুৎসিত যা তোমরা কখনও দেখনি। ফেরেশতা দু'জন তাদেরকে বললেন, তোমরা ঐ নহরে গিয়ে ডুব দাও। তারা সেখানে গিয়ে ডুব দিয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসল। তখন তাদের বিশী চেহারা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল এবং তারা সুন্দর চেহারা লাভ করলো। ফেরেশতাদ্বয় আমাকে বললেন, এটা হলো 'জান্নাতে আদন' এটাই হল আপনার আসল আরামস্থল। ফেরেশতাদ্বয় (বিস্তারিত বুঝিয়ে) বললেন, (আপনি) যেসব লোকের দেহের অর্ধেক সুন্দর এবং অর্ধেক বিশী (দেখেছেন), তারা ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে সৎ কর্মের সাথে অসৎ কর্ম মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন (এবং তারা অতি সুন্দর চেহারা লাভ করেছে)।

২৪০৭. ۲۴.۷ . بَابُ قَوْلِهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

২৪০৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু‘মিনদের জন্য সঙ্গত নয় (৯ : ১১৩)

۴۳۱۸ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَيُّ عَمَلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرغبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهُ عَنْكَ فَتَزَلْتُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ-

৪৩১৮ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যুর আলামত দেখা দিল তখন নবী (সা) তার কাছে গেলেন। এ সময় আবু জেহেল এবং আবদুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়াও সেখানে বসা ছিল। নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আপনি পড়ুন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট এ নিয়ে আবেদন পেশ করব। এ কথা শুনে আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি মৃত্যুর সময় (তোমার পিতা) আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাও? নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

“আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু‘মিনদের জন্য সঙ্গত নয়, যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।” (৯ : ১১৩)

২৪০৮. ۲৪.৯ . بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

২৪০৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকটকালে তার অনুগমন করেছিল। এমনকি যখন তাদের একদলের অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি দয়ালু, পরম দয়ালু (৯ : ১১৭)

[৪২৯] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

[৪৩১] আহমদ ইবন সালিহ (র) আবদুল্লাহ ইবন কা'আব (র) থেকে বর্ণিত, কা'আব (রা) যখন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়লেন, তখন তার ছেলেরদের মধ্যে যার সাহায্যে তিনি চলাফেরা করতেন, তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'আব ইবন মালিক (রা)-এর কাছে তার ঘটনা বর্ণনায় وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا এ আয়াত-এর তাফসীর সম্পর্কে বলতে গুনেছি। তিনি তার ঘটনা বর্ণনার সর্বশেষে বলতেন, আমি আমার তওবা কবুল হওয়ার খুশীতে আমার সকল মাল আল্লাহ ও তার রাসুলের পথে দান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নবী (সা) বললেন, (সকল মাল সাদকা করো না) কিছু সাদকা কর এবং কিছু নিজের জন্য রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

২৪১. . بَابُ قَوْلِهِ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا - إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

২৪০৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'লার বাণী : এবং তিনি সে তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য অতি সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান হলেন, যাতে তারা তওবা করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ : ১১৮)

[৪৩২] حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبَّ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزَوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْمُسَرَّةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قَالَ فَاجْتَمَعَتْ صِدْقُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ضَحَى وَكَانَ قَلَمًا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضَحَى , وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ , فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ , وَنَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنْ كَلَامِي وَكَلَامِ

صَاحِبِي، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامٍ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرَنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا، فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَى الْأَمْرِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ (ص) أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَكُونُ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلَا يَكْلِمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيِّهِ (ص) حَتَّى بَقِيَ الثَّلَاثُ الْأَخْرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي، مَعْنِيَةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أُمُّ سَلَمَةَ تَيْبَ عَلَيَّ كَعْبٍ قَالَتْ أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَسِّرُهُ قَالَ إِذَا يَخْطِفُكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمْ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) صَلَاةَ الْفَجْرِ أذنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتِنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْ قِطْعَةً مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خَلَفُوا خَلْفَنَا عَنْ الْأَمْرِ الَّذِي قَبْلَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اعْتَذَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذَكَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذَكَرُوا بِشَرِّ مَا ذَكَرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ: يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْآيَةَ۔

৪৩২০ মুহাম্মদ (র) আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'আব ইবন মালিক (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'আব ইবন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যে তিনজনের তওবা কবুল হয়েছিল, তার মধ্যে তিনি একজন। তিনি বদরের যুদ্ধ ও তাবুকের যুদ্ধ এ দু'টি ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে পশ্চাতে থাকেন নি। কা'আব ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধ হতে সূর্যোদয়ের সময় মদীনায প্রত্যাবর্তন করলে আমি (মিথ্যা অজুহাতের পরিবর্তে) সত্য প্রকাশের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম। তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] যেকোন সফর হতে সাধারণত সূর্যোদয়ের সময়ই ফিরে আসতেন। এবং সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (তাবুকের যুদ্ধ থেকে এসে) রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে এবং আমার সঙ্গীদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, অথচ আমাদের ছাড়া অন্য যারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিল, তাদের সাথে কথা বলায় কোন প্রকার বাধা প্রদান করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। এভাবেই চিন্তার বিষয় এ ছিল যে যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায়, আর নবী (সা) আমার জানাযায় নামায আদায় না করেন, অথবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হলে আমি মানুষের কাছে এই অবস্থায় থেকে যাব তারা কেউ আমার সাথে কথাও বলবে না, আর আমার জানাযার নামাযও আদায় করবে না। এরপর (পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ তা'আলা আমার তওবা কবুল করে তাঁর [নবী (সা)-এর] প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন রাতের শেষ-তৃতীয়াংশ বাকী ছিল। সে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে ছিলেন, উম্মে সালমা (রা) আমার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে উম্মে সালমা! কা'আবের তওবা কবুল করা হয়েছে। উম্মে সালমা (রা) বললেন, তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য কাউকে তার কাছে পাঠাব? নবী (সা) বললেন,

এখন খবর পেলে সব লোক এসে সমবেত হবে। তারা তোমাদের ঘুম নষ্ট করে দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর (সকলের মধ্যে) আমাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ (ঘোষণার) সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা মুবারক খুশীতে চাঁদের ন্যায় চমকচ্ছিল।

যেসব মুনাফিক মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসন্তুষ্টি থেকে] রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তওবা কবুলের ব্যাপারে আমরা তিনজন পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কবুল করে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(তাবূকের যুদ্ধে) অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে এবং যারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছে তাদের অত্যন্ত জঘন্যভাবে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে, বল, মিথ্যা অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। (৯ : ৯৪)

২৬১১ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

২৪১০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও (৯ : ১১৯)

[৬৩৩১] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ ثُبُوكَ فَوَالَهُ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مِنْذُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ (ص) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

৪৩২১ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র) আবদুল্লাহ ইব্ন কা'আব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, যিনি কা'আব ইব্ন মালিক (দৃষ্টিহীন হওয়ার পরে)-এর পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি কা'আব ইব্ন মালিক (রা), তাবুক যুদ্ধে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম! হয়ত আল্লাহ (রাসূলুল্লাহর কাছে) সত্য কথা প্রকাশের কারণে, অন্য কাউকে এত বড় নিয়ামত দান করেন নি যতটুকু আমাকে প্রদান করেছেন।

যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার সঠিক কারণ বর্ণনা করেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত (যেকোন ব্যাপারে) মিথ্যা বলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত আমার হয়নি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর এই আয়াত নাযিল করলেন, “আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।” (৯ : ১১৭-১১৮ ও ১১৯)

২৬১২ . بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

২৪১১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য অতি কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ালু ও পরম দয়ালু (৯ : ১২৮)

[৪৩৩৩] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَرَاغِبُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِدَاكِ صَدْرِي ، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَهَمُكَ كُنْتُ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفْنِي نَقْلَ جِبِلٍّ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا ، لَمْ يَفْعَلَهُ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ ، فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقُمْتُ فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَابِ وَالْعُسْبِ ، وَصُنُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ إِلَىٰ أُخْرِهَا ، وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ * تَابِعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو وَاللَيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ ، وَتَابِعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ مَعَ خُرَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُرَيْمَةَ - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ -

৪৩২২ আবুল ইয়ামান (র) যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যিনি ওহী লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) (তার খিলাফতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। (আমি তার কাছে চলে আসলাম) তখন তার কাছে উমর (রা) বসা ছিলেন। তিনি [আবু বকর (রা) আমাকে] বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র গতিতে চলছে, আমার ভয় হচ্ছে, কুরআনের অভিজ্ঞগণ (হাফিযগণ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান নাকি! যদি আপনারা তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করেন তবে কুরআনের অনেক অংশ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং কুরআনকে একত্রিত সংরক্ষণ করা ভাল মনে করি। আবু বকর (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে বললাম, আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ (সা) করে যাননি। কিন্তু উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা কল্যাণকর হবে। উমর (রা) তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজ করার জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই) এবং শেষ পর্যন্ত (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত উমর (রা)-এর মতই হয়ে যায়। যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, উমর (রা) সেখানে নীরবে বসা ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। এরপর আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করি না। কেননা, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং, তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর। কসম! তিনি কুরআন একত্রিত করার যে নির্দেশ আমাকে দিলেন সেটি আমার কাছে এত ভারী মনে হল যে, তিনি যদি কোন একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে এরূপ ভারী মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজটি নবী (সা) করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কিভাবে করবেন? এরপর আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এ কাজ করাটাই কল্যাণকর হবে। এরপর আমিও আমার কথায় অটল থেকে বারবার জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ যেটা উপলব্ধি করার জন্য আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আমার বক্ষকেও তা উপলব্ধি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা তাদের ন্যায় আমিও অনুভব করলাম)। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুর ডালে ও বাকলে এবং মানুষের বক্ষস্থল (অর্থাৎ মানুষের কাছে যা মুখস্থ ছিল) থেকে তা সংগ্রহ করলাম। পরিশেষে খুযায়মা আনসারীর কাছে সূরায়ে তাওবার দু'টি আয়াত (লিখিত) পেয়ে গেলাম, যা অন্য কারও কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি। (যে আয়াতদ্বয়ের একটি হলো) “লাকাদ জা আকুম” থেকে শেষ পর্যন্ত।

এরপর এ জমাকৃত কুরআন আবু বকর (রা)-এর ইত্তিকাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই জমা ছিল। তারপর উমর (রা)-এর কাছে এলো। তার ইত্তিকাল পর্যন্ত এটি তার কাছেই জমা ছিল। তারপর এটি হাফসা বিন্ত উমর (রা)-এর কাছে এলো। উসমান এবং লায়স (র) خُزَيْمَةُ শব্দের বর্ণনায় শু'আয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদেও ইব্ন শিহাব থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুযায়মার স্থলে আবু খুযায়মা আনসারী বলা হয়েছে। মুসা-এর সনদে عَنْ ابْنِ شِهَابٍ -এর স্থলে عَنْ ابْنِ شِهَابٍ এবং আবু খুযায়মা বলা হয়েছে। ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদে সাবিত (র)-এর عَنْ اِبْرَاهِيمَ -এর পরিবর্তে حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ বলেছেন এবং খুযায়মা অথবা আবু খুযায়মা নিয়ে সন্দেহ আছে।

আয়াতটির অর্থ : “এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলে দিও, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা ‘আরশের অধিপতি।’ (৯ : ১২৯)

سُورَةُ يُونسَ

সূরা ইউনুস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاخْتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ مُحَمَّدٌ (ص) وَقَالَ مُجَاهِدٌ : خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ آيَاتُ ، يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِمُ الْمَعْنَى بِكُمْ ، دَعَاؤُهُمْ دُعَاؤُهُمْ ، أُحِيطَ بِهِمْ دَنَوًا مِنَ الْهَلَكَةِ ، أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيبَتُهُ ، فَاتَّبَعَهُمْ وَاتَّبَعَهُمْ وَاحِدٌ ، عَنَّا مِنَ الْعُدْوَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ لَوْلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا تَبَارَكَ فِيهِ وَالْعَنَةُ ، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ لَأَهْلِكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلَا مَاتَهُ : أَحْسِنُوا الْحُسْنَى ، مِثْلُهَا حُسْنَى وَزِيَادَةُ مَغْفِرَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ -

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, فَاخْتَلَطَ অর্থঃ বৃষ্টির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উদ্গত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ — “তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত।” (১০ : ৬৮)

যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ কল্যাণ। تِلْكَ آيَاتُ এগুলো কুরআনের নিদর্শন ও অনুরূপ, وَجَرَيْنَ بِهِمُ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ

أَحْيَيْتُ بِهِمُ — তারা এখানে بِهِمُ দ্বারা بِكُمْ (তোমাদের নিয়ে) উদ্দেশ্য, دَعَوَاهُمْ অর্থ তাদের দোয়া। ধ্বংসের নিকট পৌছল। أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ — গুনাহ তাদের বেষ্টন করে ফেলছে। فَاتَّبَعَهُمْ وَاتَّبَعَهُمُ — সমপর্যায়ের (তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।) عَنْوَا এখানে সীমালংঘন অর্থে, মুজাহিদ (র) বলেন, اللَّهُ وَيُعْجِلُ اللَّهُ —এর দ্বারা মানুষের সেই উক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যখন সে রাগান্বিত হয়ে নিজ নিজ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, হে আল্লাহ এতে বরকত দিও না, এর ওপর লানত কর। لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ — যার প্রতি বদদোয়া করা হয়েছে, তাকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তাকে মেরে ফেলতেন। أَحْسَنُوا الْحُسْنَى —যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্যই রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক। وَزِيَادَةٌ এবং অতিরিক্ত অর্থাৎ ক্ষমা। অন্যরা বলেন আল্লাহর দীদার, الْكَرِيمُ — রাজত্ব।

٢٤١٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَجَاوَزْنَا بَيْنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَقِيًّا وَعَدُوا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ أَمُتْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمُتْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

২৪১২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করলাম এবং ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, যার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করেছে। এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।” (১০ : ৯০) — تَنْجِيكَ — আমি তোমাকে যমীনের উঁচু স্থানে ফেলে রাখব। نَجْوَى —এর অর্থ উচ্চ স্থান।

[৪২২২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) الْمَدِينَةُ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا -

[৪৩২৩] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করত। (জিজ্ঞাসা করা হলে) তারা বলল, এদিন মুসা (আ) ফেরাউন-এর উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। তখন নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন, মুসা (আ) সম্পর্কে তাদের (ইহুদীদের) চাইতে তোমরাই অধিক হকদার। সুতরাং তোমরাও রোযা পালন কর।

১. ফেরাউনের মৃতদেহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।” (১১ : ৯২) কয়েক বছর পূর্বে ফেরাউনের দেহ থিবিসের একটি পিরামিড হতে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে সকলের দেখার জন্য কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

سُورَةُ هُودٍ

সূরা হুদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الْأَوَاهُ الرَّحِيمُ بِالْحَبَشَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَادِي الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ :
الْجُودِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ ، يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَقْلَمِي :
أَمْسِكِي ، عَصِيبٌ شَدِيدٌ ، لَا جَرَمَ : بَلَى ، وَفَارَ التَّنُورُ نَبَعَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجَهَ الْأَرْضِ

আবু মায়সারা (র) বলেন, الْأَوَاهُ হাবশী ভাষায় দয়ালু। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, الرَّأْيِ — যা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মুজাহিদ (র) বলেন, الْجُودِيُّ — জাযিরার একটি পাহাড়। হাসান (র) বলেন, أَنْتَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ — আপনি অতি সহনশীল। এর দ্বারা তারা বিদ্রূপ করত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, فَارَ التَّنُورُ — অবশ্যই। لَا جَرَمَ — কঠিন। عَصِيبٌ — থেমে যাও। أَقْلَمِي — পানি উদ্বলিত হয়ে উঠল। ইকরামা (র) বলেন, تَنُورٌ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে।

٢٤١٤ . بَابُ قَوْلِهِ : أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَفْشِفُونَ
ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ -

২৪১৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : সাবধান! ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাজ (সংকুচিত) করে। সাবধান! ওরা যখন নিজদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে, তখন ওরা যা কিছু গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের অন্তরের বিষয় অবগত আছেন (১১ : ৫)

অন্যজন বলেন حَاقٌ — অবতীর্ণ হল। يَحِيقُ — অবতীর্ণ হয়। يُوَسُّ — এর ওয়ানে يَسْتُ থেকে (নিরাশ হওয়া)। মুজাহিদ (র) বলেন, تَتَنَبَّسُ — দুঃখ করা। يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ — হকের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধাবোধ। لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ — আল্লাহ থেকে, গোপন রাখার জন্য যদি তারা সক্ষম হয়।

٤٣٢٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ تَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَا سَأَلْتُ

يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ ، فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ -

৪৩২৪ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এমনভাবে পড়তে শুনেছেন, **صُورُهُمْ**। মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ বলেন, আমি তাঁকে এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কিছু লোক খোলা আকাশের দিকে উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে পেশাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করতে লাগল। তারপর তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৪৩২৫ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ أَلَّا إِنَّهُمْ تَتَنَوْنِي صُورُهُمْ ، قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَتَنَوْنِي صُورُهُمْ ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحْيِي أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحْيِي فَنَزَلَتْ : أَلَّا إِنَّهُمْ تَتَنَوْنِي صُورُهُمْ -

৪৩২৫ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) **صُورُهُمْ** পাঠ করলেন। আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস **صُورُهُمْ** দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, কিছু লোক স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় অথবা পেশাব-পায়খানা (করার) সময় (উলঙ্গ হতে) লজ্জাবোধ করত, তখন **صُورُهُمْ** আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৪৩২৬ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَّا إِنَّهُمْ يَتَنَوْنَ صُورَهُمْ عَلَى حِينٍ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَفْشُونَ يَغْطُونَ رُؤُسَهُمْ سِيَاءَ بِهِمْ ، سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا - بِأَضْيَافِهِ ، يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أُنْيَبُ أَرْجَعُ -

৪৩২৬ হুমায়দী (র) আমর (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াত এভাবে পাঠ করলেন, **أَلَّا إِنَّهُمْ يَتَنَوْنَ صُورَهُمْ** **يَتَنَوْنَ صُورَهُمْ** আমর ব্যতীত অন্যরা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন **يَتَنَوْنَ صُورَهُمْ** — তারা তাদের মাথা ঢেকে নিত। **سِيَاءَ بِهِمْ** — তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেন। এবং **وَضَاقَ** অর্থাৎ নিজ অতিথিকে দেখে সঙ্কুচিত হলেন। **يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ** — রাতের আধারে। মুজাহিদ (র) বলেন, **أُنْيَبُ** — আমি তাঁরই অভিযুক্ত।

২৪১৫ . بَابُ قَوْلِهِ : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

২৪১৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং তাঁর 'আরশ ছিল পানির ওপরে

[৪৩২৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ قَالَ اللَّهُ: أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغْنِيهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرْوَتِهِ أَى أَصَبْتَهُ، وَمِنْهُ يَعْرِوُهُ وَاعْتَرَانِي، أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا أَى فِي مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ، عَنِيْدٌ وَعَنُوْدٌ وَعَانِدٌ وَوَاحِدٌ، وَهُوَ تَاكِيدُ التَّجْبِيرِ اسْتَعْمَرَكُمْ جَعَلَكُمْ عَمَارًا، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمُرِي جَعَلْتُهَا لَهُ، نَكْرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ، حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، كَانَهُ فَعِيْلٌ مِنْ مَا جَدِ مَحْمُوْدٌ مِنْ حَمِيْدٍ، سَجِيْلٌ الشَّدِيْدُ الْكَبِيْرُ، سَجِيْلٌ وَسَجِيْنٌ وَاللَّامُ وَالنُّونُ اخْتَانٌ، قَالَ تَمِيْمُ بْنُ مُقْبِلٍ: وَرَجُلَةٌ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سَجِيْنًا - وَاللَّى مَدِيْنٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى أَهْلِ مَدِيْنٍ لِأَنَّ مَدِيْنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ، سَلَ الْقَرْيَةَ وَسَلَّ الْعِيْرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِيْرَ، وَرَأَاكُمْ ظَهْرِيًا، يَقُولُ لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَيُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ، ظَهَرَتْ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظَهْرِيًا، وَالظَّهْرِيُّ مَا هُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ عَآءَ تَسْتَظْهِرُ بِهِ، أَرَادَلْنَا سَقَاطُنَا، اجْرَمِي هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ اجْرَمْتُ، وَيَغْضُهُمْ يَقُولُ: جَرَمْتُ - أَلْفَلَكٌ، وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَجَمْعٌ وَهِيَ السَّفِيْنَةُ وَالسَّفْنُ، مُجْرَاهَا مَوْفَقُهَا، وَهُوَ مَصْدَرٌ اجْرَيْتُ، وَأَرَسَيْتُ حَبَسْتُ، وَيَقْرَأُ مَرَسَاهَا مِنْ رَسَتْ هِيَ، وَمَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ، وَمُجْرِيهَا وَمَرْسِيْنَهَا، مِنْ فَعَلَ بِهَا، الرَّأْسِيَّاتُ الثَّابِتَاتُ.

[৪৩২৭] আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [রাসূলুল্লাহ (সা)] বললেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ না, যখন থেকে (আল্লাহ) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদে কোন কমতি হয়নি। আর আল্লাহ তা'আলার 'আরশ' পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে পাল্লা। তিনি ঝুঁকান, তিনি উপরে উঠান। ২. افْتَعَلْتَ - এর বাব থেকে। عَرْوَتُهُ এ অর্থে বলা হয়, তাকে পেয়েছি। তা থেকে يَعْرِوُهُ (তার উপর ঘটেছে) ও عَنِيْدٌ - عَنُوْدٌ - অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব এবং أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا (আমার উপর ঘটেছে) ব্যবহার হয়। اعْتَرَانِي (আমার উপর ঘটেছে) সবগুলোর একই অর্থ — স্বৈরাচারী।

১. "আরশ" শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আরব দেশে ছাদবিশিষ্ট হাওদাকেও আরশ বলে। রাজার আসন বোঝাতেও "আরশ" শব্দটি ব্যবহার হয়। "আল্লাহর আরশ" বলতে সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালনা কেন্দ্র বোঝায়। — মুফতী আবদুহ। আল্লাহর অসীমত্বের কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য "আরশুল আজীম" এ রূপকটি ব্যবহৃত হয়। — ইমাম রাযী।
২. অর্থাৎ রিযিক সঙ্কচিত বা প্রসারিত করা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার হাতে।

এটি ঔদ্ধত্য অর্থের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। **اسْتَغْفِرُكُمْ** — তোমাদের বসতি দান করলেন। আরবগণ বলত **أَغْفَرْتُ الدَّارَ فَهِيَ عَمْرَى** — আমি এ ঘর তাকে জীবন ধারণের জন্য দিলাম। **فَعِيلٌ - مَجِيدٌ - حَمِيدٌ مَجِيدٌ** এবং **اسْتَنْكَرَهُمْ** সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। **نَكَرَهُمْ** এবং **وَأَنْكَرَهُمْ** (মর্যাদা সম্পন্ন) থেকে **حَمِيدٌ** (প্রশংসিত) এর অর্থে **مَحْمُودٌ** থেকে **سَجِيلٌ** — অতি কঠিন বা শক্ত। **سَجِيلٌ** এবং **سَجِينٌ** উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। **لَمْ** এবং **لَنْ** বিকল্প হরফ। তামীম ইব্ন মুকবেল বলেন, “বহু পদাতিক বাহিনী মধ্যাহ্নে ঘাড়ের ওপর শুভ্র ধারালো তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানে। কঠিন প্রস্তর দ্বারা তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রতিপক্ষের বীর পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরে ওসীয়াত করে থাকে। **وَالِي** **مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا** — মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভ্রাতা শু‘আয়ব (আ)-কে পাঠালাম। মাদইয়ান হল একটি শহর। এর অনুরূপ **وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ وَبَنِي الْعَبْرَةِ** অর্থাৎ গ্রামবাসীদের কাছে এবং কাফেলা লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। **وَأَعْلَمُ ظَهْرِي** অর্থাৎ তারা তার প্রতি দৃষ্টি করেনি। যখন কেউ কারও উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে, তখন বলা হয় **ظَهَرْتُ بِحَاجَتِي** এবং **وَجَعَلْتَنِي ظَهْرِي** এখানে **ظَهْرِي** দ্বারা এ ধরনের জানানোয়ার বা পাত্র বোঝায় যা কাজের প্রয়োজনে তুমি সাথে। **أَرَأَيْتُمْ** — আমাদের মধ্যে অধম, **أَجْرَمِي** এটা **أَجْرَمْتُ** — এর মাসদার। কেউ বলেন, **جَرَمْتُ** হতে উদগত **أَفْلَكُ**, **وَأَفْلَكُ** একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নৌকা এবং নৌকাগুলো। **مُجْرَاهَا** (নৌকা চলা) এটা **أَجْرَيْتُ** — এর মাসদার এবং **أَرَسَيْتُ** — নৌকা আমি থামিয়েছি। কেউ কেউ পড়েন : **مَرْسَاهَا** অর্থাৎ তা থেমেছে। এবং **مُجْرَاهَا** অর্থাৎ তা চলেছে। **الرَّأْسِيَّاتِ** এবং **مُجْرِيهَا** অর্থাৎ যার সাথে এরূপ (চালিত, স্থগিত) করা হয়েছে। **الرَّأْسِيَّاتِ** অর্থাৎ স্থিত।

২৪১৬ . **بَابُ قَوْلِهِ : وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ**

২৪১৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “সাক্ষীগণ বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১. হাদিস! আল্লাহর লা‘নত জালিমদের ওপর (১১ : ১৮)। **أَشْهَادٌ** — এর একবচন হল, **شَاهِدٌ** যেমন, **أَصْحَابٌ** — এর এক বচন **صَاحِبٌ**

[৪২২৮] **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهَيْشَامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) فِي النَّجْوَى ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ : يَدْنَى الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هَيْشَامٌ : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَفَّهُ فَيَقْرَأَهُ بِذُنُوبِهِ ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفْ يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفْ مَرَّتَيْنِ ، فَيَقُولُ سَرَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَأَغْفِرَهَا لَكَ الْيَوْمَ . ثُمَّ تَطْوِي صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْآخِرُونَ أَوْ الْكُفَّارُ ،**

فَيَنَادِي عَلَى رُؤُسِ الْأَشْهَادِ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ * وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ -

৪৩২৮ মুসাদ্দাদ (র) সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইব্ন উমর (রা) তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তার সম্মুখে এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান অথবা বলল, হে ইব্ন উমর (রা) আপনি কি নবী (সা) থেকে (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এবং মু'মিনদের মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) মু'মিনকে তার নিকটবর্তী করা হবে। হিশাম বলেন, মু'মিন নিকটবর্তী হবে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ পর্দায় আবৃত করে নেবেন এবং তার কাছ থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি নেবেন। (আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন) অমুক গুনাহ সম্পর্কে তুমি জান কি? বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি জানি, আমি জানি। এভাবে দু'বার বলবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ গোপন রেখেছি। আর আজ তোমার সে গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি। তারপর তার নেক আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হবে।

পক্ষান্তরে অন্যদলকে অথবা (রাবী বলেছেন) কাফেরদের সকলের সামনে ডেকে বলা হবে, এরাই সে লোক যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করেছিল। এবং শায়বান -এর পরিবর্তে عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ -এর পরিবর্তে বর্ণনা করেছেন।

٢٤١٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

২৪১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে, যখন তারা জুলুম করে থাকে। তাঁর শাস্তি মর্মভেদ, কঠিন। (১১ : ১০২) رَفَذَتْهُ — আমি তাকে সাহায্য করলাম। اُتْرِفُوا — কেন হয়নি। فَلَوْلَا كَانَ — ঝুঁকে পড়ো। تَرَكَنَا — তাদের ধ্বংস করে দেয়া হল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, زَفِيرٌ شَبِيهُ — বিকট আওয়াজ এবং ক্রীণ আওয়াজ।

৪৩২৯ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ لَيُعْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَقْلُتْهُ ، قَالَ ثُمَّ قَرَأَ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

৪৩২৯ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি [নবী (সা)] এ আয়াত পাঠ করেন।

“এবং এরূপই তোমার রবের শাস্তি”। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। তার শাস্তি মর্মস্পর্ক, কঠিন। (১১ : ১০২)

২৬১৮ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

২৪১৭. অনুচ্ছেদ : আব্রাহাম তা'আলার বাণী : নামায কয়েম করবে দিবসের দু'প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমার্শে। নেক কাজ অবশ্যই পাপ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটি তাদের জন্য এক উপদেশ। (১১ : ১১৪) — زُلْفًا — সময়ের পর সময়। এবং এসব থেকেই মু'জিল্লাহ্-এর নামকরণ করা হয়েছে। মনযিলের পর মনযিল। এবং زُلْفَى মাসদার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। اَزْدَلُّوْا — একত্রিত হয়েছে। اَزْلَفْنَا অর্থ আমরা একত্রিত হয়েছি।

[৬৩৩৯] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قَبِيلَةَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ * قَالَ الرَّجُلُ أَلَيْ هَذِهِ ، قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي .

৪৩৩০ মুসাদ্দাদ (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললেন, তখন (এ ঘটনার প্রেক্ষিতে) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ — “নামায কয়েম করবে দিবসের দু'প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমার্শে” নেক কার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। (১১ : ১১৪) তখন সে লোকটি বলল, এ হুকুম কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যারাই এ অনুসারে করবে, তাদের জন্য।

১.. দিবসের প্রথম প্রান্ত ভাগে ফজরের নামায, দ্বিতীয় ভাগে যোহর ও আসরের নামায এবং রাতের প্রথমার্শে মাগরিব ও ইশার নামায। মোট এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয — ইবন কাছীর।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ